শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ

বা

শ্রীশ্রীদশমচরিতম্।

শ্রীপাদ শ্রীশ্রীসনাতন-গোস্বামি-বিরচিতঃ।

শ্রীহরিদাস দাসেন প্রকাশিতঃ
[শ্রীনবদ্বীপ 'হরিবোল কুটীরতঃ']
৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দঃ

সর্বস্বত্বং সুরক্ষিতম্]

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস দাস
নবদ্বীপ, পোড়াঘাট,
নদীয়া।

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জ্জীর লেন
কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্র

গিরিবর-তটরম্যে রাসলাস্যৈকধন্যে
নিরবধি বিলসন্ যঃ শ্রীলগোবিন্দকুণ্ডে ।
সকলগুণনিধিঃ শ্রীকৃষ্ণসেবানুরক্তঃ
জয়তি জয়তি ধন্যো বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যঃ ॥ ১ ॥

'মনোহর'-গুণনামা বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তিমান্ ।
রসরাজরসোল্লাসী মহাভাবানুভাবকঃ ॥ ২ ॥

সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রোঽপি সর্বথা স্নেহ-যন্ত্রিতঃ ।
কৃপামৃত-প্রবর্ষী যঃ সর্বশাস্ত্র-বিশারদঃ ॥ ৩ ॥

নির্মানো মানদাতা চ বিরক্তানাং শিখামণিঃ ।
সর্বদা ভজনাবিষ্টঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৪ ॥

সদ্গ্রন্থ-সঙ্গনির্দেষ্টা তৎপ্রকাশে প্রয়োজকঃ ।
মহাবাৎসল্য-মূর্ত্তি র্যস্তস্মৈ নৈবেদ্যমস্ত্বিদম্ ॥ ৫ ॥

আশ্রবস্য দীনাতিদীনস্য
শ্রীহরিদাসদাসস্য

অবতরণিকা ।

শ্রীশ্রীরূপসনাতনের জীবনী * । কর্ণাটাধিপতি **সর্ব্বজ্ঞ**—ভরদ্বাজ গোত্র যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ—তৎপুত্র **অনিরুদ্ধ**—তৎপুত্র **রূপেশ্বর** ও **হরিহর**—হরিহরের রাজ্য-লালসায় রূপেশ্বর নীলাচলে যাত্রা করেন—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী শিখরদেশের রাজা মহেন্দ্রসিংহের সহিত তথায় পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন হয়। পরে তিনি মহেন্দ্রসিংহের রাজত্বে গমন ও মন্ত্রিত্ব-পদ লাভ করেন। তথায় রূপেশ্বরের পুত্র **পদ্মনাভের** জন্ম হয়। যদুজীবন তর্কপঞ্চানন নামক রাজপণ্ডিতের কন্যা রমাদেবীর সহিত পদ্মনাভের বিবাহ হয়। ইঁহার শ্বশুর ও পিতৃদেবের পরলোক হইলে ইনি শিখরদেশ ত্যাগ করিয়া নবহট্ট (নৈহাটি) গ্রামে বাস করেন—তথায় পদ্মনাভের ১৮ কন্যা ও ৫ পুত্র হয়। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র—**মুকুন্দ**। পদ্মনাভ নবহট্টে কিছুদিন থাকিয়া পরে বৃদ্ধা শাশুড়ীর উত্তরাধিকারী হইয়া বাকলাচন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। মুকুন্দদেবের পুত্র—**কুমারদেব**। গৌড়-নগরে উত্তর সীমাস্থ মহানন্দা নদীর তীরে মোরগ্রাম মাধাইপুরে কাশ্যপ-কুলজাত হরিনারায়ণ বিশারদ মহাশয়ের কন্যা রেবতীর সহিত কুমার-দেবের বিবাহ হয়। বিবাহের পরে কুমারদেব শ্বশুরালয়ে বাস করেন—ইঁহার তিন পুত্র—**সনাতন, রূপ** ও **অনুপম** (বল্লভ)।

তৎকালে গৌড়নগর **হুসেন সাহ পাৎসাহের** রাজধানী ছিল। বহু দেশের কৃতবিদ্যগণ তথায় গমনাগমন করিতেন, সুতরাং ইঁহারা অনায়াসেই সর্ববিদ্যা-পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের আদেশানুসারে পিরুসাহ নামক রাজমিস্ত্রি জলগড়ের পার্শ্বে একটি সুদৃশ্য মন্দিরা নির্ম্মাণ করিতেছিল; কেবলমাত্র শিরাবরণ (ছাদ) ব্যতীত আর সকল কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন হুসেনসাহ মন্দিরা দেখিতে গিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—পিরু! মন্দিরা আশাতীত সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। পিরু বলিল যে সে ইহা হইতেও উৎকৃষ্ট মন্দিরা নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইহা

---

* 'শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবনচরিত' নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে লিখিত। এই গ্রন্থখানা জয়পুরে শ্রীরাধাদামোদরের গ্রন্থাগারে পাইয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার আদ্যোপান্ত নাই।

শুনিয়া নরপতি ক্রোধাবেশে সরফরাজখাঁকে আদেশ করিলেন যে পিরুকে মন্দিরার শিরোদেশ হইতে ভূপাতিত কর—ইহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। অন্যদিন হুসেন সাহ মন্দিরার উপরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে উহার শিরাবরণ প্রস্তুত হয় নাই। উহার নির্মাণ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় সম্মুখে 'হিঙ্গা' নামক পদাতিককে দেখিয়া বলিলেন 'তুই অতি সত্বর মোরগ্রাম মাধাইপুরে গমন কর'। যে কার্য্যে পাঠাইতেছেন তাহা না বলিতেই পাতসাহের মুরসীদ আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে ডাকিলেন। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন—এমন সময় হিঙ্গা প্রয়োজন না জানিয়াই মাধাইপুরে গমন করিল। কথাপ্রসঙ্গে হুসেনসাহ মুরসীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হজরৎ! গৌড়রাজত্ব আমার দখলে কতদিন থাকিবে বলুন দেখি। তখন সিদ্ধ ফকির সাহন্যামতুল্লা আলি কহিলেন—"বৎস হুসেন! সনাতনরূপের মন্ত্রিত্বকালের স্থায়িত্ব পর্য্যন্ত নৃপাসন তোমার অধিকারে থাকিবে। পরে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-লাভ করিয়া বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে গৌড়রাজত্বের অবনতি হইবে। তাঁহারাই তোমার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, আবার কালে তাঁহারাই তোমার অবনতির কারণ হইবেন।" পাতসাহ মুরসিদের বাক্য-শ্রবণে 'রূপসনাতন কে?' তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন, এবং চিন্তা করিতেছেন যে হিঙ্গা পদাতিককে যে মাধাইপুরে পাঠাইলাম, কিন্তু কি প্রয়োজন তাহা ত বলি নাই। এদিকে হিঙ্গা মাধাইপুরে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। সনাতন নিজ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া রূপের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে দেখিলেন যে পথিমধ্যে জনৈক রাজকর্মচারী ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। সনাতনের আদেশে শ্রীরূপ তাহার তথায় ভ্রমণের কারণ অবগত হইলেন। তখন পুনরায় সনাতনের নির্দ্দেশমত হিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৌড়েশ্বর যে সময় তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি কোথায় ছিলেন?' পদাতিক কহিল—মন্দিরার উপরিভাগ দর্শন করিয়া নিম্নে অবতরণ করতঃ আমাকে এখানে আসিতে হুকুম দিয়াছেন।' রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—'মন্দিরার নির্মাণে কিছু অবশিষ্ট আছে কি?' সে বলিল সব কার্য্য শেষ হইয়াছে, কেবল ছাদমাত্র বাকি আছে।' তখন শ্রীরূপ বলিলেন—'বুঝিয়াছি, তুমি এখান হইতে দুই চারি জন রাজমিস্ত্রি লইয়া যাও।' রাজমিস্ত্রি-সঙ্গে হিঙ্গাকে দেখিয়া নরপতি ভাবিলেন যে এই

কার্য্যমধ্যে অবশ্যই কোনও গূঢ় রহস্য থাকিবে। তখন জিজ্ঞাসাক্রমে জানিলেন যে মাধাইপুরের দুই ভাইর পরামর্শমত সে এই কার্য্য করিয়াছে। গৌড়েশ্বর ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুভব-ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মুরসিদ-কথিত রূপসনাতনের কথাই একাগ্রমনে ভাবিতে লাগিলেন। পরে কেশব ছত্রি নামক কোতোয়ালকে পাঠাইয়া শিবিকাযোগে দুই ভাইকে রাজদরবারে আনাইয়া তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন এবং সনাতনকে মন্ত্রিত্ব ও রূপকে অনুমন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধি প্রদান করেন। ইঁহারা গৌড়ের সন্নিধানে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ উহার নাম সাকর মল্লিকপুর রাখেন—কালক্রমে ইহাই 'সাকরমা' নামে অভিহিত হইয়াছে। সনাতনের বাসা বাড়ীর নাম ছিল বড়বাড়ী এবং তৎকর্তৃক খনিত জলাশয়ের নাম—সনাতন সাগর। শ্রীরূপের বাসার নাম ছিল গির্দ্ধাবাড়ী এবং জলাশয়ের নাম—শ্রীরূপসাগর।

একদা সনাতন বিষয়কার্য্যে বীতরাগ হইয়া বিষণ্ণমনে ভাবিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীরূপ আসিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সনাতন বিষয়জ গ্লানির কথা নিবেদন করিলেন। তৎপরে শ্রীরূপের পরামর্শানুসারে শ্রীসনাতন শ্রীরাধামদনমোহনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ ভাবের উদ্দীপন জন্য রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও অষ্টসখীকুণ্ডাদি প্রকাশ করিয়া অর্চ্চন-বন্দনাবেশে কাল কাটাইতে লাগিলেন। বাহ্যে রাজকার্য্যও পরিচালনা করিতে লাগিলেন; এবং অন্তরে সদা ব্রজভাবে ভাবিতমতি হইলেন।

একদিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দর্শন দিয়া আজ্ঞা করেন—'সনাতন! আর বিলম্বের কার্য্য নাই। তোমরা ব্রজের মঞ্জরী, জীবের উদ্ধার জন্য মনুষ্য-নাট্যে অবতরণ করিয়াছ। দুই জন শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কর এবং শ্রীভগবদ্ ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া পথভ্রান্ত জীবের সদ্গতি-সোপান নির্ম্মাণ কর।' মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইলে সনাতন সাত্ত্বিক-বিকারে বিভূষিত-দেহ হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় রূপ আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। দুই ভাই পরামর্শ করিয়া নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নিকট সংসার বন্ধন-মোচন করিবার জন্য দৈন্যপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

দৈন্যপত্র লিখি মোরে পাঠাইলে বার বার।
সেই পত্র দ্বারায় জানি তোমার ব্যবহার॥ চৈ চ মধ্য

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনের ছলে রামকেলি গ্রামে কেলি-কদম্ব মূলে যাইয়া কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়াছেন—এই ঘটনা প্রসিদ্ধ। ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন বার্ত্তা হুসেন শাহের কর্ণগোচর হইল। সনাতনমুখে পাতসাহা সবিশেষ পরিচয় পাইয়া মহাপ্রভুর স্বচ্ছন্দ বিহার জন্য সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে রূপসনাতন দীনহীনবেশে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপনীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীরূপসনাতন-প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলে পর ভক্তগণ নিতাই গৌরাঙ্গের অধরামৃত পাইয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ইহা জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির কথা, অদ্যাবধি ঐ দিনে রামকেলিতে মহামহোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনাবধি শ্রীরূপসনাতনের বিষয়ে বিশেষ বিতৃষ্ণা হইল—নিরবধি শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-গুণে দুই ভাই ঝুরিতে লাগিলেন। লোকমুখে শ্রীপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনবার্ত্তা শুনিয়া অবধি ইহাঁদের সবিশেষ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিল। শ্রীরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনলালসায় অধীরতর হইয়া কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। প্রয়াগে বিন্দুমাধবের আলয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয়। মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গনে উভয়কে কৃতার্থ করিয়া সনাতনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ দিলেন।

শ্রীরূপ ও অনুপমের গৃহত্যাগের পরে সনাতন একেবারে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া দিবানিশি কাঁদিতে লাগিলেন—রাজকার্য্য পরিচালনায় ক্রমশঃ যথেষ্ট শৈথিল্য আসিল। হুসেন সাহ গৌড়ে রাজা হইবার পূর্বে আলাউদ্দিন হোসেন সাহ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার অধীনে সুবুদ্ধি রায় নামক জমিদার বাস করিতেন। সৈয়দবংশজাত হুসেন খাঁ তখন তাঁহার চাকরি করিতেন। সুবুদ্ধি রায় কোনও জলাশয়-খননের ভার হুসেনের উপর দিয়াছিলেন—তাহাতে হুসেনের ত্রুটি দেখিয়া সুবুদ্ধি রায় তাহার উরুদেশে কঠোর কশাঘাত করেন। পরে হুসেন সাহ রাজা হইলে রাজ্ঞী ঐ চিহ্ন দেখিয়া সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণনাশের জন্য রাজাকে অনুরোধ করেন। হুসেন সাহ নিজপোষ্টা সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় রাণী নিজেই প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। হুসেন সাহ প্রমাদ গণিয়া কেশব ছত্রিকে ডাকাইয়া দবির খাসকে তৎ-

ক্ষণাৎ আনয়ন করিতে আদেশ করেন। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার আকাশে ঘনঘটা, পথ চলা মহাদুষ্কর হইলেও তখন কেশব ছত্রি রাজাজ্ঞায় সনাতনের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সনাতন একে গৌরাঙ্গ-বিরহে ব্যাকুল প্রাণে 'হা হুতাশ' করিতেছেন—তদুপরি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহসা গৃহ ত্যাগে আরো ব্যথা পাইয়া ছটফট করিতেছেন—এমন সময় রাজাজ্ঞা শুনিয়া অগত্যা রাজভবনে শিবিকাযোগে উপনীত হইলেন। আনুপূর্বিক ব্যাপার সব শুনিয়া সনাতন প্রথমতঃ নানা কৌশলে ও অনুনয় বিনয়পূর্বক রাজ্ঞীর মত-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অসমর্থ হইয়া শেষে বলিলেন 'উহার জাতি নাশ করুন।' সনাতন মনে মনে ভাবিলেন—ব্রাহ্মণ প্রাণে রক্ষা পাইলে পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারিবে। রাজ্ঞীকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া সনাতন বাসায় ফিরেতেছেন, এমন সময় পথি মধ্যে বৃক্ষমূলে এক কুটীরে এক ফকির ও তাঁহার পত্নী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, শুনিতে পাইলেন। পত্নী ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই দুঃসময়ে পথি মধ্যে কে যাইতেছে?' পরে বলিলেন—'বোধ হয় কুকুর যাইতেছে।' ফকির বলিলেন—তাহারই বা কি গরজ, সে কোনও গৃহস্থের আশ্রয়ে শায়িত রহিয়াছে। পত্নী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—'তবে কে যাইতেছে?' ফকির বলিলেন 'নিশ্চয়ই কোনও পরাধীন ব্যক্তি যাইতেছে।' সনাতন বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষাজীবী ফকির-দম্পতির কথা শুনিয়া নিজের জীবনে শত শত ধিক্কার দিতেছেন, আর রূপ ও অনুপমের মহাভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন!! আবার 'প্রাণ গৌর' বলিয়া আর্ত্তনাদে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণে মৌন, ক্ষণে বাচালতা, ক্ষণে হর্ষ, ক্ষণে রোদন, ক্ষণেই আবার চীৎকার করিয়া ভৃত্য ঈশানকে বলিতেছেন—ঈশান! ঐ শুন! প্রভু আমায় 'সনাতন! সনাতন!' বলিয়া ডাকিতেছেন। ঈশান অনেক প্রবোধ দিয়া সনাতনকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন।

শ্রীসনাতনের এইরূপভাবে দিনযামিনী অতিবাহিত হইতেছে—এমন সময়ে জনৈক লোক তাঁহার হস্তে একখানা পত্র দিল। অক্ষর দেখিয়া সনাতন বুঝিলেন ইহা শ্রীরূপের লিখিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পত্রিকায় একটি শ্লোক লিখা ছিল—'যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা' ইত্যাদি। ইহাতে সনাতনের অবিলম্বে বিষয়-ত্যাগই সংসূচিত হইয়াছে। কাহারও মতে শ্রীরূপ আটটি অক্ষর লিখিয়াছিলেন

যথা—'শু, হি, রা, সূ, য, পা, কু, কং।' মহানুভব সনাতন প্রতি অক্ষরে এক একটী নাম ধরিয়া এই অর্থ করিলেন—**শুম্ভ** নামক দৈত্যরাজ, **হিরণ্যকশিপু** নামক দুর্দান্ত দৈত্যেন্দ্র, লঙ্কেশ্বর **রাবণ**, **সূর্য্য**বংশ, **যদু**বংশ, **পাণ্ডব**গণ, **কুরুপতি** দুর্য্যোধন এবং **কংস** রাজা—ইহাঁদের প্রত্যেকের প্রতাপে একদিন পৃথিবী কম্পিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাঁরা কোথায়? অতএব অবিলম্বে বিষয়-ত্যাগই বাঞ্ছনীয়। পত্রী পাঠ করিয়া সনাতনের মানসজ্বালা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল এবং নির্বেদ ক্রমশঃই সনাতনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। সনাতন বিষয়-পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া রাজসভায় গমনে বিরত হইয়া গৃহে বসিয়া ভাগবৎগণসহ শ্রীমদ্‌ভাগবতপ্রসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনদিবস মন্ত্রির অনুপস্থিতি দেখিয়া পাতসাহা সনাতনের বার্ত্তা জানিবার জন্য একজন পদাতিক পাঠাইলেন। সনাতন তাহাকে বলিয়া দিলেন 'আমার শরীর অসুস্থ।' পদাতিকের মুখে অসুস্থতার বার্ত্তা পাইয়া হুসেন সাহ রাজবৈদ্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজবৈদ্য সনাতনকে সুস্থ এবং ভাগবতপ্রসঙ্গে আছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন "সনাতন আর রাজকার্য্য করিতে পারিবেন না; অন্য লোকদ্বারা পাতসাহ মন্ত্রিকার্য্য নির্বাহ করুন।" বৈদ্যমুখে এই সকল বার্ত্তা জানিয়া নরপতি স্বয়ং আসিয়া সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন 'দবির খাস! আপনার তিন দিনের অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্যে বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। অতএব আপনি শীঘ্র গমন করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করুন।' সনাতন নিজের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। পাতসাহের বহু অনুরোধ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করায় তিনি ক্রোধিত হইয়া বলিলেন—'তোমার ভাই রূপ সাকর মল্লিক আমার চাকলা নষ্ট করিয়া দরবেশ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তোমারও তাহাই ইচ্ছা'। এই বলিয়া সনাতনকে বন্দী করিয়া 'সেখ হবু' নামক জমাদারকে তাঁহার রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সনাতন কারারুদ্ধ হইলে পুরন্দর বসু মন্ত্রির আসনে আরূঢ় হইলেন। পুরন্দর বসু স্বভাবতঃ হিংস্র, অনর্থপ্রিয় ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন—প্রজাপীড়ক বলিয়া তাহার যথেষ্ট দুর্নাম ছিল। পুরন্দর বসুর কনিষ্ঠ শ্রীকান্ত বসু উড়িষ্যা হইতে কর সংগ্রহ করিয়া গৌড়ে প্রেরণ করিত। এদিকে সংবাদ আসিল—তাহার দুর্ব্যবহারে প্রজাগণ কর না দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। গৌড়পতি এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে সৈন্য-সমাবেশ

করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাত্রিকালে রাজ্ঞীর নিকট উড়িষ্যা-গমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাজ্ঞী সনাতনের উপদেশ গ্রহণীয় বলায় রাজা তৎক্ষণাৎ কারাগৃহে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। সনাতন যুক্তি দিলেন যে এক্ষণে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সনাতনের কথায় রাজা যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন, কিন্তু পরদিন প্রভাতে দুষ্টবুদ্ধি পুরন্দর বসুর প্ররোচনায় যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন।

সনাতন কারাগৃহের দুর্বিষহ যন্ত্রণাও গৌরানুরাগে সুখময় ভাবিয়া অন্তরে অন্তরে গৌরেরই সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতেছেন। সনাতন যুক্তিবলে এবং সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রাপ্রদানে সেখ হবুকে বাধ্য করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত হইলেন। সনাতন মুক্তিলাভ করিয়া গৃহের ধনাদি গুরু, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও অতিথি-প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে ঈশানের সহিত গৌরাঙ্গ-দর্শনে যাত্রা করিয়া সনাতন হাবাসখানার ঘাটে উপনীত হইলেন। শ্রাবণ মাস—গঙ্গা জলে ভরপূর। সনাতন গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গা পার হইয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গমন করিতে লাগিলেন। পাতোড়া পর্বতে পার্বতীয় ভূঁইঞা জাতিদের এক উপনিবেশে উপনীত হইলেন। তাহাদের একজন গণক স্বভাষায় নিজগণকে কহিল 'ইহাদের নিকট আটটি সুবর্ণ মুদ্রা আছে। ইহাদিগকে কপট-প্রণয়ে আতিথ্য করিয়া ইহাদের প্রাণবধ করিয়া মুদ্রাগুলি লইতে হইবে।' সনাতন তাহাদিগকে বৃন্দাবনের পথ দেখাইতে বলায় তাহারা বহু সমাদর জ্ঞাপন করিয়া সেইস্থলে রাত্রিবাস করিতে বলিল। ইহাতে রাজমন্ত্রী সনাতনের মনে সন্দেহ হওয়ায় ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার সঙ্গে পাথেয় কিছু আছে কি?' ঈশান একটি গোপন করিয়া বলিল—সাতটি সুবর্ণমুদ্রা আছে। সনাতন ঐ মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া ভুঁইঞাগণকে দিলেন। তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া ষড়যন্ত্রের কথা সব বিবৃত করিল। তৎপরে ভূঁইঞাগণের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে ঈশানের নিকট আরো কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় ঈশান বলিল পাথেয় জন্য একটি মুদ্রা অবশিষ্ট আছে। ইহাতে সনাতন ব্যথিত হইয়া ঈশানকে গৃহে বিদায় দিয়া একাকী গৌরানুরাগে চলিতে লাগিলেন। পার্বত্য হিংস্রজন্তু-সমাকুল পথে সনাতন নির্ভয়ে 'গৌর গৌর' বলিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার কুসুম-সুকোমল চরণদ্বয়ের তালুকায় শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল, ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সনাতন

শ্রীগৌর-সন্দর্শনে চলিয়াছেন !! এইরূপে তিনি গমন করিতে করিতে দশম দিবসের সায়াহ্নে হাজিপুর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন। তত্রত্য তমালতলায় উপবেশন করিয়া সনাতন মুক্তকণ্ঠে গৌরগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই হাজিপুরে শ্রীকান্ত সেন নামক এক ব্যক্তিকে সনাতন গ্রাম্যসম্বন্ধে ভগ্নীপতি বলিতেন—তিনি তথায় পাতসাহের জন্য ঘোটক ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীকান্ত বঙ্গভাষায় এত গভীর রজনীতে কে গান করিতেছে জানিতে আগ্রহান্বিত হইয়া গায়কের নিকটে আসিয়া একেবারে স্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিলেন। গায়কের কিন্তু গৌরগানের বিরাম নাই। শ্রীকান্ত মন্ত্রিপ্রবর সনাতনের ধূলিধসরিত অবস্থা দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার রোদন-ধ্বনিতে সনাতনের বাহ্যস্ফুর্ত্তি হইল। সনাতন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহার অনেক চেষ্টাতেও সনাতন কিছুতেই তাঁহার বাসায় যাইতে সম্মত হইলেন না; পরে একখানা ভোটকম্বল আনিয়া সনাতনকে দিলেন। সনাতন ঐ কম্বল লইয়া প্রাতঃকালে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে উপনীত হইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে সনাতন শুনিতে পাইলেন যে মহাপ্রভু তত্রত্য চন্দ্রশেখরের ভবনে বিরাজ করিতেছেন। পুলকিত-কলেবরে সনাতন গাত্রোত্থান করিয়া চন্দ্রশেখরের বহির্দ্বারের পার্শ্বে এক প্রাচীরে পৃষ্ঠাবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—'দেখ দেখি, তোমার বহির্দ্বারে জনৈক বৈষ্ণব আগমন করিয়াছেন, সমাদরে তাঁহাকে লইয়া আস।' মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চন্দ্রশেখর বহির্দ্বারে গিয়া কোনও বৈষ্ণব দেখিতে পাইলেন না; মহাপ্রভুর পুনর্বার ইঙ্গিত পাইয়া চন্দ্রশেখর দরবেশরূপী সনাতনকে প্রভুর সমীপে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে প্রাঙ্গণে দেখিবা মাত্রই বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গনজন্য ধাবিত হইলেন; সনাতন পশ্চাৎপদ হইতেছেন দেখিয়া মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বদেশে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার অঙ্গ-সম্মার্জন করিতে করিতে রূপ অনুপমাদির কথা বলিতে লাগিলেন। তপন মিশ্র আসিয়া মধ্যাহ্ন ভিক্ষার জন্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাপ্রভু সনাতনকে 'ভদ্র' হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সনাতন ক্ষৌরকার্য্য সমাধান ও গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুর সমক্ষে আসিলে প্রভু শ্রীকরে তুলসীমাল্যাদি পরাইয়া দিলেন।

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সম্পাদনজন্য বিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে সনাতন তপনমিশ্র হইতে একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া কৌপীন ও বহির্বাসরূপে পরিধান করিলেন। প্রভু সনাতনের বেশাবলোকনে ঈষদ্ধাস্য করিলেন এবং ভোটকম্বলের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন প্রভুর মনোভাব বুঝিয়া এক গৌড়ীয়াকে ভোট দিয়া তাঁহা হইতে এক জীর্ণ কন্থা সংগ্রহ করিলেন। মিশ্রগৃহে মহাপ্রভু ভোজন করিয়া শেষপাত্র সনাতনকে দেওয়াইলেন। সনাতন সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া জঠর-জ্বালা হইতে চিরদিনের তরে মুক্তিলাভ করিলেন।

তৎপরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে স্বপ্রভাবে মায়াবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিলে কাশীবাসী সকলেই মহাপ্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন এই দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দে ভাসিয়া গেলেন। মহাপ্রভু দুইমাস কাশীতে থাকিয়া শ্রীসনাতনকে জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ে শিক্ষা দেন—শক্তি-সঞ্চার করেন এবং বৈষ্ণবস্মৃতি করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়া নিজেই তাহার সূত্র বর্ণনা করেন। এই সব কাহিনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা আছে। সর্বশক্তি সঞ্চার করিয়া পরে প্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন করিবার জন্য আদেশ করেন। শ্রীপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সনাতন প্রয়াগ ও আগ্রা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং কিয়দ্দিন বাস করিবার পরে পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসায় নীলাচলে যাত্রা করেন; ঝারিখণ্ড-পথে দূষিত জল-পানে সনাতনের গাত্রে কণ্ডু হইল, তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ দর্শন করিয়া রথচক্রতলে প্রাণ-পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন এবং ভুবনপাবন শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু তথায় সনাতনকে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিতে বাহু প্রসারণ করিলে সনাতন নানাবিধ দৈন্যোক্তি দ্বারা মহাপ্রভুকে নিরসন করিতে চেষ্টা করিলেন। সনাতন নিজেকে নীচজাতীয়, নীচসঙ্গী ইত্যাদি মনে করিয়া কখনও শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চতুঃসীমায় যাইতেন না। সনাতনের দেহত্যাগ-সংকল্প জানিয়া মহাপ্রভু একদিন তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিলেন এবং সনাতনের দেহকে প্রভু নিজদেহ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে

যমেশ্বর টোটা হইতে সনাতনকে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আনাইয়া প্রভু সনাতনের মুখে তাঁহার আত্মদীনতা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং প্রেমালিঙ্গনে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন। সর্বভক্তের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি করাইয়া প্রভু সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে বিদায় করিলেন।

একদা পরিক্রমা করিয়া সনাতন বংশীবটমূলে রূপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—রূপ তখন নিবিষ্টমনে শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা-সূচক নয়টি শ্লোক রচনা করিতেছিলেন! 'মুকুন্দমুরলীকলশ্রবণফুল্লহৃদ্‌বল্লরী' ইত্যাদি পাঠ করিয়া সনাতন রূপকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। পরে শৃঙ্গার-বটে গিয়া মহাপ্রভুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কি ভাবে করা যায়—চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিয়াছেন; স্বপ্নচ্ছলে কেহ বলিলেন—'সনাতন! তুমি গুপ্ততীর্থের উদ্ধার-সাধন জন্য চিন্তা করিও না—আমার কার্য্য আমিই করিব—তুমি কেবল উপলক্ষ হইয়া থাক।' তৎপরে প্রণালীক্রমে মধুবনাদি দ্বাদশ বন নির্ণয় করিলেন, নিকুঞ্জ বন, নিধুবন, ব্রহ্মকুণ্ড, বেণুকুণ্ড, দাবানল কুণ্ডাদিও নিরূপণ করিলেন, ক্রমশঃ চৌরাশী ক্রোশের লীলাস্থলী সকলই প্রকাশ করিলেন। সনাতন ফলমূল শাক ইত্যাদি যথালাভে সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করিয়া, কখনও বা বিপ্রগৃহে মাধুকরী ইত্যাদিদ্বারা জীবিকানির্বাহ করতঃ বৃন্দাবনে যমুনাতীরে **'মদনটের'** নামক স্থানে মৌনী হইয়া সদা সর্বক্ষণ ভজন করিতেন।

কথিত আছে দিল্লীশ্বর আকবর সাহ শ্রীরূপ সনাতনের গুণ-গরিমা-শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া বহু সজ্জা করতঃ মদনটেরের নিকটে শিবির স্থাপন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। প্রাতঃকালে আকবর সাহ সনাতনের দর্শনার্থে যাইয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিলেও সনাতন কিছুতেই মৌন-ব্রত ভঙ্গ করিলেন না। পরে রাজা যৎকিঞ্চিৎ অর্থ অঙ্গীকার করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় সনাতন ইঙ্গিত করিলেন যে তাঁহার কুটীরটী যমুনা-তরঙ্গে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে—ইহার সংস্কার করিলেই তিনি সুখী হইবেন। শ্রীরূপ রাজাকে সঙ্গে করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলটি দেখাইলে রাজা কিয়ৎকালের জন্য দেখিলেন যে যমুনাঘাটের সোপানপঙ্‌ক্তি স্পর্শমণি-সমূহের দ্বারা খচিত রহিয়াছে। পাতসাহ অবাক্ হইয়া দৃষ্টি পাত করিয়া আছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন যে সনাতন কি অতুল বৈভবের অধিকারী।

অতঃপর রাজা সনাতনকে বহু স্তুতি নতি এবং প্রার্থিত-সম্পাদনে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীরূপ 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি' নামক স্তোত্ররত্নে শ্রীরাধার বেণীর উপমা দিতে 'বেণী-ব্যালাঙ্গনাফণা' লিখিয়াছিলেন—সনাতন সর্পিণীর সহিত শ্রীরাধার বেণীর উপমা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। একদা সনাতন শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করিয়া তাহার অগ্নিকোণে 'মদনান্দোলন' নামক নিত্য-বিলাসকুঞ্জের দর্শনার্থ গমন করিতেছেন—এমন সময় দেখিলেন যে শ্রীমতী রাধা শ্যামরসাল-বৃক্ষের ঝুলনায় ঝুলিতেছেন এবং শিরোবেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়া ঠিক নাগিনীর প্রতিরূপ ধারণ করিয়াছে। বেণী-ফণিনীর দর্শনে সনাতন প্রেমভরে সাত্ত্বিকভাব-ভূষণে বিভূষিতদেহ হইয়া ভূতলে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরূপের কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীসনাতন বৃন্দাবন হইতে মাধুকরী গ্রহণ করিতে প্রতিদিন মথুরায় এক চৌবের গৃহে যাইতেন। ঐ মথুরায় সেই চৌবেজীর ব্রাহ্মণী বাৎসল্য-রসে অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁহার বাৎসল্যভাবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীনন্দ-নন্দন ঐ ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সহিত খেলা করিতেন এবং উভয়ই ব্রাহ্মণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। একদিন বালকদ্বয় খেলা করিতেছেন—এমন সময় সনাতন মাধুকরীতে যাইতেছেন। বালবেশী শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া সনাতন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কাহাদের ছেলে হে?' উত্তর হইল—'গোসাইজি! আমি ব্রজবাসীর বালক, নাম মদনমোহন, ঐ সম্মুখের অট্টালিকা আমাদের গৃহ।' সনাতন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া দেখেন—ব্রাহ্মণী পাক করিতেছেন এবং দন্তকাষ্ঠে দন্ত মার্জন করিয়া ঐ দন্তকাষ্ঠেই আবার অন্ন নাড়িতেছেন। সনাতন এই অবৈধ ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রজমায়ি! আপনি কাহার জন্য রন্ধন করিতেছেন?' তখন উত্তর হইল—আমার দুইটি বালক আছে, তাহাদের জন্য বালভোগ প্রস্তুত করিতেছি।' সনাতন মনে ভাবিলেন—'এই ব্যাপারে ত ইঁহার অপরাধ হইতেছে, অতএব ইঁহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিব।' এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—'মা! আগামী কল্য হইতে স্নানাদি করিয়া পবিত্রভাবে বালকদ্বয়ের জন্য রন্ধন করিবেন।' পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি

সমাপনান্তে রন্ধন করিতে করিতে অপরাহ্ণ হইল। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মদনমোহন সনাতনকে বলিলেন—"গোঁসাই! তুমি আমার জননীকে সদাচার ইত্যাদি করিতে উপদেশ দিয়া আমাকে ক্ষুধায় কাতর করিলে কেন? আমি যে ব্রজবাসিদের উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত, তাহা কি তুমি জান না? ইত্যাদি"। সনাতন মদনমোহনের বাক্যে নির্বাক্ হইয়া নিজকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন এবং ব্রজমায়ির নিকট গিয়া বলিলেন—'মা! তোমার ইচ্ছামত পূর্ব্ববৎ রন্ধন করিয়া বালকদ্বয়কে খাওয়াইবে। স্নানাদি কৃত্যের আবশ্যকতা নাই।' সনাতন এই বলিয়া আসিতেছেন—পথিমধ্যে মদনমোহন সনাতনকে বলিলেন 'গোঁসাই! আমার ইচ্ছা, তোমার কাছে যাইব।' সনাতন বলিলেন—'আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন—আমি আপনাকে লইয়া যাইতে পারিব না। মা যশোদা নব লক্ষ ধেনুর দুগ্ধ, সর, নবনীত ইত্যাদি প্রদান করিয়াও যাহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন নাই—আমি দীনাতিদীন, বৃক্ষতল-বাসী ও মাধুকরীজীবী হইয়া কি প্রকারে আপনার সেবা করিব?' এই বলিয়া সনাতন বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এদিকে চৌবে ব্রাহ্মণীকে স্বপ্নযোগে মদনমোহন বলিলেন—'মা! আমি আগামী কল্য মাধুকরী ভিক্ষুক গোঁসাইর সহিত বৃন্দাবনে যাইব।' এ বাক্য-শ্রবণেই ব্রাহ্মণী ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরদিন সনাতন মাধুকরীতে আসিলে তাঁহার সহিত মদনমোহনও বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং বলিলেন—'গোঁসাই! আমি বিগ্রহরূপে তোমার নিকট অবস্থান করিব এবং ভোগের জন্য তুমি যাহা দিবে, তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইব।' সনাতন অগত্যা স্বীকার করিয়া মাধবীলতার কুঞ্জ-কক্ষে তাঁহাকে স্থাপনা করিলেন এবং প্রত্যহ 'আঙ্গাকড়ি' ভোগ দিতে লাগিলেন। একদা অলবণ বন্যশাক ভোগ প্রদান করিলে মদনমোহন কহিলেন—গোঁসাই! কিঞ্চিৎ লবণ না হইলে আমি খাইতে ত পারিব না।' সনাতন কহিলেন—'আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমার উপদ্রব সহ্য করিতে পারিব না। আমি বনবাসী, লবণ কোথায় পাই বলত!' তখন মদন-মোহন বলিলেন, 'তোমার সম্মতি পাইলে আমি আপন প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করিয়া লইব।' সনাতন সম্মত হইলে এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইল। মূলতান দেশের এক সদাগর বহুমূল্য পণ্য-

দ্রব্য লইয়া নৌকাযোগে মথুরায় যাইতেছিল। কিন্তু মদনটেরের নিকট যমুনার চড়ায় তাহার এগারখানি নৌকাই আবদ্ধ হইয়া গেল। যখন সমস্ত যুক্তি কৌশল ব্যর্থ হইল, তখন সদাগর বড়ই বিপদ গণিলেন। এ দিকে মদনমোহন বালকরূপে সদাগরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই মদনটেরে সনাতন গোস্বামী আছেন, তাঁহার কৃপাকটাক্ষে তোমার নৌকা সচল হইবে।' এই বলিয়া বালক অন্তর্দ্ধান করিলেন। সনাতনের নিকট আসিয়া সকল ব্যাপার নিবেদন করিলে সনাতন বলিলেন— ঐ মাধবীকুঞ্জ-কক্ষে সেই বালক বিরাজমান আছেন—তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ ও পরিচর্য্যার জন্যই এই চক্রী চক্র তুলিয়াছেন।' সদাগর মদনমোহনের নিকট মূলধন ও ব্যবসায়ের লাভের উদ্বৃত্ত অর্থ সমস্তই উপহার দিবে মনে মনে সংকল্প করিতেই নৌকা মুক্ত হইল। বলাবাহুল্য সেই সদাগর ব্যবসায়ে প্রচুরতর অর্থ লাভ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা সনাতনের আদেশানুরূপ মন্দির-নির্ম্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বীরভূম জেলায় জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া কাশীধামে শিবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। একদিন দৈববাণী হইল 'ব্রাহ্মণ! তুমি শীঘ্র বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামির নিকট গমন কর, তথায় তোমার সর্বার্থসিদ্ধি হইবে।' ব্রাহ্মণ এই আকাশবাণী প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে সনাতনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ প্রার্থিত-বিষয় নিবেদন করিলেন। সনাতন বলিলেন—'ভাই! আমার একশত-গ্রন্থি কন্থা ও এক করোয়া মাত্র সম্বল। আমি অর্থ কোথায় পাইব!' ব্রাহ্মণ সনাতনের বাক্য শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় সনাতনের মনে হইল এবং ব্রাহ্মণকে বলিলেন— 'দেখ! আমি বহুদিন পূর্ব্বে যমুনায় স্নান করিতে এক স্পর্শমণি পাইয়াছিলাম; তাহা বামহস্তে বালুকামুষ্টিদ্বারা অমুক স্থানে গোপন করিয়া রাখিয়াছি।' এই কথা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ সহ ঐস্থানে গমন করিয়া তর্জনী-সঙ্কেতে স্থানটা দেখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের মনে সনাতনের ভাবভঙ্গী এতাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তিনি ভাবিলেন যে গোসাইর নিকট ইহা হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট মণি আছে, বিপ্রবর চিন্তা

করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সনাতনের ঐ উৎকৃষ্টতর মণির প্রার্থনা করিলেন। সনাতনের ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি যমুনাজলে নিঃক্ষেপ করিলে সনাতন তাঁহাকে শিক্ষাদি দিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ-বিরচিত গ্রন্থাবলীঃ—

সনাতন গোস্বামির গ্রন্থ-চতুষ্টয়।
টীকা সহ **ভাগবতামৃত** খণ্ডদ্বয়॥
হরিভক্তিবিলাস টীকা দিক্‌প্রদর্শনী।
বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম-টিপ্পনী॥
'লীলাস্তব' দশম-চরিত যারে কয়।
সনাতন গোস্বামির এই চতুষ্টয়॥ [ভক্তিরত্নাকর ৫৬পৃঃ]

এতদ্ব্যতীত 'লঘুহরিনামামৃত-ব্যাকরণ' নামে একখানা ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।* উহা বর্ত্তমান মুদ্রিত সংস্করণেরই সংক্ষেপ বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক সূচিত সূত্রানুসারে শ্রীপাদ সনাতনের আজ্ঞায় তাঁহারই ইঙ্গিতে ও সাহায্যকল্পে প্রথমতঃ শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' রচনা করেন। উহা 'লঘু হরিভক্তিবিলাস' নামে কথিত হয়েন এবং অদ্যাবধি শ্রীরাধারমণের গোস্বামিদের গৃহে ও অন্যত্র বর্ত্তমান আছেন। এই গ্রন্থ-সাহায্যে শ্রীসনাতন পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন-সহকারে 'দিগ্‌দর্শনী' টীকা সহ বৃহদায়তন হরিভক্তি-বিলাস প্রণয়ণ করিয়াছেন।

আমাদের আলোচ্য এই **'লীলাস্তব'** নামক গ্রন্থরত্নে শ্রীশ্রীগোস্বামি-পাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথম পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের লীলাসূত্র বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীসনাতন তাঁহার প্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকসমূহদ্বারা এই গ্রন্থখানি সুকৌশলে ও সুরসালভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। কোথায় ৫।৭টি শ্লোকের আশয় একটি শব্দে, আবার কোথায় বা একটি শ্লোককে উপজীব্য করতঃ সাত আটটি শব্দ

---

* বৈষ্ণবানাং হিতাভিলাষ-পরবশতয়া শ্রীনামগ্রহণপূর্ব্বক-বিশিষ্ট-ব্যুৎপত্তিবাঞ্ছয়া শ্রীকৃষ্ণদেব-প্রসাদমধিগম্য শ্রীমচ্ছ্রীল সনাতনগোস্বামিনাং সূত্রানুসারেণ শ্রীজীব গোস্বামি-নাম্না গ্রন্থকারঃ.........মঙ্গলমাচরতি।—[শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণস্য শ্রীহরেকৃষ্ণাচার্য্য কৃত টীকায়াং প্রথমে]।

যোজনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের [১১।২৭।৪৬] 'শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা' ইত্যাদি শ্লোকে যে অভীষ্টরূপের শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ প্রণতি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—তাহাই অবলম্বন করতঃ শ্রীপাদ সনাতন এই গ্রন্থরত্নে ৪৩২ শ্লোকে ১০৮ দণ্ডবতের ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রতি চারি শ্লোকে একটি দণ্ডবৎ অথবা প্রতিপ্রকরণে একটি করিয়া দণ্ডবৎ করাই অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য যে শ্রীগোস্বামিপাদ স্বয়ংই প্রকরণবিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রকাশের বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে মহাবিষ্ণুস্বরূপকে বন্দনা করিয়া চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের ও লীলাবতারাদির বন্দনা হইয়াছে। অতঃপর যুগাবতার বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থস্বরূপ-দ্বয়ের [নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের] পুনরায় বন্দনা করিয়া শ্রীদশমের প্রথমাধ্যায় হইতে আরম্ভ করতঃ ক্রমে ক্রমে পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে মথুরা হইতে শ্রীনন্দবিদায় পর্য্যন্ত সমস্ত লীলার সূত্রসমূহ কথিত হইয়াছে। তৎপরে বিভিন্ন প্রকরণে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের বন্দনা, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা, শ্রীভগবদ্ বিভূতিসমূহের বন্দনা, এবং ভগবদর্চ্চামূর্ত্তিসমূহের বন্দনা করিয়া সর্বশাস্ত্র-মুকুটমণি শ্রীমদ্ ভাগবতের শতমুখে ভূয়সী স্তুতিমালা সংযোগ করিয়াছেন। তৎপরে গ্রন্থের উপসংহারকালে প্রাণস্পর্শীভাষায় নিজের মহাদৈন্য-সূচক শ্রীকৃষ্ণের করুণামাহাত্ম্যের বন্দনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আলোচনাফলও শ্রীপাদ ইঙ্গিত করিয়াছেন—'যিনি অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক ১০৮ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে এই লীলাস্তব পাঠ করিবেন—তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অচিরাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপে, নামে, লীলায় ও বিহারস্থলে পরমা রতি দান করিবেন।' বলা বাহুল্য যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন—অথচ গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া সঙ্কুচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সবিশেষ উপযোগী। সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লীলাসমূহের সমাবেশ পূর্ব্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনোপযোগী করিয়াই শ্রীগ্রন্থখানি রচিত হইয়াছেন। 'বৈষ্ণবতোষণী' অবলম্বনে ইঁহার একটি সংক্ষিপ্ত চূর্ণিকাও দেওয়া হইয়াছে। যে পুঁথিখানার সাহায্যে এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলেন—তাহা শ্রীপাদ শ্রীসনাতন প্রভুর **স্বহস্তাক্ষর** বলিয়া ধারণা হয়। ইঁহারই **একটি** প্রতিলিপি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদরের গ্রন্থাগারে নাগরাক্ষরে **১৮৮৫**

সম্বতে (১২৩৫ বাং) লিখিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থাগারে যে সকল পুঁথি শ্রীসনাতনের 'স্বহস্তাক্ষর' বলিয়া চিহ্নিত আছে, তাহাদের অক্ষর-সদৃশই আলোচ্য পুঁথিখানার অক্ষর-সন্নিবেশ দেখা যায়। নাগরাক্ষরের পুঁথিতে ইহারই শোধিত পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনে বা জয়পুরের গ্রন্থাগারসমূহে বিশেষ প্রয়াস করিয়াও অন্য পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কাজেই এস্থলে শ্রীপাদশ্রীসনাতনের লীলাস্তবের প্রথমপৃষ্ঠার অবিকল (স্বহস্তাক্ষর) প্রতিবিম্ব দেওয়া হইল। সিঁথির হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দাস, বি, এ, ভাগবতভূষণ-প্রমুখ মহামনীষী-গণের আনুকূল্যে ও আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলেন। আমি ইঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে কৃপাময় পাঠকপাঠিকাগণ অনুবাদকের ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষনিচয় উপেক্ষা করিয়া মূলগ্রন্থের গুরুগম্ভীর তাৎপর্য্য আস্বাদন করিলেই দীনহীন প্রকাশকের সকল শ্রম সার্থক হয়। ইতি

শ্রীধাম নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর
শ্রীশ্রীগদাধর জয়ন্তী
৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দা

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস।

শ্রীপাদ শ্রীশ্রীসনাতনপ্রভুর লীলাস্তবের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিবিম্ব।

[Copyright Reserved by the Publisher.] [Photo by Niren Bhaduri.]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ।

শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণস্য কথাসূত্রং যথাভাগবত-ক্রমং।
লিখ্যতেঽষ্টোত্তরশত-প্রণামানন্দ-সিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

কৃপা-কণিকা।

শ্রীচৈতন্যং প্রভুং বন্দে গদাধর-সমন্বিতং।
যৎকৃপয়া প্রবৃত্তোঽয়মজ্ঞোঽপি শাস্ত্রবাচনে ॥ ১ ॥
শ্রীরূপং শ্রীসনাতনং বন্দে চ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রীজীবং ভট্টযুগঞ্চ শ্রীরঘুনাথদাসকং ॥ ২ ॥
বন্দেঽহং শ্রীগুরুদেবং গৌরভক্তশিরোমণিং।
যদাশ্রয়াদধমোঽপি সদ্যঃ কৃতার্থতামিয়াৎ ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণলীলা-মধুমত্ত-গৌরভক্তগণং তথা।
নত্বেয়ং লিখ্যতে টীকা কৃপাপূরঃ সুকণিকা ॥ ৪ ॥
সংক্ষেপেণ তথোদ্দেশো যাবানত্র হি ক্রিয়তে।
তোষণ্যাদৌ সন্দর্ভে চ সুবিস্তরোঽস্য দৃশ্যতাম্ ॥ ৫ ॥
প্রমাদাদ্ বা ভ্রমাদ্ বাপি লিখামি যদ্ যদসঙ্গতং।
সর্বং শুধ্যন্তু সারজ্ঞাঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৬ ॥

অথ নিখিলশাস্ত্রনিষ্ণাতা বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজনাঃ পরমভাগবতবর্য্যাঃ শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামিপাদা নিখিলজীবহিতাভিলাষপরবশাঃ স্বহৃদয়মণিমঞ্জুষায়া উদ্‌ঘটয্যেব শ্রীকৃষ্ণলীলাখ্যস্তবরত্নং বহিঃ প্রকটয়ন্তঃ বস্তুনির্দেশরূপমঙ্গলং নিবধ্নন্তি—শ্রীকৃষ্ণেতি। ভাগবতমনতিক্রম্য শ্রীমদ্‌ভাগবতক্রমমবলম্ব্যৈব, এতেন স্বকপোল-কল্পিতত্বং নিরাকৃতং; প্রামাণ্যাঞ্চাস্য দর্শিতং। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবতঃ লীলাবিনোদিনঃ প্রেমপুরুষোত্তমস্য কথানাং লীলাকর্মগুণাদি-সূচকানামিতি ভাবঃ। সূত্রং বীজমিতি যাবৎ।

ব্রহ্মব্রহ্মন্নমামি ত্বামাত্মন্নন্দীশ্বরেশ্বর।
নানাবতারকৃৎ † কৃষ্ণ মধুরানন্দ-পূরদ ॥ ২ ॥
[এবমাদৌ যথাবদারম্ভে নমস্কার প্রকরণ ॥ *]

তদুক্তং—'স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখং। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ' ॥ এতেনাস্যাঃ সংক্ষেপোক্তেঃ সন্তানেন খলু শ্রীমদ্-ভাগবতাদি-বর্ণিতানাং লীলাকদম্বানাং সুবিকাশো ভবিতেতি ধ্বন্যতে। লিখ্যতে—কর্মণি বাচ্যে প্রয়োগঃ, তেন চ লিখিত-গ্রন্থস্যৈব প্রাধান্যং, নতু লেখকস্যেতি সূচ্যতে। দৈন্যোক্তিরিয়ং; এবং গ্রন্থশেষেঽপি বহুতরং ব্যক্তীভাবি। ননু শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বশাস্ত্র-মুকুটায়মানে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে বরীবর্ত্তমানেঽস্য গ্রন্থস্য কিং নাম প্রয়োজনমিতি চেত্তত্রাহ—অষ্টেতি। অষ্টোত্তরশতানাং প্রণামানাং যঃ আনন্দঃ হর্ষাতিরেক স্তস্য সিদ্ধয়ে প্রাপ্ত্যৈ, বৃদ্ধ্যৈ, সম্পত্ত্যৈ বা। 'সিদ্ধিঃ স্ত্রী যোগ-নিষ্পত্তি-পাদুকান্তর্ধি-বৃদ্ধিষু' ইতি মেদিনী। সম্পত্তিরিতি ধরণিশ্চ ॥ প্রণামঃ খলু চতুর্বিধঃ; অভিবাদনং, অষ্টাঙ্গঃ, পঞ্চাঙ্গঃ, করশিরঃসংযোগশ্চ। প্রথমো নামোচ্চারণ-পাদস্পর্শপূর্ব্বকঃ—অভিবাদয়ে ভো অমুকশর্মাহমিত্যেবংরূপঃ। দ্বিতীয়ো যথা—'পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥' তৃতীয়ো যথা—'বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা। পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥ চতুর্থস্তু স্পষ্টঃ। কায়িক-বাচিক-মানসভেদেনাপি স ত্রিবিধঃ আকরেষু দ্রষ্টব্যঃ। অস্য স্বাপকর্ষবোধকব্যাপারবিশেষকত্বাৎ ভক্ত্যঙ্গত্বং। যদুক্তং—'অক্রূর স্তুভিবন্দন' ইতি ॥ নারদীয়ে চ—একোঽপি কৃষ্ণায় কৃতপ্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃতৈ র্ন তুল্যঃ। দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণ-প্রণামী ন পুনর্ভবায়েতি। তথা নারসিংহে চ—'নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ। নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেদিতি। 'হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে' ইতি শ্রীভাগবতাচ্চ ॥ ১ ॥

অথ প্রকৃতমারভতে—ব্রহ্মেতি। সর্বত্র সম্বোধনং, ক্বচিদ্ বা দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যন্তং পদমিতি বোধ্যং। হে ব্রহ্মণোঽপি ব্রহ্মন্, 'প্রজাপতিপতি'

† অবতারাবতারিন্ হে।
* প্রথমং শ্রীভগবন্তমতিমত-মধুররূপবেশমভিমুখে ধ্যানেন স্থিরীকৃত্য 'শিরো সং-

জয় কৃষ্ণ পরব্রহ্মন্ জগত্তত্ত্ব জগন্ময়।
অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশাখিলাশ্রয় ॥ ৩ ॥

রিতি (ভাগ ১০।১।২৬); যদ্বা ব্রহ্মণি বেদে প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম, তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শ্রুতেঃ। বেদ-প্রবর্ত্তক বা, 'যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ' ইত্যাদিভ্যঃ। ত্বাং নমামি মৎস্বাতন্ত্র্যং মদ্ব্যক্তিত্বং ত্বয়ি সমর্পয়ামীত্যর্থঃ, যদুক্তং—"অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকার স্তন্নিষেধকঃ। তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে" ইতি পাদ্মে। আত্মন্ ব্যাপক অত সাতত্যগমনে ইত্যস্মাদততি ব্যাপ্নোতীতি আত্মা। যদ্বা—আততাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ, যদ্বা আত্মা প্রিয়তম ॥ (১০।১৪।৫৪)। নন্দী শিবদ্বারপালঃ তস্য ঈশ্বরঃ প্রভুঃ, নন্দী দুর্গা তস্যা ঈশ্বরঃ পতি র্বা মহাদেবঃ তস্যাপি ঈশ্বরঃ সর্ব্বপুরুষার্থদাতঃ। যদ্বা নন্দীশ্বরো নাম নন্দরাজধানীগ্রামবিশেষঃ, তমাশ্নুতে সর্বপ্রাধান্যেন ব্যাপ্নোতীতি নন্দীশ্বরেশ্বর, 'অশ্নোতে রাশুকর্মণি বরট্' চেতি উপধায়া ঈত্বং চ। নানাবতারান্ মৎস্যকূর্মাদীন্ স্বাংশেন করোতীতি নানাবতারকৃৎ, উক্তঞ্চ 'অবতারাবলিবীজ' ইতি। কৃষ্ণ ইত্যেব তস্য স্বয়ং ভগবতো মুখ্যনাম। 'একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য' ইতি শ্রুতেঃ' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি' শ্রীভাগবতাচ্চ। মধু মধুররস স্তং স্বপ্রিয়তম-ভক্তেভ্যঃ রাতি দদাতি গৃহ্লাতীতি বা মধুর। যদ্বা মধু পুষ্পরসঃ শ্রীরাধায়াঃ স্বস্য বা মুখপদ্মমকরন্দ ইতি যাবৎ তৎ তস্যাঃ সকাশাৎ স্বয়ং রাতি গৃহ্লাতি, তস্যৈ স্বয়ং দদাতীতি বা। অত আনন্দঃ সর্বেষামাহ্লাদকত্বাৎ 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাদিতি' শ্রুতেঃ। সর্বেষাং সর্ববাঞ্ছাপূরণাৎ পূরদ। পূর পূর্তৌ। অস্যাপ্যায়নার্থত্বে তৃপ্তিদেত্যর্থঃ। যদ্বা—মধুরানন্দপূরদ ইত্যেকনাম। মাধুর্য্যময়ানাং আনন্দরাশীনাং পরিবেষক ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অথ 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' ইত্যুক্তদিশা তস্য ব্রহ্মবাচ্যত্বং তাবদ্ দর্শয়তি—জয়েতি। উৎকর্ষং প্রাপ্নুহি, জি জয়ে উৎকর্ষ-

পাদয়োঃ কৃত্বেত্যাদি [ভাগ ১১।২৭।৪৬] বচনানুরূপং এতদ্দ্বাত্রিংশদধিকচতুঃশত শ্লোকানাং চতুর্ভিশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈরেক একঃ প্রণামঃ কার্য্যঃ। এবমষ্টোত্তরশত-প্রণামাঃ স্যুঃ ॥ অথবা যথোদ্দিষ্টং প্রত্যেকমেকং প্রকরণমেক একো নমস্কারঃ। তদ্ব্যবচ্ছেদশ্চাঙ্ক-ক্রমেণৈব জ্ঞাতব্যঃ। এবমেতেষাং শ্লোকানাং মুখে কীর্ত্তনেন হৃদি চ তদর্থচিন্তনেন দেহদণ্ডবৎ পাতেন নমস্কারারম্ভো যথাবদারব্ধ স্তস্মিন্।

নির্ব্বিকারাপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ নিরঞ্জন।
অব্যক্ত সত্য সন্মাত্র পরম জ্যোতি রক্ষর ॥ ৪ ॥

নমঃ ২ ॥

প্রাপ্তৌ অকর্মকোয়ং। যদ্বা—জয়েত্যেকং নাম, সর্বদৈব সর্বোৎকর্ষেণ সহ সুবিরাজমানেত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য তস্য ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যং দর্শয়তি যাবৎ প্রকরণ-সমাপ্তি ; পরব্রহ্মন্ পরাণাং শ্রেষ্ঠানামপি সর্বারাধ্যানাং দেবানাং ব্রহ্মন্ বিধাতঃ। যদ্বা পরমবৃহত্ত্বযুক্ত, 'মহতো মহীয়ানি'ত্যুক্তত্বাৎ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি চ ভাগবতে। জগতাং নিখিলব্রহ্মাণ্ডানাং তত্ত্ব মূলীভূত-বস্তু, যদুক্তং—'সর্বকারণকারণমিতি' ব্রহ্মসংহিতায়াং ; জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মসূত্রে চ। জগন্ময়—একাংশেন জগদ্ ব্যাপ্য স্থিতত্বাৎ, তদুক্তং 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' ইতি শ্রীগীতোপনিষৎসু। অদ্বৈত দ্বিতীয়রহিতঃ 'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যত' ইতি শ্রুতেঃ। সচ্চিদানন্দ সন্ধিনী-সম্বিদ্-হ্লাদিনীশক্তিবিশিষ্ট। তদুক্তং শ্রীবৈষ্ণবে—'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতা' বিতি, তথা 'হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর' ইতি চ। স্বপ্রকাশ স্বয়ং প্রকাশ্যমানত্বাৎ। যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতীতি। অখিলানাং প্রথমপুরুষাদি-সর্বতত্ত্বানামাশ্রয় আধার 'মূলং বিষ্ণু হি দেবানামিতি' বচনাৎ ॥ ৩ ॥

নির্বিকার— পরিণাম-রহিত, চিন্তামণ্যাদিবৎ স্বাচিন্ত্যশক্ত্যৈব জগদ্রূপেণ পরিণমতোঽপি সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ। অপরিচ্ছিন্ন দেশ-কালাদিভিরিয়ত্ত্বয়া পরিচ্ছেত্তুমশক্য, তদুক্তং—ন চান্ত র্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরমিতি (ভাগ ১০।৯।২৩) নির্বিশেষ নিতরামস্তি স্বস্মিন্ বিশেষঃ প্রভেদঃ যস্য স্বগতভেদযুক্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাকৃতহেয়-গুণ-বর্জিত 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতেত্যাদি' শ্রুতেঃ। নিরঞ্জন বিগত-ক্লেশ যদ্বা নাস্তি স্বরূপাদঞ্জনং গমনমস্যেতি নাস্তি স্বরূপস্য ব্যক্তীকরণং স্বভক্তব্যতিরিক্তেম্বিতি বা। অঞ্জু ব্যক্তি-ম্রক্ষণ-কান্তিগতিষু' ইতি ধাতু-পাঠঃ। অতঃ অব্যক্ত অস্ফুট-প্রকাশ সর্বেন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচর ইত্যর্থঃ। অদৃষ্টং চর্মচক্ষুষেত্যুক্তত্বাৎ। তথাপি সত্য যথার্থস্বরূপ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি' শ্রুতেঃ। ত্রিষু কালেষু সৃষ্টেঃ পূর্বং স্থিতিকালে তথা প্রলয়া-বসানে চ অব্যভিচারেণ বর্ত্তমানত্বাদ্ বা সত্য। সত্যব্রতমিত্যাদৌ ত্রিসত্য

পরমাত্মন্ বাসুদেব প্রধান-পুরুষেশ্বর।
সর্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদাত্রে তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৫ ॥

মিত্যুক্তত্বাৎ (ভাগ ১০।২।২৬)। সন্মাত্র স্বরূপতঃ এব স্থিত, 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদিতি' শ্রুতিঃ তথা অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরমিত্যাদি (ভাগ ২।৯।৩২) চ। পরম আত্ম সর্বোৎকৃষ্টো বা। যদ্বা পরঃ ঈশ্বরশ্চাসৌ মা লক্ষ্মীঃ স্বরূপশক্তিশ্চেতি তয়োরেকাত্মনি স্থিতত্বাৎ পরম্-স্বরূপশক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহ ইতি ভাবঃ। যদুক্তং বৃহদারণ্যকে "স এক আসীৎ।...স একো ন রমতে, অথ দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।...স হ এতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ বাহ্যং কিঞ্চন ন বেদ ন চান্তরমিতি।" জ্যোতি স্তৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা পরমজ্যোতিরিত্যেকং নাম, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতীতি' বচনাৎ। উক্তঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে—বাসুদেবাদভিন্নস্তু বহ্ন্যর্কেন্দুশতপ্রভং। স্বাং দীপ্তিং ক্ষোভয়ত্যেব তেজসা তেন বৈ যুতং। প্রকাশরূপো ভগবানচ্যুতশ্চাসৃজদ্দ্বিজ। সোঽচ্যুতোঽচ্যুততেজাশ্চ স্বরূপং বিতনোতি বৈ' ইতি। ভাগবতে চ 'স্বয়ংজ্যোতি রজঃ পরেশঃ' (৫।১১।১৩) ইত্যাদিনা। অক্ষর ন ক্ষরঃ চ্যবনমস্মাদিতি অচ্যুত ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রণব-রূপ—'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।' ইতি গীতায়াম্। ইদমত্র বিবেচ্যং—'সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তিবৈচিত্র্যাং তদ্-গ্রহণাসামর্থ্যে চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্বা তদ্বদেব বা বিবিক্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং ব্রহ্মেতি। তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্, ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাব' ইতি শ্রীজীব-গোস্বামিনাং ভগবৎ সন্দর্ভে ॥ ৪ ॥

অথ তস্যৈব সর্বান্তর্য্যামিত্বাৎ পরমাত্মস্বরূপতয়াবির্ভাবং স্তৌতি-পরমাত্মন্নিতি দ্বাভ্যাং। হে পরমাত্মন্ সর্বান্তর্যমনশীল; "আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতশ্চাভ্যুপপদ্যতে। স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥" ইতি ভাগ (২।১০।৭) পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পর' 'উত্তমঃ পুরুষ স্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ' ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। অতো বাসুদেব—'বাসঃ সর্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু। তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ' ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে [শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৮৭]। যদ্বা—

হৃৎপদ্ম-কর্ণিকাবাস গোপাল পুরুষোত্তম।
নারায়ণ হৃষীকেশ নমোঽন্তর্যামিণেঽস্তু তে ॥ ৬ ॥

অনুষ্টুপ্ ॥ ৩

পরমেশ্বর লক্ষ্মীশ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।
সর্বসল্লক্ষণোপেত নিত্যনূতনযৌবন ॥ ৭ ॥

সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যত' ইতি সর্বানি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি। ভূতেষ্বপি চ সর্বাত্মা বাসুদেব স্ততঃ স্মৃতঃ।......ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেব স্ততঃ প্রভুরিত্যাদি শ্রীবৈষ্ণবাৎ। প্রধানং প্রকৃতিঃ পুরুষ স্তৎপ্রবর্ত্তক আত্মা তয়োঃ ঈশ্বর ঈষ্টে নিয়ময়তীতি [ঈশ্‌+বর] প্রধান-পুরুষেশ্বর। সর্বজ্ঞান-সর্বক্রিয়া-সর্বশক্তিপ্রদায়কায় তুভ্যং নমঃ। আদরাতিশয়ে বীপ্‌সা ॥৫

হৃৎপদ্মস্য কর্ণিকায়ামেব বাসো যস্য। যদুক্তং—'তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্ম-মুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্। কাদিঠান্তাক্ষরৈরর্কপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতং॥ শব্দব্রহ্ম-ময়ং শব্দোঽনাহত স্তত্র দৃশ্যতে। তেনানাহতাখ্যং পদ্মং তন্মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং। আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরমিতি' তন্ত্রসারে। তথা 'উদরমুপাসতে য' ইত্যাদি শ্রুত্যধ্যায়ে 'হৃদয়-মারুণয়ো দহরমিতি। গোপাল গবাং বাগিন্দ্রিয়োপলক্ষিত-সর্বেন্দ্রিয়াণাং পালক তেষাং স্ব স্ব বিষয়েষু প্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। পিপর্ত্তি পূরয়তি বলং যঃ, পুর্ষু শেতে ইতি বা পুরুষঃ আত্মা তস্মাদপি উত্তম পরমাত্মন্নিতি ভাবঃ। নারস্য জীবসমূহ-স্যায়নমাশ্রয়ো নারায়ণঃ। উক্তঞ্চ নারায়ণ স্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামাত্মাস্য-ধীশাখিললোকসাক্ষীতি (ভাগ ১০।১৪।১৪)। অতো হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণা-মীশ ক্ষেত্রজ্ঞরূপত্বাৎ পরমাত্মরূপত্বাদ্ বা। উক্তঞ্চ 'হৃষীকাণামধীশ্বরং শারদেন্দীবরশ্যামমিতি (ভাগ ৩।২৬।২৮); পৌরাণিকা স্ত্বেবমাহুঃ—হৃষ্টা জগৎপ্রীতিকরাঃ কেশা রশ্ময়োঽস্যেতি হৃষীকেশ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অতোঽন্তঃকরণস্যাপি নিয়ামকতয়ান্তর্যামিন্ তে তুভ্যং নমঃ অস্তু ॥ ৬ ॥

অথ প্রকরণান্তরেণ তস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য বিষ্ণু-স্বরূপতয়াবির্ভাববিশেষং বক্তুং প্রবর্ত্ততে—পরমেতি। পরা সর্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীরূপা শক্তিত্রয়ী যস্মিন্ স পরমঃ, তদুক্তং ভাগবতে 'রেমে রমাভি র্নিজকালসংপ্লুত' ইত্যাদিনা। স চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি তৎসম্বুদ্ধৌ। ঈশ্বরশব্দেন সর্ববশয়িতোচ্যতে; তদপি

সর্বাঙ্গসুন্দর স্নিগ্ধঘনশ্যামাব্জলোচন।
পীতাম্বর সদা স্মেরমুখপদ্ম নমোঽস্তু তে ॥ ৮ ॥
পরমাশ্চর্য্য-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-জিতভূষণ।
সদা কৃপাস্নিগ্ধদৃষ্টে জয় ভূষণ-ভূষণ ॥ ৯
কন্দর্পকোটিলাবণ্য সূর্য্যকোটি-মহাদ্যুতে।
কোটীন্দুজগদানন্দিন্ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনায়ক ॥ ১০ ॥
শঙ্খপদ্মগদাচক্রবিলসচ্ছ্রীচতুর্ভুজ।
শেষাদি-পার্ষদোপাস্য শ্রীমদ্গরুড়বাহন ॥ ১১ ॥

শ্রীভাগ (৩।২।২১) স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয় স্ত্র্যধীশেত্যাদিনোক্তং। অতো লক্ষ্মীশ লক্ষ্মীপতে। ততঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সন্ধিনী-সম্বিদ্-হ্লাদিন্যাখ্যানাং শক্তীনাং যুগপৎ প্রাধান্যেন পরতত্ত্বাত্মক-মূর্ত্তিধারিন্। ব্রহ্মনিরূপণ-প্রসঙ্গে খলু অস্পষ্টাবির্ভাবতয়া সচ্চিদানন্দেত্যুক্তং, অত্র তু তদেব তত্ত্বং পরিপূর্ণতয়াবির্ভাবাদ্ বিগ্রহ ইতি মন্তব্যম্। অতএব সর্বৈঃ সদ্ভিঃ অত্যুৎকৃষ্টৈঃ দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈরুপেত যুক্ত। তদুক্তং সামুদ্রকে—পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ। ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্। এতে গুণোত্থাঃ। অঙ্কোত্থাস্তে 'রেখাময়ং রথাঙ্গাদি স্যাদঙ্কোত্থং করাদিষু'। নিত্যং কালত্রয়ব্যাপি নূতনং যৌবনং যস্য, সদৈব কৈশোরে স্থিতত্বাৎ ॥৭॥ সর্বাঙ্গং আনখাৎ কেশ-পর্য্যন্তং সুন্দরং পরমমনোহরং যস্য। স্নিগ্ধশ্চিক্কণঃ ঘনঃ জলধর ইব শ্যাম। অব্জলোচন পদ্মপলাশনয়ন। পীতমম্বরং পরিধেয়ং যস্য। স্মেরং মৃদুমধুরহাস্যযুক্তং মুখং পদ্মমিব যস্য ॥ ৮ ॥ পরমাশ্চর্য্যং অত্যদ্ভুতং সৌন্দর্য্যং যস্য। মাধুর্য্যেণ স্বাঙ্গলাবণ্যাদিনা জিতানি পরাভূতানি ভূষণানি যেন। কৃপয়া হেতুনা স্নিগ্ধা স্নেহসিক্তা দৃষ্টিরবলোকনং যস্য। ভূষণানামপি শোভা-সম্পাদকত্বাৎ ভূষণ, যদুক্তং 'পর পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি' [ভাগ ৩।২।১২] ॥ ৯ ॥ কন্দর্পাণাং কোটিভ্যোঽপি লাবণ্যং সমধিকং যস্য, অপ্রাকৃতমহামদনস্য বিলাসরূপত্বাদিতি ভাবঃ। সূর্য্যাণাং কোটিভ্যোঽপি মহতী দ্যুতি র্যস্য। যদুক্তং গীতায়াং (১১।১২) দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতাঃ। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাস স্তস্য মহাত্মন ইতি। কোটিভ্যঃ ইন্দুভ্য শ্চন্দ্রেভ্য অপি জগৎসু আনন্দদায়ক। শ্রীমাংশ্চাসৌ বৈকুণ্ঠনায়কশ্চেতি ॥ ১০ ॥ শেষাদিভিঃ পার্ষদৈঃ উপাস্য।

স্বানুরূপ-পরীবার সর্ব্বসদ্‌গুণসেবিত।
ভগবন্ হৃদ্‌বচোঽতীত * মহামহিম-পূরিত ॥ ১২ ॥
দীননাথৈকশরণ হীনার্থাধিক-সাধক।
সমস্তদুর্গতিত্রাত র্বাঞ্ছাতীতফলপ্রদ ॥ ১৩ ॥ নমঃ ৪ ॥

তে যথা—শেষ-সুপর্ণবিষ্বক্‌সেনাদয়ঃ; উক্তং চ ভাগ [৮।২১।১৬।১৭] 'নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ। কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্‌সেনঃ পতত্রিরাট্। জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বত' ইতি। এতে গণাধ্যক্ষা জ্ঞেয়াঃ ॥ ১১ ॥ স্বস্যানুরূপা স্তুল্যাঃ পরীবারাঃ পরিকরা যস্য। তদুক্তং—'সর্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ। কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎপুষ্করমালিনঃ ॥ সর্বে চ নূত্নবয়সঃ সর্বে চারুচতুর্ভুজাঃ। ধনুর্নিষঙ্গাসি গদাশঙ্খচক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ' ইত্যাদিনা (ভাগ ৬।১।৩৪-৫) 'শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ' ইত্যাদ্যশ্চ (২।৯।১১)। সর্বৈঃ কল্যাণময়-গুণরাজিভিঃ সেবিত। তে চ গুণা যথা—'অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ' ইত্যাদি হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধূক্তদিশা 'আত্মারামগণাকর্ষীতি' পর্য্যন্তাঃ ষষ্টি এব গ্রাহ্যাঃ। ভগবন্—ভগাদিশব্দানাং ব্যুৎপত্তি র্যথা বৈষ্ণবে—সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থ স্তথা মুনে ॥ ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থ-স্ততোঽব্যয়ঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ইতি। অতো হৃদয়স্য বচসশ্চ অতীত, ত্রিপাদ-বিভূতিরূপে মহাবৈকুণ্ঠে সদা নিবাসাৎ। তেনৈব চ মহামহিমভিঃ ব্রহ্মাদীনামপি মোহোৎপাদকৈ র্মহামহৈশ্বর্য্যৈঃ পরিপূর্ণ। ১২। ননু এতাদৃশশ্চেদসৌ তদা দীনানাং সর্বথৈব দুর্লভঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ দীনেতি। দীনানামকিঞ্চনানাং নাথ প্রভু, যদ্বা দীনানেব নাথতে যাচতে সনাথী-ক্রিয়তে বা। অত স্তেষামেব একং মুখ্যং শরণং আশ্রয় ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ হীনানাং অধনানাং অর্থান্ চতুর্বর্গতিরস্কারিপ্রেমরূপান্ অধিকং সাধ্নোতি দদাতীতি তথাভূত। সমস্তানাং লোকানাং সমস্তাং বা দুর্গতিং তাপত্রয়ং নিরাকুর্ব্বন্ ত্রাতঃ। বাঞ্ছাতিরিক্তফলদানাৎ বাঞ্ছেতি ॥ ৭-১৩ ॥

---

* মনোবাগ্‌বিভবাতীত।

সর্বাবতারবীজায় নম স্তে ত্রিগুণাত্মনে।
ব্রহ্মণে সৃষ্টিকর্ত্রেঽথ সংহর্ত্রে শিবরূপিণে ॥ ১৪ ॥
ভক্তেচ্ছাপূরণ-ব্যগ্র শুদ্ধসত্ত্বঘন প্রভো।
বন্দে দেবাধিদেবং ত্বাং কৃপালো বিশ্বপালক ॥ ১৫ ॥
সর্বধর্মস্থাপকায় সর্বাধর্মবিনাশিনে।
সর্বাসুরবিনাশায় মহাবিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥
নানামধুররূপায় নানামধুরবাসিনে।
নানামধুরলীলায় নানাসংজ্ঞায় তে নমঃ ॥ ১৭ ॥ নমঃ ৫ ॥
শ্রীচতুঃসনরূপায় তুভ্যং শ্রীনারদাত্মনে।
শ্রীবরাহায় যজ্ঞায় কপিলায় নমো নমঃ ॥ ১৮ ॥

মহাবিষ্ণুরূপং তং স্তৌতি সর্বেতি। সর্বেষামবতারাণাং মৎস্যাদীনাং বীজায় মূলীভূতকারণায়। 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি' শ্রুতেঃ। অতঃ ত্রয়ো গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি এব আত্মা স্বরূপং যস্য। 'দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়মিতি' ভাগ (৩।২৬।১৯)। রজোগুণাবতারমাহ—ব্রহ্মণে সৃষ্টিকর্ত্রে। তমোগুণাবতারমাহ সংহর্ত্রে শিবেতি। সত্ত্বগুণাবতারং সপ্রয়োজনমাহ—ভক্তানামিচ্ছাপূর্ত্তৌ ব্যগ্র আকুল। অতঃ শুদ্ধং স্বচ্ছং শান্তং যৎ সত্ত্বং তস্য তেন বা মূর্ত্তিধারিন্। অতঃ প্রভো পালক ঈশিত র্বা। দেবানামপি অধিদেবং ত্বাং বন্দে স্তৌমি ॥ ১৪।১৫ ॥ কালান্নষ্টানাং সর্বেষাং ধর্মাণাং পুনঃ স্থাপকায়, অতঃ সর্বাধর্মাণাং বিনাশকৃতে; ন কেবলং তদপিতু অধর্মবীজান্ সর্বানসুরানপি বিনাশয়তীতি সর্বাসুরবিনাশায় তুভ্যং নমঃ হে মহাবিষ্ণো ॥ ১৪-১৬ ॥

অথ ভক্তচিত্ত-বিনোদার্থং তস্য বিবিধরূপগুণলীলাদিকং লক্ষ্যীকৃত্য স্তৌতি নানেতি। বিবিধ-মাধুর্য্যময়েষু দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গারাখ্যরসেষু বসতি তানাস্বাদয়তীতি মধুরবাসিনে। নানা পৃথক্ সংজ্ঞা নাম যস্য তথাভূতায়। পৃথক্ পৃথগবতারে বিভিন্ননাম-গ্রহণাৎ তথোক্তং ॥ ১৭ ॥

অথ চতুর্দশমন্বন্তরেষু লীলাবতারান্ বক্তুং প্রক্রমতে—শ্রীতি। চতুঃসনাঃ ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ; তদুক্তং [ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্ম ১২৯] 'জ্যেষ্ঠঃ সনৎ-

দত্তাত্রেয় নম স্তুভ্যং নর-নারায়ণৌ ভজে।
হে হয়গ্রীব হে হংস ধ্রুবপ্রিয় নমোঽস্তু তে॥ ১৯॥
পৃথুং ত্বামৃষভঞ্চৈব বন্দে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
দ্বিতীয়ে বিভুনামানং তৃতীয়ে সত্যসেনকং॥ ২০॥
চতুর্থে শ্রীহরিং বন্দে বৈকুণ্ঠং পঞ্চমে তথা।
ষষ্ঠেঽজিতং মহামীনং শেষং চ ধরণীধরং॥ ২১॥
শ্রীনৃসিংহঞ্চ কূর্মঞ্চ স-ধন্বন্তরি-মোহনীং।
সপ্তমে বামনং বন্দে নমঃ পরশুরাম তে॥ ২২॥
শ্রীরামচন্দ্র হে ব্যাস নমস্তে শ্রীহলায়ুধ।
হে বুদ্ধ কল্কিন্ মাং পাহি প্রপন্নাশনি-পঞ্জর॥ ২৩॥

নমঃ ৬॥

অষ্টমে সার্বভৌম স্ত্বমৃষভো নবমে ভবান্।
বিষ্বক্সেনশ্চ দশমে ধর্মসেতু স্ততঃপরম্॥ ২৪॥

কুমারোভূৎ দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ। তৃতীয়ঃ সনকো নাম চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ ইতি। স্বায়ম্ভুবে প্রথমে মন্বন্তরে যজ্ঞঃ কল্পাবতারোপি মন্বন্তরাবতারঃ, এবং শ্রীচতুঃসনাদারাভ্য ঋষভপর্য্যন্তাঃ দ্বাদশ কল্পাবতারাঃ পঠিতাঃ। অস্মিন্ শ্বেতবরাহ-কল্পে বরাহরূপেণ দ্বিশঃ আবির্ভাবেঽপি চতুঃসন-নরনারায়ণবদেক এবাবতারঃ গণিত ইতি বোধ্যং॥' দ্বিতীয়ে স্বারোচিষীয়ে বিভুঃ, তৃতীয়ে ঔত্তমীয়ে সত্যসেনঃ, চতুর্থে তামসীয়ে হরিঃ, পঞ্চমে রৈবতীয়ে বৈকুণ্ঠঃ, ইতি মন্বন্তরাবতারাঃ। এষু কল্পাবতারো নাস্তি। ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে চাজিতঃ মন্বন্তরাবতার স্তথা মহামীন-শেষ-নৃসিংহ-কূর্ম-ধন্বন্তরি-মোহিন্যশ্চ কল্পাবতারাঃ। শেষ এব ধরণীধরঃ। ধন্বন্তরি-মোহিন্যৌ এক এব পঠিতঃ। সপ্তমে বৈবস্বতাখ্যে মন্বন্তরেঽস্মিন্ বামনো মন্বন্তরাবতারঃ পরশুরাম-রামচন্দ্র ব্যাস-বলদেব-বুদ্ধ-কল্কিনশ্চ কল্পাবতারাঃ॥ প্রপন্নানাং শরণাগতাণাং পক্ষে অশনি র্বজ্র ইব পঞ্জরং কায়াস্থিবৃন্দং যস্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং দৃশ্যং। **১৮-২৩**॥

অথ ভবিষ্যমন্বন্তরাদীন্ কথয়তি—অষ্টম ইতি। অষ্টমে সাবর্ণীয়ে সার্বভৌমঃ, নবমে দক্ষসাবর্ণীয়ে ঋষভঃ, দশমে ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে বিষ্বক্সেনঃ, একাদশে ধর্মসাবর্ণীয়ে ধর্মসেতুঃ, দ্বাদশে রুদ্রসাবর্ণীয়ে সুধামা, ত্রয়োদশে

স্বধামা দ্বাদশে ভাবী যোগেশস্তু ত্রয়োদশে।
চতুর্দশে বৃহদ্‌ভানুঃ সপ্তত্রিংশত্তনো * জয় ॥ ২৫ ॥

শুক্লঃ সত্যযুগে যঃ স্যাদ্রক্ত স্ত্রেতাযুগে তথা।
দ্বাপরে তু হরিদ্বর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণো মহাপ্রভো ॥ ২৬ ॥

তং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণ! বন্দেঽহং জগদেক-দয়ানিধে।
নিজভক্ত-বিনোদার্থ-লীলানন্তাবতারকৃৎ ॥ ২৭ ॥

নমঃ ৭ ॥

দেবসাবর্ণীয়ে যোগেশ্বরঃ, চতুর্দশে ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে চ বৃহদ্‌ভানুঃ মন্বন্তরাবতারাঃ এবং ত্রয়োবিংশতিঃ কল্পাবতারাঃ, চতুর্দ্দশ চ মন্বন্তরাবতারাঃ মিলিত্বা সপ্তত্রিংশত্তনবো যস্য তৎসম্বুদ্ধৌ। যজ্ঞ-বামনয়োঃ কল্পাবতারত্বেঽপি মন্বন্তরাবতারত্বাৎ একধৈব গণিত ইতি বোধ্যং। জয় প্রতিকল্পমাবির্ভূয় এভিঃ রূপৈঃ স্বভক্তান্ পরিপালয়েতি ॥ ২৪-২৫ ॥

অথ তস্য যুগাবতারানাহ—শুক্ল ইতি। সত্যযুগে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ ত্রেতায়াং রক্তঃ, দ্বাপরে হরিৎ, কলৌ তু কৃষ্ণ এব। ইদমত্র বিমর্ষণীয়ং প্রতিকলি কৃষ্ণবর্ণঃ কৃষ্ণনামা চ যুগাবতারঃ স্মর্য্যতে। কিন্তু বৈবস্বত-মন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়ে কলৌ শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্তদিশা শ্রীগৌরাঙ্গ এব স্বয়ং ভগবান্ অবতরতি। কৃষ্ণস্তু তস্মিন্নন্তঃপ্রবিষ্টঃ যুগাবতারকার্য্যং সাধ্নোতীতি। বিশেষস্তু আকরে দ্রষ্টব্য এব। মহাপ্রভাবত্বাৎ সর্বেষামীশত্বাচ্চ মহাপ্রভো ॥ ২৬ ॥

হে জগতাং মুখ্যদয়ানিধান, শত্রুষ্বপি মহাকারুণ্যপ্রকটনাৎ। হে নিজভক্তানামেব বিনোদার্থং, (এতেন প্রয়োজনান্তরং নিরাকৃতং) লীলয়া অনন্তান্ অবতারান্ করোতি য স্তস্য সম্বোধনে। হে শ্রীকৃষ্ণ! অহং তং অনন্তলীলাকারিণং ত্বাং বন্দে স্তৌমি ॥ ২৭ ॥

---

* সনকাদয় শ্চত্বার এক এবাবতারঃ; তথা নর-নারায়ণৌ চেত্যেবং চতুঃসনাদয়ঃ বৃহদ্‌ভান্বন্তাঃ সপ্তত্রিংশত্তনবোঽবতারা যস্য তস্য সম্বোধনং। যদি চ ব্রহ্মা শিবশ্চ গুণাবতারৌ দ্বৌ, চতুর্যুগাবতারাশ্চ চতুর্বর্ণাশ্চত্বারোঽবতারা গণ্যন্তে, তদা ত্রিচত্বারিংশদবতারাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভবন্তি ইতি।

প্রহ্লাদ-সংহ্লাদক ভক্তবৎসল ভক্তিপ্রভাব-প্রকটিন্নৃসিংহ।
স্বদ্বেষ্টৃবক্ষঃস্থলপাটন প্রভো শিষ্টেষ্টমূর্ত্তে জয় দুষ্টভীষণ ॥২৮॥
অন্তঃকৃপাতিমৃদুল বহিরাটোপ-সুন্দর।
প্রহ্লাদাঙ্গাবলেহোৎক স্ফুটব্রহ্মাণ্ড-গর্জিত ॥ ২৯ ॥

নমঃ ৮ ॥

সীতাপতে দাশরথে রঘূদ্বহ শ্রীরাম হে কোশলজাসুতাব্জদৃক্।
শ্রীলক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ হনুমদীশ্বর সুগ্রীববন্ধো ভরতাগ্রজ প্রভো ॥৩০॥
হে দণ্ডকারণ্যচরার্য্যশীল হে কোদণ্ডপাণে খরদূষণান্তক।
বদ্ধাব্ধিসেতোঽয়ি বিভীষণাশ্রিত লঙ্কেশঘাতিন্ জয় কোশলেন্দ্র ॥
॥ ৩১ ॥ **নমঃ ৯ ॥**

শ্রীকৃষ্ণ জীয়া মথুরাবতীর্ণ
স্বপ্রেমদানৈক-নিতান্তকৃত্য।
নানাসুমাধুর্য্য-মহানিধান
সংব্যঞ্জিতৈশ্বর্য্যকৃপা-মহত্ত্ব ॥ ৩২ ॥

অথ তস্য পরাবস্থ-স্বরূপদ্বয়ং ষাড়্গুণ্য-পরিপূরিতত্বাৎ পুনঃ স্তৌতি-প্রহ্লাদেতি। অত্রেতিহাসাদিকং শ্রীসপ্তমেঽষ্টমাধ্যায়ে হরিভক্তি-সুধোদয়ে স্কান্দপ্রহ্লাদ-সংহিতায়াঞ্চ মৃগ্যম্। অন্তঃকৃপেতি স্বভক্তং লক্ষ্যীকৃত্য বহিরিতি তু স্বাভক্তান্ বীক্ষ্যেতি চিন্ত্যম্ ॥ **২৮-২৯** ॥

অস্মাদপি বহুবিধ-মাধুর্য্যগুণসদ্ভাবাদ্ রামচন্দ্রং বিশিনষ্টি—সীতেতি। কোশলজায়াঃ কৌশল্যায়াঃ সুত। অব্জদৃক্ পদ্মলোচন। আর্য্যং শ্রেষ্ঠং শীলং স্বভাবো যস্য। বদ্ধঃ অব্ধেঃ সাগরস্য সেতুঃ সঞ্চরো যেন। ননু লক্ষ্মীশাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণে কথং বর্ত্তন্ত ইতি চেৎ শৃণু 'লক্ষ্মীশনামান্যেবাত্র প্রবৃত্তের্হেতুসাম্যতঃ। তথৈব হেতুভেদাচ্চ বর্ত্তন্তে যদুপুঙ্গবে। দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শার্ঙ্গী গরুড়বাহন। ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তের্হেতু-সাম্যতঃ। বসুদেবস্য পুত্রত্বাদ্ বাসুদেব নিগদ্যতে।···ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তের্হেতু ভেদতঃ॥ ইতি সংক্ষেপভাগবতামৃতে (১২৯-১৩৯) দ্রষ্টব্যম্ ॥ **৩০-৩১** ॥

এতাবতা স্বাংশাবতারানুক্ত্বা সাম্প্রতং স্বয়ং ভগবতঃ তস্যৈবাবতারমাহ শ্রীকৃষ্ণেতি। হে মথুরাবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ত্বং জীয়াঃ সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তেথাঃ।

পরীক্ষিৎপৃষ্টচরিত সর্বসেব্যকথামৃত।
কৃত-পাণ্ডবনিস্তার-পরীক্ষিদ্দেহ-গোপন ॥ ৩৩ ॥

বহিরন্তঃস্থতাঽসাধুসাধুদুঃখসুখপ্রদ ॥
শুশ্রূষাকৃষ্টরাজান্তর্নানাশঙ্কানুপৃষ্ট হে ॥ ৩৪ ॥

ত্যক্তোদান্ননৃপপ্রাণ শুকোদ্গীর্ণ-কথামৃত।
নৃপব্যাজাসুরানীক-ভারার্ত্তক্ষিতি-রোদক ॥ ৩৫ ॥

মথুরাবতরণ-প্রয়োজনং দর্শিতং শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৫।১০৩)—কাষ্ঠামমুত্রৈব পরাং প্রভো র্গতা। স্ফুটা বিভূতি র্বিবিধা কৃপালুতা। সুরূপতা শেষমহত্ত্বমাধুরী বিলাসলক্ষ্মীরপি ভক্তবশ্যতেতি। এতদেব চরণত্রয়েন ব্যঞ্জিতমত্র—স্বপ্রেমদানং একং মুখ্যং নিতান্তং সাতিশয়ং কৃত্যমবশ্যকরণীয়ং যস্য ॥ ৩২ ॥

অধুনা শ্রীদশমস্য প্রথমাধ্যায়াদারভ্য প্রতিজ্ঞাতং লীলাসূত্রং বর্ণয়তি—তত্র প্রথমস্য তাবদাহ পরীক্ষিদিতি। পরীক্ষিতা পৃষ্টং শ্রীশুকায় জিজ্ঞাসিতং চরিতং যস্য। 'বিষ্ণো বীর্য্যাণি শংস নঃ' ইত্যাদিনা (২) * সর্ব্বৈঃ মুক্ত-মুমুক্ষু-বিষয়িভিঃ সেব্যং কথানামমৃতং যস্য নিবৃত্ততর্ষৈরিতি (৪)*। কৃতঃ পাণ্ডবানাং পরীক্ষিৎপিতামহানাং দেবজিত্বরৈঃ ভীষ্মাদ্যৈরতিরথৈঃ অধিষ্ঠিতাৎ মরণরূপাৎ ঘোরসংগ্রামাৎ নিস্তারো যেন (৫)*। তথা (কৃতং, বিভক্তিবিপরিণামেনান্বয়ঃ) অশ্বত্থাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রেণ দগ্ধং পরীক্ষিতো দেহস্য গোপনং মাতৃকুক্ষৌ প্রবিষ্টেন ধৃতচক্রেণ যেন (৬)* ॥ ৩৩ ॥

অসাধূনাং বহির্দৃষ্টীনাং কালরূপেণ দুঃখদ অথচ সাধূনাং অন্তর্দৃষ্টীনাং অন্তর্যামিরূপেণ সুখপ্রদ (৭)। হে শ্রবণেচ্ছয়া আ সম্যক্ কৃষ্টস্য রাজ্ঞঃ অন্তঃ মনসি নানাভিঃ শঙ্কাভিঃ অনুপৃষ্ট জিজ্ঞাসিতবার্ত্ত (৮-১২)। ননু ক্ষুত্তৃট্পীড়িতস্য শ্রবণং ন স্যাদিতি চেত্তদাহ ত্যক্তেতি। ত্যক্তং উদকং অন্নঞ্চ যেন তস্য নৃপস্য পরীক্ষিতঃ প্রাণ তদ্রূপেণ বিরাজমাণত্বাৎ। তৎ কুত ইতি চেত্তত্রাহ—শুকেতি। শুকেন উদ্গীর্ণা নিষ্কাসিতা কথামৃতং যস্য যেন প্রয়োজকেন বা (১৩) নৃপাণাং ব্যাজেন ছলেন যে অসুরাণামনীকাঃ

---

* এভিরঙ্কৈঃ প্রকৃতাধ্যায়স্য শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্টেতি মন্তব্যং।

ধরার্ত্তনাদ-দুগ্ধাব্ধিগত-ব্রহ্মাদ্যুপস্থিত।
ব্রহ্মধ্যানশ্রুতাদেশকথাপ্যায়িত-ভূসুর ॥ ৩৬ ॥

নমঃ ১০ ॥

শূরসেন-মহারাজধানী-শ্রীমথুরাপ্রিয়।
দেবকী-বসুদেবৈক-বিবাহোৎসব-কারণ ॥ ৩৭ ॥
বিয়দ্বাগ্‌বর্দ্ধিতাত্তাশ্বপাশ-কংসাতিদুর্ণয়।
বসুদেব-বচোযুক্তিদেবকীপ্রাণরক্ষক ॥ ৩৮ ॥
সত্যবাক্ শৌরি-কংসাগ্রনীতপুত্রবিমোচন।
দেবর্ষি-কথিতোদন্ত-কংসজ্ঞাতেহিতাব মাং ॥ ৩৯ ॥
কংস-শৃঙ্খলিতানেক-বসুদেবাদিবান্ধব।
দেবকী-জাতষড়্‌গর্ভ-তাত-কংসারিঘাতন * ॥ ৪০ ॥

নমঃ ১১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

সেনাসমূহা স্তেষাং ভারেণার্ত্তায়া দুঃখিতায়াঃ ক্ষিত্যাঃ পৃথিব্যাঃ রোদন-কারক। (১৭) (অন্তর্ভাবিতণ্যর্থঃ) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

ধরায়া আর্ত্তনাদেন ক্ষীরোদতীরং গতানাং ব্রহ্মাদীনাং সান্নিধ্যে উপস্থিত (২০)। ব্রহ্মণঃ ধ্যানে শ্রুতঃ যঃ আদেশঃ তস্য কথয়া প্রচারেণ আপ্যায়িতাঃ সন্তোষিতাঃ ভূসুরাঃ পৃথ্বীদেবাঃ যেন! (২১-২৫) ॥ ৩৬ ॥

অথ ভোজেন্দ্র-বন্ধনাগারেঽবতারায় প্রস্তাবকথামাহ শূরেতি। শূরসেনো যদুপতিঃ তস্য মহতী রাজধানী যা শ্রীমথুরা সৈব প্রিয়া যস্য, তস্যাঃ প্রিয়ো বা। যদুক্তং (২৮) মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিতি। দেবক্যা বসুদেবস্য একং প্রধানং বিবাহোৎসবস্য কারণং হেতুঃ। ততো বরবধ্বোঃ গৃহপ্রয়াণ-কালে বিয়তঃ আকাশস্য যা বাক্ বাণী অস্যা স্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধেতি (৩৪) তয়া বর্দ্ধিতো বিপুলীকৃত

---

* নিজাগ্রজানাং কংসহস্তেন ঘাতনে কারণোপন্যাসরূপং হরিবংশোক্তাখ্যান-সূচনং দেবকীতি। অত্রাপি কিল নিজপার্ষদাবতারস্য হিরণ্যকশিপো র্বচন-প্রতিপালনেন ভক্তবাৎসল্য-মহিমৈব।

কংসাসুর-বলোদ্বিগ্ন-স্বযাদবকুলার্ত্তিবিৎ।
দেবকী-সপ্তমভ্রূণধামন্ মায়ানিয়োজক ॥ ৪১ ॥
দেবকীপুত্রতাবাপ্তিদ্বারোৎসাহিতমায় হে।
রোহিণীপ্রাপিত-স্বাংশ রৌহিণেয়-প্রিয়াঽব মাং ॥ ৪২ ॥
বসুদেবোল্লসচ্ছক্তে দেবক্যষ্টমগর্ভগ।
স্বসবিত্রীলসজ্জ্যোতিঃ কংসত্রাস-বিষাদকৃৎ ॥ ৪৩ ॥
সদা কংসমনোবর্ত্তিন্ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যভিষ্টুত!
সত্যাত্মক জগন্নাথ শুদ্ধ-সাত্ত্বিকরূপভৃৎ ॥ ৪৪ ॥

আত্তাশ্বপাশস্য প্রগ্রহিণঃ কংসস্য অতিশয়ঃ দুর্ণয়ো দেবকীপ্রাণহননায় তস্যাঃ কচগ্রহণাদিরূপো যেন। ততো বসুদেবস্য বচসা 'শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈরিতি' (৩৭-৪৬) 'পুত্রাণ্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যত স্তে ভয়মুত্থিতমিতি' (৫৪) চ যুক্ত্যা দেবক্যাঃ প্রাণরক্ষক। অথ কালে উপাবৃত্তে প্রথমকুমারে জাতে সত্যবাক্ যঃ শৌরি র্বসুদেব স্তেন কংসস্যাগ্রভাগে সম্মুখং নীতস্য পুত্রস্য কীর্ত্তিমতঃ বিমোচনং যস্মাৎ (৬০) কংসস্য শান্তি র্দেবকার্য্যানুগুণা ন ভবতীতি দেবর্ষিণা নারদেন কথিতঃ উদান্তো বৃত্তান্তো যস্য 'নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপাঃ' ইত্যাদিনা (৬২-৬৩)। যদ্বা তেন কথিতঃ বৃত্তান্তঃ যস্মৈ তস্য কংসস্য জ্ঞাতানি ঈহিতানি কর্ম্মাণি (৬৫-৬৬) দেবকীপুত্রাণাং সর্বেষাং হত্যারূপাণি যেন। হে তথাবিধ কৃষ্ণ মামব রক্ষস্ব। ন কেবলং পুত্রহত্যা কারিতা, অপি তু কংসেন শৃঙ্খলিতাঃ নিগড়িতাঃ অনেকাঃ বসুদেবদেবক্যাদয়ঃ বান্ধবাঃ যস্য। তথা দেবক্যাং জাতা যে গর্ভাঃ শিশবঃ এব তাতাঃ পূজ্যাঃ অগ্রজা ইতি যাবৎ তেষাং কংসরূপেণারিণা ঘাতনং হননং যেন যৎসম্বন্ধেনেতি ভাবঃ। 'তাতঃ পূজ্য' ইতি শব্দরত্নাবলী ॥ ৩৭-৪০ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ।

অথ কংসাসুরস্য বলেন প্রলম্ববকচানূরাদি-সৈন্যসমূহেন উদ্বিগ্নস্য স্বস্য যাদবকুলস্য আর্ত্তিং কংসজং ভয়ং বেত্তি জানাতীতি তদ্বিৎ (২।১-৩)। দেবক্যাঃ সপ্তমে ভ্রূণে গর্ভে শেষাখ্যং ধাম যস্য (৮), তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশায় যোগমায়ায়াঃ নিয়োজক সমাদেশকৃৎ (৮-১৩) এবং অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামীতি (৯) দেবক্যাঃ পুত্রতা-

ভক্তৈকলভ্য-সর্বস্ব সর্বসর্বার্থকৃদ্বপুঃ।
রূপনামাশ্রিতাবিষ্ট জন্মমাত্র-ধরার্ত্তিহৃৎ ॥ ৪৫ ॥
স্বর্ভূর্ভূষণ-পাদাব্জ বিনোদৈকার্থজাত হে!
জয় ভূভার-হরণ (*) দেবাশ্বাসিতমাতৃক ॥ ৪৬ ॥

নমঃ ৭২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

প্রাপ্তি-কথাদ্বারেণ উৎসাহিতা যোগমায়া যেন। অথ তয়া রোহিণ্যাং প্রাপিতঃ স্বাংশঃ অনন্তঃ যেন অতো হে রোহিণেয়স্য বলদেবস্য প্রিয় মাং অব মৎপরিপালকতামায়াহি। অথ স্বস্যাবতরণমাহ—বস্বিতি। বসুদেবে উল্লসন্তী প্রকাশমানা শক্তি র্যস্য তদুক্তং—'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ (১৬) তস্মাৎ দেবক্যাঃ অষ্টমে গর্ভে গমনকৃৎ (১৮) স্বস্য সবিত্র্যাঃ জনন্যাঃ লসতা দেদীপ্যমানেন জ্যোতিষা প্রভয়া কংসস্য ত্রাসং বিষাদঞ্চ কারয়তীতি তথোক্তং (২০) অতঃ 'আসীনঃ সংবিশং স্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীং। চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যত্তন্ময়ং জগদিতি (২৪) রীত্যা সদৈব কংসস্য মনোবর্ত্তিন্! অথ গর্ভস্তুতিমারভতে—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈঃ দেবগণৈঃ অভিতঃ স্তুত প্রশংসিত (২৫) স্তবমেবাহ—সত্যাত্মক 'সত্যব্রতং সত্যপর'মিত্যাদিনা সর্বথৈব সত্যস্বভাব। জগতাং নাথ সর্বেশ্বর সর্বসৃষ্ট্যাদিকারণত্বাৎ (২৭-২৯)। শুদ্ধং সাত্ত্বিকং সত্ত্বোপপন্নং সতাং সুখাবহং মায়ালেশ-শূন্যং রূপং বিভর্ত্তীতি (২৯)। ভক্তৈঃ একং কেবলং (নতু বিমুক্তমানিভিঃ) লভ্যং সর্বস্বং পাদপোতরূপং যস্য। সর্বেষাং চতুরাশ্রম-ধর্মিণাং বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিঃ স্তবনার্হং সর্বপুরুষার্থদানকারি বপু র্দেহং যস্য (৩৪)। যদ্যপি তব নামরূপে গুণজন্মকর্মভি র্ন নিরূপিতব্যে, মনোবচসোরগোচরত্বাত্তথাপি ভক্তানাং উপাসনাসু সাক্ষাৎকারার্থং রূপস্য নাম্নশ্চ আশ্রিতত্বাৎ তত্রৈবাবেশাচ্চ রূপনামাশ্রিতাবিষ্ট (৩৬) যদ্বা তব রূপনামাশ্রিতেষু ভক্তেষু আবিষ্ট তেষাং হৃদয়ং প্রবিশ্য শ্রবণকীর্ত্তনাদীনা-মাস্বাদক (৩৭)। অতঃ স্বস্য জন্মমাত্রমেব ধরায়াঃ আর্ত্তিং ভারং হরতীতি (৩৮) তথা স্বর্লোকস্য ভূলোকস্য চ ভূষণরূপং পাদপদ্মং যস্য (৩৮)। ঈশস্য জন্মকারণং ন ধরাভার-হরণমেব কেবলমপিতু বিনোদঃ ক্রীড়ৈব একঃ

(*) নানামূর্ত্ত্যাকৃতার্থার্হ

ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীজাত প্রাজাপত্যর্ক্ষ-সম্ভবঃ।
মহীমঙ্গল-বিস্তারিন্ সাধুচিত্ত-প্রসাদক ॥ ৪৭ ॥
মহর্ষিমানসোল্লাস সন্তোষিতসুরব্রজ।
নিশীথ-সময়োদ্ভূত বসুদেবপ্রিয়াত্মজ ॥ ৪৮ ॥
দেবকীগর্ভ-সদ্রত্ন বলভদ্র-প্রিয়ানুজ।
গদাগ্রজ প্রসীদাশু সুভদ্রাপূর্বজাহব মাং ॥ ৪৯ ॥
আশ্চর্য্যবাল মাং পাহি দিব্যরূপ-প্রদর্শক।
কারাগারান্ধকারঘ্ন সূতিকাগৃহভূষণ ॥ ৫০ ॥

নমঃ ১৩ ॥

মুখ্যতরঃ অর্থঃ প্রয়োজনং তস্মৈ জাত লব্ধাবির্ভাব ইত্যর্থঃ (৩৯) যথা মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপাদিভি রবতারৈঃ অস্মাং স্ত্রিভুবনঞ্চ পাসি তথাধুনাপি পাহীতি হে ভূভার-হরণ (৪০)। দেবৈঃ 'দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানি'ত্যাদিভি (৪১) র্বাক্যৈ আশ্বাসিতা মাতা যস্য হে তথাভূত জয় প্রস্তুতকার্য্যং সম্পাদয় ॥ ৪১—৪৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাবির্ভাবকালমাহ—ভাদ্রেতি। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টম্যাং জাত। প্রাজাপত্যর্ক্ষে রোহিণীনক্ষত্রে সম্ভবঃ প্রাদুর্ভাবো যস্য। মহ্যাঃ পৃথিব্যাঃ মঙ্গলানাং বিস্তারকারিন্ (৩।১—৪)। সাধূনাং চিত্তানাং প্রসন্নকারক (৫) মহর্ষীণাং মানসে চিত্তে উল্লাসো হর্ষাতিরেকো যস্মাৎ তথা সন্তোষিতাঃ দেবসমূহাঃ যেন (৭) নিশীথসময়ে অর্দ্ধরাত্রে উদ্ভূত আবির্ভূত (৮) বসুদেব-প্রিয়ায়াঃ দেবক্যাঃ আত্মনঃ জায়তে ইতি তথাভূত। অনেনাস্য প্রাকৃতত্বং নিরস্তং। উক্তঞ্চ (৮) 'দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।' মহোপনিষদি চ—'সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিরিতি'। দেবক্যাঃ গর্ভস্য সদুৎকৃষ্টং রত্ন মিন্দ্রনীলমণিরিত্যর্থঃ। বলভদ্রস্য প্রিয়শ্চাসৌ অনুজশ্চেতি। গদস্য অগ্রে জন্মত্বাৎ গদাগ্রজ, আশু প্রসীদ প্রসন্নো ভব। হে সুভদ্রায়াঃ পূর্ব্বজ মাং অব স্বলীলাস্মারণেন রক্ষস্ব॥ অম্বুজাক্ষণ-শঙ্খচক্রাদিভুজচতুষ্টয়-শ্রীবৎসকৌস্তভাদি-ধারণাৎ আশ্চর্য্যকৃৎ বাল (৯) মহার্ঘ্যবৈদূর্য্যকিরীট-

২

বসুদেব-স্তুতং সাক্ষাদদৃশ্যাত্ম-প্রদর্শকং।
সংপ্রবিষ্টাপ্রবিষ্টং ত্বাং বন্দে কারণ-কারণং ॥ ৫১ ॥
সিদ্ধাকর্ত্তৃত্বকর্ত্তৃত্বং জগৎক্ষেমকরোদয়ং।
দৈত্যমুক্তিদকারুণ্যং স্বজন-প্রেমবর্দ্ধনং ॥ ৫২ ॥
দেবকীনয়নানন্দ জয় ভীত-প্রসূস্তুত।
নির্গুণাধ্যাত্মদীপাতিলয়-কারক কালসৃক্ ॥ ৫৩ ॥
স্বপাদাশ্রিত-মৃত্যুঘ্ন মাংসদৃগ্ দৃষ্ট্যযোগ্য হে।
লোকোপহাস-ভীতাস্বাবৃতদিব্যাঙ্গ-সংবৃতে ॥ ৫৪ ॥

নমস্তে ১৪ ॥

কুণ্ডলাদিভি বিরোচমানত্বাৎ দিব্যস্য রূপস্য বসুদেবায় প্রদর্শনকৃৎ (১০) স্বরোচিষা কারাগারস্য অন্ধকারং হন্তীতি তথাভূত সূতিকাগৃহস্য ভূষণ! মাং পাহি (১২) ॥ ৪৭—৫০ ॥

অথ বসুদেবেন 'বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাদি'ত্যাদিনা (১৩) পুত্র-বুদ্ধেরপগতত্বাৎ স্তুতং। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতঃ এব অদৃশ্যস্য কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপস্য প্রদর্শকং সর্ব্ববুদ্ধিদর্শকঞ্চেতি (১৩) 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশ-দিতি' শ্রুত্যা স্বপ্রকৃত্যা সৃষ্টস্য সংশব্দবাচ্যস্য বিশ্বস্যান্তঃপ্রবিষ্টোঽপি অপ্রবিষ্ট, অত্র সাদৃশ্যার্থে নঞ্, তেন চ তত্র সদ্রূপেণ প্রবিষ্টবৎ দৃশ্যসে (১৪-১৫) সর্বত্র কারণতয়া প্রাগেব বিদ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। অত স্তথাবিধং কারণস্য ব্রহ্মণোঽপি কারণং ত্বাং বন্দে। 'জন্মাদ্যস্য যত' ইতি সূত্রাৎ তস্য কারণত্বে সিদ্ধেঽপি বিকারাভাবমাহ—সিদ্ধেতি। সিদ্ধমকর্ত্তৃত্বং নিষ্ক্রিয়-ত্বাৎ তথা কর্ত্তৃত্বঞ্চ ঈশ্বরত্বাৎ যস্য ; বিরুদ্ধধর্ম্মাণাং তস্মিন্নেব সমবায়াৎ ; গুণৈঃ কুর্ব্বদ্ভিরপি তস্মিন্নেব সৃষ্ট্যাদেঃ কর্ত্তৃত্বোপচারাচ্চ। (১৯) জগতাং ক্ষেমং সাধুরক্ষার্থং রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপ-নিহননাদিভিঃ মঙ্গলং করোতীতি তথাবিধোদয়ঃ আবির্ভাবো যস্য তং (২১) হতারিগতি-দায়কত্বমাহ দৈত্যেতি। দৈত্যানাং মারণেন মুক্তিং দদাতীতি তথাবিধং কারুণ্যং যস্য তং। অতঃ স্বজনানাং প্রেম-বর্দ্ধনং ত্বাং বন্দে ॥ অথ দেবকীকৃতস্তুতিং বক্তুং প্রযততে। দেবক্যাঃ নয়নয়োঃ আনন্দদায়ক জয় সর্বোৎকর্ষং আবিষ্কৃত্য পিতরৌ নিগড়ান্মোচয়েত্যর্থঃ। কংস-ভীতা যা প্রসূঃ দেবকী তয়া মহাপুরুষ-লক্ষণং দৃষ্ট্বা স্বপুত্রবুদ্ধিরহিতত্বাৎ স্তুত

পিতৃপ্রাগ্‌জন্ম-কথক স্বদত্তবর-যন্ত্রিত।
মহারাধন-সন্তোষ ত্রিজন্মাত্মজতাগত ॥ ৫৫ ॥
মহানন্দ-প্রসূতাত লীলামানুষ-বালক।
নরাকৃতি পরব্রহ্মন্ প্রকৃষ্টাকার সুন্দর ॥ ৫৬ ॥
জনকোপায়নির্দেষ্ট যশোদাজাতমায় হে।
শায়িতদ্বাঃস্থপৌরাদে মোহিতাগার-রক্ষক ॥ ৫৭ ॥

ঈড়িত (২৩) তদেবাহ—হে নির্গুণ গুণাতীত নির্বিকার নির্বিশেষ নিরীহ অব্যক্ত। তথাহি অধ্যাত্মদীপ বুদ্ধ্যাদিকরণসমূহ-প্রকাশক (২৪) মহাপ্রলয়কারক (২৫) তথা প্রলয়হেতুকালস্য স্রষ্টঃ (২৬)। স্বপাদাশ্রিতানাং ভক্তানাং মৃত্যুং হন্তীতি তথাভূত (২৭) মাংসদৃশাং মাংসচক্ষুষাং দৃষ্টেঃ দর্শনস্যাযোগ্য, ঐশ্বররূপস্য ধ্যানগম্যত্বাৎ (২৮) স্বতনৌ প্রলয়াবসানেঽ-সঙ্কোচতঃ বিশ্বং ধৃতবত স্তব স্বগর্ভগত্বেন যো লোকোপহাসঃ তস্মাদ্ ভীতয়া অম্বয়া দেবক্যা বৃতা যাচিতা স্বীকারিতেতি যাবৎ শঙ্খচক্রাদ্যলৌকিকরূপস্য সংবৃতি রূপসংহারো যস্য যেন বা (৩০-৩১) ॥ ৫১—৫৪ ॥

অথ ভগবদ্বচনাদিকমাহ—পিত্রোঃ দেবকী-বসুদেবয়োঃ পূর্ব্বজন্মনাং-কথক 'ত্বমেব পূর্বসর্গেঽভূরিতি (৩২) স্বেন দত্তো যো বর স্তেন বশীভূত, যতঃ বর্ষবাতাতপহিমেত্যাদিভিঃ (৩৪-৩৫) মহারাধনেন সন্তোষো যস্য, তেন চ ত্রীণি জন্মানি ব্যাপ্য পৃশ্নিগর্ভ-বামন-বাসুদেবরূপেণ আত্মজতাং পুত্রত্বং গত। (৪১-৪৩) প্রাগ্‌জন্মস্মারণায় দর্শিতচতুর্ভুজত্বাদিকং সংহৃত্য প্রাকৃতশিশুবদবস্থানমাহ—মহেতি। প্রাগজন্মাদি-স্মরণাৎ মহানন্দৌ পরমা-নন্দিতৌ প্রসূতাতৌ জননীজনকৌ যস্য। তয়োঃ সংপশ্যতোঃ পুনঃ লীলয়া মানুষ-বালক ইব ভাতীতি তথোক্তং (৪৬)। নচৈতাবতা সর্বথৈব প্রাকৃত ইতি মন্তব্যং যতঃ নরাকৃতিত্বেঽপি পরব্রহ্ম এব, 'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যমিতি' ন্যায়াৎ। এবঞ্চ প্রকৃষ্টঃ সর্ব্বমনোহারী আকারো যস্য। সুন্দর অভিনবরূপলাবণ্যনিধান ॥ ততো জনকায় বসুদেবায় স্বগোকুল-নয়নরূপস্য উপায়স্য নির্দেশক 'যদি কংসাদ্ বিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয়েতি'। যশোদায়াং জাতা প্রাদুর্ভূতা মায়া যস্যাংশভূতেতি শেষঃ (৪৭)। নন্নু তদা গমনং কথং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ—শায়িতাঃ দ্বাঃস্থাঃ দ্বারপালাশ্চ পৌরাদয়শ্চ যেন তথা মোহিতাঃ আগারস্য সূতিকাগৃহস্য

স্বশক্ত্যুদ্ঘাটিতাশেষকবাট পিতৃবাহক।
শেষোরগফণাছত্র যমুনাদত্ত-সৎপথ ॥ ৫৮ ॥
ব্রজমূর্ত্তমহাভাগ্য যশোদাতল্প-শায়িত।
নিদ্রামোহিত-নন্দাদি যশোদাঽবিদিতেহিত ॥ ৫৯ ॥

নমঃ ১৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

কংস-ঘাতিতদুর্গং ত্বাং বন্দে দুর্গোদিতোদ্ভবং।
কংস-বিস্মাপকং তাত-মাতৃবন্ধ-বিমোচকং ॥ ৬০ ॥
সভয়স্মৃতি-সংশুদ্ধচিত্ত-কংস-বিবেকদং।
কংসাত্মজ্ঞান-সংশ্লাঘি-পিতৃমাতৃ-ক্ষমাপ্রদং ॥ ৬১ ॥

রক্ষকাঃ যেন তথাভূত। ততঃ স্বশক্ত্যা উদ্ঘাটিতা উন্মোচিতা নিখিলাঃ কপাটা যেন। (৪৯) পিতা এব বাহকঃ যস্য তথাভূত। শেষোরগস্য অনন্তনাগস্য ফণা এব ছত্রং যস্য, তেনৈব বর্ষাবারি-নিবারণাৎ (৪৯), গম্ভীরতোয়া ভয়ানকাবর্ত্তশতসঙ্কুলাপি যা যমুনা তয়া দত্তঃ সৎপথঃ গমনোপযোগী মার্গঃ যস্মৈ (৫০) ব্রজস্য মূর্ত্তঃ বিগ্রহধরঃ মহাভাগ্যমিব, তত্রৈব বিরাজমানত্বাৎ তথোক্তং। বসুদেবেন যশোদায়াঃ তল্পে শয্যায়াং শায়িত। নিদ্রয়া অজয়া মোহিতঃ মুগ্ধীকৃতঃ নন্দাদি র্যেন। তথা যশোদয়াপি অবিদিতং অজ্ঞাতমীহিতং বসুদেব-কর্ত্তৃক-স্বানয়নমিত্যাদি যস্য (৫৩) ॥ ৫৫—৫৯ ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অথ কংসেন ঘাতিতা দুর্গা যেন যৎসম্বন্ধেন তথাবিধং ত্বাং বন্দে স্তৌমি। ততঃ কংসহস্তাৎ সমুৎপতিতয়া দুর্গয়া উদিতঃ কথিতঃ উদ্ভব আবির্ভাবো যস্য তং। (১২) অতএব কংসস্য বিস্মাপকং, বিস্ময়ে হেতুঃ কথং দৈবী বাণী অনৃতা জাতেতি, ততঃ তাতস্য বসুদেবস্য মাতু র্দেবক্যাশ্চ বন্ধস্য বিমোচকং (১৪) ॥ ভয়েন সহ স্বস্য শিশুহননরূপাকর্ম্মণাং স্মৃত্যা স্মরণেন সম্যক্‌শুদ্ধচিত্তস্য কংসস্য বিবেকদং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়কমিত্যর্থঃ (১৫-২৩)। কংসস্য আত্মজ্ঞানস্য সম্যক্ শ্লাঘাং কুর্বতোঃ পিতৃমাত্রোঃ বসু-

দুর্ম ন্ত্রিগণ-বাগ্‌জাল-কংসদুর্ম নিবর্দ্ধনং।
সদতিক্রম-দুর্ম ন্ত্র-ক্ষয়িতাসুরজীবিতং ॥ ৬২ ॥

নমঃ ১৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥

প্রদত্তপূর্ব-স্বপদাব্জ-সৌহৃদ-
প্রদান-দীক্ষোচিতদেশ-সঙ্গত।
স্বসেবক-ব্রহ্মসুখাধিকোৎসব
প্রেমাকর ক্রীড়নকৃন্নমোঽস্তু তে ॥ ৬৩ ॥
নন্দনন্দন সঞ্জাত-জাতকর্ম-মহোৎসব।
নানাদানৌঘকৃত্তাত শ্রীমদ্‌গোকুলমঙ্গল ॥ ৬৪ ॥

দেবদেবক্যোঃ ক্ষমাপ্রদং সহিষ্ণুতাপ্রদায়কং ॥ অথ যোগমায়োক্তং বিজ্ঞাপিতানাং দুষ্টমন্ত্রিগণানাং "এবঞ্চেত্তর্হি ভোজেন্দ্র-পুরগ্রামব্রজাদিষু। অনির্দশান্নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্ ॥" ইত্যাদিভিঃ বাগ্‌জালৈঃ (৩১-৪২) কুপরামর্শৈরিতি ভাবঃ কংসস্য দুর্মানং দুর্মতিং বর্দ্ধয়তীতি তথাভূতং। তৎফলমেবাহ—সতাং মহতামতিক্রমঃ লঙ্ঘন এব দুর্মন্ত্রঃ অসৎ পরামর্শ স্তেন ক্ষয়িতং অসুরাণাং জীবিতং যেন (৪৫) ॥ **৬০—৬২** ॥

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ গোকুললীলাদিকং স্তোতুমারভতে। প্রদত্তং পূর্বমেব বসুদেববাহিতঃ সন্ স্বস্য পদারবিন্দং যত্র, তথা সৌহৃদপ্রদানায় সুখাবধিদানায় বা দীক্ষা, তদুক্তং 'তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিত' ইতি (ভাগ ১০।২৫।১৮) তদুপযুক্তে দেশে সঙ্গত সম্যক্ স্থিত, 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি' ইতি ন্যায়াৎ। স্বস্য সেবকানাং ব্রহ্মসুখাদপি অধিকতরানন্দ-জনকং প্রেমাণং আ সম্যক্ করোতীতি, প্রেম্ন আকর ইতি বা, সর্বরসকদম্বময়-মূর্ত্তিত্বাৎ। ক্রীড়নং লীলাবিনোদং করোতীতি তথাভূত হে, তুভ্যং নমঃ ॥ **৬৩** ॥

বসুদেবগৃহে প্রাদুর্ভূতোঽপি সাম্প্রতং নন্দনন্দন, তদুক্তং বৈষ্ণব-

কৃতালঙ্কার-গোপাল-গোপীগণ-কৃতোৎসব!
গোপীপ্রেমমুদাশীর্ভাক্ ব্রজগোরসকীর্ণ হে ॥ ৬৫ ॥
নন্দব্রজ-জনানন্দিন্ নন্দ-সম্মানিতব্রজ।
দত্তব্রজমহাভূতে শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয় ॥ ৬৬ ॥
প্রাপ্তপুত্র-মহারত্ন-রক্ষা-ব্যাকুলতাত হে।
করদানার্থমথুরাগতনন্দগৃহাবিত ॥ ৬৭ ॥
বসুদেব-শুভপ্রশ্ন-সমানন্দিতনন্দ মে।
প্রসীদ নন্দসদ্বাক্যবসুদেবাতিনন্দক ॥ ৬৮ ॥

নমঃ ৮৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

তোষণ্যাং—'শ্রীবসুদেবগৃহে শ্রীভগবানেক এব জাতঃ, শ্রীনন্দগৃহে তু মায়য়া সহেতি……তত্র তু শ্রীবসুদেবেন মায়াপরিবর্ত্তেন বিন্যস্তঃ পুত্রঃ শ্রীনন্দাত্মজেনৈবৈক্যং প্রাপ্ত' ইতি। সঞ্জাতঃ জাতকর্ম্মণঃ মহোৎসবো যস্য (২), ধেনু-তিলাদ্রিপ্রভৃতীন্ নানাদানৌঘান্ করোতীতি তথাবিধঃ তাতঃ পিতা যস্য (৩) শ্রীমদ্ শোভাসমৃদ্ধিমদ্ যদ্ গোকুলং তস্য মঙ্গলং যস্মাৎ, যদুক্তং 'সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূত-মাগধ-বন্দিনঃ। গায়কাশ্চ জগু নের্তু ভের্য্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ' ইত্যাদিনা (৫-৭) কৃতালঙ্কারৈঃ মহার্হবস্ত্রাভরণ-কঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতৈঃ গোপালৈঃ (৮) তথা বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ভূষিতাভিঃ গোপীগণৈঃ কৃতঃ নন্দালয়ে গমনোৎসবঃ যস্য কৃতে (৯-১১)। গোপীনাং প্রেম্না মুদা চ চিরং পাহীতি আশীঃ ভজতি প্রাপ্নোতীতি তথাভূত (১২) ব্রজস্য গোরসৈঃ দধিক্ষীরঘৃতনবনীতাদিভিঃ কীর্ণ ব্যাপ্তদেহ। উপলক্ষণমেতৎ হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদীনাং (১২); নন্দব্রজস্য জনানাং বিচিত্রবাদিত্রাদ্যৈঃ দধিঘৃতক্ষীরাম্বুসিঞ্চনৈ স্তথা নবনীত-ক্ষেপণৈশ্চ প্রচুরতরানন্দদায়ক। (১৪) নন্দেন বাসোঽলঙ্কার-গোধনাদ্যৈঃ সম্মানিতং ব্রজং সূতমাগধবন্দি-প্রভৃতিকং যৎকৃতে (১৫) দত্তা ব্রজস্য মহাবিভূতি র্যেন, রমাক্রীড়ত্বাৎ (১৮) শ্রীযশোদায়াঃ স্তনং ধয়তি পিবতীতি তথাভূত। প্রাপ্তং যৎ পুত্র এব মহারত্নং তস্য রক্ষায়ৈ ব্যাকুলঃ তাতো নন্দো যস্য, করদানায় মথুরায়াং গতস্য নন্দস্য গৃহে দারাভি র্যদ্বা গৃহবাসিভিঃ গোপৈঃ অবিত রক্ষিত (১৯)

বসুদেবোদিতোৎপাত-শঙ্কানন্দশুভাশ্রিত।
ব্রজমোহন-সদ্বেষ-বিষস্তন-বকীক্ষিত ॥ ৬৯ ॥
লজ্জামীলিত-নেত্রাব্জ পূতনাঙ্কাধিরোপিত।
বকীপ্রাণপয়ঃপায়িন্ পূতনাস্তন-পীড়ন ॥ ৭০ ॥
পূতনাক্রোশজনক পূতনাপ্রাণ-শোষণ।
ষট্ক্রোশী-ব্যাপিভীদায়ি-পূতনা-দেহপাতন ॥ ৭১ ॥
নানারক্ষাবিধানজ্ঞ-গোপস্ত্রীকৃতরক্ষণ।
বিন্যস্তরক্ষাগোধূলে গোমূত্র-শকৃদাপ্লুত ॥ ৭২ ॥

বসুদেবস্য শুভৈঃ মঙ্গলৈঃ প্রশ্নৈঃ 'কচ্চিৎ পশব্যং নীরুজমি'ত্যাদিভিঃ (২৬-২৮) সম্যক্ আনন্দিতো নন্দো যেন যৎসম্বন্ধেন। হে নন্দস্য সদ্-বাক্যেন 'অহো তে দেবকীপুত্রাঃ' ইত্যাদিনা (২৯-৩০) বসুদেবস্য অতিশয়ম্ আনন্দদাতঃ ময়ি প্রসীদ ॥ **৬৪—৬৮** ॥

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

'নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে' (৫।৩১) ইতি বসুদেবেন উদিতা উক্তা যা উৎপাতাগমশঙ্কা তয়া হেতুভূতয়া নন্দেন শুভায় ব্রজ-ক্ষেমায় আশ্রিত প্রার্থিত, যদুক্তং 'হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ' (৬।১)। ব্রজজনানাং বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ র্মনোহরণী চ কেশবন্ধ-ব্যতিষিক্ত-মল্লিকাদিত্বাৎ সদ্বেষা অথচ বিষমিশ্রিত-স্তন্যা চ যা বকী পূতনা তয়া ঈক্ষিত দৃষ্ট (৫-৭) ॥ লজ্জয়া নিমীলিতে নেত্রপদ্মে যেন (৮) তথা পূতনয়া স্বস্যা অঙ্কে ক্রোড়ে অধিষ্ঠাপিত (৮)। তদা বক্যাঃ প্রাণানেব পয়াংসি পিবতীতি যদ্বা প্রাণৈঃ সমং পয়ং পিবতীতি তথাভূত। কিং কৃত্বা পিবতীতি চেত্তত্রাহ—গাঢ়করাভ্যাং পূতনায়াঃ স্তন-পীড়ন (১০) ॥ তেন চ পূতনায়াঃ মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি আক্রোশস্য রোদনস্য জনক। ন কেবলং তদপি তু পূতনায়াঃ প্রাণস্যাপি শোষকৃৎ। অতঃ ষট্ক্রোশং ব্যাপি (১৪) তথা ভীদায়ি চ (১৫-১৭) যৎ পূতনা-দেহং তৎ পাতয়তীতি তথাভূত ॥ অথ গোপীকৃতরক্ষাবন্ধনমাহ—নানেতি। বিবিধরক্ষাবিধিজ্ঞা যা গোপ্য স্তাভিঃ গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ (১৯) কৃতং রক্ষণং যস্য। বিন্যস্তা রক্ষা গোধূলিভি র্যস্য, তথা গোমূত্রেণ শকৃতা গোময়েন চ আপ্লুত কারিত-

গোপিকা-বিহিতাজাদি-বীজন্যাসাভিমন্ত্রিত।
দহ্যমান-বকীদেহ-সৌরভ্যব্যাপিতক্ষিতে ॥ ৭৩ ॥
পূতনামোচন দ্বেষ্টৃ-রাক্ষসী-সদ্গতিপ্রদ।
নন্দাঘ্রাত-শিরোমধ্য জয় বিস্মাপিতব্রজ ॥ ৭৪ ॥

নমঃ ১৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঔত্থানিকোৎসবাম্বাভিষিক্ত সঞ্জাত-নিদ্রদৃক্।
মহোচ্চশকটাধঃস্থ-বালপর্য্যঙ্ক-শায়িত ॥ ৭৫ ॥
অঞ্জনস্নিগ্ধনয়ন পর্য্যায়াঙ্কুরিত-স্মিত।
লীলাক্ষতরলালোক মুখার্পিত-পদাঙ্গুলে ॥ ৭৬ ॥

স্নান (২০) ॥ গোপিকাভি বিহিতঃ 'অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাং স্তব জান্বথোরু' ইত্যাদিঃ যো বীজন্যাস স্তেনাভিতঃ সমন্তাৎ মন্ত্রিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বকং বিহিত-রক্ষ ইতি ভাবঃ (২২-২৯)। দহ্যমানস্য বক্যাঃ দেহস্য কৃষ্ণনির্ভুক্ত-স্যাতঃ পাপ্মুক্তস্য অঙ্গস্য অগুরুবৎসুগন্ধেন ব্যাপিতা বিকীরিতা ক্ষিতি র্যেন (৩৪)। অতঃ পূতনায়াঃ মোচনকৃৎ (৩৫) দ্বেষ্ট্রী জিঘাংসুরপি যা রাক্ষসী পূতনা তস্যৈ সদ্গতিং জননীগতিং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তথাভূত (৩৮) ॥ নন্দেনাঘ্রাতঃ শিরসঃ মধ্যঃ যস্য (৪৩) তথা বিস্মাপিতং কারিত-বিস্ময়ং ব্রজং যেন, তদুক্তং 'কটুধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ। কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযু'রিতি (৪১)। হে তথাভূত! জয় লীলাদিকং স্মারয়িত্বা মাং কৃতার্থীকুরু ॥ **৬৯—৭৪** ॥

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথ শকটাসুর-মোক্ষলীলামারভতে। উত্থানং নাম শিশোরঙ্গপরিবর্ত্তনং বহির্নিষ্ক্রমণং বা তত্র করণীয়ে উৎসবে অম্বয়া যশোদয়া অভিষিক্ত (৭।৪); সঞ্জাতনিদ্রে দৃশী নয়নে যস্য যদ্বা সঞ্জাতা নিদ্রায়াঃ প্রতি দৃক্ নয়নং যস্য তথাভূত, এতেন নিদ্রাব্যাজমুপাগত ইতি ধ্বন্যতে (৫)। মহোচ্চঃ যঃ শকট স্তস্য অধঃস্থিতে বালপর্য্যঙ্কে ক্ষুদ্রখট্বায়াং শায়িত। অঞ্জনেন কজ্জলেন স্নিগ্ধে চিক্কণে নয়নে যস্য তথা পর্য্যায়েণ পরিপাট্যা অবসরক্রমেণ

জয়োৎসব-ক্রিয়াসক্ত-ধাত্রীস্তন্যার্থরোদন।
উৎক্ষিপ্তচরণাম্ভোজ হেহনো-বিপরিবর্ত্তক ॥ ৭৭ ॥
ব্রজানির্ণেয়চরিত শকটাস্সুরভঞ্জন।
দ্বিজোদিত-স্বস্ত্যয়ন মন্ত্রপূত-জলাপ্লুত ॥ ৭৮ ॥

নমস্তু ১৯ ॥

যশোদোৎসঙ্গপর্য্যঙ্কং লীলাবিষ্কৃত-গৌরবং।
মাতৃ-বিস্ময়কর্ত্তারং তৃণাবর্ত্তাপবাহিতং ॥ ৭৯ ॥
জননী-মার্গিতগতিং তৃণাবর্ত্তাতিদুর্বহং।
গলগ্রহণনিশ্চেষ্ট-তৃণাবর্ত্ত-নিপাতনং ॥ ৮০ ॥
তৃণীকৃত-তৃণাবর্ত্তং রুদদ্‌গোপাঙ্গনেক্ষিতং।
গোপীধাত্র্যর্পিতং বন্দে ত্বাং ব্রজানন্দ-দায়কং ॥ ৮১ ॥

নমস্তু ২০ ॥

বা অঙ্কুরিতং উদ্ভিন্নং স্মিতং যস্য। লীলয়া [লীলায়াং বা] অক্ষি যস্য, অতঃ তরলঃ চঞ্চল আলোকঃ অবলোকনং যস্য। এবঞ্চ মুখে অর্পিতাঃ পদোঃ পদস্য বা অঙ্গুল্যঃ যেন॥ জয়োৎসবক্রিয়ায়ামাসক্তা ব্যাপৃতা যা ধাত্রী যশোদা তস্যাঃ স্তন্যায় রোদনং যস্য, অতঃ উৎক্ষিপ্তে উর্দ্ধ চালিতে চরণপদ্মে যেন (৬) এবং তেনৈব চ অনসঃ শকটস্য ব্যাবর্ত্তনকারিন্ (৭) ব্রজেণ ব্রজবাসিগণেন অনির্ণেয়ং চরিতং যস্য (৮) অথচ শকটাসুরং ভনক্তি ব্যাপাদয়তীতি তথাবিধ। তদা দ্বিজেভ্যঃ উদিতং উচ্চারিতং স্বস্ত্যয়নং যস্মৈ (১৫); মন্ত্রপূতেন জলেন চ ব্যাপ্ত (১৪)॥ **৭৫—৭৮** ॥

অথ তৃণাবর্ত্তমোক্ষলীলামারভতে—যশোদায়া উৎসঙ্গ এব পর্য্যঙ্কং যস্য তং, তত্রৈব সুলালিতত্বাং। লীলয়া আবিষ্কৃতং গৌরবং গুরুত্বং যেন তং (১৮), অতঃ হঠাদেব তদ্দেহস্য দুর্বিতর্ক্যভারাবিষ্করণাৎ মাতুঃ বিস্ময়স্য কারকং (১৯) তদৈব তৃণাবর্ত্তেন চক্রবাত-স্বরূপেণ অপবাহিতং উত্তোলিতং (২০)। তৃণাবর্ত্তোত্থাপিতেন রজসা অন্ধকারপ্রায়ে ব্রজে সুতমদৃষ্ট্বা জনন্যা যশোদয়া মার্গিতান্বেষিতা গতি র্যস্য তং (২৪), কিন্তু তৃণাবর্ত্তস্য পক্ষে অতিশয়-দুঃখেন বহনার্হং, অস্য গুরুমত্তয়া বোঢ়ুমশক্ত ইত্যর্থঃ। অতঃপরং গল-গ্রহণেণ হেতুনা নিশ্চেষ্টস্য তৃণাবর্ত্তস্য নিপাতনং যেন তং (২৭-২৮)

যশোদাস্তন্যমুদিত যশোদামুখ-বীক্ষক ।
যশোদানন্দনাহং তে যশোদা-লালিতাঽব মাং ॥ ৮২ ॥
জননীচুম্ব্যমানাস্য-মধ্যদর্শিতবিশ্ব মে ।
প্রসীদ পরমাশ্চর্য্যদর্শিন্ বিস্মিতমাতৃক ॥ ৮৩ ॥
পূতনাদিবধালোকি-মাতৃশঙ্কাশতপ্রদ ।
স্বভাব-বিবিধাশ্চর্য্যময়তা-তন্নিরাসক ॥ ৮৪ ॥

নমঃ ২৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গবাক্‌চাতুরীহৃষ্ট-নন্দনীতরহঃস্থলং ।
প্রশস্তনামকরণং গর্গ-সূচিতবৈভবম্ ॥ ৮৫ ॥

তৃণীকৃতঃ তৃণাবর্ত্তো যেন তথাভূতং রুদতীভিঃ গোপাঙ্গনাভিঃ ঈক্ষিতং দৃষ্টং (২৯) তদা গোপীভিঃ ধাত্র্যৈ যশোদায়ৈ অর্পিতং অতএব ব্রজবাসিনাং আনন্দ-দায়কং ত্বাং বন্দে (৩০) ॥ **৭৯—৮১** ॥

অথ স্বমুখে বিশ্ব-দর্শন-লীলামাহ—যশোদায়াঃ স্তন্যেন মুদিত আনন্দিত (৩৪) যশোদায়াঃ মুখস্য বীক্ষক দ্রষ্টঃ। হে যশোদানন্দন যশোদয়া লালিত হে! মামব পালয় (৩৫) জনন্যা চুম্ব্যমানং যদাস্যং মুখং তন্মধ্যে জৃম্ভাবসরে দর্শিতং বিশ্বং যেন; তত্র চ পরমাশ্চর্য্যাণি 'খং রোদসী জ্যোতিরণীকমাশা সূর্য্যাদীনি স্থিরজঙ্গমানি' (৩৬) দর্শয়তীতি অতঃ বিস্মিতা মাতা যস্য যেন বা, হে তথাভূত মে মহ্যং প্রসীদ প্রসন্নাভব। পূতনাদীনাং বধানাং আলোকিনী দ্রষ্ট্রী যা মাতা যশোদা তস্যাং শঙ্কানাং শতানি প্রদদাতীতি তথাবিধোঽপি স্বভাবস্য বিবিধা যা আশ্চর্য্যময়তা চমৎকারকারিতা তয়া তাসাং শঙ্কানাং নিরাসক বিনাশক ॥ **৮২—৮৪** ॥

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অথ নামকরণমাহ—'কিং ময়া হতয়া মন্দেত্যাদি' (১০।৫।১২) দেবকী-কন্যাবচঃ শ্রুত্বা 'দেবক্যা অষ্টমগর্ভো ন স্ত্রী ভবিতেতি' নিত্যং সঞ্চিন্তয়ন্ কংসঃ সামান্যেন ক্বচিদস্তীতি জ্ঞাত্বা যুবয়োশ্চ সখ্যং সঞ্চিন্তয়ং স্তু দ্গৃহে ভবেদিতি সম্ভাব্য মৎসংস্কারলিঙ্গেন চাগতাশঙ্কঃ সন্ যদি তে কুমারং হন্তা

সাধুরক্ষাকরং দুষ্টমারকং ভক্তবৎসলং।
মহানারায়ণং বন্দে নন্দানন্দবিবর্দ্ধনং ॥ ৮৬ ॥

নমঃ ২২ ॥

জয় রিঙ্গণলীলাঢ্য জানুচংক্রমণোৎসুক।
ঘৃষ্টজানুকরদ্বন্দ্ব মৌগ্ধ্যলীলা-মনোহর ॥ ৮৭ ॥
কিঙ্কিণী-নাদসংহৃষ্ট ব্রজকর্দম-বিভ্রম।
ব্যালম্বি-চূলিকারত্ন-গ্রীবাব্যাঘ্রনখোজ্জ্বল ॥ ৮৮ ॥
পঙ্কানুলেপরুচির মাংসলোরু-কটীতট।
স্বমুখ-প্রতিবিম্বার্থিন্ প্রতিবিম্বানুকারক ॥ ৮৯ ॥
অব্যক্তবল্গুবাগ্‌বৃত্তে স্মিত-লক্ষ্য-রদোদ্‌গম।
ধাত্রীকর-সমালম্বিন্ প্রস্খলচ্চিত্র-চংক্রম ॥ ৯০ ॥

নমঃ ২৩ ॥

ভবতি, তদা নো মহাননয়ঃ স্যাৎ (৭-৯) ইতি গর্গস্য বাচঃ চাতুর্য্যা হৃষ্টেন নন্দেন নীতো রহঃস্থলং য স্তং। প্রশস্তং কৃষ্ণেতি বাসুদেবেতি নামকরণং যস্য তং (১৩-১৫)। গর্গেণ সূচিতঃ বৈভবঃ যস্য তথাভূতং (১৬) বৈভবমেবাহ—সাধূনাং রক্ষাকরং তথা দুষ্টানাং মারকং। অতো ভক্তবৎসলং। 'নারায়ণ-সমো গুণৈ' (১৯) রিত্যুক্তত্বাৎ মহানারায়ণং [নারায়ণঃ এব সমঃ সদৃশোঃ যস্য সঃ ইত্যর্থে নারায়ণস্য শ্রীকৃষ্ণাদূনত্বমুররীকৃত্য তস্য মহানারায়ণত্বং সাধিতং] ইত্যেতদ্ গর্গবচনং শ্রাবয়িত্বা নন্দস্যানন্দং বিশেষেণ বর্দ্ধয়তীতি তথাবিধং ত্বাং বন্দে (২০) ॥ **৮৫—৮৬** ॥

অথ রিঙ্গণাদিলীলামাহ—হে রিঙ্গণ-লীলয়া হস্তপাদাভ্যাং চলনরূপবিনোদেন আঢ্য পূর্ণ! জয় মনোহরবাললীলামাবিষ্কৃত্যাস্মান্ সুখয়। (২১) জানুভ্যাং চংক্রমণে উৎসুক ব্যগ্র! তেন চ ঘৃষ্টং জান্বোঃ করয়োশ্চ দ্বন্দ্বং যুগলং যস্য, অথচ মৌগ্ধ্যলীলয়া মুগ্ধপ্রভীতবল্লীলাবিষ্করণেন মাতুরন্তিকগমনেন মনোহর এবং কিঙ্কিণী-নাদেন সম্যক্ হৃষ্ট তথা ব্রজস্য কর্দমেষু বিভ্রমো বিলাসঃ (ইতস্ততঃ গতাগতিরিতি যাবৎ) যস্য! ব্যালম্বিনী লম্বমানা যা চূলিকা চূড়া তস্যাং নিহিতেন রত্নেন তথা গ্রীবায়াং ব্যাঘ্রনখেন চ উজ্জ্বল॥ অঙ্গে পঙ্কস্যানুলেপনেন রুচির শোভাসম্পন্ন (২৩) মাংসলঃ

জয়াঙ্গনাগণ-প্রেক্ষ্য-বাল্যলীলানুকারক।
আবিষ্কৃতাল্পসামর্থ্য পাদবিক্ষেপসুন্দর ॥ ৯১ ॥
বৎসপুচ্ছসমাকৃষ্ট বৎসপুচ্ছবিকর্ষণ।
বিস্মারিতান্যব্যাপার-গোপগোপী-প্রমোদন ॥ ৯২ ॥
গৃহকৃত্য-সমাসক্ত-মাতৃ-বৈয়গ্র্যকারক।
ব্রহ্মাদিকাম্য-লালিত্য জগদাশ্চর্য্যশৈশব ॥ ৯৩ ॥

নমঃ ২৪ ॥

প্রসীদ বালগোপাল গোপীগণমুদাবহ।
অনুরূপ-বয়স্যাপ্ত চারু-কৌমার-চাপল ॥ ৯৪ ॥

স্থূলঃ উরুশ্চ কটীতটশ্চ যস্য। স্বমুখস্য প্রতিবিম্বং অর্থয়তি ধর্ত্তুং তেন ক্রীড়িতুং বা চেষ্টতে ইত্যর্থঃ তথা প্রতিবিম্বমনুকরোতীতি তথাভূত। অব্যক্তা অস্ফুটা চ বল্গু মনোহরা চ যা বাক্ তস্যাঃ প্রবৃত্তি র্যস্য। স্মিতাবকাশে লক্ষ্যঃ স্বমাত্রা দৃষ্টঃ রদানাং দন্তানামুদ্গমো যস্য। ধাত্র্যাঃ জনন্যাঃ করং সম্যক্ আশ্রয়তীতি সমালম্বিন্, এবং প্রস্খলংশ্চ চিত্রশ্চ চংক্রমঃ পুনঃ পুনর্গমনচেষ্টা যস্য (১৬) ॥ **৮৭—৯০**।

অথ শৈশব-লীলামাহ—অঙ্গনাগণৈঃ প্রেক্ষ্যা প্রকৃষ্টরূপেণ দর্শনীয়া যা বাল্যলীলা তস্যাঃ অনুকরণকৃৎ জয় লীলাবিষ্কারৈঃ সর্বজনান্ আকর্ষয় (২৪) আবিষ্কৃত মল্পং সামর্থ্যং যেন এবঞ্চ পাদবিক্ষেপে পদ্ভ্যাং চলনে সুন্দর (২৬)। বৎসস্য পুচ্ছগ্রহণাৎ তেনৈব সম্যগাকৃষ্ট, অথচ বৎস-পুচ্ছস্য বিকর্ষণং যেন তথাভূত। এতেন লীলাবিনোদেন বিস্মারিতা অন্যে গৃহকৃত্যব্যাপারা যেন তথাভূতোঽপি গোপানাং গোপীনাঞ্চ প্রকৃষ্টমোদদায়িন্। গৃহকৃত্যে সম্যগাসক্তা যা মাতা তস্যা বৈয়গ্র্যকৃৎ (২৫) শৃঙ্গ্যগ্ন্যাদিভ্যো নিষেদ্ধুং গৃহোচিতানি কর্মাণি সম্পাদয়িতুং নালমিতি ভাবঃ। অতঃ ব্রহ্মাদীনামপি কাম্যং বাঞ্ছনীয়ং দ্রষ্টুমিতি শেষঃ সৌন্দর্য্যং যস্য। জগতাং চতুর্দশ-ভুবনানামাশ্চর্য্যং বিস্ময়করং শৈশবং যস্য। 'ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিতি' ॥ **৯১—৯৩** ॥

অথ কৌমারচাপলমাহ—হে বালগোপাল! প্রসীদ তান্তা লীলাঃ স্ফোরয় মদ্ধৃদয়ে। গোপী-গণানাং মুদাবহ আনন্দজনক। ননু কিং কৃত্বা

অকালবৎস-নির্মোক্ত ব্রজ-ব্যাক্রোশ-সুস্মিত।
নবনীত-মহাচোর বানরাহারদায়ক ॥ ৯৫ ॥
পীঠোলূখলসোপান ক্ষীরভাণ্ড-বিভেদক।
শিক্যভাণ্ড-সমাকর্ষিন্ ধ্বান্তাগার-প্রবেশকৃৎ ॥ ৯৬ ॥
স্বাঙ্গরত্ন-প্রদীপাঢ্য গোপীধার্ষ্ট্যাতিবাদক।
গোপীব্রাতোক্তিভীভ্রাম্যন্নেত্র মাতৃ-প্রহর্ষণ ॥ ৯৭ ॥

নমঃ ২৫ ॥

আনন্দং জনয়তীতি চেত্তত্রাহ—অনুরূপৈঃ তুল্যরূপবয়োগুণশীলৈঃ বয়স্যৈঃ আপ্ত সহিত (২৭) চারু মনোহারি চ কৌমারং শৈশবোচিতং চাপলং চ যস্য (২৮)। চাপলমেব ব্যনক্তি—অকালে বৎসানাং নির্মোক্তঃ বিমোচক, অথচ ব্রজজনানাং ব্যাক্রোশেন হাহেতি রাবেণ সুষ্ঠু স্মিতং যস্য। নবনীতানাং মহাচোর, তদুক্তং 'স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।' ন কেবলং তৎ, বানরাণামপি ভোজ্যদায়ক (২৯)। চৌর্য্যপ্রকারং দর্শয়তি হস্তাগ্রাহ্যেষু শিক্যভাণ্ডেষু পীঠেন চ উলূখলেন চ রচিতং সোপানং আরোহণং যেন। তেষাং মধ্যে তৃপ্তিপ্রদং কিঞ্চিদপি ন লভ্যতে চেৎ ক্ষীরভাণ্ডস্য বিভেদকৃৎ। উচ্চস্থস্য শিক্যভাণ্ডস্য সম্যক্ তত্রত্যদ্রব্যাদীনামিতি ভাবঃ ছিদ্রাদিং কৃত্বা আকর্ষণশীল, তদুক্তং 'ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ'। চৌরস্যান্ধকারত্বমেব রুচিদমিত্যাহ—ধ্বান্তাগারে তমঃপূর্ণে গৃহে প্রবেশকৃৎ। নন্বু তত্রাপি দীপস্যাবশ্যকত্বমস্তীতি চেত্তত্রাহ স্বস্যাঙ্গস্থিত-রত্নানি এব প্রদীপ স্তেনাঢ্য সমাযুক্ত (৩০)। নন্বু তেন চ গৃহস্থেনাবশ্যমেব ধৃতোঽপি স্যাদেবেতি চেত্তত্রাহ—গোপীষু এব ধার্ষ্ট্যস্য স্বধৃষ্টতায়াঃ অতিবাদং 'ত্বমেব চৌরোঽহং গৃহস্বামীতি' দিশা প্রতিবাদং করোতীতি তথাভূত। যদ্বা গোপীভিঃ স্বমাতৃসমীপে স্বধার্ষ্ট্যস্য পূর্ববর্ণিতস্য অতিশয়ং বাদয়তীতি তথাভূত। যদুক্তং—'এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈ র্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে' ইত্যাদিনা। অথচ গোপীগণানাং উক্তিভিঃ সঞ্জাতা যা ভী মাতুরুপালম্ভাদিভয়ং তয়া ভ্রাম্যতী নেত্রে যস্য, অতএব মাতুঃ প্রকৃষ্টরূপেণ হর্ষপ্রাপক (৩১) ॥ ৯৪—৯৭ ॥

ভক্তোপালম্ভনানন্দ বাঞ্ছাভক্ষিতমৃত্তিক।
রামাদি-প্রোক্তমৃদ্‌বার্ত্ত হিতৈষ্যম্বাতিভর্ৎসিত ॥ ৯৮ ॥
কৃতক-ত্রাসলোলাক্ষ মিত্রান্তর্গূঢ়বিগ্রহ।
বলাদিবচনাক্ষেপ্তু র্জননী-প্রত্যয়াবহ ॥ ৯৯ ॥
ব্যাত্তস্বল্পাননাব্জান্ত র্মাতৃদর্শিতবিশ্ব হে।
যশোদা-বিদিতৈশ্বর্য্য জয় স্বাচ্ছন্দ্যমোহন ॥ ১০০ ॥
সবিত্রীস্নেহ-সংশ্লিষ্ট যশোদা-স্নেহবর্দ্ধন।
স্বভক্তব্রহ্মসন্দত্ত-ধরাদ্রোণ-বরার্থকৃৎ ॥ ১০১ ॥

নমস্তে ২৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধেঽষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

অথ মৃদ্‌ভক্ষণলীলামাহ—ভক্তানাং তিরস্কারেণ আনন্দো যস্য, অতএব বাঞ্ছয়া যদৃচ্ছাক্রমেণ ভক্ষিতা মৃত্তিকা যেন। রামাদিভিঃ গোপবালকৈঃ প্রোক্তা জনন্যৈ মৃদ্‌ভক্ষণবার্ত্তা যস্য। (৩২) অতঃ হিতৈষিণী যা অম্বা যশোদা তয়াঽত্যর্থং তিরস্কৃত (৩৩)। কৃতকেন কৃত্রিমেণ ত্রাসেন লোলে চঞ্চলে অক্ষিণী যস্য। যদ্বা কৃতং কং সুখং তত্রত্যানাং যেন (ইতি পৃথক্ পদঃ)। যদ্বা স্বার্থে কন্। অতঃ মিত্রাণাং বালকানাং মধ্যে গূঢ়ঃ বিগ্রহঃ যস্য (৩৪)। 'নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিন' ইত্যুক্ত্বা বলদেবাদীনাং কুমারাণাং বচসঃ আক্ষেপকৃৎ প্রতিবাদিন্। 'যদি সত্যগির স্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখমিতি' কৃত্বা জনন্যাঃ প্রত্যয়ম্ বিশ্বাসমুৎপাদয়তীতি তথাভূত। মাত্রা চ ব্যাদেহীতি প্রোক্তঃ সন্ ব্যাত্তং প্রসারিতং স্বল্পং ক্ষুদ্রতরমাননাব্জং মুখকমলং যেন এবং তস্মিন্নেব মুখবিবরে মাত্রে দর্শিতং বিশ্বং যেন হে তথাভূত! যশোদয়া বিদিতানি ঐশ্বর্য্যাণি যস্য (৩৭-৪২)॥ জয় ঐশ্বর্য্যতিরস্কারি-মাধুর্য্যং প্রকাশয়। তদেবোক্তং স্বাচ্ছন্দ্যেন স্বেচ্ছয়া বৈষ্ণবীমায়াং বিস্তার্য্য মোহনকৃৎ। পুনর্বাৎসল্যোদয়াৎ সবিত্রা যশোদয়া স্নেহেন আলিঙ্গিত (৪৪)। যশোদায়াঃ স্নেহং বর্দ্ধয়তীতি তথাভূত। স্বস্য ভক্তো যো ব্রহ্মা তেন সম্যক্ দত্তঃ ধরাদ্রোণাভ্যাং যো বরঃ তস্মৈ এব সর্বমেতৎ করোতীতি তথাবিধ (৪৮-৫০) ॥ **৯৮—১০১** ॥

ইত্যষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

দধিনির্মন্থনারম্ভি-সবিত্রীস্তন্যলোলুপ।
জননীগীতচরিত দধিমন্থনদণ্ডধৃক্ ॥ ১০২ ॥
মাতৃস্তন্যামৃতাতৃপ্ত ক্ষীরোত্তার-গতাম্বিক।
মৃষা-কোপ-প্রকম্পোষ্ঠ দধিভাজন-ভঞ্জন ॥ ১০৩ ॥
শিক্যহৈয়ঙ্গব-স্তেন নবনীত-মহাশন।
হৈয়ঙ্গবীন-রসিক নবনীতাবকীর্ণক ॥ ১০৪ ॥
নবনীত-বিলিপ্তাঙ্গ কিঙ্কিণী-ক্বণসূচিত।
নবনীত-মহাদাত মৃষাশ্রো চৌর্য্য-শঙ্কিত ॥ ১০৫ ॥
মাতৃভী-ধাবনপর গোষ্ঠাঙ্গন-বিনোদন।
জননীশ্রমবিজ্ঞাত দামোদর নমোঽস্তু তে ॥ ১০৬ ॥
দামাকল্প-চলাপাঙ্গ গাঢ়োলূখল-বন্ধন।
যশোদা-বৎসলানন্তদামবন্ধ-নিয়ন্ত্রিত ॥ ১০৭ ॥

নমঃ ২৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ দামবন্ধনলীলামারভতে—দধ্নঃ নির্মন্থনে আরম্ভিণ্যা নিযুক্তায়াঃ সবিত্র্যা মাতুঃ স্তন্যপানার্থং লোলুপ (১)। জনন্যা গীতানি চরিতানি যস্য (২) অথ বালচপলতয়া দধিমন্থনস্য দণ্ডং ধরতীতি তথাভূত (৪)। মাতুঃ স্তন্যামৃতেন অতৃপ্ত, তদা ক্ষীরোত্তারায় গতা অম্বিকা মাতা যস্য (৫) মৃষা কোপেন কপটক্রোধেন প্রকম্পঃ প্রস্ফুরিতঃ ওষ্ঠঃ অধরঃ যস্য, তথা দধিভাজনস্য দধিপাত্রস্য ভঞ্জনং যস্মাৎ তথাভূত (৬)। শিক্যস্থহৈয়ঙ্গবীনস্য স্তেন চৌর, যতঃ নবনীতস্য মহৎ অশনং ভোজনং যস্য। হৈয়ঙ্গবীনস্য রসিক, নবনীতানাং চতুর্দিক্ষু অবকীর্ণক বিক্ষেপকৃৎ। নবনীতেন বিলিপ্তমঙ্গং যস্য। কিঙ্কিণ্যোঃ ক্বণেন শব্দেন মাত্রে স্বাবস্থানাদিকং সূচিতং যেন। মর্কটাদিভ্যো নবনীতস্য মহাদায়ক। মৃষা কপটতয়া অশ্রু যস্য, যতঃ চৌর্য্যেণ শঙ্কিত (৮) অতঃ মাতু র্ভয়াদ্ ধাবনপর। গোষ্ঠাঙ্গনে মাতৃভয়াদিতস্ততঃ প্রধাবনাদিবিনোদকৃৎ (৯-১১)। পরমবিনোদমেবাহ-দাম্না বন্ধুং কৃতপ্রযত্নায়া মাতুঃ স্বদেহস্যাণুত্বেঽপি বৃহত্ত্বাবিষ্করণেন পুনঃ পুনঃ বন্ধনায়াসবত্যা তস্যাঃ শ্রমং বিশিষ্টরূপেণ জানাতি অনুভবতীতি তথাভূত, (১৮)

দৃষ্টার্জুন-তরুদ্বন্দ্ব কুবেরসুত-শাপভিৎ।
অপরাধিসমুদ্ধারদয়া-নারদ-গীতবিৎ ॥ ১০৮ ॥
অকিঞ্চনজন-প্রাপ্য শ্রীমদান্ধাত্মগোচর।
আকৃষ্টোলূখলালান জয় শ্রীনারদপ্রিয় ॥ ১০৯ ॥
কৃতদেবর্ষিগীতার্থ-যমলার্জুন-ভঞ্জন।
ধনদাত্মজ-সংস্তোত্র-স্তুত সর্বেশ্বরেশ্বর ॥ ১১০ ॥
জীব-দুর্জ্ঞেয়মহিমন্ সদা ভক্তৈকচিত্তভাক্।
অসাধারণলীলোহ্য বিশ্বমঙ্গল-মঙ্গল ॥ ১১১ ॥

অতঃ দাম্না বদ্ধঃ উদরঃ যস্যেতি হে দামোদরনামক তুভ্যং নমোঽস্তু। দাম রজ্জুরেব আকল্পো বেশঃ যস্য, অথচ চলৌ চঞ্চলৌ অপাঙ্গৌ চক্ষুঃ কোণৌ যস্য তথাভূত। গাঢ়ং যথা স্যাত্তথা উলূখলে বন্ধনং যস্য। যশোদা বৎসলা স্নিগ্ধা যস্মিন্ যদ্বা যশোদায়ৈ বৎসল বাৎসল্যরসদায়িন্নিত্যর্থঃ। অনন্ত 'ন চান্ত র্ন বহি র্যস্য'ত্যাদিনোক্তত্বাৎ (১৩)। অথচ দাম্নঃ বন্ধেন নিয়ন্ত্রিত পরবশ ইত্যহো কৃপা-বৈভবম্ !! ১০২—১০৭ ॥

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ যমলার্জ্জুনভঙ্গলীলামাহ—দৃষ্টং অর্জ্জুনবৃক্ষয়ো র্দ্বন্দ্বং যেন। নল-কুবর-মণিগ্রীবনামকয়োঃ কুবের-পুত্রয়োঃ শাপং ভিনত্তি নিরাকরোতীতি তথাবিধ। অপরাধিনো স্তয়োঃ সমুদ্ধারায় যা দয়া তস্যা হেতোঃ নারদস্য গীতং (১০।২৫) বাক্যমিতি শেষঃ বেত্তি জানাতীতি, যদুক্তং—'ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যানিত্যাদিনা (৮-২২)। যতোঽকিঞ্চনেন ভাগবতেন জনেন প্রাপ্য, এবঞ্চ শ্রীমদান্ধানাং ধনাদিমদগর্বিতানাং গোচরো নেতি। আকৃষ্ট-মুলূখলস্য আলানং রজ্জু র্যেন শ্রীনারদপ্রিয় হে! জয় ভক্তবাক্যসত্যঙ্কর-গুণাদিকমাবিষ্কৃত্য লীলাবিতানং কুরুষ্বেতি। তদেবমাহ—কৃতং দেবর্ষে র্নারদস্য গীতায় বাক্যরক্ষায়ৈ যমলার্জ্জুনয়োঃ ভঞ্জনং নিপাতনং যেন। অতঃ ধনদস্য কুবেরস্য আত্মজাভ্যাং পুত্রাভ্যাং সংস্তবৈঃ স্তুত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিং স্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ' ইত্যাদিনা (২৯-৩৮)। স্তবমেবাহ-সর্বেষাং ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ্বর নিয়ামক। জীবেন দুর্জ্ঞেয়া অবোধ্যা মহিমানঃ যস্য (৩২), অথচ সদা ভক্তানামেব চিত্তং ভজতি

স্বদাস-দাসতা-প্রীত ভক্তভক্তাতিবৎসল।
গুহ্যকার্থিত-সর্বাঙ্গ-হৃষীক-ভজনামৃত ॥ ১১২ ॥
শিবামিত্র-স্তুতস্তোত্র-সন্তোষামৃতবর্ষিবাক্।
স্বভক্তবীক্ষামাহাত্ম্যবাদিন্ প্রেমবরপ্রদ ॥ ১১৩ ॥

নমঃ ২৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ।

গোপ-বিস্মাপনক্রীড় বাল-সংকথিতেহিত।
সম্ভ্রান্ত-নন্দ-সংদৃষ্ট স্মিতভিন্নৌষ্ঠসংপুট ॥ ১১৪ ॥
পতিতার্জুনমধ্যস্থ মহোলূখল-কর্ষক।
গোপাশালি-লসন্মধ্য নন্দমোচিত-বন্ধন ॥ ১১৫ ॥

তদানুকূল্য-সংসাধনাদিনেতি। অসাধারণাভিঃ অসমানোর্দ্ধাভিঃ লীলাভিঃ ঊহ্য বিতর্ক্য (৩৪)। বিশ্বেষাং বিশ্বানাং বা মঙ্গলানামপি মঙ্গল (৩৬) স্বস্য দাসস্য স্বয়ং দাসতয়া প্রীত সন্তুষ্ট, যদ্বা স্বদাসস্য দাসতা ভৃত্যত্বমেব প্রীতিদায়িকা যস্য। অতএব ভক্তস্য কুবেরস্য নারদস্য বা ভক্তৌ নৌ প্রতি অতিশয়ং বৎসল স্নেহকারিন্ (৩৭) গুহ্যকাভ্যাং প্রার্থিতং 'বাণী গুণানুকথনে' (৩৮) ইত্যাদিনা সর্বাঙ্গস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভজনমেবামৃতং যস্য যস্মৈ বা। শিবমিত্রস্য কুবেরস্য সুতাভ্যাং যৎ স্তোত্রং তেন সন্তোষমেবামৃতং বর্ষয়িতুং শীলং যস্যা এতাদৃশী বাক্ যস্য [বহুব্রীহিগর্ভবহুব্রীহিঃ] 'জ্ঞাতং মম পুরৈবেতদিতি (৪০-৪২)। স্বভক্তানাং বীক্ষায়া দর্শনস্য মাহাত্ম্যং বদতীতি শীলার্থে ণিন্ (৪১)। তথা প্রেমরূপ-বরদানকৃৎ; যদুক্তং 'সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ' (৪২) ॥ **১০৮—১১৩** ॥

ইতি দশমোঽধ্যায়ঃ।

গোপানাং বিস্ময়জনিকা ক্রীড়া যস্য (১—৩); বালৈঃ 'অনেন তির্য্যগ্-গতমুলূখলং বিকর্ষতা মধ্যগেনে'ত্যাদিনা সংকথিতং সম্যঙ্ নিবেদিতমীহিতং চেষ্টিতং যস্য (৪)। সম্ভ্রান্তেন ভয়াদরাদিজনিতত্বরাযুক্তেন নন্দেন সংদৃষ্ট। স্মিতেন স্মিতাদ্বা ভিন্নঃ বিকসিতঃ ওষ্ঠসংপুটো যস্য। পতিতয়োরর্জুনয়োর্মধ্যস্থিত, তথা মহত উলূখলস্য কর্ষণশীল, গবাং রজ্জুভিঃ

স্বভক্ত-বশ্যতাদর্শিন্ বল্লবীস্তোভ-নর্ত্তিত।
বালকোদ্‌গীতি-নিরত বাহুক্ষেপ-মনোরম ॥ ১১৬ ॥
গোপ্যাজ্ঞাধৃতপীঠাদে নবনীতার্থনা-পটো!
ব্রজমোহকরক্রীড়া-সুধাসিন্ধো নমোঽস্তু তে ॥ ১১৭ ॥

নমঃ ২৯ ॥

উপনন্দাহিতপ্রীতে বৃন্দাবন-রসোৎসুক।
প্রস্থান-শকটারূঢ় গোপিকাগীত-চেষ্টিত ॥ ১১৮ ॥
হৃদ্যবৃন্দাবনাবাস শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র হে।
বৃন্দাবনপ্রিয় শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বিভূষণ ॥ ১১৯ ॥
ব্যাঘ্রাদিহিংস্র-সহজ-বৈরহর্ত্তঃ প্রসীদ মে।
শ্রীগোবর্দ্ধন-কালিন্দী-পুলিনালোক-হর্ষিত ॥ ১২০ ॥

নমঃ ৩০ ॥

লসন্ শোভমানো মধ্যদেশো যস্য। অতো নন্দেন মোচিতং বন্ধনং যস্য (৬)। স্বস্য ভক্তবশ্যতা-গুণস্য প্রদর্শন-কারিন্, তদেবাহ—বল্লবীনাং স্তোভেন করতালাদিনা প্রোৎসাহেন নর্ত্তিতং নৃত্যং যস্য, তথা বালকবদ্ বালকৈর্ব্বা উদ্‌গীত্যাং উচ্চকীর্ত্তনে নিতরাং রত, এবং বাহুক্ষেপঃ কর-চালনাদিকং তেন মনোরম (৭।৮)। ইদমানয়েত্যাদিকয়া গোপীভিঃ আজ্ঞয়া আনেতুমসমর্থ ইব ধৃতঃ পীঠাদি র্যেন। নবনীতস্যার্থনায়াং যাচ্ঞায়াং পটো। হে ব্রজস্য তদ্বাসিনামিত্যর্থঃ মোহকরা ক্রীড়া এব সুধা তস্যাঃ সিন্ধো, সততং নানাবিনোদপরম্পরাভি স্তেষাং সর্ববিস্মারক-ত্বাৎ। তুভ্যং নমোঽস্তু ॥ ১১৪—১১৭ ॥

অথ বৃন্দাবনাগমনলীলামারভতে—উপনন্দেনাহিতা সন্ধারিতা প্রীতি র্যস্য যস্মিন্ বা (২২-২৯)। প্রীতিকারণমাহ—বৃন্দাবনস্য যে রসা স্তেষু উৎসুক ব্যগ্রচিত্ত; উপনন্দ-মন্ত্রণানুসারেণ বৃন্দাবনায় প্রস্থানস্য-কৃতে শকটে কৃতারোহণ (৩০-৩৪); গোপিকাভিঃ গীতানি চেষ্টিতানি লীলাকর্ম্মাণি যস্য (৩৩); হৃদ্যঃ প্রীতিপ্রদঃ বৃন্দাবনস্যাবাসো যস্য (৩৬) হে শ্রীবৃন্দাবনস্য চন্দ্র তত্রৈবোদীয় সর্ব্বেষামপি স্থাবরজঙ্গমানামাহ্লাদ-জনকত্বাৎ। বৃন্দাবনস্য প্রিয় প্রীতিকর, যদ্বা বৃন্দাবনং প্রিয়ং যস্য, তত্রৈব মহামোহন-লীলা

ব্রজানন্দাকরক্রীড় মনোজ্ঞকলভাষণ।
বৎসপালন-সঞ্চারিন্ ব্রজাদূর-ধরাচর ॥ ১২১ ॥
রামাদি-বালকারাম নানাক্রীড়া-পরিচ্ছদ।
বংশীবাদন-সংসক্ত বেণুচিত্রস্বনাকর ॥ ১২২ ॥
মুরলীবদন শ্রীমত্ত্রিভঙ্গীমধুরাকৃতে।
ক্ষেপণীক্ষেপণ-প্রীত কন্দুকক্রীড়নোৎসুক ॥ ১২৩ ॥
বৃষবৎসানুকরণ বৃষধ্বান-বিড়ম্বন।
জয়ান্যোন্যরণ-প্রীত সর্বজন্তুরুতানুকৃৎ ॥ ১২৪ ॥

নমস্তে ৩১ ॥

বিনোদাদেঃ প্রচুরতরোদ্দীপন-সদ্ভাবাৎ। অতঃ হে সর্বশোভা-সমৃদ্ধিমতো বৃন্দাবনস্য বিশিষ্টভূষণ; তেন বিনাস্য 'স্থাবরাশ্চান্তরুত্তপ্তাঃ সন্তঃ শুষ্কা ইবাভবন্। বহুনোক্তেন কিং সর্বে মৃতা ইব চরাচরাঃ' ॥ [বৃ-ভা-২।৬।৭০] ইত্যুক্তদিশা সর্বসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবিহীনত্বাৎ। ব্যাঘ্রাদীনাং হিংস্রজন্তুনাং সহজাতং যদ্ বৈরং বিরোধ স্তস্য হারক! মে ময়ি প্রসীদ। হে শ্রীগোবর্দ্ধন-যমুনা-পুলিনাদীনাং আলোকেন দর্শনেন হর্ষিত, তদুক্তং—'বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামমাধবয়ো নৃপেতি' (৩৬) ॥ **১১৮—১২০** ॥

অথ কৌমারলীলাং নিরূপয়ন্নাহ—ব্রজস্য তদ্বাসিনামিতি ভাবঃ আনন্দং প্রীতিং আ সম্যক্ করোতি ক্রীড়া যস্য তথাভূত। মনোজ্ঞং কলভাষণং অব্যক্তধ্বনিবিশেষো যস্য। তথা বৎসানাং পালনায় ইতস্ততঃ সঞ্চারিন্। ব্রজস্য অদূরবর্ত্তিন্যাং ধরায়াং ভূমৌ চরতীতি (৩৭-৩৮)। রামাদীনাং গোপবালানামা সম্যক্ রাম প্রীতিকারিন্। নানাবিধাঃ ক্রীড়োপযোগিনঃ পরিচ্ছদাঃ যস্য। বংশ্যাঃ বাদনে সংসক্তাসক্তচিত্ত। বেণোঃ চিত্রান্ বিবিধাশ্চর্য্যকরান্ স্বনান্ শব্দান্ আ সম্যক্ করোতীতি তথাবিধ। মুরলী বদনে যস্য, শ্রীমতী পরমসুলাবণ্য-পরিপূরিতা চ ত্রিভঙ্গী ভঙ্গিমত্রয়বিশিষ্টা চাতো মধুরা মনোহরা চাকৃতি র্যস্য। ক্ষেপণীভিঃ লোষ্ট্রাদ্যৈঃ বিল্বাম্রামলকাদি-ফলাদীনাং ক্ষেপণে নিপাতনে প্রীত। কন্দুকৈঃ গেণ্ডুকৈঃ ক্রীড়ায়ামুৎসুক; তথা বৃষান্ বৎসাংশ্চ কম্বলাদি-পিহিতঃ বৃষবৎসাদিরূপঃ সন্নন্নুকরোতীতি তথা বৃষধ্বানস্য বিড়ম্বনমনুকারং করোতীতি, (৩৯) তথা

জয় বৎসাসুরধ্বংসিন্ কপিত্থব্রাতপাতন।
বাল-প্রশংসা-সংহৃষ্ট পুষ্পবর্য্যমরার্চিত ॥ ১২৫ ॥

গোবৎস-পালনৈকাগ্র্য বালবৃন্দাদ্ভুতাবহ।
বিকালাগারগামিন্ মাং পাহি গোধূলি-ধূসর ॥ ১২৬ ॥

সুমনোঽলঙ্কৃতশিরো গুঞ্জাপ্রালম্বনাবৃত।
পুষ্প-কুণ্ডল বর্হস্রক্ পত্রবাদ্য-বিনোদক ॥ ১২৭ ॥

মনোজ্ঞ-পল্লবোত্তংস বনমালা-বিভূষিত।
বনধাতুবিচিত্রাঙ্গবর্হিবর্হাবতংসক ॥ ১২৮ ॥

নমঃ ৩২ ॥

অন্যোন্যং মিথঃ রণে যুদ্ধে প্রিয় কুশল, এবং সর্বেষাং জন্তূনাং রুতানাং বিবিধ-শব্দানামনুকারক (৪০) ॥ ১২১—১২৪ ॥

অথ বৎসাসুরবধলীলামাহ—জয়েতি। বৎসরূপিণমসুরং ধ্বংসয়তি বিনাশয়তীতি তথাভূত; বৎসাসুরস্যাপরপাদাভ্যাং সলাঙ্গুলং গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা চ কপিত্থাগ্রে তেন প্রক্ষেপণাৎ কপিত্থসমূহানাং ভূমৌ নিপাতনং যেন (৪৩) তং নিহতমসুরং পশ্যদ্ভি বালকৈঃ সাধুসাধ্বিবতি প্রশংসয়া সংহৃষ্ট তথা পুষ্পবর্ষণ-কারিভি রমরৈ দেবৈ রর্চ্চিত (৪৪) অথ গোপাল-বেশ-লীলাদিকং বর্ণয়তি—গোবৎসানাং পালনে একাগ্রচিত্ত। বালকবৃন্দানাম-দ্ভুতং বিস্ময়মাবহতি জনয়তীতি। বিকালে সায়াহ্নে আগারে নন্দালয়ে গমনকৃৎ। তথা গোধূলিভিঃ গোরজোভিঃ ধূসরিতাঙ্গ হে! মাং পাহি তত্তল্লীলাবিনোদাদিকং স্মারয়িত্বানুগৃহাণেত্যর্থঃ। সুমনোভিঃ পুষ্পৈ রলঙ্কৃতং শিরো যস্য, গুঞ্জাভিঃ নির্মিতেন প্রালম্বেন কণ্ঠাদৃজুলম্বমান-মাল্যেন আচ্ছাদিতদেহ। পুষ্পৈরেব কুণ্ডলে যস্য, তথা বর্হৈঃ ময়ূরপিচ্ছৈঃ পত্রৈ র্বা স্রক্ মাল্যং যস্য। 'বর্হং পত্রমিতি' শব্দরত্নাবলী। পত্রনির্মিতবাদ্যেন চ বিনোদকৃৎ। মনোজ্ঞৈঃ পল্লবৈঃ উত্তংসঃ শিরোভূষণং যস্য; বনমালয়া বিভূষিত। 'আজানুলম্বিনী মালা সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলা। মধ্যে স্থূল-কদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্ত্তিতা' ॥ বনধাতুভিঃ গৈরিকাদ্যৈঃ বিচিত্রিত-মঙ্গং যস্য। বর্হিবর্হৈঃ ময়ূরপিচ্ছৈঃ অবতংসঃ শেখরো যস্য ॥ ১২৫—১২৮ ॥

প্রাতর্ভোজন-সংযুক্ত বৎসব্রাত-পুরঃসর।
গিরিশৃঙ্গ-মহাকায়-বকাসুরগতেক্ষণ ॥ ১২৯ ॥
তীক্ষ্ণতুণ্ডবক-গ্রস্ত-মূর্চ্ছাবিষ্ট-সুহৃদ্গণ।
মহাবক-মুখাক্রীড় বকতালু-প্রদাহক ॥ ১৩০ ॥
জয় দুষ্টবকোদ্গীর্ণ বকচঞ্চু-বিদারণ।
বলাদি-বালকাশ্লিষ্ট পুষ্পবর্ষি-সুরেড়িত ॥ ১৩১ ॥

নমঃ ৩৩ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রাতর্বন্যাশনাকাঙ্ক্ষিন্ শৃঙ্গাকারিত-বৎসপ।
অসংখ্যবৎস-সঞ্চারিন্ অসংখ্যার্ভক-সঙ্গত ॥ ১৩২ ॥
শিক্যচৌর্য্যাদি-বিবিধ-বালক্রীড়াতিতোষিত।
স্বপাদস্পর্শনক্রীড়াপটুবালক-হর্ষিত ॥ ১৩৩ ॥

অথ বকাসুরবধলীলামারভতে—প্রাতর্ভোজ্যান্নৈঃ সংযুক্ত; বৎসসমূহানাং পুরঃ অগ্রে সরতি গচ্ছতীতি তথাবিধ (৪৫)। গিরেঃ পর্বতস্য শৃঙ্গং কূটমিব মহান্ কায়ঃ মূর্ত্তি র্যস্য তথাবিধে বকাসুরে গতে ঈক্ষণে লোচনে যস্য, তমসুরং দৃষ্টবানিত্যর্থঃ (৪৭)। তীক্ষ্ণতুণ্ডেন খরতরবদনেন বকাসুরেণ গ্রস্তা গিলিতাঃ অতঃ মূর্চ্ছাবিষ্টাঃ সুহৃদ্গণা যস্য (৪৮-৪৯)। মহাবকস্য মুখমেবাক্রীড়ঃ খেলাগৃহং যস্য, যদ্বা তস্য মুখে আ সম্যক্ ক্রীড়া যস্য, তত্রাপি নরলীলানতিক্রমাদতিস্বচ্ছন্দাবস্থানাদ্বা। তদেবাহ—বকতালুং প্রকৃষ্টরূপেণ দহতীতি তথাকৃৎ। অতো দুষ্ট-বকেনোদ্গীর্ণ (৫০) তদা বকস্য চঞ্চোঃ বিদারণকৃৎ (৫১); ততো বলদেব-প্রভৃতিভি র্বালকৈঃ আলিঙ্গিত (৫৩), এবং পুষ্পবর্ষণশীলৈঃ সুরৈ র্দেবৈশ্চ ঈড়িত স্তুত (৫২) ॥ ১২৯—১৩১ ॥

ইত্যেকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ বনভোজনাদিলীলামারভতে—প্রাতঃ বন্যাশনায় বন এব প্রথমং ভোজন-কৃত্যে অভিলাষিন্। অতঃ শৃঙ্গেণ তদ্বাদ্যেন আকারিতা আহূতা বৎসপা গোপালা যেন (১) অসংখ্যানাং বৎসানাং সঞ্চারণকৃৎ তথা অসংখ্যৈ রর্ভকৈ র্বালকৈঃ সঙ্গত সমন্বিত (২-৩)। শিক্যচৌর্য্যপ্রভৃতিভি র্বিবিধৈ

বয়স্যাশক্যসহন-ক্ষণমাত্রাবিলোকন ।
শুকগীত-মহাভাগ্য-ব্রজবালক-বেষ্টিত ॥ ১৩৪ ॥

নমঃ ৩৪ ॥

দুর্বুদ্ধিসুপ্তপীনাহীতরথোৎপ্রেক্ষকানুগ ।
দুশ্চেষ্টাঘাসুরাভিজ্ঞ মুগ্ধার্ভক-রিরক্ষিষো ॥ ১৩৫ ॥
কৃত্যচিন্তা-মহালীল সর্পস্যান্তঃপ্রবেশকৃৎ ।
অঘদানবসংহর্ত্ত র্বৎস-বৎসপ-জীবন ॥ ১৩৬ ॥
অমরানন্দ-বিস্তারিন্ নিন্দ্যদানব-মুক্তিদ ।
বিস্মাপিতাগতব্রহ্মন্নাশ্চর্য্যাব্ধে নমোঽস্তু তে ॥ ১৩৭ ॥

নমঃ ৩৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

র্বালক্রীড়াভি রতিপ্রীত (৫)। স্বস্য পাদ-স্পর্শনরূপ-ক্রীড়ায়াং পটুভিঃ সুনিপুণৈ র্বালকৈঃ হর্ষিত আনন্দিত তথা বয়স্যৈঃ গোপালৈঃ অশক্যসহনং দুর্বিষহং ক্ষণমাত্রমপি অবিলোকনমদর্শনং যস্য (৬) শুকেন 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানা'মিত্যাদি পদ্য-(১১-১২) দ্বয়েন গীতং বর্ণিতং মহাভাগ্যং যেষাং তৈ ব্র র্জবালকৈ র্বেষ্টিত ॥ **১৩২—১৩৪** ॥

অথাঘাসুর-বধাদিলীলামারভতে—তেষাং সুখক্রীড়ন-বীক্ষণাক্ষমত্বাৎ তথা 'কৃষ্ণনিহতয়োঃ মৎসোদরয়োঃ স্থানে বৎসতৎপাল-সহিতং কৃষ্ণং হনিষ্য' ইতি বা যা দুষ্টা বুদ্ধি স্তয়া সুপ্তশ্চ পীনঃ স্থূলশ্চ যঃ অহী সর্প স্তস্য ইতরথা বৃন্দাবনশ্রীরূপয়ান্যবুদ্ধ্যা উৎপ্রেক্ষকাঃ দ্রষ্টারঃ অনুগাঃ পরিকরা যস্য (১৬-১৮)। অথ দুশ্চেষ্টং অঘাসুরং সর্বতোভাবেন জানাতীতি তথাবিধ ; ততো মুগ্ধানাং সন্তমেবাজগরমন্যথোৎপ্রেক্ষ্য নির্ভয়ানাং তন্মুখবিবরং বিবিক্ষূণাং বালকানাং তত্র নিরোধ এব রক্ষেচ্ছা যস্য (২৫)। তদা বালকান্ প্রবিষ্টানথ স্বং প্রতীক্ষমাণমসুরঞ্চ দৃষ্ট্বা তত্র 'কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্। দ্বয়ং কথং স্যাদিতি' বং কৃত্যং তস্য চিন্তয়া তদুদরে প্রবিশ্য মহতী স্বদেহবৃদ্ধিরূপা লীলা যস্য তথাভূত (৩০)। তদেবাহ—সর্পস্যান্তরিতি, এবঞ্চাঘাসুরস্য সংহারকৃৎ। তথা বৎসানাং বৎসপালানাঞ্চ মৃতানাং স্বয়ামৃতবর্ষিণ্যা দৃষ্ট্যা জীবনদায়ক (৩১-৩২)। অমরাণাং দেবানামানন্দস্য বিস্তারকৃৎ (৩৪) নিন্দনীয়স্য দানবস্য দেহস্থিতং

পৌগণ্ডাখ্যাত-কৌমার মহাশ্চর্য্যচরিত্র হে।
পরীক্ষিচ্ছুকদেবাতিবিমোহন-কথামৃত॥ ১৩৮ ॥
স্তুতরম্যসরস্তীরাদৃতশাদ্বল-জেমন।
সরঃসুপুলিনাসীন বালমণ্ডল-মণ্ডিত॥ ১৩৯ ॥
সখিশ্রেণ্যন্তরাস্থাত ব্রজার্ভক-সহাশন।
পীতবস্ত্রোদর-ন্যস্তবেণো বন্যবিভূষণ॥ ১৪০ ॥
বামকক্ষান্তর-ন্যস্তশৃঙ্গবেত্র প্রসীদ মে।
বামপাণিস্থদধ্যন্ন কবলাশন-সুন্দর॥ ১৪১ ॥
অঙ্গুলী-সন্ধিবিন্যস্ত-ফল বালালিচিত্ত-হৃৎ।
স্বনর্ম-হাস্যমানার্ভ স্বর্গ্যাশ্চর্য্যকরাশন॥ ১৪২ ॥

নমস্তু ৩৬ ॥

শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং জ্যোতি র্নির্গত্য স্বস্মিন্নেব প্রবেশাৎ তং মুক্তিং দদাতীতি তথাবিধ; এতল্লীলাদিভি র্বিস্মাপিতঃ সন্নাগতো ব্রহ্মা বৎসবিধে; অতো হে আশ্চর্য্য-সমুদ্র, মৃত্যোঃ সকাশাদ্ ব্রজবালাদীনাং তথাহেশ্চ মোক্ষণা দেবং তদ্দানবস্যাপি জ্যোতিষঃ স্বদেহে প্রবেশনরূপাদ্ বিমুক্তিদানাচ্চেতি বিবিধবিস্ময়করলীলাবিষ্করণাৎ (৩৭)॥ **১৩৫—১৩৭**॥

ইতি দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ব্রহ্মকৃতগোবৎসহরণলীলামাহ—পৌগণ্ড এব খ্যাতং কৌমারং তদ্বিষয়কবৃত্তান্তং যস্য (১২।৪১)। মহাশ্চর্য্যং চরিত্রং যস্য পরিক্ষিতঃ শুকদেবস্য চাতিবিমোহকরং কথামৃতং যস্য। স্তুতং প্রশংসিতং চ রম্যঞ্চ যৎ সরসস্তীরং তস্মিন্ আদৃতং শাদ্বলে নবতৃণযুক্তে দেশে জেমনং ভোজনং যেন (৬)। অতঃ সরসঃ সুমনোহরে পুলিনে আসীন। বালানাং মণ্ডলেন মণ্ডিত, সখীনাং যা শ্রেণী তামন্তরা তিষ্ঠতীতি তথাভূত, ব্রজার্ভকৈঃ ব্রজ-গোপালৈঃ সহ অশনং ভোজনং যস্য (৮) পীতবস্ত্রস্য উদরস্য চ মধ্যে ন্যস্তো বেণু র্যেন তথা বন্যবিভূষণ। বামকক্ষমধ্যে ন্যস্তং শৃঙ্গং চ বেত্রং চ যেন বামে পাণৌ স্থিতং দধিমিশ্রিতমন্নং যস্য। কবলাশনেন দধ্যোদনাদীনাং কবলেন গ্রাসেন সুন্দর। তথা অঙ্গুলীনাং সন্ধিষু বিন্যস্তানি ফলানি যেন। এবঞ্চ বালক-সমূহানাং চিত্তং হরতীতি তথাভূত। স্বস্য নর্মেণ পরিহাসেন

অদৃশ্য-তর্ণকান্বেষিন্ বল্লবার্ভক-ভীতিহন্।
অদৃষ্টবৎসপ-ব্রাত বৎস-বৎসপ-মার্গগ ॥ ১৪৩ ॥
বিদিতব্রহ্মচরিত বৎস-বৎসপ-রূপধৃক্।
বৎসপালহরব্রহ্ম-তত্তন্মাতৃ-মুদিচ্ছক ॥ ১৪৪ ॥
যথাব্রজার্ভকাকার যথাবৎসপ-চেষ্টিত।
যথাবৎসক্রিয়ারূপ যথাস্থান-নিবেশন ॥ ১৪৫ ॥

নমঃ ৩৭ ॥

গোগোপীস্তন্যপাহন্ত (ন্তে) * গোগোপীপ্রীতিবর্দ্ধন।
বলরামোহিতোদন্ত পিতামহ-বিমোহন ॥ ১৪৬ ॥

হাস্যমানা বালকা যেন। স্বর্গ্যাণাং দেবাদীনাং চিত্তচমৎকারক মশনং ভোজনং যস্য। (১১) ॥ ১৩৮—১৪২ ॥

বৎসপালেষু ভুঞ্জানেষু তৃণলোভিতেষু বৎসেষু চ দূরতরং গচ্ছৎসু অতঃ বালকেষু ভীতেষু সৎসু অদৃশ্যানাং তর্ণকাণাং বৎসানাং মার্গণকারিন্। তেন চ বল্লবার্ভকাণাং গোপবালকানাং ভীতিনাশক (১৩)। তথা চাদৃষ্টা বৎসানাং গোরক্ষকাণাং চ ব্রাতা যেন তথাভূতঃ সন্ বৎসানাং বালকানাঞ্চ মার্গগ অন্বেষণপর (১৬)। বিদিতং ব্রহ্মণশ্চরিতং বৎস-বৎসপহরণরূপং যেন। (১৭) অতো বৎসানাং বৎসপানাঞ্চ রূপাণি ধরতীতি তাদৃশ (১৮)। তত্র করণে কারণমাহ—বৎসপালানাং চৌরস্য ব্রহ্মণ স্তথা তত্তন্মাতৃণাঞ্চ মুদমানন্দমিচ্ছুঃ। তত্রাস্যং যথা—'দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি' ইতি (১৫) দ্বিতীয়ন্ত (১৮) বিবৃতং। তদেব দর্শয়তি—ব্রজার্ভকাণাং গোপালানামাকারমনতিক্রম্য। এবমুপর্য্যপি যোজ্যম্ (১৯) ॥ ১৪৩—১৪৫ ॥

তত্রাচরণাদিকমাহ—গবাং গোপীনাঞ্চ স্তন্যপানাং অহন্তা অভিমানঃ যস্য (২২) যদ্বা—হে গোগোপীস্তন্যপ অহং তে তবাস্মীতি শেষঃ। ইত্থঞ্চ গোগোপীনাং প্রীতিং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ (২৫-৩৪)। ব্রজস্য সর্বত্র প্রেমবৃদ্ধিং বীক্ষ্য বলরামেণ উহিতঃ তর্কিতঃ উদন্তঃ বার্ত্তা যস্য

---

* গোগোপীস্তন্যপাহন্তে ইতি পাঠে তু—গোগোপীনাং স্তন্যপশ্চ অহন্তিঃ রক্ষকশ্চেত্যেবার্থঃ (সম্বুদ্ধৌ) হরিবেণ্বস্তসহজানিটাদীনামাশীর্বিষয়ে কর্ত্তরি ক্তি ইরিবেণুহরশ্চ নেতি সূত্রেণ বধ্যাৎ—হন্তিঃ ন হন্তিঃ = অহন্তিঃ রক্ষকঃ ॥

শুদ্ধসত্ত্বঘন-স্বীয়বহুরূপ-প্রদর্শক।
অত্যাশ্চর্য্যেক্ষণাশক্ত-ব্রহ্ম-ব্যুত্থানকারক ॥ ১৪৭ ॥
স্বান্তর্দৃষ্ট্যতিদীনাজ-বহির্দৃষ্টিসুখপ্রদ।
গোপার্ভবশ রুচির সপাণিকবলাব মাং ॥ ১৪৮ ॥
ব্যালীনসৃষ্টবৎসার্ভগণ ব্রহ্মত্রপাকর।
ব্রহ্মানন্দাশ্রুধৌতাঙ্ঘ্রে দৃষ্টতত্ত্ব-বিধিস্তুত ॥ ১৪৯ ॥

নমস্তে ৩৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

বিধিবাক্যামৃতাব্ধীন্দু গোপবালকবেশ হে।
ব্রহ্মাবতার-দিব্যাঙ্গাচিন্ত্যমাহাত্ম্যরূপভৃৎ ॥ ১৫০ ॥

(৩৫-৩৯)। সকলং হরিং পুরাবৎ ক্রীড়ন্তং (৪০) তথা স্বগোপায়িতানপি তথৈবাবস্থিতান্ বীক্ষমাণস্য পিতামহস্য ব্রহ্মণো বিমোহং করোতীতি তাদৃশ (৪১-৪৪)। অতঃ শুদ্ধসত্ত্বঘনানাং স্বীয়ানাং বহূনাং রূপাণাং প্রকৃষ্ট-রূপেণ দর্শনকারিন্ (৪৬-৫৬)। ততশ্চ অত্যাশ্চর্য্যকরাণাং সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক-রসমূর্ত্তীনাং ঈক্ষণে দর্শনে অশক্তস্য (৫৬) ব্রহ্মণঃ ব্যুত্থানং প্রতিবোধং করোতীতি তথাভূত (৫৭) স্বস্য অন্তর্দর্শনেন সাতিশয়ং দীনস্য অজস্য ব্রহ্মণঃ বহির্দৃষ্টৌ সুখং প্রদদাতীতি (৫৮-৫৯)॥ গোপবালকানাং বশীকৃত, হে রুচির, হে পাণৌ হস্তে কবলেন দধ্যন্নগ্রাসেন সহ বর্ত্তমান! মামব লীলাস্ফুর্ত্ত্যাদিনা স্বীকুরুষ্ব (৬১) ব্যালীনাঃ স্বস্মিন্ সংহৃতাঃ সৃষ্টা বৎসাশ্চ অর্ভগণা বালকাশ্চ যেন। অতএব ব্রহ্মণঃ ত্রপাং লজ্জাং করোতীতি তাদৃশ। ব্রহ্মণা আনন্দাশ্রুভির্ধৌতৌ অঙ্ঘ্রী পাদৌ যস্য (৬২) এবং দৃষ্টং তত্ত্বং যাথাত্ম্যং যেন তাদৃশা ব্রহ্মণা স্তুত (৬৪)॥ **১৪৬—১৪৯** ॥

ইতি ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ ব্রহ্মস্তুতিমাহ—হে বিধে ব্রহ্মণঃ বাক্যমেব অমৃতং তস্য সমুদ্রস্য ইন্দো চন্দ্র! হে গোপবালকবেশ ব্রহ্মণে ব্রহ্মানুগ্রহার্থমেব অবতারো যস্য তথাভূতং দিব্যমপ্রাকৃতং স্বেচ্ছাময়ং অঙ্গং বপুর্যস্য। অচিন্ত্যমসাধারণত্বেন নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভেদরহিতং মাহাত্ম্যং যত্র তথাবিধং রূপং স্বরূপং যস্য (২)॥

মৃষাজ্ঞানশ্রমাস্পর্শি-ভক্ত্যেকসুখনির্জ্জিত।
শ্রেয়ঃসারাত্যুদাসীন-দুর্ব্বুদ্ধিক্লেশ-শেষক ॥ ১৫১ ॥
পূর্বপূর্ববিমুক্তৌঘাশ্রিতভক্তিসুমার্গ হে।
নৈর্গুণ্যাধিক-দুর্জ্ঞেয়াশ্চর্য্যানন্তমহাগুণ ॥ ১৫২ ॥
কেবলাত্মকৃপাপাঙ্গবীক্ষাপেক্ষকমোচক।
নিবেদিতাপরাধাতিভীত পুত্রার্থিত-ক্ষম ॥ ১৫৩ ॥
রোমকূপভ্রমৎকোটিকোটি-ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।
প্রসূবদাগঃসহন জগন্মাত র্জগৎপিতঃ ॥ ১৫৪ ॥

ভক্ত্যেকলভ্যত্বং সাধয়তি—মৃষা মিথ্যা যজ্ জ্ঞানং তস্য শ্রমমস্পর্শিনী যা ভক্তিঃ তয়ৈব একয়া মুখ্যয়া সুখেন নিতরাং জিত লভ্য ইত্যর্থঃ (৩)। শ্রেয়সাং পরমমঙ্গলাভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সারে নির্য্যাসরূপে ভক্তিমার্গে নিরতিশয়মুদাসীনস্য অতো দুর্ব্বুদ্ধেঃ কেবলবোধপ্রেপ্সোঃ ক্লেশ এব শেষো অবশেষং ফলং যস্মাৎ (৪)। পূর্ব্বপূর্ব্বৈঃ পুরাতনৈঃ বিমুক্তৌঘৈঃ যোগিগণৈঃ যোগৈ র্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাত্তৈ রাশ্রিতা যা ভক্তিঃ তয়া সুষ্ঠু র্মাগঃ সামীপ্যদঃ পন্থাঃ যস্য (৫)। সগুণ-নির্গুণয়োরুভয়োরপি জ্ঞানং দুর্ঘটমিতি সাধয়িত্বা পুনঃ গুণাতীতস্য জ্ঞানং কথঞ্চিৎ সম্ভবেন্নাম, ন তু সগুণস্যেতি বক্তুং প্রারভতে—নৈর্গুণ্যাৎ গুণাতীতস্বরূপাদপি অধিকদুর্জ্ঞেয়াশ্চ আশ্চর্য্যকরাশ্চ অনন্তাশ্চ মহান্তঃ গুণাঃ যস্য (৬।৭)। ননু তদাসৌ সর্বথৈব দুর্লভ ইতি চেত্তত্রাহ—কেবলমাত্মনঃ ভগবতঃ কৃপয়া অনুকম্পয়া যা অপাঙ্গবীক্ষা কটাক্ষপাতঃ তস্যা অপেক্ষকস্য সুসমীক্ষমাণস্যৈব মোচক স্বরূপোদ্বোধক ইতি ভাবঃ। (৮) এবং স্তুত্বা ভগবন্তং ক্ষমাপয়িতুং স্বাপরাধং নিবেদয়তীত্যাহ—নিবেদিতা অপরাধা যেন তাদৃশোঽতিভীতস্য পুত্রস্য স্বনাভি-কমলজস্য অর্থিতং তদপরাধমর্ষণাদিকং ক্ষমতে সহতে ইত্যর্থঃ (৯-১০)। স্বস্যাতিক্ষোদীয়স্ত্বং দর্শয়তি—রোমকূপে একস্মিন্নেব ভ্রমন্তি পরমাণুবৎ গতাগতিং কুর্বাণানি কোটিকোটয়ঃ ব্রহ্মাণ্ডানাং মণ্ডলানি যস্য (১১) প্রসূ র্মাতা যথা গর্ভগতস্য পাদপ্রহারং সহতে তথা মমাপি অপরাধ-সহন, অতএব জগতাং মাতঃ, সর্ব্বস্য জগন্মণ্ডলস্য ভগবৎকুক্ষিস্থিতত্বেন ব্রহ্মণোঽপি তথাত্বাৎ মাতৃবৎ অপরাধঃ সোঢ়ব্য ইতি ভাবঃ (১২)। ন কেবলং তদপিতু জগৎপিতৃত্বেনাপি ত্বমেব প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—জগতপিতঃ।

নাভ্যব্জজনিতব্রহ্মন্নারায়ণ নিরাবৃতে ।
স্বগর্ভাম্বাপ্রপঞ্চেক্ষা-তদসত্যত্বদর্শক ॥ ১৫৫ ॥
সত্যলীলাবতারৌঘাচিন্ত্যলীলাতিবৈভব ।
মিথ্যাসত্যত্বসংপাদিন্ সদা পরমসত্য হে ॥ ১৫৬ ॥
গুরুপ্রসাদ-সংদৃশ্য প্রপঞ্চজনকাস্মৃতে ।
বন্ধমোক্ষাদি-মিথ্যাত্বকৃদ্ বিচারণমাত্রক ॥ ১৫৭ ॥

এতদেব বিশেষেণাহ—মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশয়ানস্য স্বনাভিকমলাৎ জনিতঃ বিনির্গমিতঃ ব্রহ্মা যেন (১৩)। ননু তর্হি নারায়ণস্য পুত্রত্বমায়াতমিতি চেত্তদাহ—হে নারায়ণ! সর্বদেহিনামাত্মত্বাৎ নরভূজলায়নাদিনা চ ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ (১৪)। নি র্নাস্তি আবৃতিঃ দেশকালাদ্যৈঃ পরিচ্ছিন্নতা যস্য (১৫)। যদি জলাদি-প্রপঞ্চঃ সত্যঃ স্যাত্তর্হি তেন তব পরিচ্ছেদো ভবেৎ, স তু মায়াবিলসিত এবেতি দর্শয়তি—স্বস্য গর্ভে জঠরমধ্যে অম্বায়ৈ যশোদায়ৈ প্রপঞ্চস্য ঈক্ষয়া প্রদর্শনেন তস্য জগতঃ অসত্যত্বং মায়াকৃতত্বং দর্শয়তীতি তাদৃক্ (১৬-১৮)। গুণাবতার-লীলাবতারেষ্বপি ত্বন্মূলত্বাৎ সত্যাঃ তত্ত্বতঃ স্বেন ওতপ্রোততয়ানুস্যূতত্বাৎ যথার্থাঃ লীলাবতারাণাং সমূহাঃ যস্য (১৯) মনসোঽগোচরত্বাৎ অচিন্ত্যাঃ লীলানামতিবৈভবা মহামহিমানঃ যস্য (২০-২১)। সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তত্বাৎ সর্বান্তর্য্যামিত্বাৎ সর্বকারণকারণত্বাচ্চ মনসাপি দুর্বিভাব্যত্বমস্যেতি ভাবঃ। তথা মিথ্যাভূতস্যাপি প্রপঞ্চজাতস্য স্ব সম্বন্ধাৎ সত্যত্বং সত্যাদিরূপেণ প্রতীয়মানতাং সম্পাদয়তীতি তথাভূত (২২)। সদা কালত্রয়েপি পরমসত্য নির্বিকারত্বাৎ সত্যরূপেণ গীয়ত্বাদ্বা (১০।২।২৬)। ননু এবম্ভূতশ্চেদসৌ তদজ্ঞানাসম্ভবাৎ কুতঃ মুক্তিপ্রসঙ্গ ইতি চেত্তদাহ—গুরোঃ প্রসাদেন পূর্বোক্তরূপেণ ত্বজ্ জ্ঞানেনৈব সম্যক্ দৃশ্য, যদুক্তং (২৪) 'গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিমিতি'। প্রপঞ্চজনিকা অস্মৃতিরবিজ্ঞানং যস্য আত্মতত্ত্বাজ্ঞানাৎ; যদ্বা ভগবন্তং প্রিয়তয়া ভগবত্তয়াবাজ্ঞানাৎ খলু সংসার ইত্যর্থঃ (২৪) অজ্ঞান-সংজ্ঞত্বাদ্ বন্ধ-মোক্ষাদীনাং সত্যজ্ঞানাৎ প্রলীয়মানত্বাচ্চ তেষাং মিথ্যাত্বং করোতি সম্পাদয়তীতি তাদৃক্। ননু কিং কৃত্বা তথা করোতীতি চেত্তদাহ—নিত্যজ্ঞানরূপে বিশুদ্ধে প্রপঞ্চাতীতে আত্মতত্ত্বে বিচারণমাত্রে এব কঃ সূর্য্য ইব। স যথা অন্ধকারনাশী দিনকৃৎ, তথাত্মতত্ত্ব-বিচারোঽপি

অসত্ত্যাগি-স্বভক্তান্তর্বহিরাত্মাধিকস্ফুট।
স্বপাদ-মহিমজ্ঞাপি-স্বপাদাব্জ-প্রসাদ হে ॥ ১৫৮ ॥
বিধাতৃভূরিভাগ্যৈক-প্রার্থ্যদাসানুদাস্যক।
চতুর্মুখ-মুহুর্গীত-ভক্তিমাহাত্ম্য পাহি মাং ॥ ১৫৯ ॥

নমস্তু ৩৯ ॥

ধন্যধন্যব্রজবধূধেনুতর্পিত-মোদিত।
নিত্যপূর্ণ-মহাভাগ্য ব্রজৌকোমিত্রতাং গত ॥ ১৬০ ॥
ব্রজবাসিপ্রসঙ্গান্তর্দেবতাবহুসৌখ্যদ।
ব্রজজাতাঙ্ঘ্রিরেণুস্পৃক্তৃণজন্মেপ্সু-পদ্মজ ॥ ১৬১ ॥

সংসারাভাবমাত্রত্বেন বন্ধমোক্ষয়োস্তুচ্ছত্বকৃৎ। অসৎ অবস্তু মিথ্যাভূতং অসদ্ভি স্বসত্ত্বয়া জ্ঞায়মানমাত্মতত্ত্বং যদ্বা অসৎ নির্বাণং যদ্বা সদ্বস্তুলক্ষণ-ভগবন্মার্গণব্যতিরিক্তং সর্বং। তস্য ত্যাগিনঃ যে স্বভক্তাস্তেষামন্তর্বহিশ্চ আত্মতয়া প্রিয়তয়া ব্যাপকত্বেন বা অধিকং যথা স্যাত্তথা স্ফুটোঽভিব্যক্তির্যস্য (২৭-২৮)। তন্মাহাত্ম্যস্য তৎকৃপা-সাপেক্ষত্বমাহ—স্বস্য পাদাম্বুজদ্বয়স্য মহিমানং জ্ঞাপয়তীতি তাদৃশঃ স্বপাদাব্জপ্রসাদো যস্য (২৯)। বিধাতু ব্রহ্মণো ভূরিভাগ্যেনৈব একং কেবলং প্রার্থ্যং দাসস্য অনুদাস্যং যেন (৩০) চতুর্মুখেন মুহুঃ গীতানি ভক্তিমাহাত্ম্যানি যস্য হে তথাভূত মাং পাহি স্বসেবাদিদানেন কৃতার্থীকুরুষ ॥ **১৫০—১৫৯** ॥

অথ ভগবতঃ প্রিয়জনানাং মাহাত্ম্য-বর্ণনমেব তস্য পরা স্তুতিরিত্যভি-প্রায়েণ তথা মধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েন চাহ—ধন্যধন্যাঃ কৃতার্থতাপরম-কাষ্ঠাঙ্গতা যা ব্রজবধ্বঃ ধেনবশ্চ তাভি র্যথাক্রমং স্বস্তন্যদানেন তর্পিতঃ সন্তোষিতশ্চাসৌ মোদিতশ্চেতি তৎসম্বোধনে (৩১)। নিত্যানি পূর্ণানি চ মহাভাগ্যানি যেষাং তাদৃশানাং ব্রজৌকসাং ব্রজবাসিনাং মিত্রতাং গত প্রাপ্ত। অত্র নিত্যেতি কদাচিদপ্যস্যাপ্রাপ্যত্বং তথা পূর্ণেতি প্রত্যুপকারা-পেক্ষত্বাদিকং চ ভগবতো নিরাকৃতং (৩২)। ব্রজবাসিনাং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতৃত্বেন প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যেষাং তাদৃশানাম্ অন্তশ্চরাণাং দেবতানাং চন্দ্রাদীনামপি কীর্তিসৌন্দর্য্যসৌগন্ধ্যাদ্যেকদেশ-সেবাদানেনাপি বহুবিধং সৌখ্যং দদাতীতি তাদৃশ (৩৩)। ব্রজে জাতস্য কতমস্যাপি চরণরেণুং স্পৃশতীতি তাদৃক্ যৎ তৃণজন্ম তদ্ভীপ্সুঃ পদ্মজঃ ব্রহ্মা যৎসম্বন্ধেন (৩৪)।

প্রেমভক্তার্পিতাশেষ ঘোষবাসি-মহাঋণিন্।
সদ্‌বেশমাত্রসংজ্ঞাত-পূতনাত্ম-প্রদায়ক ॥ ১৬২ ॥
বিরক্তপ্রাপ্যদানানুরক্তাপর্য্যাপ্তি-যন্ত্রিত।
পুত্রত্বাদ্যনুকারাতিসুহৃদানৃণ্য-লজ্জিত ॥ ১৬৩ ॥
অবিদ্বন্মানি-সচ্চিত্তবাগগোচর-বৈভব।
অত্যানন্দ-মুহুর্নামকীর্ত্তনব্রহ্ম-বন্দিত ॥ ১৬৪ ॥

নমঃ ৪০ ॥

ব্রহ্মপ্রসাদ-সুমুখ ভক্তবৎসল বাক্‌প্রিয়।
স্মিতেক্ষাহর্ষিতব্রহ্মন্ ব্রহ্মানুজ্ঞা-প্রদায়ক ॥ ১৬৫ ॥

প্রেমভক্তৈ রর্পিতং নিখিলং জীবিতাদিকং যস্মিন্ যদ্বা প্রেমভক্তেষু অর্পিতং সর্বং স্বাত্মপর্য্যন্তং যেন। ঘোষবাসিনাং সম্বন্ধে মহাঋণিন্ দেয়বস্তুনো নিতরামভাবাৎ। কিঞ্চ সতাং সদ্ভাবযুক্তানাং ব্রজবাসিবিশেষাণাং ধাত্রী-জনানাং বেশাদেব [তত্রাপি হিংসাময়দন্তেনৈব, নতু ভক্ত্যা] সম্যক্ জ্ঞাত-চরিত্রায়ৈ পূতনায়ৈ আত্মানং স্তন্যপায়িরূপেণ প্রদদাতীতি তথাভূত (৩৫)। বিরক্তানাং বীতরাগাদিদোষাণাং সন্ন্যাসিনামপি প্রাপ্যং যৎ স্বদানং তস্মিন্ননু-রক্ত অতএব ব্রজবাসিনাং ত্বন্নিষ্ঠসর্বব্যাপারাণাং যতিভ্যোপি বিশেষভজন-শীলানাং সম্বন্ধে অপর্য্যাপ্ত্যা অকৃতার্থতয়া যন্ত্রিত বদ্ধ ঋণিন্নিত্যর্থঃ (৩৬) অতএব পুত্রত্বাদীনাম্ অনুকরণেন লোকাতীতোঽপি লোকবদ্ ব্যবহারাদি-নেত্যর্থঃ অতিসুহৃদাং ব্রজবাসিনাং আণৃণ্যায় প্রত্যপকার-সাধনায় নালমত-এব লজ্জিত (৩৭)। বিদ্বন্মানিনো যে সন্তঃ পণ্ডিতম্মন্যা ইত্যর্থঃ তেষাং চিত্তস্য চ বাচশ্চ ন গোচরো বৈভবো মহিমা যস্য (৩৮)। ইত্থং স্তুতিপ্রভাব-জনিত-শ্রীভগবৎপ্রসাদবিশেষতোঽখিলাভিমানাপগমেন পরমদৈন্যোদয়াৎ অত্যানন্দেন মুহু র্বারংবারং 'শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্নিতি' নাম-কীর্ত্তনেন ব্রহ্মণা বন্দিত (৩৯-৪০) ॥ **১৬০—১৬৪** ॥

ব্রহ্মণে প্রসাদায় সুমুখ যতো ভক্তবৎসল এবং স্তুতি-প্রধানা বাক্ প্রিয়া যস্য তথাভূত। ততঃ স্মিতেন সহ যা ঈক্ষা দর্শনং তয়া হর্ষিতঃ আনন্দিতো ব্রহ্মা যেন। ব্রহ্মণে স্বধাম-গমনায় আদেশকৃৎ (৪২)। বৎসানাং বৎসাপানাং চ ত্বমেব প্রাণেশং বিনা কৃষ্ণমায়া-হতত্বাৎ ক্ষণার্দ্ধবদ্ বর্ষযাপনরূপো যো

বৎস-বৎসপ-মোহঘ্ন যথাপূর্বার্ভতর্ণক।
পুলিনানীত-বৎসৌঘ নম স্তেঽদ্ভুতকর্ম্মণে ॥ ১৬৬ ॥
মুগ্ধবালালিবাগ্‌জাতহাস ব্রজগৃহোৎসব।
বিচিত্র-বেশচরিত গোপী-হৃদয়মোদন ॥ ১৬৭ ॥
আত্মাধিকপ্রিয়তম সর্বভূত-সুহৃদ্বর।
পরিক্ষিচ্ছুক-সংবাদ-নিশ্চিত-প্রেমসাগর ॥ ১৬৮ ॥
বিচিত্রলীল মাং পাহি নিলায়ন-বিহারবিৎ।
ক্রীড়াসেতু-বিধানজ্ঞ প্লবঙ্গ-প্লবনোদ্ধত ॥ ১৬৯ ॥

নমঃ ৪৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

মোহঃ তং হন্তীতি তথাভূত। যথাপূর্বম্ প্রাগ্‌বদেবাবস্থাচেষ্টাদিভি রবস্থিতা গোপবালকাশ্চ তর্ণকা বৎসাশ্চ যস্য (৪২) এবঞ্চ সরঃপুলিনে আনীতা বৎসানামোঘাঃ সমূহা যেন। অদ্ভুতকর্ম্মণে চিত্তচমৎকারিলীলাবিনোদিনে তুভ্যং নমঃ। ততো মুগ্ধানাং বালকচয়ানাং 'নৈকোঽপ্যভোজি কবলঃ এহীতঃ সাধু ভোজ্যতা'মিতি (৪৫) বাক্যেন জাতো হাসো যস্য (৪৬) তথা নিজপ্রিয়সহচর-বৎসাদি-সঙ্গতি-জনিত-হর্ষভরেণ বন্যবেশাদিনা ব্রজ-জনানাং নেত্রানন্দং সঞ্জনয়ন্ ব্রজান্তঃপ্রবেশাৎ ব্রজগৃহোৎসবেতি। বিচিত্রঃ বর্হপ্রসূন-বনধাতুভিঃ পরম-সুন্দরঃ বেশ স্তথা শ্রীদামবেণুরবাদিনোৎ-সবেনাত্যন্তাদ্ গোপবালকৈ র্হর্ষাতিরেকেণ গীয়মানং শ্রোত্ররসায়নঞ্চ চরিতং যস্য। অতএব গোপীনাং শ্রীযশোদাদীনাং শ্রীরাধাদীনাং বা হৃদয়ং হর্ষাতিরেক-বিধানেন মোদয়তি আনন্দীকরোতীতি তথাবিধ। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণোঽসৌ সর্বেষামেব প্রিয়ত্বাদাত্মনোঽপ্যধিকপ্রিয়তম (৫০-৫৫) অতঃ সর্বেষামেব ভূতানাং প্রাণিনাং সুহৃদ্বর মহাবল্লভ। এবঞ্চ পরীক্ষিতঃ শুকস্য চ সংবাদেন নিশ্চিতঃ স্থিরীকৃতঃ প্রেমসাগরঃ যস্য; সর্বানেব প্রেমামৃতেনাপ্লাবিতত্বাৎ। হে বিচিত্রলীলাবিহারিন্! হে নিলায়নৈঃ যে বিহারা স্তান্ বেত্তীতি তাদৃক্। নীলায়নং নাম কশ্চিৎ কুত্রাপি নিলীয় স্থিতোঽন্যেন পরিমৃগ্য দৃশ্যত ইত্যেবম্। ক্রীড়য়া সেতুবিধানং জানাতীতি তথাবিধ। সেতুবন্ধশ্চ কুতোঽপি নিঃসরতো জলস্য মৃত্তিকাদিনা নিরোধনং;

পৌগণ্ডাগম গোপাল বৃন্দাবিপিন-মঙ্গল।
বৃন্দাবনান্তঃসঞ্চারিন্ সম্মানিত-নিজাগ্রজ ॥ ১৭০ ॥
বৃন্দাবন-গুণাখ্যান-মিষ-দত্তমহাবর।
অতিবৃন্দাবন-প্রীত নানারতি-বিচক্ষণ ॥ ১৭১ ॥
ভৃঙ্গানুকারিন্ মাং পাহি কূজ-নির্জিত-কোকিল।
উপাত্তহংসগমন শিখিনৃত্যানুকারক ॥ ১৭২ ॥
প্রতিধ্বান-প্রমুদিত শাখাকূর্দন-কোবিদ।
নামাকারিত-গোবৃন্দ রজ্জু যজ্ঞোপবীতভৃৎ ॥ ১৭৩ ॥
নিযুদ্ধলীলা-সংহৃষ্ট বলভদ্রশ্রমাপনুৎ।
গোপ-প্রশংসানিপুণ বৃক্ষচ্ছায়াহৃতশ্রম ॥ ১৭৪ ॥

যদ্বা—কদাচিজ্জলবিহারাদৌ শ্রীরঘুনাথ-কৃতসেতুবন্ধং দিদৃক্ষমাণানাং বয়স্যানাং প্রীত্যৈ বানরাচিতৈ স্তৈরেব সরোবর-মধ্যে সেতুনির্মাণং তথা শ্রীমধুপুর্য্যাং জন্মস্থান-পশ্চিমভাগে চ। তথা প্লবঙ্গবৎ বানর ইব প্লবনে উল্লম্ফনে উদ্ধত চঞ্চল (৬১) ॥ **১৬৫—১৬৯** ॥

ইতি চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথ গোচারণ-মিষেণ বৃন্দাবনক্রীড়াদিকং বর্ণয়িতুমারভতে—পঞ্চবর্ষাতিক্রমে পৌগণ্ডস্য আগমঃ প্রাপ্তি র্যস্য, অতএব গোপজাতি-স্বধর্মত্বেন গাঃ পালয়তি চারয়তীতি গোপাল। তথা সর্বত্র প্রসর্পণেন বৃন্দাবিপিনস্য মঙ্গলকৃৎ। তদেবাহ বৃন্দাবনেতি (১-৪)। 'অহো অমী দেববরামরার্চিত' মিত্যাদিনা (৫-৮) স্তবেন সম্মানিতঃ নিজাগ্রজো বলরামো যেন। বৃন্দাবনস্য গুণানাং কথনচ্ছলেন দত্তো 'ধন্যেয়মদ্য ধরণী'ত্যাদিনা শ্রীবলরামকর্তৃক প্রসাদরূপো মহাবরো যেন (৮)। বৃন্দাবনং প্রতি অতিপ্রীত স্বক্রীড়োপকরণসদ্ভাবাৎ। তথা নানাবিধরতিষু বিচক্ষণ সুনিপুণ। সাধারণদিনগতলীলাং বর্ণয়তি—হে ভৃঙ্গাণামনুকৃদিতি গানমাধুর্য্যমভিপ্রেতম্। এবঞ্চ কূজেন মধুরশব্দেন নির্জিতঃ পরাভূতঃ কোকিলঃ যেন। উপাত্তং গৃহীতং হংসস্যেব গমনং যেন, তথা শিখিনঃ ময়ূরস্য নৃত্যস্যানুকারক। প্রতিধ্বানেন প্রতিশব্দেন প্রকৃষ্টরূপেণানন্দিত। শাখাসু কূর্দনে উল্লম্ফনে বিচক্ষণ। নামভিঃ আকারিতং আহূতং গোবৃন্দং যেন (৯-১২)। রজ্জুরেব যজ্ঞোপ-

পুষ্পপল্লব-তল্লাঢ্য গোপোৎসঙ্গোপবর্হণ।
গোপসংবাহিতপদ গোপব্যজন-বীজিত ॥ ১৭৫ ॥
গোপগান-সুখস্বপ্ন জিতৈশ্য-গ্রাম্যচেষ্টিত।
রমা-লালিত-পাদাব্জাঙ্কিত-বৃন্দাবন-স্থল ॥ ১৭৬ ॥

নমঃ ৫২ ॥

জয় শ্রীদামসুবল-স্তোককৃষ্ণৈকবান্ধব!
বৃষাল-বৃষভৌজস্বি-দেবপ্রস্থ-বয়স্য হে ॥ ১৭৭ ॥
বরূথপার্জ্জুনসখ ভদ্রসেনাংশু-বল্লভ।
তালীবনকৃতক্রীড় বল-পাতিত-ধেনুক ॥ ১৭৮ ॥

বীতং তদ্ বিভর্ত্তি ধারয়তীতি তাদৃশ। নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং তেন যা লীলা ক্রীড়া তয়া সম্যক্ হৃষ্ট। ক্বচিদ্ বলভদ্রস্য শ্রমং পাদসম্বাহনাদ্যৈঃ অপনোদতি নাশয়তীতি তাদৃক্ (১৪)। গোপানাং প্রশংসাসু নিপুণ (১৫)। বৃক্ষচ্ছায়াসু হৃতঃ বিনষ্টঃ শ্রমো যস্য। পুষ্পৈঃ পল্লবৈশ্চ যস্তল্পঃ তস্মিন্নাঢ্য শায়িত ইত্যর্থঃ। গোপস্য উৎসঙ্গঃ ক্রোড়মেব উপবর্হণমুপধানং যস্য (১৬)। গোপৈঃ সংবাহিতৌ পদৌ যস্য তথা গোপৈ র্ব্যজনৈ র্বীজিত (১৭)। গোপানাং গানৈঃ সুখস্বপ্নঃ সুনিদ্রা যস্য (১৮)। জিতং গোপালৈঃ সাকমেতাদৃশং লীলাবিনোদং কুর্বতা ন্যক্কৃতং অন্তর্নিগীর্ণং বা ঐশ্যং ভগবত্তা-প্রাকট্যং যেন। অথচ গ্রাম্যবৎ গ্রাম্যৈ র্বন্ধুভিঃ সমং কশ্চিদ্ গ্রাম্যো বন্ধুরিব চেষ্টিতং মহাপ্রণয়ময়-নিজব্যবহারাদিকং যস্য। তথা রময়া স্বাবির্ভাবান্তরে শ্রিয়া লালিতে সংবাহিতে যে চরণ-কমলে তাভ্যামঙ্কিতং চিহ্নিতং বৃন্দাবনস্থলং যেন (১৯) ॥ ১৭০—১৭৬ ॥

অথ তালীবনক্রীড়া-রাসভাসুরবধাদিকমাহ—জয়েতি। প্রিয়বয়স্যেষু শ্রীদাম্নঃ প্রবরত্বাৎ প্রথমকীর্ত্তনং; প্রিয়নর্ম্ম-বয়স্যেষু মুখ্যত্বাৎ প্রথমং সুবল-নামগ্রহণং; স্তোককৃষ্ণেতি প্রিয়সখগণে পঠিতমপি প্রাঙ্ নির্দ্দেশস্য হেতু রয়মেবানুমন্যতে—বালস্যাস্য রূপং কৃষ্ণমনুগচ্ছদেব বর্ত্ততে, তস্মান্নামাপি তমনুগমিষ্যত্বৎপ্রণয়বিশেষায় সম্পৎস্যত ইতি বল-প্রাচুর্য্যাদিনা চ সর্বথৈব কৃষ্ণসাহায়কত্বাদিতি বোদ্ধব্যং। বৃষাল (অন্যত্র বিশালেতি পাঠঃ)-বৃষভৌজস্বিদেবপ্রস্থবরূথপাঃ এতে কনিষ্ঠকল্পাঃ প্রীতিগন্ধিনা সখ্যেন সম্বন্ধাঃ

উত্তাল-তাল-রাজীভিদ্ রাসভাসুর-নাশন।
গোপবৃন্দ-স্তবানন্দিন্ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ১৭৯ ॥

নমঃ ৪৩ ॥

গোপীসৌভাগ্য-সংভাব্যং গোধূলিচ্ছুরিতালকং।
অলকাবদ্ধ-সুমনঃশিখণ্ডং রুচিরেক্ষণং ॥ ১৮০ ॥
সব্রীড়হাস-বিনয়কটাক্ষাক্ষেপ-সুন্দরং।
গোপী-লোভনবেশং ত্বাং বন্দে গোপীরতিপ্রদং ॥ ১৮১ ॥
জয়াম্বা-কারিতস্নান পুণ্ডরীকাবতংসক।
মুক্তাহার-লসৎকণ্ঠ করকঙ্কণ-সুন্দর ॥ ১৮২ ॥

সেবাসৌখ্যৈকরাগিণশ্চ। অর্জ্জুনস্তু প্রিয়নর্ম বয়স্যঃ আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তো ভাববিশেষবাংশ্চ। ভদ্রসেনাংশ্ প্রিয়সখগণে পঠিতৌ বিবিধকেলিভি স্তথা নিযুদ্ধদণ্ডযুদ্ধাদ্যৈঃ কৌতুকৈশ্চ সেবাকৃতৌ মন্তব্যৌ (২০)। অন্যৎ স্পষ্টম। তালীবনে কৃতা ক্রীড়া যেন (২৭)। বলদেবেন নিপাতিতঃ ধেনুকো যৎ প্রযুক্তেন। উত্তালাঃ উত্তুঙ্গাঃ তালরাজীঃ তালফলানি ভিনত্তি পাতয়তীতি তথাভূত (২৮) রাসভাসুরং বলেন বলদেবেন নাশয়তীতি তাদৃক্ (৩০-৩২) গোপবৃন্দস্য স্তবেন আনন্দো যস্য। তথা পুণ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনে যস্য। অনেন সর্ব্বসদ্গুণকর্মাদি-মাহাত্ম্যং সূচিতং। যদ্বা—পুণ্যে ধন্যে শ্রবণে কর্ণৌ যত স্তথাভূতং কীর্ত্তনং বেণুগানং যস্য। অনেন ব্রজবাসিনাং শ্রোত্রাকর্ষকত্বং ধ্বনিতম্ (৪১) ॥ **১৭৭—১৭৯** ॥

অথ গোপীনাং প্রেমবিবর্দ্ধকত্বেন স্তৌতি—গোপীনাং মনঃপ্রাণ-হারকত্বেন সৌভাগ্যতয়া সংভাব্যং চিন্তনীয়ং বহুমতং বা ত্বাং বন্দে অভি-বাদনপূর্বকং স্তৌমীত্যন্বয়ঃ। উদ্দীপকবেশাদিকং বর্ণয়তি—গোধূলিভিঃ ছুরিতা রঞ্জিতা অলকাঃ কুটিলকুন্তলা যস্য তং। অলকেষু ভঙ্গীযুতকেশেষু আবদ্ধঃ সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ রচিতঃ শিখণ্ড শ্চূড়া যস্য তং যদ্বা অলকেষু আবদ্ধানি সুমনাংসি পুষ্পাণি চ শিখণ্ডানি ময়ূরপিচ্ছানি চ যস্য তং। রুচিরে মনোজ্ঞে ঈক্ষণে নয়নে যস্য তং। ব্রীড়য়া লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানঃ হাসশ্চ বিনয়শ্চ কটাক্ষপাতশ্চ তেন সুন্দরং (৪২)। অতএব গোপীনাং লোভনীয়ো বেশো যস্য তাদৃশং তথা গোপীভ্যঃ রতিঃ সুরতং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তথাবিধং ত্বাং বন্দে (৪৩) অথ জননীকৃতসেবাদিকমাহ—অম্বয়া যশোদয়া

মঞ্জুশিঞ্জিত-মঞ্জীর স্বর্ণালঙ্কার-ভূষণ।
দিব্যস্রগ্ গন্ধবাসোভৃজ্জনন্ত্যপহৃতান্নভুক্ ॥ ১৮৩ ॥
বিলাস-ললিত-স্মের গর্বলীলাবলোকন।
সুখপল্যঙ্ক-সংবিষ্ট রাধা-সংলাপ-নির্বৃত ॥ ১৮৪ ॥

নমঃ ৪৪ ॥

যমুনাতটসঞ্চারিন্ কালিয়হ্রদতীরগ।
নম স্তেঽতিসুধাদৃষ্টে বিষার্ত্ত-ব্রজজীবন ॥ ১৮৫ ॥
অতিবিস্মিত-গোপাল-কুলানুমিতচেষ্টিত।
জয় স্বজন-রক্ষার্থ-নিগূঢ়ৈশ্বর্য্যদর্শক ॥ ১৮৬ ॥

নমঃ ৪৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

কারিতং স্নানং যস্য ; পুণ্ডরীকং শ্বেতপদ্মমেব অবতংসং শিরোভূষণং কর্ণভূষণং বা যস্য। মুক্তাহারেণ শোভিতং কণ্ঠং যস্য। করয়োঃ কঙ্কণাভ্যাং সুন্দর। মঞ্জু মনোজ্ঞং শিঞ্জিতং ধ্বনি র্যয়োঃ তথাবিধৌ মঞ্জীরৌ নূপুরৌ যস্য। স্বর্ণখচিতালঙ্কারা এব ভূষণানি যস্য। দিব্যানি মাল্যগন্ধবস্ত্রানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি তাদৃক্ (৪৪-৪৫)। জনন্যা উপহৃতমন্নং ভুঙ্ক্তে ইতি তথাবিধ। বিলাসেন ভাবি-বিলাসচিন্তয়েত্যর্থঃ ললিতং সুন্দরং চ স্মেরমীষদ্ধাস্যযুক্তং চ গর্বেণ যৌবনাবির্ভাবসূচকেন মদেন লীলয়া চাবলোকনং নিরীক্ষণং যস্য। সুখেন সখিদাস্যাদিকৃতোপস্থৃত-তাম্বূলসমর্পণ-চামরান্দোলন-পদসম্বাহন-নর্ম-গোষ্ঠী-গীতবাদ্যাদিনা বিবিধ-প্রকারেণ সুখং পল্যঙ্কে সংবিষ্ট (৪৬)। এবঞ্চ রাধায়াঃ তৎসম্বন্ধিনঃ ইত্যর্থঃ সংলাপেন কেনচিৎ প্রিয়তমসখেন সহ মিথঃ প্রেমালাপেন নির্বৃত পরমানন্দিন্ (৪৬) ॥ **১৮০—১৮৪** ॥

অথ কালিয়দমনলীলামনুস্মৃত্যাহ—যমুনাতটে সঞ্চারিন্! কালিয়হ্রদস্য তীরে গমনকৃৎ। প্রেমাতুরভক্তানামৌৎকণ্ঠ্যবৈয়গ্র্যাদি-নিরাকরণায়াহ—অতিসুধা পরমামৃতবর্ষিণী দৃষ্টি র্যস্য তথাভূত, অতএব বিষার্ত্তং ব্রজং ব্রজ-বাসিসমূহমিত্যর্থঃ জীবয়তীতি তাদৃক্ (৫০)। অতিশয়বিস্মিতাঃ যে গোপালাঃ সখায় স্তেষাং কুলেনানুমিতং তদনুগ্রহাদিরূপং চেষ্টিতং কর্ম্ম যস্য (৫১)। তথা স্বজনানাং বন্ধুপ্রভৃতীনাং রক্ষায়ৈ নিগূঢ়ং সুগুপ্তং যথা

তুঙ্গনীপ-সমারূঢ়ং সর্পহ্রদ-বিহারিণং।
কালিয়ক্রোধজনকং ক্রুদ্ধাহিকুল-বেষ্টিতং ॥ ১৮৭ ॥
মোহমগ্ন-সুহৃদ্‌বর্গং সাশ্রুগোকুল-বীক্ষিতং।
মহোৎপাত-সমুদ্বিগ্নব্রজান্বিষ্টগতিং ভজে ॥ ১৮৮ ॥
পদচিহ্নাপ্তমার্গং ত্বাং মৃতপ্রায়-স্ববান্ধবং।
রামরক্ষিত-নন্দাদি-মুমূর্ষু ব্রজ-শোচিতং ॥ ১৮৯ ॥

নমঃ ৪৬ ॥

নম স্তে স্বীয়-দুঃখঘ্ন সর্পক্রীড়া-বিশারদ।
কালিয়াহি-ফণারঙ্গ-নট কালিয়মর্দন ॥ ১৯০ ॥
কালীয়-ফণমাণিক্য-রঞ্জিত-শ্রীপদাম্বুজ।
নিজগন্ধর্ব-সিদ্ধাদি-গীতবাদ্যাদি-নর্ত্তিত ॥ ১৯১ ॥

স্যাত্তথা ঐশ্বর্যং দর্শয়তীতি হে তথাভূত জয় এতল্লীলাদিকং মদ্‌হৃদি আবিষ্কুরু (৫২) ॥ **১৮৫—১৮৬** ॥

ইতি পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কালিয়-দমনলীলাং প্রস্তৌতি—তুঙ্গনীপে অত্যুচ্চকদম্ববৃক্ষে সমারূঢ়ং, সর্পস্য হ্রদে বিহার-কারিণং (৬) অতঃ কালিয়স্য ক্রোধজনকং তথা ক্রুদ্ধানাং অহীনাং সর্পাণাং কুলেন বেষ্টিতং (৯), মোহে মগ্নাঃ সুহৃদাং বর্গাঃ যস্য তং (১০) অশ্রুণা সহ বর্ত্তমানেন গোসমূহেন বীক্ষিতং দৃষ্টং (১১)। অথ মহোৎপাতৈঃ দিবি ভুবি আত্মনি চ ত্রিবিধৈঃ আসন্নভয়সূচকৈঃ সম্যগুদ্বিগ্নং যদ্ ব্রজমণ্ডলং তেনান্বিষ্টা সমভিলষিতা গতির্যস্য তাদৃশং (১৩-১৪) পদচিহ্নৈঃ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদ্যৈঃ আপ্তঃ গৃহীতো মার্গঃ পন্থাঃ যস্য তং (১৭-১৮)। মৃতপ্রায়াঃ স্ববান্ধবা যস্য তং (১৯-২১)। ততো বলরামেণ রক্ষিতো নন্দঃ আদির্যস্য এবম্ভূতো যো মরণোন্মুখব্রজবাসিগণ স্তেন শোচিতং (২২) ত্বাং ভজে ॥ **১৮৭—১৮৯** ॥

অথ কালিয়মস্তকনৃত্যাদিকমাহ—স্বীয়ানাং পিত্রাদীনাং স্বস্য কৃতে যদ্দুঃখং তৎ হন্তি নাশয়তীতি তথাভূত (২৩)। সর্পক্রীড়াসু বিশারদ সুনিপুণ (২৫)। কালিয়সর্পস্য ফণা এব রঙ্গমঞ্চ স্তস্মিন্ নট নর্ত্তক। এবঞ্চ কালিয়ং মর্দ্দয়তীতি তাদৃক্। তথা কালিয়স্য ফণেষু যানি মাণি-

পাদাম্বুজ-বিমর্দ্দাতিনমিতাহীন্দ্র-মস্তক।
রক্তোদ্গারি-বিভিন্নাঙ্গ-দীন-কালিয়-সংস্মৃত ॥ ১৯২ ॥

নমঃ ৪৭ ॥

নাগপত্নী-স্তুতি-প্রীত হিতার্থোচিতদণ্ডকৃৎ।
ক্রোধপ্রসাদ-গাম্ভীর্য্য মহাপুণ্যৈকতোষ্য হে ॥ ১৯৩ ॥
নিরুপাধি-কৃপাকারিন্ সর্প-স্ত্রীপ্রার্থ্যদায়ক।
সর্বার্থত্যাগি-ভক্তার্থ্য-স্বাঙ্ঘ্রি রেখাচিতোরগ ॥ ১৯৪ ॥
অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যমহিমন্নানাজীবস্বভাব-সৃক্।
নানাক্রীড়নক-ক্রীড়িন্ স্বপ্রজাগঃক্ষমোচিত ॥ ১৯৫ ॥

ক্যানি তৈঃ রঞ্জিতে শোভিতে শ্রীচরণকমলে যস্য (২৬) নিজাঃ শ্রীগরুড়াদয়ঃ পার্ষদাঃ গন্ধর্বাদয়শ্চ স্বর্গ্যাঃ তথা সিদ্ধচারণাদয়শ্চ এতৈঃ সহ সঙ্গীতবাদ্যাদ্যৈঃ উপকরণৈ র্নর্ত্তিতং নৃত্যং যস্য (২৭)। পাদাম্বুজস্য বিশেষমর্দনেন অতিনমিতানি অহীন্দ্রস্য সর্পরাজস্য মস্তকানি যেন (২৮-২৯) রক্তোদ্গারীণি বিভিন্নানি মুখাদীনি অঙ্গানি যস্য তাদৃশেন দীনেন কালিয়েন সম্যক্ স্মৃত (৩০) ॥ **১৯০—১৯২** ॥

অথ নাগপত্নীস্তুতিপ্রসাদাদিকং বর্ণয়তি—নাগপত্নীনাং স্তুতিভিঃ প্রীত। স্তুতিমাহ—জগতঃ হিতায় এব কৃতাপরাধে জন উচিতং ন্যায্যং দণ্ডং দমনং করোতীতি তাদৃশ (৩৩)। ক্রোধ এব প্রসাদস্য অনুগ্রহস্য গাম্ভীর্য্যং যস্য; অসতাং কল্মষাপহং দণ্ডমকৃত্বা অমুষ্য সর্পশরীরং খলু ভগবতোঽনুগ্রহে নিমিত্তে তথা তস্য ক্রোধো জাতিগতোঽপি প্রসাদায়ৈব সমপদ্যত, স্বক্রীড়ায়ৈ যোজিত্বাৎ, ভোগপরিবেষ্টন-স্বীকারাৎ তথা ফণেষু ক্রোধেনোন্নম্যমাণেষু পরমহর্ষেণ নৃত্যাচরণাচ্চ (৩৪)। মহাপুণ্যৈরেব কেবলং তোষণীয় (৩৫)। নিরুপাধিঃ অহৈতুকী যা কৃপা তাং করোতীতি তথাভূত (৩৬-৩৭)। সর্পস্ত্রীভিঃ নাগপত্নীভি র্যৎ প্রার্থ্যং পতিজীবনং তদ্দাতুং ক্ষম। সর্বাভিলাষত্যাগিভিরেব ভক্তৈঃ প্রার্থনীয়া যাঃ স্বচরণরেখা স্তাভিঃ আচিতঃ চিহ্নিতঃ উরগঃ সর্পঃ যেন (৩৮)। অচিন্ত্যা ঐশ্বর্য্যস্য মহিমানঃ যস্য (৩৯-৪৮)। নানাবিধানাং জীবানাং স্বভাবান্ সৃজতীতি তথাবিধ। নানাভিঃ ক্রীড়নকৈঃ খেলনকৃৎ চ (৪৯-৫০)। অতঃ স্বস্য প্রজানাং লোকানাং আগসঃ অপরাধস্য ক্ষমায়ামুচিত সহন ইত্যর্থঃ (৫১)। নাগস্ত্রীণাং পতিমেব ভিক্ষাং দদাতীতি

নাগস্ত্রী-পতিভিক্ষাদ জয় কালিয়-ভাষিত।
অগ্রাহ্য-স্পৃষ্টতুষ্টাগোঽযোগ্যমোহিত-নিগ্রহ ॥ ১৯৬ ॥
স্বাঙ্কমুদ্রাঙ্কিতাহীন্দ্র-মূর্দ্ধন্ কালিয়শাসন।
পূর্বস্থানাপিতাহীন্দ্র সুপর্ণজ-ভয়াপহৃৎ ॥ ১৯৭ ॥
নাগোপায়ন-হৃষ্টাত্মন্ কালিয়াতিপ্রসাদিত।
যমুনাহ্রদ-সংশোধিন্ হ্রদোৎসারিত-কালিয় ॥ ১৯৮ ॥

নমঃ ৪৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

স্ববল্যশন-কালীয়-দর্পমর্দনবাহন।
সৌভর্য্যুক্তি-স্বকাগম্য-সর্পাবাস-হ্রদোদ্ধর ॥ ১৯৯

তথাবিধ (৫২)। অথ কালিয়স্তবাদিকমাহ—কালিয়েন ভাষিত স্তুত ত্বং জয় সর্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরু। অগ্রাহ্যমসদ্‌গ্রহেণ সমাযুক্তঞ্চ স্পৃষ্টং চ তুষ্টং আগঃ-পাপমপরাধো বা যেন (৫৬-৫৭) অতএব অযোগ্যঃ মোহিতানাং নিগ্রহো যস্মিন্ (৫৮-৫৯)। স্বস্যাঙ্কমুদ্রয়া পদলাঞ্ছনেন চিহ্নিতঃ অহীন্দ্রস্য মূর্দ্ধা যেন (৬৩)। 'নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্পে'ত্যাদিনা কালিয়ে শাসনমাদেশো যস্য (৬০)। পূর্বস্থানং রমণকদ্বীপমাহিতঃ স্থাপিতঃ অহীন্দ্রো যেন তথা সুপর্ণাদ্ গরুড়াজ্জাতং যদ্ ভয়ং তদপহরতীতি তাদৃশ (৬৩)। নাগস্য দিব্যাম্বরাদিভি রুপহারৈঃ হৃষ্টাত্মন্ (৬৫।৬৬)। কালিয়ে অতিপ্রসাদিতং মহাপ্রসাদো যস্য (৬৬) এবং যমুনায়া হ্রদস্য সম্যক্ শোধনকৃৎ তথা হ্রদাৎ উৎসারিতঃ দূরীকৃতঃ কালিয়ো যেন তথাভূত (৬৭) ॥ **১৯৩—১৯৮** ॥

ইতি ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথ কালিয়স্য রমণকত্যাগবৃত্তান্তমাহ—স্বস্য [গরুড়স্যেতি ভাবঃ] বলিঃ উপহার এবাশনং ভোজনং যস্য এতাদৃশস্য কালিয়স্য দর্পং বিষবীর্য্যমদং মর্দয়তি নাশয়তীতি তথাভূতো বাহনঃ গরুড়ো যস্য (২-৮)। গরুড়াগম্যত্বে কালিয়হ্রদস্য হেতুমাহ—সৌভরি-নামকস্য ঋষেঃ উক্ত্যা "অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি। সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহমিতি" (১১) বাক্যেন স্বকস্য স্বীয়বাহনস্যাগম্যঃ যঃ সর্পাবাসঃ হ্রদ স্তস্য উদ্ধারকৃৎ বিষ-নির্মুক্তকারিন্নিত্যর্থঃ (১২) হ্রদাদ্ বিনিষ্ক্রান্তঃ সন্ কালিয়েন উপহৃতে

দিব্যস্রগ্ গন্ধবস্ত্রাঢ্য দিব্যাভরণভূষিত।
মহামণি-গণাকীর্ণ ব্রজজীবনদর্শন ॥ ২০০ ॥
সহাস-শ্রী-বলাশ্লিষ্ট গোপালিঙ্গন-নির্বৃত।
প্রসীদ পীতদাবাগ্নে স্বজনার্ত্তি-বিনাশন ॥ ২০১ ॥

নমঃ ৪৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

কাকপক্ষধর শ্রীমদ্বসন্তিত-নিদাঘ হে।
নয়নাচ্ছাদনক্রীড় রাজলীলানুকারক ॥ ২০২ ॥
মৃগাদিচেষ্টা-ক্রীড়াকৃদ্দোলা-নৌকা-বিনোদক।
নানালৌকিক-লীলাভৃন্নানা-স্থান-বিহারকৃৎ ॥ ২০৩ ॥

দিব্যৈঃ পরমমনোজ্ঞৈঃ মাল্যগন্ধবস্ত্রৈঃ আঢ্য সম্পন্ন তথা দিব্যৈ রাভরণৈ ভূষিত। মহামণিগণৈঃ আকীর্ণ ব্যাপ্তদেহ (১৩)। ব্রজস্থ তদ্বাসিনঃ জীবনমেব দর্শনং যস্থ তথা হাসেন সহ শ্রীবলদেবেন আশ্লিষ্ট আলিঙ্গিত। এবং গোপৈঃ আলিঙ্গনে নির্বৃত পরমানন্দিন্ (১৪)। অথ দবাগ্নিপানমাহ—পীতঃ দাবাগ্নি র্যেন (২১-২৫) অতঃ হে স্বজনানামার্ত্তিবিনাশকৃৎ ময়ি প্রসীদ মম বিরহজাতং দাবাগ্নিং ভবদ্দর্শনামৃতেন নির্বাপয়েত্যর্থঃ ॥ **১৯৯—২০১** ॥

ইতি সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রীষ্মে বসন্তগুণসমাবেশনাদিলীলাং বর্ণয়তি—কাকপক্ষং কেশগুম্ফিতবেণীত্রয়ং ধরতীতি তথাভূত (১২) শ্রীমাংশ্চাসৌ বসন্তিতশ্চেতি কর্মধারয়ঃ সর্বশোভাসমৃদ্ধিযুক্ত-বসন্তগুণলক্ষিতঃ নিদাঘঃ গ্রীষ্মঃ যস্থ (৩-৭)। ক্রীড়াবিশেষমাহ—আগমিষ্যতো নামকথনায় নয়নাচ্ছাদনেন ক্রীড়া খেলা যস্থ (১৪)। [গিরিশিলা-সিংহাসনাসন-কৌসুমচ্ছত্র-চামরাদি-পরিচ্ছদত্ব-পাত্রপুরঃসরত্বাদিময্যাঃ] রাজলীলায়া অনুকৃৎ (১৫)। মৃগাদীনাং পশুপক্ষিণাং চেষ্টাভিঃ গতিভঙ্গ্যাদিভিঃ ক্রীড়াঃ করোতীতি (১৪)। দোলয়া হিন্দোলনেন নৌকয়া চ বিনোদা যস্থ (১৫)। বিবিধাঃ লৌকিকাঃ লোকপ্রসিদ্ধাঃ লীলাঃ বিভ্রতি করোতীতি তথাভূত। নন্ত্যদ্রিকুঞ্জ-কানন-সরোবরাদিষু নানাস্থানেষু

ক্রীড়াসংপ্রাপ্তভাণ্ডীর জয় ভাণ্ডীর-মণ্ডন।
গোপরূপি-প্রলম্বজ্ঞ দ্বন্দ্বক্রীড়াপ্রবর্ত্তক ॥ ২০৪ ॥
বাহ্যবাহক-কেলীমন্ জয় শ্রীদামবাহক।
বল-পাতিত-দুর্দ্ধর্ষ-প্রলম্ব বল-বৎসল ॥ ২০৫ ॥

নমঃ ৫০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

জয় মুঞ্জাটবীভ্রষ্টমার্গ-পশ্বার্ত্তিনাশক।
দাবাগ্নিভীত-গোপালদৃঙ্‌নিমীলন-দেশক ॥ ২০৬ ॥
মুঞ্জাটব্যাগ্নিশমন পীতোল্বণদবানল।
ভাণ্ডীরাপিত-গো-গোপ যোগাধীশ নমোঽস্তু তে ॥ ২০৭ ॥

নমঃ ৫১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

বিহারান্ করোতীতি তাদৃক্ (১৬)। ক্রীড়াক্রমেণ সংপ্রাপ্তঃ ভাণ্ডীর-বটঃ যেন। ভাণ্ডীরং মণ্ডয়তি স্বশোভয়া বিলাসাদি-সম্পাদনেন চ ভূষয়তীতি (১৯-২১) হে তথাভূত জয় ক্রীড়াং কুর্বন্ স্বদ্বেষ্টারমসুরং বিনাশয়। তদেবাহ—গোপরূপিণং প্রলম্বাসুরং জানাতীতি তাদৃশ! অতএব দ্বন্দ্বশঃ ক্রীড়ায়াঃ প্রবর্ত্তক তথা বাহ্যবাহকতয়া কেলী অস্যেতি অস্ত্যর্থে মতুপ্ (২৩)। তত্র পরাজিতঃ সন্ শ্রীদামানং বহতীতি হে তাদৃশ জয় স্বেঙ্গিতক্রমেণ কপটগোপং প্রলম্বং মারয়। তদেবাহ—বলেন পাতিতঃ দুর্দ্ধর্ষঃ মহাবিক্রান্তঃ প্রলম্বঃ যৎপ্রয়োজকেন (২৭-২৯)। বলঃ বলদেবঃ বৎসলঃ স্নিগ্ধঃ যস্মিন্ হে তাদৃশ ॥ ২০২—২০৫ ॥

ইতি অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ মুঞ্জাটবীদাহশমনলীলাং বিবৃণোতি—মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গাণাং পশূনাম্ আর্ত্তেঃ বিষাদস্য নাশকৃৎ, জয় লীলাবিনোদমাবিষ্কুরু (২-৬); তমেবাহ দাবাগ্নিতঃ ভীতানাং গোপালানাং দৃশোঃ নিমীলন-বিষয়ে উপদেশং করোতীতি তাদৃশ (৮-১১)। মুঞ্জাটব্যাঃ অগ্নেঃ শমনমুপশমঃ যস্মাৎ। কথমিতি চেত্তদাহ—পীতঃ উল্বণঃ প্রজ্জ্বলন্ দাবাগ্নি র্যেন (১২)। ভাণ্ডীর-

প্রাবৃট্‌শ্রীভূষিতারণ্য বৃষ্টিকাল-বিনোদকৃৎ।
গুহা-বনস্পতি-ক্রোড়সেবিন্ মূলফলাশন ॥ ২০৮ ॥
পাষাণ-ন্যস্ত-দধ্যন্নভুগ্ বর্ষাহর্ষিতব্রজ।
শাদ্বলাশন-বর্ষাশ্রী-সম্মানক নমোঽস্তু তে ॥ ২০৯ ॥
হে শরন্নির্মলব্যোমচারুকান্তে! প্রসীদ মে।
শরচ্চন্দ্র-লসদ্বক্ত্র কৃত-গোপীমহাস্মর ॥ ২১০ ॥

নমঃ ৫২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শরদ্বিহার-মধুর শরৎপুষ্প-বিভূষণ।
কর্ণিকারাবতংসং ত্বাং নটবেশধরং ভজে ॥ ২১১ ॥

বনমাপিতাঃ প্রাপিতাঃ গাবঃ গোপাশ্চ যেন (১৩)। নন্বু তাদৃশাগ্নিঃ সুকোমলমুখেন কথং পীতঃ? তত্রাহ যোগাধীশ—দুর্বিতর্ক্যৈশ্বর্য্য-বিশেষৈক-স্বামিন্, অতএব তচ্ছক্ত্যা পানকগণ্ডূষতামিব যাতো দাবানলঃ। (১২।১৪) ॥ ২০৬—২০৭ ॥

ইত্যেকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ প্রাবৃট্‌শরৎক্রীড়াং বর্ণয়তি—প্রাবৃষঃ বর্ষাকালস্য শোভাসমৃদ্ধ্যা ভূষিতমরণ্যং যেন (৩-২৪)। বৃষ্টিকালে বিনোদান্ করোতীতি তাদৃক্ (২৫-২৭)। গুহাঞ্চ বনস্পতি-ক্রোড়ঞ্চ সেবত ইতি শীলার্থে ণিন্। মূলানি চ ফলানি চ আহারো যস্য (২৮)। পাষাণে শিলায়াং ন্যস্তং দধ্যন্নং ভুঙ্‌ক্তে ইতি তথাবিধ (২৯)। বর্ষাভিঃ হর্ষিতং ব্রজং তত্রত্যজীববৃন্দং যেন। শাদ্বলং হরিতৃণমেব অশনং আহারো যেষাং তান্ বৃষাদীন্ তথা বর্ষাণাং শ্রিয়ং সৌন্দর্য্যাদিকঞ্চ বীক্ষ্য তান্ বহুমন্যতে ইত্যর্থঃ (৩০-৩১)। হে তথাবিধ তুভ্যং মে নমঃ অস্তু। অথ শরৎকালবিনোদমাহ—শরদঃ নির্মলং মেঘনির্মুক্তং ব্যোম আকাশ ইব চারু র্মনোজ্ঞা কান্তি র্যস্য। হে শরচ্চন্দ্র ইব সুন্দরং বদনং যস্য হে কৃতঃ প্রাপিতঃ গোপীষু মহাস্মরঃ যেন হে তথাভূত! ময়ি প্রসন্নাভব ॥ ২০৮—২১০ ॥

ইতি বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শরৎকালীনক্রীড়াবিশেষং বর্ণয়তি—শরদি বিহারে মধুরঃ পরমরমণীয়।

বিন্যস্ত-বদনাম্ভোজ-লোচন-প্রান্তনর্ত্তক।
বিম্বাধরার্পিতোদারবেণো জয় সুগায়ন ॥ ২১২ ॥
নমো বক্রাবলোকায় ত্রিভঙ্গ-ললিতায় তে।
বেণুমোহিত-বিশ্বায় গোপিকোদ্গীত-কীর্ত্তয়ে ॥ ২১৩ ॥

নমঃ ৫৩ ॥

চক্ষুঃসাফল্য-সম্পাদি-শ্রীমদ্বক্ত্রাব্জ-বীক্ষণ।
নানামালা-লসদ্বেশ গোপালসভ-শোভন ॥ ২১৪ ॥
সদাতিপুণ্যবদ্বেণু-পীয়মানাধরামৃত।
বৃন্দাবনাতিকীর্ত্তিশ্রীপ্রদ-পদাব্জলক্ষণ ॥ ২১৫ ॥
অপূর্বমুরলীগীতনাদ-নর্ত্তিত-বর্হিণ।
শাখোৎকীর্ণ-শকুন্তৌঘ সর্বপ্রাণিমনোহর ॥ ২১৬ ॥

শরৎকালীনৈঃ পুষ্পৈরেব বিভূষণং যস্য। কর্ণিকারং অবতংসঃ কর্ণভূষা যস্য তাদৃশং তথা নটবরবেশধরং ত্বাং ভজে আশ্রয়ামি। বিন্যস্তে বদন-কমলে যে নেত্রে তয়োঃ প্রান্তভাগং নর্ত্তয়তি অপাঙ্গভঙ্গীং করোতীত্যর্থঃ। বিম্বাধরে অর্পিতঃ উদারঃ মহামোহনঃ বেণুর্যস্য যেন বা। হে সুষ্ঠু গায়ন ত্বং জয়, বেণুবাদনেন গোপীঃ আকৃষ্য তাভিঃ রমস্ব। অতএব বক্রমব-লোকনং দৃষ্টির্যস্য তাদৃশায় অথচ চরণ-কটিগ্রীবাসু ত্রিভির্ভঙ্গৈর্বক্রিমভিঃ ললিতায় মনোমদায়, বেণুনা মোহিতং বিশ্বং যেন তথাবিধায়, অতো গোপীভিরুচ্চস্বরেণ গীতা কীর্ত্তিঃ যস্য তস্মৈ তুভ্যং নমঃ (১-৬) ॥ ২১১—২১৩ ॥

অথ বেণুগীতমাহ—চক্ষুষোঃ সাফল্যং সম্পাদয়তি বিদধাতীতি তাদৃশং শ্রীমৎ শোভাসমৃদ্ধিশীলং বক্ত্রাব্জস্য বদনকমলস্য বীক্ষণং দর্শনং যস্য (৭)। চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জাদীনাং বহুভির্মাল্যৈর্লসন্ শোভমানো বেশো যস্য। এবঞ্চ গোপালগোষ্ঠীমধ্যে শোভন বিরাজমান (৮)। সদা অতি-পুণ্যবতা বেণুনা পীয়মানং [আভীক্ষ্ণ্যে ক্রিয়াসাতত্যে শানচ্] অধরামৃতং যস্য (৯)। বৃন্দাবনস্য মহতীং কীর্ত্তিঞ্চ শ্রিয়ং শোভাসমৃদ্ধিঞ্চ প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তথাবিধং পদাব্জয়োশ্চরণকমলয়োঃ লক্ষণং চিহ্নং যস্য। তথা অপূর্বায়া পরমচমৎকারময্যা মুরল্যা নিনাদস্তেন যদ্বা অপূর্বো যো মুরল্যাঃ

বিস্মারিত-তৃণগ্রাস-মৃগীকুল-বিলোভিত।
সুশীলরূপসঙ্গীত-দেবীগণ-বিমোহন ॥ ২১৭ ॥
গাঢ়রোদিত-গোবৃন্দ প্রেমোৎকর্ণিত-তর্ণক।
নির্ব্যাপারীকৃতাশেষ-মুনিতুল্যবিহঙ্গম ॥ ২১৮ ॥
গীতস্তব্ধসরিৎপূর চ্ছত্রায়িত-বলাহক।
পুলিন্দীপ্রেমকৃদ্ঘাসলগ্নপাদাব্জ-কুঙ্কুম ॥ ২১৯ ॥
হরিসেবকবর্য্যত্বসম্পদ্-গোবর্দ্ধনার্চিত।
স্বপ্রেমপরমানন্দ-চিত্রায়িত-চরাচর ॥ ২২০ ॥
রাগপল্লবিতস্থাণো গীতানমিতপাদপ।
গোপাল-বিলসদ্বেশ গোপীমার-বিবর্দ্ধন ॥ ২২১ ॥

গীতনাদঃ তেন নর্ত্তিতাঃ বর্হিণঃ ময়ূরাঃ যেন। 'ময়ূরো বর্হিণো বর্হী নীলকণ্ঠো ভুজঙ্গধৃগিত্যমরঃ।' শাখাসু উৎকীর্ণা চিত্রাপিতা ইবান্যব্যাপার-বিরহিতাঃ শকুন্তানাং পক্ষিণাম্ ওঘাঃ সমূহা যস্য কৃতে ইতি শেষঃ। অতঃ সর্বেষামেব প্রাণিনাং মনো হরতীতি তাদৃশ (১০)। কিঞ্চ বিস্মারিতঃ তৃণগ্রাসঃ যাসাং তাদৃশীনাং মৃগীণাং কুলস্য বিশিষ্টরূপৈঃ প্রণয়াবলোকাদ্যৈঃ লোভিত ঈপ্সিত বস্তু ইত্যর্থঃ (১১)। সুষ্ঠু অর্থাৎ বনিতোৎসবদায়কং যৎ শীলং চরিত্রং রূপং সৌন্দর্য্যলাবণ্যাদিকং তথা সঙ্গীতঞ্চ—তৈঃ দেবীনাং গণং বিমোহয়তি, কামোদ্রেকেণ বিগতনীব্যঃ করোতীতি ভাবঃ (১২) গাঢ়ং নির্ভরং যথা স্যাত্তথা রোদিতানি গবাং বৃন্দানি যেন। তথা প্রেম্না উৎকর্ণিতাঃ উৎ-কণ্ঠয়োর্দ্ধীকারিত-কর্ণা স্তর্ণকা বৎসা যেন। এতেন তেষাং মহাপ্রেমাবির্ভাবঃ সংসূচ্যতেতরাং (১৩)। নির্ব্যাপারীকৃতাঃ অর্থাৎ নিমীলিতদৃশঃ বিগতান্য-বাচশ্চ বিহঙ্গমা যেন (১৪)। গীতেন বেণুনাদেন স্তব্ধাঃ সরিতাং নদীনাং প্রবাহা যেন (১৫)। আতপ-নিবারণায় ছত্রবদাচরিতো বলাহকো মেঘো যস্মিন্ (১৬)। পুলিন্দীনাং শবরকন্যানাং প্রেমকৃৎ চ ঘাসেষু লগ্নং চ পদ-কমলস্য কুঙ্কুমং যস্য (১৭)। হরিসেবকবর্য্যত্বায় হরিদাসবর্য্যত্ব-সুসিদ্ধয়ে পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলাদিকা সম্পৎ যস্য তাদৃশেন গোবর্দ্ধনেনার্চ্চিত (১৮)। স্বস্য প্রেম্নঃ যঃ পরমানন্দ স্তেন চিত্রায়িতং চিত্রিতবদাচরিতং চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বিশ্বং যেন। তদেব বিশদয়তি—রাগেণ প্রেম্না পল্লবিতাঃ পুলকাঙ্কুরভরিতাঃ ইত্যর্থঃ স্থাণবঃ নিঃশাখবৃক্ষা যেন। গীতেন

অশেষজঙ্গম-স্থাণু-স্বভাব-পরিবর্ত্তক।
আর্দ্রীকৃত-শিলাকাষ্ঠ নির্জীবোজ্জীবনাব নঃ ॥ ২২২ ॥

নমঃ ৫৪ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গোপকন্যাব্রতপ্রীত প্রসীদ বরদেশ্বর।
জলক্রীড়া-সমাশক্ত-গোপীবস্ত্রাপহারক ॥ ২২৩ ॥
কদম্বারূঢ় বন্দে ত্বাং চিত্রনর্ম্মোক্তিকোবিদ।
গোপীস্তববিলুব্ধাত্মন্ গোপিকা-যাচিতাংশুক ॥ ২২৪ ॥
স্রোতোবাসঃস্ফুরদ্‌গোপকন্যাকর্ষণ-লালস।
শীতার্ত্তযমুনোত্তীর্ণ-গোপীভাব-প্রসাদিত ॥ ২২৫ ॥

বেণুধ্বনিনা আ সম্যক্ নমিতাঃ প্রণামায় ন্যক্‌কারিতাঃ পাদপা বৃক্ষা যেন। তথা গোপালস্য গোরক্ষকস্য নির্যোগপাশাদিনা বিলসন্ শোভমানো বেশো যস্য। এবঞ্চ গোপীনাং মারং কামং বিশেষেণ বর্দ্ধয়তীতি তথাবিধ। ইত্থম্ অশেষাণাং গতিমতাং স্থাণূনাং স্থিতিমতাঞ্চ স্বভাবস্য গতিস্থিতিরূপস্য পরিবর্ত্তনং বিপর্য্যয়ং করোতীতি তাদৃক্। তথা আর্দ্রীকৃতা শিলা চ কাষ্ঠং চ যেন। নির্জীবান্ চেতনাশূন্যানপি উৎ সুষ্ঠু জীবয়তি প্রেমদানেন প্রাণীয়-তীতি তথাভূত হে! নঃ অস্মান্ অব স্বলীলাস্মারণেন স্বসেবাসৌখ্য-সম্প্র-দানেন বা পরিপালয় (১৯) ॥ ২১৪—২২২ ॥

ইত্যেকবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ হেমন্তে গোপীনাং কাত্যায়নীব্রতাদিকং বর্ণয়তি—গোপকন্যানাং ব্রতেন কাত্যায়ণীপূজয়া প্রীত, হে বরদানামীশ্বর—সর্বশ্রেষ্ঠ-প্রেমবরদায়িন্নি-ত্যর্থঃ ময়ি প্রসীদ। জলক্রীড়াসু সম্যগাশক্তানাং গোপীনাং বস্ত্রানাং চোর (৭-৯) হে কদম্বারূঢ় ত্বাং বন্দে। চিত্রাঃ যা নর্ম্মোক্তয় পরিহাসবাচ স্তাসু কোবিদ পণ্ডিত (১০।১১)। গোপীনাং স্তবেন 'মানয়ং ভোঃ কৃথা স্ত্বাং তু নন্দগোপসুতং প্রিয়'মিত্যাদিনা বিলুব্ধঃ আত্মা যস্য। গোপীভিঃ যাচিতমংশুকং বাসো যস্মৈ (১৪-১৫)। স্রোত এব বাসো যাসামর্থাৎ নগ্নানাং চ স্ফুরন্তীনাং শোভমানানাঞ্চ গোপকন্যানাং আকর্ষণে লালসা যস্য (১৬)। ততঃ শীতার্ত্তাশ্চ যমুনায়াঃ উত্তীর্ণাশ্চ যা গোপ্য স্তাসাং ভাবেন প্রসাদিত সন্তোষিত অথ স্কন্ধদেশে আরোপিতানি স্থাপিতানি গোপস্ত্রীণাং বাসাংসি

স্কন্ধারোপিত-গোপস্ত্রী-বস্ত্র সস্মিতভাষণ।
গোপীনমস্ক্রিয়াদেষ্ট গোপ্যেক-করবন্দিত ॥ ২২৬ ॥
গোপ্যঞ্জলি-বিশেষার্থিন্ গোপকন্যা-নমস্কৃত।
গোপীবস্ত্রদ হে গোপীকামিতাকামিতপ্রদ ॥ ২২৭ ॥
গোপীচিত্তমহাচোর গোপকন্যাভুজঙ্গম।
দেহি স্বগোপিকা-দাস্যং গোপীভাব-বিমোহিত ॥ ২২৮ ॥

নমঃ ৫৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবন-দূরস্থবিপ্রা-ভাবাভিকর্ষিত।
আতপত্রায়িতাশেষতরুদর্শনহর্ষিত ॥ ২২৯ ॥
পরোপকারনিরত-তরুজন্মাভিনন্দক।
যমুনামৃতসংতৃপ্ত গো-গোপ-গণসেবিত ॥ ২৩০ ॥

নমঃ ৫৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যেন তথা স্মিতেন সহ ভাষণং বাক্যং যস্য (১৮)। গোপীনাং নমস্ক্রিয়ায়ৈ আদেশকৃৎ (১৯)। গোপীভিঃ একেন করেণ বন্দিত নমস্কৃত। তদা গোপীনামঞ্জলিবিশেষং হস্তদ্বয়কৃত-নমস্কারমর্থয়তি যাচতে ইতি তাদৃক্। ততো গোপকন্যাভিঃ অঞ্জলিং বদ্ধাভি র্নমস্কৃত (২০)। অতঃপরং গোপীনাং বস্ত্রাণি দদাতীতি তাদৃক্ (২১)। গোপীভ্যঃ কামিতং বাঞ্ছিতং ব্রতপূর্ত্তিঞ্চ অকামিতং স্বসঙ্গাদি বাঞ্ছাতীতঞ্চ সর্বং প্রকৃষ্টভাবেন দত্তে ইতি তাদৃশ (২৫-২৭)। হে গোপীনাঞ্চিত্তানাং মহাচোর (২৩), ন কেবলং তৎ গোপকন্যানাং ভুজঙ্গমাপি কামবিষোদ্গারিন্ বিটনায়ক ইতি ভাবঃ। গোপীনাং ভাবেন নিষ্কৈতব-প্রেমমাধুর্য্যেণ বিশেষেণ মোহিত হে! স্বগোপিকানাং দাস্যং মে দেহি ॥ **২২৩—২২৮** ॥

অথ যজ্ঞপত্নীষু প্রসাদং বর্ণয়িষ্যন্নাদৌ যজ্ঞবাট-গতি-প্রভৃতিকমাহ— শ্রীবৃন্দাবনাদ্ দূরস্থিতা যা বিপ্রা যজ্ঞপত্ন্য স্তাসাং ভাবেন অভিতঃ সম্যক্-প্রকারেণ কর্ষিত। তথা আতপত্রায়িতাঃ ছত্রায়িতা যে অশেষা স্তরবঃ বৃক্ষা স্তেষাং দর্শনেন হর্ষিত। পরোপকারায় নিরতানাং তরূণাং জন্মনঃ

যজ্ঞপত্নীপ্রসাদার্থ-গোপক্ষুদতিবর্দ্ধন।
ক্ষুধার্ত্তগোপবাগ্ ব্যগ্র জয় যজ্বান্নযাচক ॥ ২৩১ ॥
তুষ্প্রজ্ঞ-যজ্বাবজ্ঞাত ভক্তবিপ্রা-দিদৃক্ষিত।
ব্রাহ্মণ্যাকর্ষকোদন্ত যজ্ঞপত্নীমনোহর ॥ ২৩২ ॥
ব্রাহ্মণীতাপভিচ্চিত্রবেশাবস্থানভূষণ।
জয় দ্বিজসতী-শ্লাঘিন্ যজ্ঞপত্নীষ্টদাস্যক ॥ ২৩৩ ॥
ব্রাহ্মণীকাকুসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণীপ্রেমভক্তিদ।
পতিরুদ্ধ-সতীসদ্যোবিমুক্তিদ নমোঽস্তু তে ॥ ২৩৪ ॥
যজমানীবিতীর্ণান্নতৃপ্ত বিপ্রানুতাপদ।
স্বীয়সঙ্গ-দ্বিজজ্ঞানপ্রদ ব্রহ্মণ্যদেব হে ॥ ২৩৫ ॥

নমঃ ৫৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রশংসাকৃৎ (৩২-৩৫)। যমুনায়া অমৃতেন জলেন সম্যক্ গোগোপৈঃ সাকং তৃপ্ত (৩৭)। এবঞ্চ গবাং গোপানাঞ্চ গণেন সেবিত জুষ্ট (৩৭-৩৮)॥ ২২৯—২৩০ ॥

ইতি দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ যজ্ঞপত্নীপ্রসাদাদি বর্ণয়তি—যজ্ঞপত্নীনাং প্রসাদায়ৈব গোপানাং ক্ষুধং নিরতিশয়ং বর্দ্ধয়তীতি তথাভূত (১)। অতঃ ক্ষুধয়ার্ত্তানাং গোপালানাং বাক্যেন ব্যগ্র চঞ্চল। হে যজ্বনামন্নং যাচক জয় সর্বসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিকমাবিষ্কৃত্য তা আত্মসাৎ কুরু (২-৮)। তুষ্প্রজ্ঞৈঃ তুর্বুদ্ধিভিঃ বিচারহীনৈর্যজ্বভিঃ হোতৃভিঃ মনুষ্যবুদ্ধ্যা অবজ্ঞাত (৯-১১)। তদা ভক্তাভি র্বিপ্রাভিঃ অন্নায় বালকৈ র্নিবেদিতাভি র্দিদৃক্ষিত দর্শনায় ঈপ্সিত (১৫-১৮)। ব্রাহ্মণীনামাকর্ষণশীলঃ উদন্তঃ বার্ত্তা যস্য (১৮) যজ্ঞপত্নীনাং তৎকথয়া মনোহরতীতি তাদৃশ (১৮)। ব্রাহ্মণীনাং স্ববিরহজং তাপং ভিনত্তি নাশয়তীতি তথাভূত (২৩)। চিত্রঃ বেশঃ অবস্থানং ভূষণঞ্চ যস্য (২১-২২)। দ্বিজসতীনাং কাকুভিঃ সন্তুষ্ট (২৯-৩০)। ব্রাহ্মণীভ্যঃ প্রেমভক্তিং দদাতীতি তাদৃক্ ৩১-৩২)। হে পত্যা রুদ্ধা যা সতী তস্যাঃ সদ্য স্তৎক্ষণাদেব বিমুক্তিদানকৃৎ তুভ্যং নমঃ অস্তু (৩৪)। অথ যজমানীভি র্বিতীর্ণেন প্রদত্তেনান্নেন তৃপ্ত

জয় বাসব-যাগজ্ঞ পিতৃপৃষ্টমখার্থক ।
শ্রুততাতোক্ত-যজ্ঞার্থ কর্মবাদাবতারক ॥ ২৩৬ ॥
নানাপন্ন্যায়বাদৌঘ-শক্রযাগ-নিবারক ।
গোবর্দ্ধনাদ্রি-গোযজ্ঞ-প্রবর্ত্তক নমোঽস্তু তে ॥ ২৩৭ ॥
প্রোক্তাদ্রি-গো-মখবিধে যজ্ঞদত্তোপহারভুক্ ।
গোপবিশ্বাসনার্থাদ্রিচ্ছলস্থূলান্যরূপধৃক্ ॥ ২৩৮ ॥
গোবর্দ্ধন-শিরোরত্ন গোবর্দ্ধন-মহত্ত্বদ ।
কৃতভূষাশনাভীর-কারিতাদ্রি-পরিক্রম ॥ ২৩৯ ॥

নমঃ ৫৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(৩৫) তথা বিপ্রেভ্যঃ অনুতাপং দদাতীতি তাদৃশ (৩৭-৪০)। স্বীয়ানাং ব্রাহ্মণীনাং সঙ্গতঃ দ্বিজেভ্যঃ জ্ঞানং স্বস্বরূপাত্মকং বোধং প্রদদাতীতি। হে ব্রহ্মণ্য বিপ্রদেবতপোভ্যো হিতকারিন্ দেব লীলা-বিনোদিন্ ॥ **২৩১-২৩৫ ॥**

ইতি ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অথেন্দ্রমখভঙ্গলীলামারভতে—বাসবস্যেন্দ্রস্য যাগং তৎসম্বন্ধিনং ব্যাপার-জাতং জানাতীতি হে তথাভূত (১) জয় স্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদিকমাবিষ্কৃত্য লীলা-বিনোদং কুরুষ্ব। তথাপি পিত্রে পৃষ্টঃ মখস্য যাগস্যার্থঃ প্রয়োজনং যেন (২-৭)। শ্রুতঃ তাতেন পিত্রা উক্তঃ যজ্ঞস্য অর্থঃ কারণং যেন (৮-১১)। ‘কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব বিলীয়তে’ ইত্যাদিনা কর্মবাদস্য অবতারং রচনং করোতীতি তথাবিধ (১৩-১৮)। নানাবিধেনাপন্যায়স্য বাদৌঘেন শক্রস্যেন্দ্রস্য যাগং নিবারয়তীতি তাদৃক্ (১৯-২৩)। গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ গবাঞ্চ যজ্ঞস্য পূজায়াঃ প্রবর্ত্তনকৃৎ। তে নমঃ (২৫)। প্রোক্তাঃ অদ্রেঃ গিরি-রাজস্য গবাঞ্চ মখস্য পূজায়া বিধয়ঃ যেন (২৬-৩০)। অথ যজ্ঞায় দত্তানুপ-হারান্ ভুঙ্ক্তে ইতি তাদৃশ। অতঃ গোপানাং বিশ্বাসনায় অদ্রে গিরীন্দ্রস্য ছলেন স্থূলং বৃহত্তরঞ্চ অন্যরূপং ধর্জতি প্রাপ্নোতীতি তথাভূত (৩৫) হে গোবর্দ্ধনস্য শিরোরত্ন তত্র বিরাজমানত্বাৎ। গোবর্দ্ধনায় মহত্ত্বং দদাতীতি। তথা কৃতা ভূষা যৈঃ স্বলঙ্কৃতত্বাৎ গোপানাং, তথা কৃতানি উপহৃতানি

জনিতেন্দ্ররুষং শক্রমদবৃষ্টি-শমোন্মুখং।
গোবর্দ্ধনাচলোদ্ধর্ত্ত স্ত্বাং বন্দেঽদ্ভুতবিক্রমং ॥ ২৪০ ॥
লীলাগোবর্দ্ধনধর ব্রজরক্ষাপরায়ণ।
ভুজানন্তোপরিন্যস্ত-ক্ষ্মানিভক্ষ্মাভৃদুত্তম ॥ ২৪১ ॥
গোবর্দ্ধনচ্ছত্রদণ্ডভুজার্গল মহাবল।
সপ্তাহ-বিধৃতাদ্রীন্দ্র মেঘবাহন-গর্বভিৎ ॥ ২৪২ ॥
সপ্তাহৈকপদস্থায়িন্ ব্রজক্ষুত্তৃড়্নুদীক্ষণ।
জয় ভগ্নেন্দ্রসংকল্প মহাবর্ষ-নিবারণ ॥ ২৪৩ ॥
স্বস্থান-স্থাপিতগিরে গোপীদধ্যক্ষতার্চিত।
দেবতা-সুমনোবৃষ্টিসিক্ত বাসব-ভীষণ ॥ ২৪৪ ॥

নমঃ ৫৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অশনানি ভোজ্যাদীনি যৈ স্তথাবিধৈঃ আভীরৈঃ কারিতা অদ্রেঃ গিরিরাজস্য পরিক্রমা প্রদক্ষিণং যেন (৩৩।৩৪) ॥ **২৩৬—২৩৯** ॥

ইতি চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ গোবর্দ্ধনধারণলীলাং বর্ণয়তি—হে গোবর্দ্ধনপর্বতস্য উদ্ধারকৃৎ! ত্বাং বন্দে স্তৌমি। তং বিশিনষ্টি—জনিতা ইন্দ্রস্য রুট্ যেন তং (১-৭)। শক্রস্য মদাৎ গর্ব্বাৎ যা বৃষ্টিঃ তস্যাঃ শমে শান্তিবিষয়ে উন্মুখং উদ্যুক্তং (৮-১৬)। অতএব গোবর্দ্ধনধারণরূপঃ অদ্ভুতঃ বিস্ময়করঃ বিক্রমো যস্য তথাবিধং। লীলয়া লীলাখ্যশক্ত্যা অতোঽক্লেশেন গোবর্দ্ধনং ধরতীতি তাদৃশ (১৭)। ব্রজস্য রক্ষাবিধৌ পরায়ণ একান্তচিত্ত (১৮)। অনন্ত-দেবস্যোপরি ন্যস্তা অর্পিতা যা ক্ষ্মা পৃথ্বী তত্তুল্যঃ একেনৈব ভুজেন ন্যস্তঃ ধৃতঃ ক্ষ্মাভৃতাং গিরীণামুত্তমঃ গোবর্দ্ধনো যেন (১৯)। গোবর্দ্ধন এব ছত্রং তস্য দণ্ডঃ লগুড় ইব ভুজার্গলং যস্য অতএব হে মহাবল। সপ্তাহং ব্যাপ্য বিধৃতঃ অদ্রীন্দ্রঃ গিরিরাজো যেন (২৩)। তেন চ মেঘবাহনস্য ইন্দ্রস্য গর্বং ভিনত্তি দূরীকরোতীতি তথাভূত (২৪)। সপ্তাহং ব্যাপ্য একেন পদা স্থায়িন্ দণ্ডায়মান। ব্রজস্য ব্রজবাসিগণস্য ক্ষুধঞ্চ তৃষং পিপাসাঞ্চ নুদতি নাশয়তীতি তাদৃশমীক্ষণং দৃষ্টিপাতো যস্য (২৩)। ভগ্নঃ ইন্দ্রস্য সংকল্পো

জয়াদ্ভুতমহাচেষ্টা-বিস্মিতব্রজশঙ্কিত।
গোপানুপৃষ্টজনক গোপোদ্গীতাখিলেহিত ॥ ২৪৫ ॥
নন্দোক্তগর্গসদ্বাক্য-গোপাশঙ্কা-নিরাসক।
গোষ্ঠ-রক্ষক মাং রক্ষ গোপালানন্দ-বর্দ্ধন ॥ ২৪৬ ॥

স্নমঃ ৬০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভীতলজ্জিতদেবেশ-কিরীটস্পৃষ্টপাদ হে।
বাসবস্তুত সর্বজ্ঞ জিতমায়াস্তদূষণ ॥ ২৪৭ ॥
ধর্মপাল খলধ্বংসিন্ তুষ্টমানঘ্ন-চেষ্টিত।
স্বীয়াপরাধক্ষমণ শরণাগতবৎসল ॥ ২৪৮ ॥

যেন,অতো মহাবর্ষস্য নিবারক (২৪) স্বস্য স্থানে স্থাপিতো গিরি র্যেন (২৮)। গোপীভি র্দধ্যক্ষতাদ্যৈঃ পূজিত (২৯) দেবতাভিঃ সুমনসাং পুষ্পাণাং বৃষ্টিভিঃ সিক্ত (৩১) অথচ বাসবস্য ইন্দ্রস্য ভয়প্রদ ॥ ২৪০—২৪৪ ॥

ইতি পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ নন্দগোপসম্বাদং বিবৃণোতি—অদ্ভুতাভিঃ আশ্চর্য্যজনিকাভিঃ মহতীভিঃ চেষ্টাভিঃ বিস্মিতেন ব্রজবাসিগণেন শঙ্কিত (১-১৪)। গোপৈঃ অনুপৃষ্টঃ জনকো যস্য। গোপৈঃ উদ্গীতানি ব্যক্তীকৃতানি নিখিলানি ঈহিতানি লীলাদীনি যস্য (৩-১৪)। নন্দেন উক্তং যৎ গর্গস্য সদ্বাক্যং 'বর্ণা স্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' (১৬) ইত্যাদিকং 'তৎকর্মসু ন বিস্ময়' ইত্যন্তঞ্চ তেন গোপানামাশঙ্কায়াঃ নিরসনকৃৎ (২৪) হে গোষ্ঠস্য রক্ষক, হে গোপালানামানন্দবর্দ্ধক মাং রক্ষ স্বলীলাপ্রদর্শনেন স্বীকুরু ॥ ২৪৫—২৪৬ ॥

ইতি ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ গোবিন্দাভিষেকলীলাদিকমাহ—ভীতঃ লজ্জিতশ্চ যো দেবেশ ইন্দ্র স্তস্য কিরীটেন স্পৃষ্টৌ পাদৌ যস্য (২)। বাসবেন স্তুত (৪-১৩) স্তবমেবাহ—হে সর্বজ্ঞ! জিতা মায়া যেন, মায়াতীতত্বাৎ। অতঃ অস্তং ধ্বস্তং মায়া-

শক্রশিক্ষক শক্রত্ব-প্রদ হে সুরভীড়িত।
সুরভী-প্রার্থিতেন্দ্রত্ব শ্রীগোবিন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ২৪৯ ॥
কামধেনুপয়ঃপূরাভিষিক্তামরপূজিত।
ঐরাবত-করানীত-বিয়দ্‌গঙ্গাজলাপ্লুত ॥ ২৫০ ॥
গোগোপ-গোপিকানন্দিন্ সর্বলোক-শুভঙ্কর।
হর্ষপূরিতদেবেন্দ্র জগদানন্দবর্দ্ধন ॥ ২৫১ ॥

নমঃ ৬৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রসীদ মে পয়োমগ্ন-নন্দান্বেষিন্ পিতৃপ্রিয়।
বরুণালয়-সংপ্রাপ্ত বরুণাভীষ্টদর্শন ॥ ২৫২ ॥

ক্তং গুণময়ং দূষণং দোষঃ যস্মাৎ যেন বা (৪)। ধর্ম্মং পালয়তীতি, তথা খলানাং ধ্বংসং করোতীতি তথাভূত (৫)। দুষ্টানাং মাদৃশানাং মাননাশকং চেষ্টিতং যস্য (৬)। স্বীয়স্যানুচরস্য অপরাধান্ ক্ষমতে ইতি তাদৃক্ (৮)। শরণাগতানাং আশ্রিতানাং প্রতি বৎসল স্নেহপর (১৩)। শক্রস্যেন্দ্রস্য শিক্ষক (১৫-১৬)। শক্রত্বং প্রদদাতীতি (১৭)। অথ সুরভ্যা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ ! মহাযোগিন্নি'ত্যাদি বাক্যেন ঈড়িত স্তুত (১৯-২০)। সুরভ্যা প্রার্থিতমিন্দ্রত্বং যস্মৈ (২১)। অথ কৃষ্ণমভিষিচ্য তদা নামকরণং শ্রীগোবিন্দেতি, গাঃ পশূন্ গাং স্বর্গং বা ইন্দ্রত্বেন বিন্দতীতি গাঃ সর্বভক্তেন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষকত্বেন বিন্দতীতি বা নিরুক্তিশ্চ। তুভ্যং মে নমঃ অস্তু (২৩)। কামধেনুঃ সুরভি স্তস্যাঃ পয়সাং পূরৈঃ প্রবাহৈঃ অভিষিক্ত, অমরৈঃ পূজিত। তথা ঐরাবতস্য করেণ কৃত্বা রত্নকুম্ভাদিদ্বারা আনীতৈঃ আকাশ-গঙ্গায়া জলৈ রাপ্লুত (২২)। এতেন চ গবাং গোপানাং গোপিকানাঞ্চ আনন্দদাতঃ। সর্বলোকানাঞ্চ শুভঙ্কর (২৫-২৭)। হর্ষেণ পূরিতো দেবেন্দ্রঃ যেন তথা জগতামানন্দং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ ॥ ২৪৭—২৫১ ॥

ইতি সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ বরুণালয়াৎ নন্দানয়নমাহ—হে পয়সি জলে মগ্নস্য নন্দস্য অন্বেষণ-কৃৎ ময়ি প্রসীদ ভবসমুদ্রে নিমগ্নং মাং সমুদ্ধরেত্যর্থঃ। হে পিতা এব প্রিয়ো যস্য যদ্বা পিতুঃ প্রিয় ! অতঃ বরুণালয়ং সংপ্রাপ্ত সমুপস্থিত (৩)। বরুণেনা-

বরুণার্চিতপাদাব্জ বরুণাতিপ্রসাদিত।
বরুণাগঃক্ষমাকারিন্ নন্দবন্ধ-বিমোচন ॥ ২৫৩ ॥
নন্দশ্রাবিত-মাহাত্ম্য গোপজ্ঞানাতিবৈভব।
গোপসংকল্পবিজ্ঞাতঃ করুণাকুলমানস ॥ ২৫৪ ॥
স্বলোকালোকসংহৃষ্ট-গোপবর্গার্থবর্গদ।
ব্রহ্মহ্রদোদ্ধৃতাভীরাভীষ্টব্রহ্মপদপ্রদ ॥ ২৫৫ ॥

নমঃ ৬২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে হৃষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

জয় জয় নিজপাদাম্ভোজসংপ্রেমদায়িন্
রসিকজন-মনোহৃদ্ রাসলীলা-বিনোদিন্।

ভীষ্টং দর্শনং যস্য (৪)। বরুণেনার্চিতে পাদকমলে যস্য (৪)। বরুণেন নিরতিশয়ং প্রসাদিত স্তুত্যাদিনা সন্তোষিত (৫-৭) বরুণস্য আগসঃ অপরাধস্য ক্ষমাকৃৎ। নন্দস্য বন্ধং বিমোচয়তীতি তাদৃক। নন্দেন গোপেভ্যঃ শ্রাবিতং মাহাত্ম্যং যস্য (১০) গোপানাং জ্ঞানস্য বৈভবং সীমানমতিক্রান্তো বর্ত্তমান। গোপানাং সংকল্পং বিশেষেণ জানাতীতি তথাবিধ। অতঃ করুণয়া আকুলং মানসং যস্য। তথা স্বস্য লোকস্য গোলোকস্যেত্যর্থঃ আলোকেন দর্শনেন সম্যক্ হৃষ্টা যে গোপানাং বর্গাঃ সমূহা স্তেভ্যঃ অর্থবর্গং পুরুষার্থচতুষ্টয়ং দদাতীতি তাদৃক্। অতো ব্রহ্মহ্রদে নীত্বা তত্র প্রথমতঃ মগ্নাঃ পশ্চাৎ স্বেন উদ্ধৃতা যে আভীরা গোপা স্তেভ্যোঽভীষ্টং ব্রহ্মপদং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তথাবিধ ॥ **২৫২—২৫৫** ॥

ইত্যষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

তস্মৈ চৈতন্যদেবায় নমো ভগবতে মুহুঃ।
জড়ং নর্ত্তয়তে যোঽয়ং হাসয়ন্ বহুধা বুধান্ ॥

অথ রাসপঞ্চাধ্যায়ী-প্রারম্ভে শ্লোকমাহ—জয়েতি। জয় রাসবিলাসে পরমোৎকর্ষমাবিষ্কৃত্য গোপীভিঃ রমস্ব। আদরে বীপ্সা, অস্যা লীলায়া পরমোৎকর্ষখ্যাপনায় বা। নিজচরণকমলয়োঃ অত্যুত্তমোজ্জ্বলরসাশ্রিত-প্রেমদায়ক। [অনেন প্রেমমাধুর্য্যমুক্তং]। রসিকজনানামেব মনোহরা যা রাসলীলা তাভিঃ বিনোদকৃৎ। [অনেন লীলামাধুর্য্যম্]। বিবৃতং

বিবৃতমধুরকৈশোরাতিলীলাপ্রভাব-
প্রিয়জনবশবর্ত্তিন্ ব্যক্ত-সত্যস্বভাব ॥ ২৫৬ ॥
ত্যক্তাত্মরামতামায় তুচ্ছীকৃতনিজাগম।
ভক্তপ্রার্থ্যনিজপ্রেমধারাদানার্থরাসকৃৎ ॥ ২৫৭ ॥
শরন্নিশা-বিহারোৎক চন্দ্রোদয়রতাশয়।
গোপী-বিমোহনোদ্গীত পরমাকর্ষ-পণ্ডিত ॥ ২৫৮ ॥
অনাদৃতনিষেধৌঘী-কৃতগোপসতীগণ।
ত্যক্তসর্ব্বক্রিয়াপেক্ষ-গোপস্ত্রীপ্রাপ্তসঙ্গম ॥ ২৫৯ ॥

নমঃ ৬৩ ॥

ব্যাকৃতং যৎ মধুরং কৈশোরং নবতারুণ্যং [এতেন রূপমাধুর্য্যং] তেনাত্যধিকঃ লীলায়াঃ বিলাসস্য প্রভাবো মাধুর্য্যাতিরেকো যস্য [এতেন বেণুমাধুর্য্যাদিকং সর্বমায়াতং]। প্রিয়জনানাং প্রেয়সীনাং বশীভূত [এতেন ধীরললিতনায়কত্বং ব্যঞ্জিতং]। অতো ব্যক্তঃ পরিস্ফুটশ্চ সত্যঃ নিত্যো যথার্থশ্চ স্বভাবো যস্য। যদুক্তং ভক্তিরসামৃতে—'গোবিন্দে প্রকটং ধীরললিত্বং প্রদৃশ্যতে।' ইতি ; যদ্বা ব্যক্তঃ প্রকটীকৃতঃ সত্যায় 'যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ' ইতি প্রতিশ্রুত-বাক্যরক্ষায়ৈ স্বভাবো যেন ॥ ২৫৬ ॥

ত্যক্তা আত্মরামতায়াঃ মায়া দন্তঃ (মানং সীমা ইত্যর্থো বা) যেন, ভগবত্তাবিষ্কারাৎ পরদারবিনোদনাদ্ বা। যদ্বা ত্যক্তা আত্মারামতা চ মায়া আবরণাত্মিকা কাপট্যং চ যেন ; ইদানীং রাসপ্রসঙ্গে তয়ো র্নাবশ্যকতা কিন্তু নিজপদাব্জ-প্রেমসম্পদ্‌বিস্তার এব। যদ্বা ত্যক্তা আত্মরামতা যয়া যদাশ্রয়েণ এবম্ভূতা মায়া যোগমায়া যস্য বশে ইতি শেষঃ, যোগমায়ামুপাশ্রিতত্বাৎ। অতএব তুচ্ছীকৃতা নিজস্য আগমাঃ শাস্ত্রাণি যেন আপাতদৃষ্ট্যা ধর্ম্মসেতূনাং বক্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্বাভিরক্ষিতৃত্বেঽপি প্রতীপাচরণাৎ। সর্বদোষং নিরাকুর্বন্নাহ—ভক্তানাং প্রার্থনীয়া যা স্বকীয়া প্রেমধারা তস্যা দানায়ৈব রাসং রসসমূহানাং সম্ভোগং করোতীতি তথাবিধ ॥ ২৫৭ ॥

শরৎকালীয়-নিশাসু বিহারায় উৎকণ্ঠিত (১)। রাকাচন্দ্রস্যোদয়ে রতৌ বিহারায় আশয়োঽভিপ্রায়ো যস্য। গোপীনাং বিশেষরূপেণ মোহনায় উদ্গীতং কলগানং যস্য (৩)। অতঃ তাসাং পরমাকর্ষণে পণ্ডিত সুনিপুণ

প্রসীদ ভর্তৃসংরুদ্ধগোপী-প্রেমাগ্নি-বর্দ্ধন।
স্বকামোন্মত্তগোপস্ত্রী-দেহবন্ধ-বিমোচন ॥ ২৬০ ॥
শুকক্রোধোক্তি-নির্ণীত-মহামহিম-সাগর।
ক্রোধাদিভজমানার্থপ্রদ-স্মরণ মাং স্মর ॥ ২৬১ ॥

নমঃ ৬৪ ॥

গোপিকানয়নাস্বাদ্য গোপীবঞ্চনবাক্‌পটো।
গোপীমিষ্টোক্তিশুশ্রূষা-স্বধর্মভয়দর্শক ॥ ২৬২ ॥
গোপীমহাধি-বিস্তারিন্ গোপীরোদন-বর্দ্ধন।
গোপ্যর্থিতাঙ্গসংসর্গ গোপীকাকূক্তি-নির্বৃত ॥ ২৬৩ ॥

(৪-৭)। অনাদৃতাঃ পত্যাদিভিঃ কৃতা নিষেধা যেন স চ ওঘীকৃতঃ মণ্ডলীকৃতশ্চ গোপানাং সতীগণঃ যেন যৎপ্রযোজকেন (৮)। তাসামভিসার-প্রকারমাহ—ত্যক্তাঃ সর্বা দোহন-পরিবেষণ-শুশ্রূষাদয়ঃ ক্রিয়াশ্চ শিশুপতি-গুরুজনাদীনামপেক্ষাশ্চ যাসাং তাদৃশীনাং গোপীনাং প্রাপ্তো লব্ধঃ সঙ্গমঃ যেন (৮) ॥ ২৫৮—২৫৯ ॥

অথান্তর্গৃহনিরুদ্ধানাং গোপীনাং বিরহ-বৈক্লব্যাদিকং বিবৃণোতি—ভর্ত্তৃভিঃ সম্যক্ রুদ্ধানাং গোপীনাং প্রেমাগ্নিং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃক্ (১০)। স্বস্য কামেন উন্মত্তানাং গোপস্ত্রীণাং দেহবন্ধং বিমোচয়তীতি তথাভূত। আসাং গুণময়দেহমোচন-প্রসঙ্গাৎ রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ—ননু যথা পতিপুত্রাদীনাং বস্তুতো ব্রহ্মত্বেঽপি ন তদ্‌ভজনান্মোক্ষ স্তথাবুদ্ধ্যভাবাৎ, এবং কৃষ্ণেঽপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ কথং মোক্ষহেতুরিতি? শ্রীশুকস্য ক্রোধেন সহ যা উক্তিরুত্তর স্তয়া নির্ণীতো নিরূপিতো মহামহিম্নাং সাগরো যস্য (১৩-১৬)। ক্রোধাদিনা [কামভয়স্নেহপ্রভৃতীনামপি গ্রহণম্] ভজমানানাং পুরুষার্থদায়কং স্মরণং যস্য (১৫), হে তথাভূত! মাং স্মর, ত্বয়ৈব স্মরণে কৃতে মদ্‌ভজনং সেৎস্যতীতি ভাবঃ ॥ ২৬০—২৬১ ॥

অথ পরিহাসরসাদিকং বর্ণয়তি—গোপিকাভিঃ কর্ত্রীভিঃ নয়নদ্বারৈঃ আস্বাদ্য, গোপীনাং বঞ্চনায় বাচি বাগ্‌বিন্যাসে সুপেশল (১৮-২৩)। গোপানাং মিষ্টোক্তীনাং পরিহাসগর্ভাবহিত্থামূলকবচনানাং শ্রবণেচ্ছয়া স্বধর্ম্মাদ্ ভয়ং দর্শয়তীতি তথাভূত (২৪-২৬)। গোপীনাং মহাধিং দুরত্যয়-মনঃপীড়াং বিস্তারয়তীতি তাদৃক্ (২৮) গোপীনাং রোদনস্য বর্দ্ধনকৃৎ

অবহিত্থা-পরিত্যক্ত প্রোদ্যন্মানস-বিক্রিয়।
ধূর্ত্তাগ্রগণ্য মাং পাহি কামমুগ্ধ স্মিতানন ॥ ২৬৪ ॥
ব্যক্তস্বভাব-মধুর স্মরলোলিত-লোচন।
গোপীমনোহরাপাঙ্গ গোপিকা-শতযূথপ ॥ ২৬৫ ॥
বৈজয়ন্তীস্রগাকল্প শরচ্চন্দ্রনিভানন।
যমুনা-পুলিনাসীন গোপীরমণ পাহি মাং ॥ ২৬৬ ॥
জিতমন্মথ তন্ত্রজ্ঞ গোপীমান-বিবর্দ্ধন।
গোপিকাতিপ্রসাদার্থকৃতান্তর্ধান-বিভ্রম ॥ ২৬৭ ॥

নমঃ ৬৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(২৯) গোপীভি র্থিতঃ যাচিতঃ অঙ্গসংসর্গো যস্য (৩১-৪১)। গোপীনাং কাকূক্তিভিঃ বিনয়-পাটব-বিজৃম্ভিতবাক্যৈ র্নির্বৃত পরমসুখিন্। ততঃ অবহিত্থয়া গোপীনাং ভাব-গোপনসূচকবাক্যেন পরিত্যক্ত ; অতএব প্রকৃষ্টরূপেণ উদ্গচ্ছন্তী মনোবিক্রিয়া চিত্তবৈকল্যং যস্য। হে ধূর্ত্তানাং শিরোমণে! পরম-ধৃষ্টত্বাৎ, যদুক্তং রসমঞ্জর্য্যাং—'ভূয়ো নিঃশঙ্কঃ কৃতদোষোঽপি ভূয়ো নিবারিতোপি ভূয়ঃ প্রশ্রয়-পরায়ণঃ' ইতি। হে কামেন মুগ্ধ-চিত্ত অথচ মৃদুমধুরহাস্যযুত (৪২) মাং পাহি ; অমুষ্মিন্ দিব্যরসে মন্মনো-নিবেশং বিধায় রক্ষস্ব। ততো ব্যক্তঃ স্ফূটীকৃতঃ স্বস্য ভাবো যেন, গোপীনাং প্রতিবচনেন প্রহর্ষোদয়াৎ কিম্বা তাসাং তদুক্ত্যাবহিত্থাপগমাৎ তাদৃশলীলোপযোগি-চিত্তবৃত্তিবিশেষো যেন। অতএব মধুর পরমমনোজ্ঞ। স্মরেণ কামোদয়াৎ লোলিতে চঞ্চলায়মানে নেত্রে যস্য। গোপীনাং মনোহরৌ অপাঙ্গৌ নেত্রপ্রান্তৌ যস্মিন্ (৪৩)। তথা গোপীনাং শতানি যূথানি পাতি সর্বদুঃখাদ্ রক্ষতি যদ্বা পিবতি 'পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যামি'ত্যাদি-বৎ আসক্ত্যা সেবতে, যদ্বা অধরামৃতপানাদিনা সাক্ষাৎ পিবতীবেতি তথাবিধ। বৈজয়ন্তী পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতা যা স্রক্ মালা সৈবাকল্পঃ ভূষণং যস্য ; তথা শরচ্চন্দ্র ইব আননং যস্য। (৪৪) যমুনায়াঃ পুলিনে আসীন (৪৫) 'বাহুপ্রসার-পরিরম্ভে'ত্যাদিনা গোপী রময়তীতি তথাভূত (৪৬) মাং পাহি তত্তল্লীলাদিকং মদ্ধৃদি স্ফোরয়িত্বানুক্ষণং মৎপ্রতিপালকতামায়াহি। জিতঃ মন্মথো যেন। তন্ত্রং রহস্যং কামশাস্ত্রং বা জানাতীতি তাদৃক্।

জয় গোপীগণান্বিষ্ট বৃক্ষসংপৃষ্টদর্শন ।
তুলসী-মালতী-মল্লী-যূথিকাপৃষ্ট-বীক্ষণ ॥ ২৬৮ ॥
ক্ষিত্যুৎসব-সমালোক-সম্ভাবিত-সমাগম ।
এণীপৃষ্টাঙ্ঘ্রিপাপৃষ্টলতোৎপুলক-সূচিত ॥ ২৬৯ ॥
উন্মত্তীকৃতগোপ্যোঘ গোপিকানুকৃতেহিত ।
জয় গোপীগণাবিষ্ট স্বভাবাপিত-গোপিক ॥ ২৭০ ॥
গোপীলক্ষিতপাদাব্জ-লক্ষ্মমার্গিত-পদ্ধতে ।
অন্যস্ত্রীযুক্ত-পাদাব্জচিহ্নেক্ষা-গোপিকাত্তিদ ॥ ২৭১ ॥

নমঃ ৬৬ ॥

বিপ্রলম্ভেণ সম্ভোগ-পোষণায় গোপীনাং মানস্য বিবর্দ্ধনকৃৎ (৪৭)। ততো গোপীনাং সাতিশয়প্রসাদায় কৃতোঽন্তর্ধানস্য বিভ্রমো বিলাসো যেন (৪৮) ॥ **২৬২—২৬৭** ॥

ইত্যুনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ কৃষ্ণান্বেষণাদিকমাহ—গোপীগণেন অন্বিষ্ট প্রতিদিশমীক্ষ্যমাণ। ততো বৃক্ষেভ্যঃ সংপৃষ্টং দর্শনং যস্য (৪-৬)। তুলসী-মালতী-মল্লী-যূথিকাভ্যঃ পৃষ্টং বীক্ষণং যস্য (৭-৮)। ক্ষিত্যাঃ ধরণ্যাঃ স্নিগ্ধদূর্বাঙ্কুরাদ্যুদ্গমৈর্য উৎসবঃ তচ্চরণস্পর্শ-সম্ভব ইতি ভাবঃ তস্য সমালোকেন সন্দর্শনেন সম্ভাবিতোঽনুমিতঃ সমাগমঃ তত্রাগমনং যস্য (১০)। এণ্যা হরিণ্যা বিলোকনাভিনিবেশেন চ পৃষ্টানাং বৃক্ষাণাং ফল-পুষ্পাদি-ভরনম্রাণাং বিনয়ভরপ্রণতিভিশ্চ অপৃষ্টানামপি লতানাং কৃষ্ণসঙ্গমচিহ্নধারিণীনামুচ্চ-পুলকৈ রঙ্কুররূপৈঃ সূচিত জ্ঞাপিতাগম (১১-১৩)। অত উন্মত্তীকৃতো গোপীনামোঘো গণো যেন (১৪)। তথা গোপিকাভি রনুকৃতানি ঈহিতানি পূতনাবধাদীনি যস্য (১৫-১৮)। ইত্থং গোপীগণে আবিষ্ট [অন্যা অপি লীলা অনুচিকীর্ষন্তীনামপি তাসাং তদ্ধ্যানাধিক্যবশেন উন্মদসঞ্চারি-প্রাবল্যেন চাত্মানুসন্ধানাপগমাৎ কৃষ্ণতাদাত্ম্যমত্রৈবং ব্যাখ্যেয়ং]। পুন র্বিশদয়তি—স্বস্য ভাব আপিতঃ প্রাপিতঃ গোপিকাভ্যো যেন (১৯-২৩)। গোপাভি র্লক্ষিতানি দৃষ্টানি পাদাব্জানাং লক্ষ্মাণি যস্য (২৪-২৫)। তৈস্তৈঃ পদৈ র্মার্গিতা পদ্ধতি র্যস্য (২৬)। অন্যয়া স্ত্রিয়া যুক্তয়োঃ চরণকমল-

রাধারাধিত রাধেশ রাধিকা-প্রাণবল্লভ।
রাধারমণ বন্দে ত্বাং রাধিকাপ্রেম-নির্জিত ॥ ২৭২ ॥
রাধা-সংন্যস্তসর্ব্বস্ব স্ত্রীস্ত্রৈণগতিদর্শক।
রাধানুতাপ-সংমোহকরান্তর্ধান-কৌতুক ॥ ২৭৩ ॥
সখীগণাপ্তরাধোক্ত তদ্বিস্মাপন-চেষ্টিত।
রাধাসহিতগোপস্ত্রী-মুহুর্মার্গিত পাহি মাং ॥ ২৭৪ ॥

নমঃ ৬৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

পুনঃ পুলিন-সংপ্রাপ্ত গোপীগীতার্থিতোদয়।
জন্মমাত্রব্রজশ্রীদ স্বজনান্বেষণার্ত্তিদ ॥ ২৭৫ ॥

চিহ্নয়োঃ ঈক্ষয়া দর্শনেন গোপিকানামার্ত্তিং দুঃখং দদাতীতি তাদৃক্ (২৭) ॥ **২৬৮—২৭১** ॥

অথ পদচিহ্নৈরেব ত্বাং বার্ষভানবীং পরিচিনোতীত্যাহ—রাধয়া আ সম্যক্ রাধিত আরাধ্য বশীকৃত। অতো রাধায়া ঈশ সর্বেষ্টপ্রদ, রাধিকায়াঃ প্রাণবল্লভ, অতো রাধাং রমত ইতি, রাধায়া রমণ সর্বেন্দ্রিয়াহ্লাদক ইতি বা রাধারমণ। এবং রাধিকায়াঃ প্রেম্না নিতরাং জিত, নিখিলাঃ গোপা র্বিশেষেণ দূরতো নিশি বনান্ত স্ত্যক্ত্বা তাভিরগম্যে একান্তস্থানে তয়ৈব সহ বিহারাৎ (২৮-৩০) অতো রাধায়াং সম্যক্ ন্যস্তং সর্ব্বস্বং যৌবনমনঃ প্রাণাদিকং যেন। ততো লোকশিক্ষার্থে স্ত্রীণাং স্ত্রৈণানাং কামিনাঞ্চ যথাক্রমং দুরাত্মতা-দৈন্যরূপাং গতিং দর্শয়তীতি তথাকৃৎ (৩৪)। ততো রাধায়া অনুতাপঞ্চ সম্মোহঞ্চ করোতীতি তথাবিধমন্তর্ধানং কৌতুকঞ্চ যস্য (৩৮-৩৯)। সখীগণেনাপ্তা প্রাপ্তা যা রাধা তয়া উক্ত কথিতসর্ববৃত্তান্ত (৪০)। তাসাং বিস্ময়করাণি চেষ্টিতানি যস্য (৪০)। ততো রাধয়া সহ গোপীভি র্মুহুঃ মার্গিত অন্বিষ্ট হে কৃষ্ণ! মাং পাহি বিরহ-সাগরাৎ সমুদ্ধর (৪১-৪৪) ॥ **২৭২—২৭৪** ॥

ইতি ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ গোপীগীতং বিবৃণোতি—পুনঃ পুলিনে সংপ্রাপ্তাঃ সমাগতাঃ যা গোপ্য স্তাসাং গীতেন প্রার্থিতো যাচিত উদয় আবির্ভাবো যস্য (৩০।৪৪)।

দৃগব্জহন্যমান-স্ত্রীবধ-নিঃশঙ্কহৃদয়।
বিষাদি-নানাদুঃখঘ্ন স্বীয়ার্ত্তিজ্ঞাঽন্তরাত্মদৃক্ ॥ ২৭৬ ॥
বিশ্বরক্ষার্থসঞ্জাত ভক্তাভয়দ-হস্ত হে।
স্বজন-প্রার্থ্যসংস্পর্শ নানাগুণ-পদাম্বুজ ॥ ২৭৭ ॥
মনোজ্ঞ-মধুরালাপ দাসীগণ-বিমোহন।
শ্রুতিমঙ্গল-সন্তপ্তপ্রাণার্থদ-কথামৃত ॥ ২৭৮ ॥
মনঃক্ষোভকমাধুর্য্য মৃদুলাঙ্ঘ্রি বনাটক।
যুগায়িত-বিয়োগাণো মনোহৃদধরামৃত ॥ ২৭৯ ॥
সর্ব্বত্যাগার্থিতগতে মহামোহনরূপ হে।
ব্রজমঙ্গলকৃদ্-ব্যক্তে স্বজন-প্রার্থ্য-পূরক ॥ ২৮০ ॥

জন্মমাত্রমেব ব্রজমণ্ডলে শ্রিয়ং দদাতীতি। স্বজনেভ্যঃ অন্বেষণে আর্ত্তিং দদাতীতি চ (৩।১)। দৃগব্জেন নয়ন-কমলেন হন্যমানানাং স্ত্রীণাং বধে নিঃশঙ্কং হৃদয়ং যস্য (২)। বিষাদীনি [আদিপদেন ব্যালরাক্ষস-বর্ষমারুত-বৈদ্যুতানল-বৃষব্যোমাসুরাণাং গ্রহণং] নানাবিধানি দুঃখানি হন্তীতি তথাক্তং (৩)। স্বীয়ানাং গোপীনামার্ত্তিং জানাতীতি, যতঃ অন্তরাত্মানমপি পশ্যতীতি তাদৃক্। অতো বিশ্বস্য রক্ষার্থে এব সম্যগাবির্ভূত (৪)। ভক্তাভ্যঃ গোপীভ্যোঽভয়ং দদাতীতি তাদৃশঃ হস্তো যস্য (৫) স্বজনৈঃ গোপীভিঃ প্রার্থ্যঃ সংস্পর্শঃ যস্য (৬-৮)। প্রণত-পাপকর্ষণ-তৃণচরানুগ-শ্রীনিকেতন-ফণিফণার্পিত-হৃচ্ছয়কৃন্তনত্বাদয়ঃ পৃথক্ বিবিধা বা গুণাঃ পাদকমলে যস্য (৭)। মনোজ্ঞঃ চিত্তাকর্ষকশ্চ মধুরোঽমৃতবন্মিষ্টঃ পরমমাদকশ্চালাপো যস্য, অতো দাসীগণানাং বিশেষেণ মোহন তন্মাধুর্য্যাস্বাদভরাদানন্দমোহ-প্রাপক ইতি ভাবঃ (৮)। শ্রবণমাত্রেণৈব মঙ্গলং তত্তৎসর্বার্থ-সাধনঞ্চ সম্যক্ তপ্তানাং ত্বদ্‌বিরহতাপখিন্নানাং প্রাণাং স্তথা অর্থান্ সর্বাভীষ্টবস্তূনি চ দদাতীতি তথাভূতং কথামৃতং যস্য (৯)। অত্র কথৈবামৃতম্ অমৃতবং স্বতঃফলং ফলান্তর-সাধনঞ্চ। কিঞ্চ, মনঃক্ষোভকরং প্রহসিত-প্রেমবীক্ষিত-বিহরণ-রহঃসম্বিদাদিকং মাধুর্য্যং যস্য (১০)। মৃদুলাভ্যাং নলিন-সুকোমলাভ্যাং চরণাভ্যাং বনমটতীতি তথাবিধ (১১)। যুগায়িতো যুগবদাচরিতঃ বিয়োগাণু র্নিমেষার্দ্ধবিরহোঽপি যস্য (১২)। সুরতবর্দ্ধনত্ব-শোকনাশনত্ব-স্বরিতবেণু-সুচুম্বিতত্বেতররাগবিস্মারণত্বাদিনা মনোহরণশীলমধরামৃতং যস্য (১৪)।

অতিকোমল-পাদাব্জ-কণ্টকারণ্যসঞ্চর।
গোপস্ত্রীজীবিতাকর্ষি-দুর্গভূভ্রমণাহব মাং ॥ ২৮১ ॥

নমঃ ৬৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অত্যুচ্চগোপিকাদুঃখ-রোদনোন্মথিতেন্দ্রিয়।
জয় গোপীপুনর্দৃষ্ট-স্ময়মান-মুখাম্বুজ ॥ ২৮২ ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল পীতকৌশেয়বস্ত্রধৃক্।
প্রীত্যুৎফুল্লাক্ষ-গোপস্ত্রী-বেষ্টিত প্রাণদায়ক ॥ ২৮৩ ॥

সর্বেষাং পতিপুত্রান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবাদীনাং ত্যাগেন প্রার্থিতা গতিঃ প্রপন্নজন-রঞ্জকত্বাদি-স্বভাবো যস্য (১৬)। ত্যাগে হেতুমাহ—মহামোহকরং রতি-প্রার্থনাব্যঞ্জকসম্ভাষণ-কন্দর্পভাবোদয়-প্রহসিতবদন-প্রেমবীক্ষণ-শ্রীধামবৃহদুরঃ-স্থলরূপতয়া মোহন-পঞ্চকং রূপং সৌন্দর্য্যং যস্য (১৭) ব্রজবাসিনাং দুঃখ-নিরাসকত্বাৎ সর্বমঙ্গলকৃৎ ব্যক্তিরবতারঃ প্রাকট্যং বা যস্য। তথা স্বজনানাং প্রার্থ্যং হৃদ্‌রোগনিসূদনমৌষধাদিকং পূরয়তি দদাতীতি তথাবিধ (১৮)। অতিকোমলাভ্যাং চরণকমলাভ্যাং কণ্টকারণ্যে সঞ্চরণশীল। অতো গোপীনাং জীবনাকর্ষি প্রাণবিমর্দি দুর্গমাসু ভূমিষু ভ্রমণং যস্য, শিলা-কূর্প-কর্করাদিভি শ্চরণকমলয়োর্মহাব্যথানুমানাৎ তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। হে তথাভূত! গোপীভ্যঃ দর্শনদানেন তৎকিঙ্করীভূতায়া মে প্রেমমূর্চ্ছায়া রক্ষস্ব (১৯) ॥ ২৭৫—২৮১ ॥

ইতি একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কৃষ্ণদর্শন-প্রকারাদিকং বর্ণয়তি—অত্যুচ্চেন সুস্বরেণ চিত্রধা চ গোপিকানাং দুঃখহেতুক-রোদনেন উন্মথিতানি মর্দিতানীন্দ্রিয়াণি যস্য (১)। অতো গোপীভিঃ পুনরেব দৃষ্টং স্ময়মানমীষদ্ধাস্যযুক্তং তাসামানন্দনার্থমেব তৎকালে প্রফুল্লীকৃতং মুখাম্বুজং যস্য (২)। হে তথাভূত! জয় বৈদগ্ধী-বিশেষ-প্রকটনেন তাসাং পরমমোহনো ভব। স্রগ্বিত্বেন তথা অন্যৈরপি বৈদগ্ধ্যমাধুর্য্যাদ্যৈ র্যুক্তত্বেন শ্রীঃ শোভা বিশেষসম্পত্তিরস্যেতি শ্রীমান্ স চাসৌ সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্বাৎ মদনগোপালশ্চেতি; তাসাং ত্যাগতঃ স্বস্য সঙ্কু-চিতত্ব-সূচনায় পীতাম্বরং ধর্জতি শ্রীগলে দধাতি, আপাদমস্তকমাবৃতং

বল্লবীস্তনসক্তাঙ্‌ঘ্রি গোপীনেত্রাব্জষট্‌পদ।
গোপস্ত্রীবিরহার্ত্তিঘ্ন বল্লবী-কামপূরক ॥ ২৮৪ ॥
গোপীচেলাঞ্চলাসীন গোপীগণ-সভাজিত।
জয় গোপীসদোজাতাধিক-শ্রীরাজমান হে ॥ ২৮৫ ॥

নমঃ ৬৯ ॥

বিদগ্ধগোপিকাগাঢ়-ত্রিপ্রশ্নোত্তরদায়ক।
বিজ্ঞাতগোপ্যভিপ্রায় মহাচতুর-সিংহ হে ॥ ২৮৬ ॥

করোতীতি বা তথাভূত (২)। প্রীত্যা প্রহর্ষেণ উচ্চৈঃ ফুল্লানি অক্ষীণি নেত্রাণি অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি বা যাসাং তথাভূতাভিঃ গোপস্ত্রীভি র্বেষ্টিত, যত স্তাসাং প্রাণদায়ক, মূর্চ্ছাপন্না স্তাঃ স্বদর্শনামৃতাভিষেকেণ প্রাণয়তী-বেত্যর্থঃ (৩)। বল্লব্যাঃ প্রখরায়া দাস্তপ্রায়সখ্যায়াঃ কান্তাধীনায়াঃ দক্ষিণায়াঃ পদ্মায়াঃ স্তনয়োঃ সক্তো নিহিতোঽঙ্‌ঘ্রি র্যেন (৫)। গোপ্যাঃ প্রখরায়াঃ সুসখ্যায়া অত্যন্তস্বাধীনায়া বামায়াঃ কান্তায়াঃ রাধায়াঃ নেত্রাব্জয়োঃ ষট্‌পদ ভ্রমর, [বাম্যেন দূরস্থিতায়া অপি তস্যাঃ প্রেমসং-রম্ভেত্যনেনে তদীক্ষণে পরমসুখং দর্শিতং] (৬)। ইত্থং দর্শন-স্পর্শনাদ্যৈ র্গোপস্ত্রীণাং বিরহজার্ত্তিং হন্তি নাশয়তীতি তথাভূত (৭-৯)। স্বদর্শনা-নন্দেন বল্লীবানাং কামং চিরকালবিধৃত-মনোরথান্তং পূরয়তীতি তথাভূত। তথা গোপীনাং চেলাঞ্চলেষু আসীন (১৩); এবঞ্চ গোপীগণৈঃ সভাজিত আসনকল্পনেন তাম্বূলসমর্পণেন নর্মাদিনা কটাক্ষাদিনা বা সম্মানিত। গোপীনাং সদসি সভায়াং জাতয়া অধিকয়া প্রাকৃতাপ্রাকৃতাধোমধ্যোর্দ্ধ-লোকবিলক্ষণয়া শ্রিয়া নানাশোভাদিসম্পত্ত্যা বিরাজমান হে তথাভূত জয় গোপীনামঙ্গকান্তি-স্মিতকটাক্ষাদিভিঃ মাধুর্যৈঃ স্বাত্মানং পুষ্টীকুরু (১৪)॥ ২৮২—২৮৫ ॥

অথ প্রহেলিকাভঙ্গ্যা গোপীকৃত-প্রশ্নাদিকং বিবৃণোতি—বিদগ্ধানাং গোপীনাং গাঢ়ানাং নিগূঢ়রহস্যসূচকানাং ত্রয়াণাং প্রশ্নানামুত্তরদানকৃৎ। প্রশ্নত্রয়ং খলু তাসু তস্য প্রীতিরৌদাসীন্যং দ্রোহো বেতি সম্ভাব্যমান-পক্ষ-ত্রয়কং বোধ্যম্। বিজ্ঞাতঃ গোপীনামভিপ্রায়ো স্বমুখেনৈব স্বস্য কৃতয়ত্বা-পাদনরূপোঽভিলাষো যেন। যতো মহাচতুর-সিংহ, তত্রৈকমপি কল্মম-স্পৃষ্ট্বা তদুত্তরদানাৎ। তদেবাহ—স্বস্য বাচা স্বস্মিন্ আপ্তা আরোপিতা

স্ববাক্স্বাপ্তাকৃতজ্ঞত্বাদিদোষ-পরিহারক।
নিজাসাধারণপ্রেম-কারুণ্যস্থাপকাঽব মাং ॥ ২৮৭ ॥
স্বীয়সঙ্গাপরিত্যাগিন্ স্বদানাতৃপ্তমানস।
প্রিয়োপকার-সংব্যগ্র বিরহপ্রেমবর্দ্ধন ॥ ২৮৮ ॥

নমঃ ৭০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

গোপীবিরহ-সন্তাপহরালিঙ্গন-কোবিদ।
রাসক্রীড়ারসাকৃষ্ট জয় গোপীপ্রিয়ঙ্কর ॥ ২৮৯ ॥
রাসোৎসব-সমারম্ভিন্ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত।
গোপীহেমমণিশ্রেণী-মধ্যমধ্য-হরিন্মণি ॥ ২৯০ ॥

যে অকৃতজ্ঞত্বাদয়ো দোষা স্তেষাং পরিহারকৃৎ (১৭-১৯)। অথচ নিজস্য অসাধারণং অলোকসামান্যং প্রেম চ কারুণ্যঞ্চ স্থাপয়তীতি তথাবিধ (২০) মাং স্বকারুণ্যাৎ প্রেমদানেন রক্ষস্ব। স্বস্যার্থোজ্ঝিতলোকবেদ-স্বানাং হি স্বীয়ানাং তাসাং স্বস্মিন্নুবৃত্তয়ে সঙ্গং ন পরিত্যজতীতি তথাভূত। স্বস্যাত্মনঃ দানেঽপি অতৃপ্তং মানসং চিত্তং যস্য। প্রিয়াণামুপকারায় সম্যক্ ব্যগ্রচিত্ত, অতএব বিরহেণ প্রেম্নঃ বৃদ্ধিকারক (২২) ॥ **২৮৬—২৮৮** ॥

ইতি দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ জগদেকমনোহরাং রাসলীলাং সর্বলীলা-মুকুটায়মানত্বেন প্রস্তৌতি- গোপীনাং বিরহাৎ যঃ সন্তাপঃ তস্য হরণকৃতি আলিঙ্গনে কোবিদ পণ্ডিত (১১)। ততো রাসক্রীড়ায়াং যো রসঃ নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদিময় স্তস্মিন্না-কৃষ্ট ; অতো গোপীনাং প্রিয়ং প্রেমপারবশ্যতয়া তদেক-পরত্বং করোতীতি তথাভূত (২)। রাসোৎসবস্য পরমরসকদম্বময়স্য পরমবিলক্ষণস্য তত্তৎ প্রেমপোষণময়ানির্বচনীয়ক্রীড়া-বিশেষস্য সম্যগারম্ভকৃৎ পরমানন্দঘনমূর্ত্তিনা স্বেনৈব সংপ্রবর্ত্তিতত্বাৎ। গোপীনাং মণ্ডলেন মণ্ডিত ইত্যনেন সম্যক্ শোভাহেতুত্বং ব্যঞ্জিতং। স্বেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং তাসাং মধ্যস্থত্বেন গোপীনামেব হেমমণীনাং মধ্যে মধ্যে হরিন্মণিঃ ইন্দ্রনীলমণিরিব বিরাজমান ইতি শেষঃ। 'তাসাং মধ্যে দ্বয়ো দ্বয়োরিতি' 'মধ্যে মণীনাং হৈমানাং

স্বস্বপার্শ্বস্থিতিজ্ঞানানন্দিতস্ত্রীগণাবৃত ॥ ২৯ ॥
দেবতাগণ-গীতাদি-সুসেবিত নমোঽস্তু তে ২৯১ ॥
গোপিকোদ্গীত-সুপ্রীত নৃত্যগীত-বিচক্ষণ।
স্বাত্মাস্য-দত্ততাম্বূল শ্রান্তগোপীধৃতাংসক ॥
স্বানুরূপ-ব্রজবধূ-নৃত্যগীতাদি-হর্ষিত।
বিমোহিত-শশাঙ্কাদি-স্থৈর্য্য-রাত্র্যতিদৈর্ঘ্যকৃৎ ॥ ২৯৩।
বিদগ্ধবল্লবীবৃন্দ-রতিচিহ্নাঙ্কিতাঙ্গ হে।
রতিশ্রান্ত-ব্রজবধূ-মুখমার্জ্জন-তৎপর ॥ ২৯৪ ॥

নমঃ ৭৮ ॥

মহামারকতো যথে'তি চ। স্বস্যাঃ স্বস্যাঃ পার্শ্বে এব তস্য স্থিতে র্জ্ঞানাৎ আনন্দিতানাং স্ত্রীণাং গণেনাবৃত পরিবেষ্টিত (৪)। অথ দেবতাগণেন গীতাদিভিঃ করণৈঃ সুষ্ঠু সেবিত [দুন্দুভিবাদন-পুষ্পবৃষ্টিপাতনপ্রভৃতিকং আদিপদেনোপলক্ষিতং] (৫)। তথা গোপিকানাং উদ্গীতেন বলয়-নূপুর-কিঙ্কিণীনাং শব্দেন তথা সমস্বরতালাদিকেন কণ্ঠধ্বনিনা চ সুষ্ঠু প্রীত [অনেন দেবকৃতোৎসবাদ্ রাসযোগ্যবাদ্যগীতাদৌ এব সমধিকপ্রীতি র্দর্শিতা] (৬)। নৃত্যেষু [সভঙ্গি-পাদন্যাসেষু, হস্তকভেদেন ইতস্ততো গীতপদার্থাভিনয়সূচককরচালনেষু, তথা সহাসভ্রূবিলাসেষু চ] গীতেষু চ বিচক্ষণ সুদক্ষ (৭-১০)। স্বস্যাত্মনঃ স্বাত্মনা স্বয়মেব বা আস্যাদ্ বদনাদ্ গোপ্যৈ (শৈব্যায়ৈ) দত্তং তাম্বূলং যেন (১৩)। রাসেন পরিশ্রান্তা যা গোপা সর্বমুখ্যতমা রাধাতয়া ধৃতো গৃহীতঃ অংসঃ স্কন্ধো যস্য (১১)। স্বস্যানুরূপা রূপগুণ-নৃত্যগীতবাদ্যাদিভি স্তুল্যা যা ব্রজবধ্ব স্তাসাং নৃত্যগীতাদ্যৈঃ আনন্দিত (১৫-১৭)। অদৃষ্টপূর্ব্বং তদ্বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য বিশেষেণ মোহিতানাং শশাঙ্কাদীনাং গ্রহাণাং স্থৈর্য্যং যেন কৃতমিতি শেষঃ, তথা চিরকাল-স্বচ্ছন্দ বহুলসুখক্রীড়াভিপ্রায়েণ রাত্রে রেকস্যা অপি দীর্ঘতাকৃৎ 'ভগবানপি তা রাত্রীরিত্যত্র বহুবচনস্য তথা 'ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্ত' ইতি প্রয়োগাৎ (১৯)। বিদগ্ধানাং সুরতরসনিপুণানাং গোপীনাং রতিচিহ্নৈঃ নখদন্তক্ষতাদিভিঃ অঙ্কিতং খচিতমঙ্গং যস্য (১৮-২০)। ততশ্চ রতিশ্রান্তানাং ব্রজবধূনাং মুখমার্জ্জনে তৎপর শন্তমেন পাণিনা প্রেম্না ঘর্ম্মবিন্দ্বপসারক (২১) ॥ ২৮৯—২৯৪ ॥

জলক্রীড়াতিকুশল স্বমালালিকুলাবৃত।
সহাস-গোপিকাব্রাত-সিচ্যমান নমোঽস্তু তে ॥ ২৯৫
যমুনাজললীনাঙ্গ কালিন্দীকেলিলোলিত।
যমুনাতীরসঞ্চারিন্ কৃষ্ণাকুঞ্জরতিপ্রিয় ॥ ২৯৬ ॥
জয় শ্রীরাধিকাসক্ত জয় চন্দ্রাবলী-রত।
পদ্মাস্যপদ্মপানালে ললিতাপাঙ্গ-লালিত ॥ ২৯৭ ॥
বিশাখার্থবিশেষার্থিন্ শ্যামলা-রতিনির্মল।
ভদ্রাভদ্ররসাধীন ধন্যা-প্রাণ-ধনেশ্বর ॥ ২৯৮ ॥
গোপজন্মাগত-স্বস্ত্রী-নিরন্তরবিলাসকৃৎ।
গোপীলম্পট হে গোপীস্তন-কুঙ্কুম-মণ্ডিত ॥ ২৯৯ ॥

নমঃ ৭২ ॥

অথ তাভি র্জলকেলিমাহ—জলক্রীড়ায়ামতিনিপুণ (২৩-২৪)। স্বস্য মালায়াং যদলিকুলঃ ভ্রমর-সমূহ স্তেনাবৃত পরিবেষ্টিত (২৫)। সহাসানাং গোপিকানাং সমূহৈঃ সিচ্যমান, অতো যমুনাজলে লীনান্যঙ্গানি যস্য; কালিন্দ্যাং কেলিভিঃ জলক্রীড়াদ্যৈঃ লোলিত চঞ্চল (২৪)। অথ জলক্রীড়াং সম্পাদ্য বনক্রীড়ায়ৈ প্রযতত ইত্যাহ—যমুনায়া স্তীরে পুষ্পাবচয়াদিকৌতুকার্থং কুঞ্জনিলীনতাদিক্রীড়ানিষ্পত্ত্যৈ বা সম্যক্ চরতি ভ্রমতীতি তথাবিধ। যতঃ কৃষ্ণায়া যমুনায়াং কুঞ্জেষু যয়া রতিঃ সুরত-সম্ভোগাদিঃ সৈব প্রিয়া যস্য (২৫) অথ কুঞ্জ-বিহারাদীন্ দর্শয়তি—হে শ্রীরাধিকায়ামাসক্ত তয়ালিঙ্গিত-বিগ্রহ বা জয় বিপরীতবিহারাদিনা যথাসুখং রমস্ব। তস্যা এব সর্ব-প্রধানত্বাৎ তন্নামগ্রহণং প্রাক্ কৃতমিতি বোধ্যম্। তৎপ্রতিপক্ষকুঞ্জ অপি বিহারমাহ—চন্দ্রাবল্যাং রতং সুরতং যস্য। পদ্মায়াঃ আস্যমেব পদ্মং তস্য পানায় অলি র্ভ্রমর ইব। ললিতয়া অপাঙ্গ-বিক্ষেপৈঃ লালিত প্রাপ্তপ্রচুরানন্দ। বিশাখায়াঃ অর্থায় প্রেমাদিধনায় বিশেষার্থিন্ বিলুব্ধচিত্ত ইত্যর্থঃ। হে শ্যামলায়াং রতি র্নির্মলা বিশুদ্ধা যস্য। ভদ্রায়া ভদ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ শৃঙ্গারাখ্যঃ যো রস স্তস্যাধীন বশীকৃত। ধন্যায়াঃ প্রাণশ্চ ধনঞ্চেশ্বরশ্চ যদ্বা প্রাণধনয়োঃ ঈশ্বরঃ স্বামী তৎসম্বুদ্ধৌ, উপলক্ষণমেতৎ রমণমন্যাসামপি প্রেয়সীনাং গ্রহণোপযোগিত্বাৎ। গোপজন্ম আগতাঃ প্রাপ্তা যাঃ স্বস্ত্রিয়ঃ নিত্যপ্রিয়াঃ

পরিক্ষিৎপৃষ্টরাসার্থ শুকোক্তৈশ্বর্য্যসঞ্চয়।
মুমুক্ষু-মুক্ত-ভক্তার্থ-সচ্চিদানন্দ-চেষ্টিত ॥ ৩০০ ॥
গোপীমহামহিমদ গোপাসূয়াত্মনাস্পদ।
গোপার্পিতগৃহাপত্য-পত্নীপ্রাণ প্রসীদ মে ॥ ৩০১ ॥

নমঃ ৭৩ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

জয়াম্বিকাবনপ্রাপ্ত সারস্বতজলাপ্লুত।
নিজপাদাম্বুজস্পৃষ্ট-নন্দগ্রাহি-মহোরগ ॥ ৩০২ ॥

তাভি র্নিরন্তরং বিলাসং করোতীতি তাদৃক্। অতো গোপীলম্পট রত-হিণ্ডক, গোপীনাং স্তনলিপ্তকুঙ্কুমৈ র্মণ্ডিত শোভিত (২৬) ॥ ২৯৫—২৯৯ ॥

ইত্থং শ্রীশুকদেববর্ণিত-রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রবণান্মিথোঽপাঙ্গকূণনৈ র্বিলোক-মানানামীষদ্ধসতাং শুষ্কতার্কিকমীমাংসকাদীনাং কেষাঞ্চিদবৈষ্ণবাণামভি-প্রায়ং পরিতঃ ঈক্ষমাণেন পরীক্ষিতা পৃষ্টঃ রাসস্যার্থঃ প্রয়োজনং যস্য সম্বন্ধ ইতি শেষঃ (২৭-২৯)। শুকস্য 'ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট' ইত্যাদিকয়া রীত্যা উক্তঃ ঐশ্বর্য্যাণাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য (৩০-৩৪)। মুমুক্ষূণাং মুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ কৃতে সচ্চিদানন্দং চেষ্টিতং লীলাবিনোদাদিকং যস্য (৩৫)। গোপীনাং পরদারত্ব-খণ্ডনাদিনা মহামহিমানং দদাতীতি (৩৬-৩৭।৪০)। গোপানাং তন্মায়ামোহিতানাং স্বস্বপার্শ্বস্থস্ত্রীমননাৎ অসূয়াদীনাং ন আস্পদ ভাজন, পরন্তু সাধুবাদার্হ। অতএব গোপৈরর্পিতানি গৃহপুত্র-স্ত্রীপ্রাণপ্রভৃতীনি যস্মৈ, যদুক্তং 'কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা' ইতি। হে তথাভূত মে প্রসীদ রাসলীলায়াং তস্যাং প্রবেশাধিকারং দেহি, তত্রত্য-সেবাধিকারং বা সমর্পয়েতি ॥ ৩০০—৩০১ ॥

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ সর্পগ্রস্তনন্দমোক্ষণাদিবৃত্তান্তং বিবৃণোতি—অম্বিকাবনং মথুরাপুরী-পশ্চিমদিগ্‌ভাগে সরস্বতীতীরস্থং প্রকৃষ্টরূপেণ বহুবিধদ্রব্যসম্ভারাদিভিঃ আপ্ত গত (১)। সরস্বত্যাঃ জলেন আপ্লুত স্নাত (২)। ততোঽজগরেণ গ্রস্তে পিতরি নিজস্য চরণ-কমলেন স্পৃষ্টঃ নন্দগ্রাহী মহান্ সর্পো যেন (৬-৮)

বিদ্যাধরেন্দ্র-শাপঘ্ন জয় নন্দ-বিমুক্তিদ।
শ্রাবিতাহি-পুরাবৃত্ত সুদর্শন-বিমোচন ॥ ৩০৩ ॥

নমঃ ৭৪ ॥

কামপালসহক্রীড়া-সম্মানিত-নিশামুখ।
মনোহর-মহাগীত-মোহিত-স্ত্রীগণাবৃত ॥ ৩০৪ ॥
শংখচূড়-পরিত্রস্ত-গোপিকাক্রোশ-ধাবিত ॥
স্ত্রীরক্ষাস্থাপিতবল শঙ্খচূড়-শিরোহর ॥ ৩০৫ ॥
শঙ্খচূড়-শিরোরত্ন-প্রীণিতাগ্রজ পাহি মাং।
অন্যোন্য-গোপীসাপত্ন্যানুৎপাদক নমোঽস্তু তে ॥ ৩০৬ ॥

নমঃ ৭৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

তৎপদস্পর্শমাত্রেণ পরিহৃতসর্পবপুষো বিদ্যাধরেন্দ্রস্য শাপং হন্তি নাশয়তীতি তথাভূত (৯-১৫)। অতো নন্দায় বিমুক্তিং দদাতীতি তথাভূত। ব্রজবাসিভ্যঃ শ্রাবিতং সর্পস্য পুরাবৃত্তং পূর্ব্বচরিতং যেন (১৬-১৭)। হে সুদর্শনস্য বিমোচন-কৃৎ (১৮) জয় ত্বদ্‌বিরহাশিবিষগ্রস্তং মামপি দর্শনাদিদানেন সমুদ্ধৃত্য পতিতপাবনত্বাদিগুণানাবিষ্কুরু ॥ ৩০২—৩০৩ ॥

অথ শঙ্খচূড়নিধনলীলাং প্রস্তৌতি—কামপালেন বলদেবেন সহ হোরিকাক্রীড়য়া সম্মানিতং সৎকারিতং নিশামুখং নিশাপ্রবেশো যেন। তথা মনোহরৈঃ মহাগীতৈঃ মোহিতেন স্ত্রীগণেনাবৃত পরিবেষ্টিত (২০-২৪)। ততঃ শঙ্খচূড়েন পরিত্রস্তায়া গোপ্যাঃ (রাধায়াঃ) পরিত্রস্তানাং বা গোপীনাং ক্রোশেণ সক্রন্দন-ফূৎকারেণ ধাবিত (২৫-২৭)। স্ত্রীজনানাং রক্ষার্থে স্থাপিতো নিয়োজিতো বলদেবো যেন (৩০)। শঙ্খচূড়স্য শিরঃ হরতীতি তং ব্যাপাদয়তীতি তথাভূত ॥ শঙ্খচূড়স্য শিরোরত্নেন তদ্ধস্তে সমর্পণদ্বারা প্রীণিতোঽগ্রজো বলদেবো যেন। এতেন অন্যোন্যং যদ্ গোপীনাং সাপত্ন্যং মিথোঽসূয়াদিকং তস্য ন উৎপাদক ; তাসাং কস্যৈচিদপি সমর্পণে তদ্দোষসম্ভবাৎ বলদেবহস্তে সমর্পণস্যৈতদেব তাৎপর্য্যম্ (৩২)॥ ৩০৪—৩০৬॥

ইতি চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অহর্বিরহ-সন্তপ্ত-গোপী-গীতগুণোদয়।
জয় শোকাব্ধি-নিস্তার-প্রকারাত্যুচ্চকীর্ত্তন ॥ ৩০৭ ॥

সাচীকৃতাননাম্ভোজ ব্যত্যস্ত-পদ-পল্লব।
নর্ত্তিতভ্রূযুগাপাঙ্গ বেণুবাদ্য-বিশারদ ॥ ৩০৮ ॥

বিশ্বমোহন-রূপং ত্বাং সিদ্ধস্ত্রী-কামবর্দ্ধনং।
বন্দে চিত্রায়িতাশেষ-ব্রজারণ্য-পশুব্রজং ॥ ৩০৯ ॥

অবাহিত-প্রবাহৌঘ লতাদি-মধুবর্ষক।
স্বপার্শ্বাপিত-হংসাদে পর্জন্যচ্ছত্র-সেবিত ॥ ৩১০ ॥

ব্রহ্মাদ্যতর্ক্যসঙ্গীত কামার্পক-সমীক্ষণ।
স্বপদোদ্ধৃত-ভূতাপ বনিতাতরুভাবকৃৎ ॥ ৩১১ ॥

অথ যুগ্মগীতং বিবৃণোতি—রাত্রৌ বহুধা মিলন-সম্ভাবাৎ অতঃ অহ্নি বিরহেণ সন্তপ্তানাং গোপীনাং গীতদ্বারা গুণানামুদয়ো যস্য। অতঃ শোক-সাগরস্য নিস্তারায় পারগমনায় প্রকারঃ প্রকৃষ্টোপায়বিশেষ ইবাত্যুচ্চকীর্ত্তনং যস্য (১) বামবাহুকৃতবামকপোলত্বাৎ সাচীকৃতং বক্রীকৃতমাননাম্ভোজং যেন কিঞ্চ ব্যত্যস্তৌ বামচরণোপরি দক্ষিণচরণার্পণাৎ বিপর্য্যস্তৌ পদপল্লবৌ যস্য, তথা নর্ত্তিতং ভ্রূযুগঞ্চ অপাঙ্গঃ নেত্রপ্রান্তশ্চ যেন। এবং বেণুবাদ্যে বিশারদ সুনিপুণ (২)। বিশ্বেষাং জীবানাং বিশ্বস্য জগতো বা মোহনং রূপং সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিকং যস্য তং। সিদ্ধস্ত্রীণাং কামং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশং (৩) চিত্রায়িতঃ চিত্রবদাচরিতোঽশেষো নিখিলো বৃন্দাবনস্য পশুসমূহো যেন (৪-৫)। অবাহিতঃ ভগ্নগতিঃ স্তম্ভবান্ বা সরিতানাং প্রবাহৌঘঃ জলসমূহো যেন (৬-৭)। লতাদীনামপি মধুধারাঃ বর্ষয়তীতি তথাভূত (৮-৯)। দূরগতজলচরাণামপি মোহং বর্ণয়তি—স্বস্য পার্শ্বদেশমাপিতাঃ প্রাপিতা হংসাদয়ো যেন (১০-১১)। পর্জন্য এব ছত্রং তেন সেবিত (১২-১৩)। ব্রহ্মাদিদেবানাং অতর্ক্য মনিশ্চিততত্ত্বং সঙ্গীতং বেণুনাদো যস্য (১৪-১৫)। কামস্যার্পকাণি সম্যক্ বিলাসভরিতাণীক্ষণানি দৃষ্টিপাতা যস্য। তথা ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশচিত্রললামেন স্বচরণাব্জেন উদ্ধৃতঃ প্রশমিতঃ ভুবঃ ব্রজমণ্ডলস্য তাপং গবাদিখুরাক্রমণব্যথা যেন (১৬) কিঞ্চ বনিতানাং তরুভাবং জাড্যং করো-

হৃতচিত্তমৃগীপ্রাপ্ত-দিনান্ত-শ্রান্তিকান্তিত ।
যমুনাস্নানরম্যাঙ্গ সুখবায়ু-প্রপূজিত ॥ ৩১২ ॥

ব্রহ্মাদি-বন্দ্যমানাঙ্ঘ্রে সুহৃদানন্দ-বর্দ্ধন ।
মদচ্ছুরিত-লোলাক্ষ মুদিতানন-পঙ্কজ ॥ ৩১৩ ॥

বনমালাপরীতাঙ্গ গজেন্দ্রগতিসুন্দর ।
গোপিকা-শ্রাবিতোৎকর্ষ হৃষ্টমাতৃক পাহি মাং ॥ ৩১৪ ॥

নমস্তে ৭৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অরিষ্টত্রাসিতাশেষ-ব্রজাশ্বাসক রক্ষ মাং ।
স্বভুজাস্ফোটনাহ্বান বৃষভাসুর-কোপন ॥ ৩১৫ ॥

তীতি তথাভূত (১৭)। হৃতচিত্তাভিঃ মৃগীভিঃ প্রাপ্তা লব্ধা দিনান্তে অপরাহ্ণে গোসন্তালনাবসরে শ্রান্তিঃ বিশ্রান্তিশ্চ কান্তিতা সঙ্গাবস্থানকস্পৃহালুতা চ যস্য। যদ্বা শ্রান্তেঃ শান্তেঃ কং সুখঞ্চ অন্তিতা সামীপ্যঞ্চ যস্য (১৮-১৯)। যমুনায়াঃ স্নানেন রম্যমঙ্গং যস্য (২০) সুগন্ধিমন্দ-শীতত্বাদিনা সুখকরেণ বায়ুনা প্রকৃষ্টং পূজিত সেবিত (২১)। ব্রহ্মাদিভি র্দেবৈঃ বন্দ্যমানৌ অঙ্ঘ্রী চরণৌ যস্য তথা সুহৃদাং সহচরাণাং পূতনামোক্ষণাদিলীলাগানপরাণামানন্দং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ (২২) অতো মদেন হর্ষাতিরেকেণ ছুরিতে রঞ্জিতে (বিঘূর্ণিতে বা) চ লোলে চঞ্চলে চাক্ষিণী যস্য, তথা মুদ্রিতমাননমেব পঙ্কজং যস্য। বনমালয়া পরীতং শোভিতমঙ্গং যস্য। গজেন্দ্র ইব গত্যা গমনভঙ্গিনা সুন্দর। গোপিকাভিঃ যশোদায়ৈ শ্রাবিতঃ উৎকর্ষো যস্য, অতঃ হৃষ্টা মাতা যস্য হে তথাভূত! মাং পাহি—এতল্লীলাদিকং স্ফোরয়িত্বা রক্ষ (২৪-২৬)॥ ৩০৭—৩১৪॥

ইতি পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথারিষ্টাসুরবধাদিলীলাং প্রস্তৌতি—অরিষ্টেন তন্নামকাসুরেণ ত্রাসিতস্য নিখিলস্য ব্রজমণ্ডলস্য আশ্বাসকৃৎ মাং রক্ষ ভজনারিষ্টাৎ পরিত্রায়স্ব (১-৬)। স্বস্য ভুজাভ্যাং বাহুমাহত্য আস্ফোটেন চ আহ্বানেন চ বৃষভা-

উৎপাটিতবিষাণাগ্র-ঘাতিতোগ্রবৃষাসুর ।
গোকুলারিষ্টবিধ্বংসিন্ অরিষ্টাসুরভঞ্জন ॥ ৩১৬ ॥

নমঃ ৭৭ ॥

নারদজ্ঞাপিতোদন্ত-কংসদুর্ম্মন্ত্র-বর্দ্ধন ।
কংস-সংপ্রার্থিতাক্রূর-পুরানয়ন পাহি মাং ॥ ৩১৭ ॥
দুষ্টোপায়-দুরুদ্যোগ-শতাকুলিত-কংসরাট্ ।
রাজাজ্ঞানন্দিতাক্রূর জয় দানপতি-প্রিয় ॥ ৩১৮ ॥

নমঃ ৭৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

জয় গোকুল-সংত্রাসি-কেশি-বিক্ষেপণ প্রভো ।
হয়াসুর-মহাস্যান্তঃ-প্রবেশিত-মহাভুজ ॥ ৩১৯ ॥

সুরস্য কোপ-কারক (৭-৮)। উৎপাটিতে বিষাণয়োঃ শৃঙ্গয়োরগ্রে যস্য স চ ঘাতিতশ্চ উগ্রো ভয়ঙ্করো বৃষাসুরো যেন (১০-১৪)। গোকুলস্যারিষ্টস্য উৎপাতস্য বিশেষেণ ধ্বংসকারিন্। তথা অরিষ্টনামকস্যাসুরস্য ভঞ্জন বধকারিন্ (১৪)। অথ ব্রজলীলাসমাপ্তিমবধার্য্য মাথুরীলীলামাবির্ভাবয়িতুং কংসদ্বারৈব কৃষ্ণং মথুরামানেতুং যুক্ত্যুত্থাপনবিচক্ষণেন নারদেন জ্ঞাপিতঃ উদন্তঃ বৃত্তান্তঃ যস্মৈ তথাবিধস্য কংসস্য বসুদেবাদি-জিঘাংসারূপং দুষ্টমন্ত্রং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃক্ (১৭-২৬)! কংসেন সম্যক্ প্রার্থিতং অক্রূরদ্বারা মথুরাপুরে আনয়নং যস্য (২৮-৩০)। দুষ্টোপায়ানাং দুরুদ্যোগাণাঞ্চ শতেনাকুলিতঃ কংসরাট্ যেন (৩১-৩৭)। রাজ্ঞঃ কংসস্য আজ্ঞয়া আনন্দিতোঽক্রূরঃ যেন (৩৮-৩৯)। হে দানপতেঃ অক্রূরস্য প্রিয় যদ্বা দানপতিঃ প্রিয়ো যস্য হে তথাভূত, জয় প্রভূততরবল-বিক্রমমাবিষ্কৃত্যাসুরান্ বিনাশয় ॥ ৩১৫—৩১৮ ॥

ইতি ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ কেশিবধাদিলীলামাহ—গোকুলস্য সম্যক্ ত্রাসকারিণঃ কেশিনঃ বিশিষ্টরূপেণ শতধনুপরিমিতদূরে ক্ষেপণং উৎসর্জ্জনং যেন (১-৪) যতঃ প্রভো প্রচুরতরশক্তিসম্পন্ন। হয়াসুরস্য মহতো বদনস্যান্ত র্মধ্যে প্রবেশিতঃ মহান্

হেলাহত-মহাদৈত্য জয় কেশি-নিসূদন।
কেশবং কেশিমথনং বন্দে ত্বাং দেবতার্চিতং ॥ ৩২০ ॥

অমঃ ৭৯ ॥

জয় ভাগবতশ্রেষ্ঠ-শ্রীনারদ-সমীড়িত।
অপরিচ্ছিন্নসন্মূর্ত্তে সর্বজীবেশ্বরেশ্বর ॥ ৩২১ ॥
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃন্মায়াগুণসৃক্ সত্যবাঞ্ছিত।
ঋষিবাক্-স্মৃতদেবার্থ-কংস-সংহরণাদিক ॥ ৩২২ ॥
নারদজ্ঞাপিতাশেষকার্য্য-স্বীকারকোবিদ।
দর্শনোৎসব-সংহৃষ্ট-শ্রীনারদ-নমস্কৃত ॥ ৩২৩ ॥ **অমঃ ৮০ ॥**

ভুজো যেন (৫) ততো হেলয়া অবলীলাক্রমেণৈব হতো মহাদৈত্যঃ যেন। হে কেশিনিসূদন (৭-৮) জয় সর্বাতিশায়িলীলাবিনোদমাবিষ্কুরু। কেশবং কেশিনং হতবানিতি পৃষোদরাদিঃ। তদুক্তং—'যস্মাত্ত্বয়া হতঃ কেশী তস্মান্মচ্ছাসনং শৃণু। কেশবো নাম নাম্না ত্বং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যসি'। যদ্বা প্রশস্তচিকুরবন্তং 'কেশোহর্ণোভ্যাং ব' ইতি সূত্রাৎ। কেশিনং মথ্নাতীতি তথাবিধং। দেবতাভি রর্চ্চিতং প্রসূনবর্ষৈরীড়িতং ত্বাং বন্দে (৮) ॥ ৩১৯—৩২০ ॥

অথ নারদ-সমাগম-কংসচেষ্টানিবেদনাদিলীলাং প্রস্তৌতি—ভাগবতানাং ভগবতো লীলাধিকারনিযুক্তভক্তানাং শ্রেষ্ঠেন শ্রীনারদেন সম্যগীড়িত স্তুত (৯-২৩)। স্তবমাহ—সর্বাতীতত্বেন আনন্ত্যেন চ সর্বাপরিচ্ছেদ্যা সতী নিত্যা মূর্ত্তিঃ যস্য। প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকানাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং তেষাং ঈশ্বরান্ সৃষ্টিস্থিত্যাদি-কর্ত্তৄনপি আশ্নুতে নিয়ামকতয়া ব্যাপ্নোতীতি তথাবিধ। 'অশ্নোতে রাশুকর্মণি বরট্ চ' ইতি উপধায়া ঈত্বঞ্চ (১০)। সৃষ্টিঞ্চ স্থিতিঞ্চ অন্তং নাশঞ্চ করোতীতি তথাভূতয়া মায়য়া। [এতেন তস্য মায়াসম্বন্ধ-রাহিত্যমুক্তং]। গুণান্ সৃজতীতি তথাভূত, অথচ সত্যসঙ্কল্প [এতেন চেচ্ছামাত্রেণ সৃষ্ট্যাদিশক্তি রুক্তা] (১১-১২)। ঋষে র্নারদস্য বাচা স্মৃতো দেবানামর্থঃ প্রয়োজনমেব কংসস্য সংহরণাদি র্যেন (১৩-২৩)। ততো নারদেন জ্ঞাপিতানামশেষাণাং কার্য্যাণাং স্বীকারে কোবিদ কুশল তথা দর্শনমেব উৎসবো যস্য তথাবিধেন সম্যক্ হৃষ্টেন নারদেন নমস্কৃত (৩৪) ॥ ৩২১—৩২৩ ॥

হে মেষায়িত-গোপাল-পালন-স্তেয়-বিভ্রম ।
গোপবেশধর-ব্যোম-চৌর্য্যনীত-সুহৃদ্‌গণ ॥ ৩২৪ ॥
দুষ্টব্যোমাসুরগ্রাহিন্ জয় ব্যোম-নিপাতন ।
ময়পুত্রগুহারুদ্ধ-গোপবর্গ-বিমোক্ষক ॥ ৩২৫ ॥

নমঃ ৮৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

জয় দানপতিধ্যাত-মহামহিম-সঞ্চয় ।
সল্লক্ষণার্থসদ্ভাগ্যাক্রূর-সম্ভাবিতেক্ষণ ॥ ৩২৬ ॥
পাদাব্জধ্যায়কাঽক্রূর-লালসানন্দ-বর্দ্ধন ।
অক্রূর-রথসংপ্রাপ্ত গোষ্ঠ-গোদোহনাগত ॥ ৩২৭ ॥
জয় দানপতীক্ষাপ্ত ক্ষিতিকৌতুককৃৎপদ ।
শ্বাফল্কি-লুঠনাধানপাদাম্বুজ-রজোব্রজ ॥ ৩২৮ ॥

অথ ব্যোমাসুরবধলীলাং বর্ণয়তি—মেষবদাচরিতানাং গোপালানাং পালনে চ স্তেয়ে চৌর্য্যে চ বিভ্রমো বিহারো যস্য (২৬-২৭)। গোপবেশ-ধরেণ ব্যোমেন কর্ত্রা চৌর্যেণ নীতাঃ সুহৃদাং গণা যস্য (২৮-২৯)। দুষ্টং ব্যোমাসুরং গৃহ্ণাতীতি তাদৃশ। হে ব্যোমনিপাতন জয় (৩০-৩২)। ততো ময়পুত্রেণ ব্যোমেন গুহাসু রুদ্ধানাং গোপবর্গাণাং বিমোক্ষক (৩৩)॥ **৩২৪—৩২৫** ॥

ইতি সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথাক্রূরাগতিমাহ—দানপতিনাক্রূরেণ ধ্যাতঃ চিন্তিতো মহামহিম্নাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য (১-৪)। সন্তি কৃপালুতাদিলক্ষণানি মাহাত্ম্যানি অর্থা ধনানি বিষয়া বা যস্য ; যদ্বা শুভলক্ষণানি শুভপ্রভাতসূচকানি এবার্থাঃ ধনানি যস্য তথাবিধেন মহাভাগ্যেন অক্রূরেণ প্রত্যাশিতং দর্শনং যস্যেতি (১৪)। অতঃ সদ্ভাগ্যেনাক্রূরেণাপি সম্ভাবিতমীক্ষণং দর্শনং যস্য (৫)। পাদাব্জয়োশ্চরণকমলয়োর্ধ্যায়কস্য অক্রূরস্য লালসাঞ্চ আনন্দঞ্চ বর্দ্ধয়-তীতি তাদৃক্ (৬-২৩)। অক্রূরস্য রথেন সম্যক্ প্রাপ্ত (২৪) যতো গোষ্ঠে গোদোহনায় আগত (২৫)। দানপতেরক্রূরস্য ঈক্ষয়া দর্শনেন আপ্তানি

জয় শ্বফল্কতনয়-নয়নানন্দ-বর্দ্ধন।
রথাবপ্লাবিতাক্রূর জয়াক্রূরাভিবন্দিত ॥ ৩২৯ ॥
সুপ্রীত্যালিঙ্গিতাক্রূর জয় প্রণত-বৎসল।
গান্দিনী-নন্দনাশেষ-মনোবাঞ্ছিত-পূরক ॥ ৩৩০ ॥

নমস্তে ৮২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অক্রূর-বর্ণিতাশেষকংস-দুর্বৃত্ত-কোপিত।
দেবকীবসুদেবাদি-দুঃখ-শ্রবণ-দুঃখিত ॥ ৩৩১ ॥
যাত্রামন্ত্রিত-গোপেশ মথুরাগমনোন্মুখ।
প্রাত র্মধুপুরীযান-শ্রবণাকুল-গোকুল ॥ ৩৩২ ॥
যশোদাহৃদয়াশঙ্কা-চিন্তাজ্বরশতপ্রদ।
শোকাব্ধিপাতিতাশেষব্রজযোষিদ্‌গণাঽব মাং ॥ ৩৩৩ ॥

গৃহীতানি দৃষ্টানীত্যর্থঃ তথা ক্ষিত্যাঃ ব্রজভূমেঃ কৌতুককারীণি অলঙ্কার-রূপাণি পদানি যস্য (২৫)। শ্বাফল্কে রক্রূরস্য লুঠনাধানঃ অবলুণ্ঠনাস্পদং পাদকমলয়োঃ রজসাং ব্রজঃ সমূহো যস্য (২৬)। শ্বফল্ক-তনয়স্যাক্রূরস্য নয়নয়োরানন্দং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ (২৮-৩৩)। রথাদবপ্লাবিতঃ অবতারিতোঽক্রূরো যেন। হে অক্রূরেণ অভিতঃ সাষ্টাঙ্গপ্রণত্যাদিভিঃ বন্দিত (৩৪) অথ সুষ্ঠু প্রীতিভরেণালিঙ্গিতোঽক্রূরো যেন। হে প্রণতবৎসল [ভক্ত-বাৎসল্যেনৈবাত্র প্রীতিঃ, নতু তদাগমন-প্রয়োজনাদিনেতি ভাবঃ]। তথা গান্দিনী-নন্দনস্যাক্রূরস্য অশেষাণি মনোবাঞ্ছিতানি স্বকৃত-পরিরম্ভণাদীনি পূরয়তীতি তথাভূত ত্বং জয় ॥ ৩২৬—৩৩০ ॥

ইত্যষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাক্রূরসম্বাদং বিবৃণোতি—অক্রূরেণ বর্ণিতৈঃ নিখিলৈঃ কংসস্য দুশ্চরিত্রৈঃ কোপিত (৮-৯)। দেবকীবসুদেবাদীনাং দুঃখানাং শ্রবণেন দুঃখিত (১০)। যাত্রায়ৈ মন্ত্রিতঃ পরামৃষ্টঃ গোপেশো নন্দো যেন (১১-১২)। অতো মথুরায়াং গমনে উন্মুখ। প্রাতরেব মধুপুর্য্যাং যানস্য গমনস্য শ্রবণেন আকুলং ব্যাকুলীকৃতং গোকুলং তদ্বাসিজনঃ যেন (১৩)। যশোদায়া হৃদয়ে শঙ্কানাং চিন্তাজ্বরাণাঞ্চ শতানি প্রদত্ত ইতি। শোকসাগরে পাতিতা অশেষাঃ

শূন্যায়মানজগতীগোপীজীবন-তাপন ।
গোপীরোদন-বার্দ্ধারা-সংবর্দ্ধিত-নদীগণ ॥ ৩৩৪ ॥

নমঃ ৮৩ ॥

জয়াক্রূর-রথারূঢ় গোপীরোদনকাতর ।
শকটারূঢ়নন্দাদি-গোপালগণ-বেষ্টিত ॥ ৩৩৫ ॥
গোপীবিয়োগসন্তপ্ত রাধিকাবিরহাসহ ।
স্বদূতপ্রেমমিষ্টোক্তি-গোপিকাশ্বাসনাকুল ॥ ৩৩৬ ॥
গোপীহাহামহারাব-রোদনার্ত্তি-নিবর্ত্তিত ।
মৃতপ্রায়ব্রজবধূ-চুম্বনালিঙ্গনাসুদ ॥ ৩৩৭ ॥
প্রসীদ সান্ত্বনাভিজ্ঞ নানাশপথ-কারক ।
কৃতাবধিদিনো জীয়া আশাপ্রাণপ্রদায়ক ॥ ৩৩৮ ॥

নমঃ ৮৪ ॥

ব্রজযোষিতাং গোপীনাং গণা যেন হে তথাভূত, মাং বিরহসাগরাদব রক্ষ । (১৩-১৮) । শূন্যায়মানা জগতী পৃথিবী যাসাং তাদৃশীনাং গোপীনাং জীবনানি তাপয়তি স্ববিয়োগাগ্নিনা জ্বালয়তীতি তথাভূত । গোপীনাং রোদনৈর্যা বারিধারা স্তাভিঃ সম্যক্ বর্দ্ধিতো বৃদ্ধীকারিতো নদীনাং গণো যেন । (১৯-৩১) ॥ **৩৩১—৩৩৪** ॥

অক্রূরস্য রথে আরূঢ়, গোপীনাং রোদনেন কাতর (৩২) । শকটারূঢ়ৈঃ নন্দাদিভিঃ গোপগণৈঃ শ্রীদামাদিগোপালগণৈশ্চ বেষ্টিত (৩৩) । গোপীনাং বিয়োগেন সম্যক্ তপ্ত, এবং রাধায়া বিরহঃ অসহঃ যস্য, অতঃ স্বস্য দূতাদিদ্বারা অবধিকরণার্থা প্রেম্না মিষ্টা উক্তি র্যস্য, এবঞ্চ গোপিকানাং আশ্বাসনে ব্যাকুল ব্যগ্র, তথা গোপীনাং হাহা ইতি মহারাবেণ চ রোদনেন চ আর্ত্তিনা চ নিবর্ত্তিত রথাদবপ্লুত্য তাভি র্মিলিত । ততো মৃতপ্রায়াণাং ব্রজবধূনাং চুম্বনৈ রালিঙ্গনৈশ্চ অসূন্ প্রাণান্ দদাতীতি তথাবিধ হে সান্ত্বনাসু অভিজ্ঞ, তথা 'আয়াস্যে' ইত্যাদীন্ শপথান্ করোতীতি ; কিঞ্চ কৃতম্ অবধিদিনং পরশ্বো যেন, অতঃ আশয়া প্রাণান্ দদাতীতি, যদ্বা আশা এব প্রাণান্ দদাতীতি তথাভূত, জীয়াঃ জয়যুক্তো ভবেঃ শীঘ্রমেব কংসাদীন্ নিহত্য অত্রাগত্য পুন র্ব্রজদেবীঃ স্বস্বীকুরুষ্বেতি ধ্বনিঃ । (৩৪-৩৬) ॥ **৩৩৫—৩৩৮** ॥

শ্বাফল্কি-সঞ্চালিত-যানবাহং
গোপাঙ্গনাসংবৃত-যানমার্গম্।
ধাত্রী-মহারোদন-দুঃখিতং ত্বাং
নির্বাক্য-নন্দাদিধৃতং নমামি ॥ ৩৩৯ ॥

মারিত-স্ত্রীকতিপয় কতি-স্ত্রী-মূর্চ্ছনাকর।
উন্মাদিতৈক-তদ্‌যুথ রোদিতস্ত্রীসহস্রক ॥ ৩৪০ ॥
মহার্ত্তস্বর-সংভগ্নকণ্ঠীকৃত-বধূশত।
প্রসীদ রথমার্গাঙ্ক-পাতিতৈকাবলাগণ ॥ ৩৪১ ॥
জয়াশাতন্তুবদ্ধাসু-কতিস্ত্রী-কীর্ত্তনপ্রদ।
মথুরাপদবী-বীক্ষাকুলিতৈকাঙ্গনাযুত ॥ ৩৪২ ॥

নমঃ ৮৫ ॥

যমুনা-মজ্জিতাক্রূর জয়াক্রূর-রথস্থিত।
শ্বাফল্কি-জলসংদৃষ্ট পরমাশ্চর্য্য-দর্শক ॥ ৩৪৩ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

গমন-প্রকারমাহ—শ্বাফল্কিনা সঞ্চালিতো রথো বাহঃ বহনকর্ত্তা চ যস্য তং। গোপাঙ্গনাভিঃ সম্যগাচ্ছাদিতো যানস্য রথস্য পন্থাঃ যস্য তং। ধাত্র্যা যশোদায়া মহারোদনেন দুঃখিতং তথা নির্ব্বাক্যেন নন্দপ্রভৃতিনা ধৃতং ত্বাং নমামি ॥ ৩৩৯ ॥

মারিতাঃ স্ত্রীণাং কতিপয়া যেন, কতিপয়স্ত্রীণাং মূর্চ্ছাকৃৎ। উন্মাদিতং একং তাসাং যূথং যেন, তথা রোদিতং স্ত্রীণাং সহস্রং যেন, মহার্ত্তস্বরেণ সম্যক্ ভগ্নকণ্ঠীকৃতানি বধূনাং শতানি যেন। তথা রথমার্গস্য অঙ্কে স্থানে পাতিতাঃ একে অবলানাং গণা যেন, হে তথাভূত প্রসীদ গোপীনাং দুঃখানি বিমোচয়। আশৈব তন্তুঃ সূত্রং তস্মিন্ বদ্ধা অসবঃ প্রাণা যাসামেবস্তুতানাং কতিপয়স্ত্রীণাং স্বকীর্ত্তনং প্রদত্ত ইতি তথাভূত। মথুরায়াঃ পদব্যা মার্গস্য বীক্ষয়া দর্শনেন ব্যাকুলিতাভিঃ কাভিশ্চিৎ অঙ্গনাভি র্যুত বেষ্টিত (৩৭) ॥ ৩৪০—৩৪২ ॥

অথাক্রূরবাঞ্ছাপূর্ত্তিং বর্ণয়তি—যমুনায়াং মজ্জিতঃ স্নাপিতঃ অক্রূরো যৎপ্রযোজকেন (৩১) হে অক্রূরস্য রথস্থিত অথচ শ্বাফল্কিনা জলে সম্যগ্

অক্রূর-সংস্তুতানাদে পদ্মনাভাদি-কারণ।
জগদ্‌দুর্বিজ্ঞেয়গতে ভজমানৈক-গম্য হে ॥ ৩৪৪ ॥

নানাযজ্ঞার্চনীয়াঙ্ঘ্রে নানাখ্যা-রূপমার্গভাক্।
সর্বগত্যাপগাম্ভোধে সর্বদেবময়েশ্বর ॥ ৩৪৫ ॥

জগদাশ্রয়-সর্বাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডালি-গুহোদর।
শোকঘ্নানন্দদশ্রীমদবতারাবলী-যশঃ ॥ ৩৪৬ ॥

নানাকার্পণ্যবিজ্ঞাপি-মুমুক্ষ্বক্রূরযাচিত।
স্বপ্রেমভক্তি-সংসঙ্গদায়ি-স্বৈককৃপাভর ॥ ৩৪৭ ॥

দৃষ্ট, অতো মহাশ্চর্য্যাণি বিস্ময়কারীণি বস্তূনি দর্শয়তীতি তথাবিধ। (৪২-৫৭) ॥ ৩৪৩ ॥

ইত্যেকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অক্রূরস্তবমাহ—অক্রূরেণ সম্যক্ স্তুত স্তবনবিষয়ীভূত। ন আদিঃ কারণমস্যেতি অনাদে। পদ্মনাভস্য ব্রহ্মণঃ আদিকারণ, তত্রৈবাবির্ভাবাৎ। জগতাং ব্রহ্মাদি-সর্বসৃষ্টানাং দুর্বিজ্ঞেয়া গতিঃ স্বরূপং যস্য (২-৩) অথচ ভজমানানাং যোগি-কর্ম্মি-সন্ন্যাসি-ভক্তানামেব কেবলং গম্য বোধ্য (৪-৬)। নানাবিধৈ র্যজ্ঞৈঃ পূজাদিভিরর্চ্চনীয়ৌ অঙ্ঘ্রী চরণৌ যস্য। নানা পৃথক্ রূপঞ্চ বিগ্রহঞ্চ মার্গং প্রস্থানঞ্চ ভজতীতি তথাবিধ (৭-১০)। তদেব দৃষ্টান্তয়তি সর্বগতীনাং নদীনাং সমুদ্র ইব। [পর্বতঃ সকাশাৎ সর্বতঃ প্রভবন্তীনাং নদীনাং যথা সিন্ধুরেব চরমগতি স্তথা সোঽপি বিভিন্নপ্রস্থানানামুপাসকানাং পরমাশ্রয় এব।] ক্ষুদ্রনানাদেবতানামপি স্বরূপাধায়কত্বাৎ সর্বদেবময়ঃ, সর্বদেবতাশরীরত্বেন তৎপ্রচুরত্বাৎ। স চাসৌ তেষামন্তঃ প্রবিশ্য নিয়ন্তা চেতি ঈশ্বর (৯-১০)। জগতঃ আশ্রয়স্বরূপং সর্বমঙ্গং যস্য (১১-১৫)। ব্রহ্মাণ্ডানামালীনাং শ্রেণীনাং গুহাবদাশ্রয় উদরং যস্য (১৩-১৫)। শোকনাশনঞ্চ আনন্দপ্রদঞ্চ শ্রীমৎ শোভাসমৃদ্ধিকরঞ্চ যদ্বা শ্রীমতাং পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবতাং অবতারসমূহানাং যশো যস্য (১৬-২২)। নানাবিধং কার্পণ্যং দৈন্যং বিশেষেণ জ্ঞাপয়িতুং শীলং যস্য তথাবিধেন মুমুক্ষুণা অক্রূরেণ যাচিত (২৩-২৭)। স্বস্য প্রেমভক্তিঞ্চ সৎসঙ্গঞ্চ দাতুম্ শীলমস্যেতি তথাবিধঃ

গোপ্যবজ্ঞাহতাক্রূরশুষ্কস্তোত্রাভিবন্দিত।
পিতৃব্য-বিস্ময়োদন্ত-প্রচ্ছকাদ্ভুত-সাগর ॥ ৩৪৮ ॥

নমঃ ৮৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

মথুরোপবন-প্রাপ্ত-নন্দাদি-স্বজনাবৃত।
ব্রজার্ত্তিকারণাক্রূরগৃহযানার্থনাকর ॥ ৩৪৯ ॥
স্বলঙ্কৃত-মহাশ্চর্য্যপুরীদর্শন-হর্ষিত।
পুরস্ত্রীবৃন্দ-নয়ন-মনোহর নমোঽস্তু তে ॥ ৩৫০ ॥
দধ্যাদিমঙ্গলদ্রব্যদ্বিজাতিকৃতপূজন।
পুরস্ত্রীকৃত-গোপস্ত্রীপুণ্যশ্লাঘাতিনির্বৃ্ত ॥ ৩৫১ ॥

নমঃ ৮৭ ॥

মথুরাজন-সংবীক্ষ্য রজকাংশুক-যাচক।
দুর্মুখাক্ষেপ-সংক্রুদ্ধ রঙ্গকার-শিরোহর ॥ ৩৫২ ॥

স্বস্থৈব একঃ মুখ্যঃ কৃপাভরো যস্থ (২৮) গোপীনাং অবজ্ঞয়া অনাদরেণ আহতঃ সম্যগপরাধী যোঽক্রূর স্তস্থ শুষ্কেণ ভক্তিহীনেন স্তোত্রেণ অভি-বন্দিত স্তুত (৩০)। পিতৃব্যায়াক্রূরায় বিস্ময়স্থ উদন্তং বৃত্তান্তং পৃচ্ছতীতি তথাবিধ, হে অদ্ভুতসাগর বিচিত্রলীলাকর ॥ ৩৪৪—৩৪৮ ॥

ইতি চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ নগর-প্রবেশাদিকং বর্ণয়তি—মথুরায়া উপবনং প্রাপ্তা গতা যে নন্দাদয়ঃ স্বজনা স্তৈ র্বৃত বেষ্টিত (৮-৯)। ব্রজস্যার্ত্তিকারণং যোঽক্রূরঃ তেন তস্থ গৃহে যানায় গমনায় প্রার্থনাং করোতীতি তথাভূত (১০) অথ সুষ্ঠু অলঙ্কৃতা চ মহাশ্চর্য্যা চ যা পুরী মথুরা তস্যা দর্শনাৎ হর্ষিত (২০-২৩)। পুরস্থ স্ত্রীবৃন্দানাং নয়নানি মনাংসি চ হরতি আকর্ষতীতি হে তথাভূত, তুভ্যং নমঃ অস্তু (২৪-২৯)। দধ্যক্ষতাদিভি র্মঙ্গলদ্রব্যৈঃ করণৈঃ দ্বিজাতিভিঃ কর্ত্তৃভিঃ কৃতং পূজনং যস্থ (৩০)। পুরস্ত্রীভিঃ কৃতয়া গোপস্ত্রীণাং শ্লাঘয়া সাতিশয়ানন্দিত (৩১) ॥ ৩৪৯—৩৫১ ॥

অথ রজকবধাদিকং প্রস্তৌতি—মথুরাজনৈঃ সম্যক্ বীক্ষ্য দর্শনীয়,

নিজপ্রিয়াম্বরদ্বন্দ্ব-পরিধান-বিভূষিত ।
অভীষ্টবস্ত্র-সংহৃষ্ট-রামগোপালি-সংযুত ॥ ৩৫৩ ॥
প্রসীদ বায়কোন্নীতচৈলেয়াকল্পভূষিত ।
নানালক্ষণ-বেশাঢ্য হে বায়ক-বরপ্রদ ॥ ৩৫৪ ॥

নমঃ ৮৮ ॥

প্রসীদ হে সুদামাখ্য-মালাকার-গৃহাগত ।
মালিকপ্রীতিপূজাপ্ত-মাল্যবদ্‌ভক্তিসংস্তুত ॥ ৩৫৫ ॥
সুগন্ধি-নানামালালি-স্বলঙ্কৃত নমোঽস্তু তে ।
সুদামাভীপ্সিতবর-বাঞ্ছাতীতবরপ্রদ ॥ ৩৫৬ ॥

নমঃ ৮৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

রজকমংশুকানি বস্ত্রাণি যাচতে ইতি তথাভূত (৩২-৩৩)। দুর্মুখস্য রজকস্য আক্ষেপাৎ সাটোপ-বচনাৎ সম্যক্ ক্রুদ্ধ, (৩৪-৩৬) অতঃ রঙ্গকারস্য বস্ত্র-রঞ্জকস্য শিরো হরতীতি তথাভূত। ততঃ নিজস্য প্রিয়ং যদ্ বস্ত্রযুগলং তস্য পরিধানেন বিভূষিত (৩৮-৩৯)। ততোঽভীষ্টানি বস্ত্রাণি প্রাপ্য সম্যক্ হৃষ্টৈঃ রামাদিগোপগণৈঃ সহ সংযুত মিলিত। অথ বায়ক-প্রসাদমাহ—বায়কেন উন্নীতৈঃ উপনীতৈঃ চৈলেয়ৈ বস্ত্রময়ৈরাকল্পৈঃ কটক-কুণ্ডল-কেয়ূরাদিভি ভূষিত (৪০) ; নানা বহুবিধং লক্ষণং প্রকারঃ যস্য তাদৃশা বেশেন আঢ্য সম্পন্ন (৪১)। বায়কায় সারূপ্যং বরং প্রদদাতীতি তথাভূত (৪২)॥ ৩৫২—৩৫৪ ॥

অথ মালাকার-প্রসাদমাহ—সুদাম-নামকস্য মালাকারস্য গৃহমাগত হে প্রসীদ মদ্‌গৃহমপি কৃপয়ালঙ্কুরু (৪৩)। মালিকস্য সুদাম্নঃ প্রীত্যা পূজাং প্রাপ্ত স্বীকৃতার্চ্চ ইত্যর্থঃ। অতো মাল্যধারিন্, ভক্তিভরেণ সম্যক্ স্তুত (৪৫-৪৮)। সুগন্ধিভিঃ নানা মালাসমূহৈঃ সুষ্ঠু অলঙ্কৃত (৪৯)। সুদাম্নোঽভীপ্সিতং স্বস্মিন্নচলাভক্তি-ভক্তসৌহার্দ্য-ভূতদয়াদিরূপং বরং তথা তস্য বাঞ্ছাতীতং অপ্রার্থিতং বংশবৃদ্ধিমতীলক্ষ্মী-বলায়ুর্যশঃকান্তিপ্রভৃতিকং বরঞ্চ প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তথাভূত হে তুভ্যং নমঃ (৫১-৫২)॥ ৩৫৫—৩৫৬ ॥

ইত্যেকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সহাসনর্ম-সংপ্রশ্নার্থিতকুব্জানুলেপন।
কুব্জাদত্তাঙ্গরাগাঢ্য সৈরিন্ধ্রীচিত্ত-মোহন ॥ ৩৫৭ ॥
কুব্জানুলিপ্তসর্বাঙ্গ হেহঙ্গরাগানুরঞ্জিত।
ত্রিবক্রাবক্রতাহর্ত্তঃ কুব্জাসৌন্দর্য্যদায়ক ॥ ৩৫৮ ॥
কুব্জাকৃষ্টাম্বরধর কুব্জাচেষ্টাতিহাসিত।
কৃতকুব্জা-সমাশ্বাস জয় কুব্জাবরপ্রদ ॥ ৩৫৯ ॥

নমস্তু ৯০ ॥

নানোপায়ন-তাম্বূল-গন্ধাদি-বণিগর্চ্চিত।
জয় চিত্রায়িতাশেষপুরস্ত্রীগণ-বীক্ষক ॥ ৩৬০ ॥
জয় প্রফুল্লনয়ন লীলাহসিতলোচন।
মত্তনাগেন্দ্র-গমন নাগরীগণ-মোহন ॥ ৩৬১ ॥
ধনুঃস্থানপ্রশ্নকর জয়াদ্ভুতধনুর্ধর।
লীলা-সজ্জীকৃতেষ্বাস কংসকোদণ্ড-খণ্ডন ॥ ৩৬২ ॥

অথ কুব্জোন্নমনাদিলীলাং প্রস্তৌতি—হাসেন সহ নর্ম পরীহাসশ্চ সংপ্রশ্নশ্চ তাভ্যাং প্রার্থিতং কুব্জায়া অনুলেপনং যেন (১-২)। কুব্জয়া দত্তেন অঙ্গরাগেণাঢ্য সুশোভিত। অতঃ রূপ-পেশল-মাধুর্য্য-হসিতালাপ-বীক্ষিতৈঃ সৈরিন্ধ্র্যাঃ চিত্তং মোহয়তীতি (৪)। কুব্জয়া অনুলিপ্তং সর্বাঙ্গং যস্য ; অঙ্গরাগেণ অনুরঞ্জিত পত্রভঙ্গীরচনাবিধিনা শ্রীগণ্ডবক্ষোভুজাদিষনু-লিপ্ত (৫) ত্রিবক্রায়াঃ বক্রতাং হরতীতি তথাভূত (৬)। অতঃ কুব্জায়ৈ সৌন্দর্য্যং দদাতীতি (৮) কুব্জয়া আকৃষ্টং স্ববস্ত্রং ধরতীতি তথাভূত (৯) কুব্জায়াঃ চেষ্টয়া অতিশয়ং হাসিতং যেন (১০) কৃতঃ কুব্জায়াঃ সম্যগাশ্বাসো যেন (১২)। হে কুব্জায়ৈ বরপ্রদ জয় সর্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরু ॥ ৩৫৭—৩৫৯ ॥

ততো নানাবিধৈ রুপহারৈঃ তাম্বূলৈ র্গন্ধাদিভিশ্চ করণৈঃ বণিগ্ভি-রর্চ্চিত (১৩) চিত্রায়িতানাং লিখিতপ্রতিমানামিব নিশ্চলমূর্ত্তীনাং নিখিলানাং পুরস্ত্রীগণানাং বীক্ষক দর্শনকারিন্ (১৪)। অতএব প্রফুল্লে নয়নে যস্য, এবং লীলাভিশ্চ হসিতানি অবলোকনানি দৃষ্টিপাতা যস্য। মত্তঃ নাগেন্দ্রঃ গজরাট্ ইব গমনং যস্য। অতঃ নাগরীগণানাং মোহকৃৎ। ধনুঃস্থানস্য পৌরান্ প্রশ্নান্ করোতীতি তথা অদ্ভুতং বিচিত্রবর্ণানুলেপনালঙ্কারাদিভি রর্চ্চিতত্বাৎ বৃহত্তরত্বাচ্চ বিস্ময়াবহং ধনুঃ ধরতীতি তাদৃক্ (১৫-১৬)। লীলয়া

ধনূরক্ষকবৃন্দঘ্ন কংসপ্রেষিত-সৈন্যহন্।
কংসাতিত্রাসজনক শকটাবাস-সঙ্গত ॥ ৩৬৩ ॥

নমঃ ৯১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

কংসকারিত-মঞ্চৌঘ রঙ্গভূ-গমনোৎসুক।
জীয়াৎ কুবলয়াপীড়-গজরুদ্ধপথো ভবান্ ॥ ৩৬৪ ॥
সংক্রুদ্ধাম্বষ্ঠ-নির্দিষ্ট করীন্দ্রক্রীড়িতাঽব মাং।
সদ্যঃ কুবলয়াপীড়ঘাতিন্ সিংহ-পরাক্রম ॥ ৩৬৫ ॥
সমুৎপাটিত-নাগেন্দ্র-মহাদন্ত-বরায়ুধং।
বন্দে কুবলয়াপীড়-মর্দনং হতহস্তিপং ॥ ৩৬৬ ॥

নমঃ ৯২ ॥

সাবহেলনং সজ্জীকৃতঃ সমারোপিতজ্যাকঃ ইষ্বাসঃ ধনু র্যেন, তথা কংসস্য কোদণ্ডং ধনুঃ খণ্ডয়তীতি তথাভূত (১৭)। ধনুষো রক্ষকাণাং বৃন্দং হন্তি নাশয়তীতি তথা (১৯)। কংসেন প্রেষিতান্ সৈন্যান্ হন্তীতি (২০-২১) কংসস্য অতিত্রাসং জনয়তি ইতি (২৮-৩৪) শকটাবাসং সম্যক্ গত প্রাপ্ত (২৩) ॥ **৩৬০—৩৬৩** ॥

ইতি দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ কুবলয়াপীড়বধাদিকমাহ—কংসেন কারিতঃ মঞ্চানামোঘঃ সমূহো যেন (৪২।৩২-৩৩)। ততো রঙ্গভূমৌ মল্লক্রীড়াস্থানে গমনোৎকণ্ঠ (২)। কুবলয়াপীড়েন গজেন রুদ্ধঃ পন্থা যস্য তথাভূতো ভবান্ জীয়াৎ অম্বষ্ঠ-প্রেরিতং গজরাজং নিহত্য সাবধানোঽতঃ সর্বাচিত্তাকর্ষকগুণো ভূয়াৎ (২-৩)। সম্যক্ ক্রুদ্ধেন অম্বষ্ঠেন হস্তিপেন নির্দ্দিষ্ট (৫) অতঃ করীন্দ্রেণ কুবলয়াপীড়েন ক্রীড়িতং খেলা যস্য হে তথাভূত! মাং অব মদমত্ত-মনঃকরীন্দ্রাৎ রক্ষ (৬-১২) সদ্য স্তৎক্ষণাদেব কুবলয়াপীড়ং হন্তীতি তথাবিধ। সিংহ ইব পরাক্রমো যস্য তদা সম্যগুৎপাটিতঃ নাগেন্দ্রস্য মহাদন্ত এব বরঃ শ্রেষ্ঠঃ আয়ুধঃ অস্ত্রং যস্য তাদৃশং, কুবলয়াপীড়স্য হস্তিনঃ মর্দনকারকং তথা হতা হস্তিপা যেন তাদৃশঞ্চ ত্বাং বন্দে (১৪) ॥ **৩৬৪—৩৬৬** ॥

রঙ্গপ্রবেশ-সুভগ-বীরশ্রী-পরিভূষিত।
স্কন্ধন্যস্ত-মহাদন্ত মদরক্তকণাঙ্কিত ॥ ৩৬৭ ॥

প্রসীদ স্বেদ-কণিকালঙ্কৃতানন-পঙ্কজ।
রঙ্গস্থ-লোকাভিপ্রায়-ভাতাশেষরসাত্মক ॥ ৩৬৮ ॥

মহাবীর মহারম্য মহাস্মর মহাসুহৃৎ।
মহেশ্বর মহাস্নিগ্ধ মহাকাল মহাগুরো ॥ ৩৬৯ ॥

মহাতত্ত্ব মহাসেব্য সর্বলোক-মনোহর।
সপ্রেমেক্ষক-মঞ্চস্থ-লোকগীত-মহাযশঃ ॥ ৩৭০ ॥

নমঃ ৯৩ ॥

অথ রঙ্গপ্রবেশং বর্ণয়তি—রঙ্গমঞ্চে প্রবেশায় সুভগা সুন্দরী যা বীরশ্রীঃ তয়া বিভূষিত, বীরশ্রিয়মাহ—স্কন্ধে ন্যস্তো মহাদন্তো যেন, তথা মদস্য দানবারিণঃ রক্তস্য চ কণাভি র্বিন্দুভি রঙ্কিত চিহ্নিত। স্বেদকণিকাভিঃ ঘর্ম্মজলৈঃ অলঙ্কৃতং শোভিতং বদনকমলং যস্য হে তথাভূত প্রসীদ। তত্রাপূর্ব্বভাতিমাহ—রঙ্গস্থিতানাং লোকানামভিপ্রায়ৈঃ ভাতঃ প্রতীয়মানঃ অশেষাণাং রসানাং আত্মা স্বভাবো যস্মিন্। তত্র তেষাং দর্শনানুসারেণ তৎপ্রতীতিফলমাহ—মল্লানাং মহাবীর; দ্বেষিব্যতিরিক্তানাং পৌরাদীনাং মহারম্য পরমচমৎকারকরূপগুণলীলাদিভিঃ পরমদর্শনীয়; স্ত্রীণাং মহাস্মর প্রিয়তারতে র্ব্যক্তত্বাৎ; গোপানাং শ্রীদামাদীনাং মহাসুহৃৎ প্রিয়বয়স্য। অসতাং রাজ্ঞাং তস্য শাস্তৃত্ব-জ্ঞানাদ্ বীর্য্যাতিশয়দর্শনেন মহাশাসনকর্ত্তঃ; স্বপিত্রো র্দেবকী-বসুদেবয়োঃ নন্দ-বসুদেবয়ো র্বা শিশুত্বাৎ মহাস্নিগ্ধ মহাবাৎসল্যোদ্দীপক। কংসস্য মূর্ত্ত-মৃত্যুত্বাৎ মহাকাল। অবিদুষাং তত্ত্বানভিজ্ঞানাং মহাগুরো। যোগিনাং জ্ঞানিভক্তানাং সনকাদীনাং পর-তত্ত্বব্রহ্মরূপত্বাৎ মহাতত্ত্ব। বৃষ্ণীনামক্রূরোদ্ধবাদীনাং পরমারাধ্যত্বাৎ মহা-সেব্য (১৭)। ইত্থং তত্রত্যানাং সর্বেষামেব লোকানাং স্বস্বরুচিবৈচিত্র্যা-দীনাং মহারসস্বরূপতয়া প্রত্যন্তঃকরণরূপমেব স্ফুরণাৎ মনোহরতীতি তথাবিধ (১৯-২১)। প্রেম্না সহ ঈক্ষকৈঃ দর্শকৈ র্মঞ্চস্থিতৈঃ লোকৈ গীতং মহাযশঃ যস্য (২২-৩০) ॥ **৩৬৭—৩৭০** ॥

চানূর-ভাষিতং বন্দে চানূরোত্তরদায়কং।
চানূরাতিপরাক্রান্তং মল্লযুদ্ধ-বিশারদং ॥ ৩৭১ ॥

নমঃ ৯৪ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সহজপ্রেমমৃদুল পুরস্ত্রীগণ-শোচিত।
পুরস্ত্রীনিন্দিতাশেষসভ্য-লজ্জাতিলজ্জিত ॥ ৩৭২ ॥
স্ত্রীগণোদ্গীত-মহিম-ব্রজস্ত্রীশ্রুতিহর্ষিত।
পিতৃমাতৃমহার্ত্তিজ্ঞ জয় চানূরমর্দন ॥ ৩৭৩ ॥
শলতোষলসংহর্ত্ত র্বলঘাতিত-মুষ্টিক।
বিদ্রাবিতান্যমল্লৌঘ রাম-পাতিত-কূটক ॥ ৩৭৪ ॥

নমঃ ৯৫ ॥

অথ চাণূরেণ কথোপকথনমাহ—চাণূরেণ ভাষিতং 'হে নন্দসূনো' ইত্যাদিনা মল্লযুদ্ধে আহূতমিত্যর্থঃ (৩৪)। চাণূরায় উত্তরং 'প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ঞ্চে'ত্যাদিনা প্রতিবচনং দদাতীতি (৩৭-৩৮)। চাণূরেণ অতিপরাক্রান্তং মহাবিক্রমো যস্য তং মল্লযুদ্ধে বিশারদং সুনিপুণং ত্বাং বন্দে (৩৯-৪০) ॥ ৩৭১ ॥

ইতি ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ মল্লযুদ্ধং চাণূরবধাদিকঞ্চাহ—চাণূরেণ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্তে সহজপ্রেম্না স্বাভাবিকপ্রিয়তয়া মৃদুলৈঃ পুরস্ত্রীগণৈঃ শোচিত (৭-৮)। পুরস্ত্রীভিঃ নিন্দিতানাং নিখিলানাং সভ্যানাং লজ্জয়া অতিলজ্জিত (৯-১২)। স্ত্রীগণৈঃ উচ্চকণ্ঠেন গীতাঃ মহিমানঃ মাহাত্ম্যানি যস্য। তথা ব্রজস্ত্রীণাং ভাগ্যবর্ণনস্য শ্রুত্যা শ্রবণেন হর্ষিত যদ্বা স্ত্রীজনৈরুদ্গীত-মহিম্নো বা ব্রজস্ত্রিয় স্তাসাং ভাবাদিকস্য শ্রবণেন হর্ষিত (১৩-১৬) পিতু র্মাতুশ্চ স্ববলাজ্ঞানাং মহার্ত্তিং জানাতীতি তথাবিধ (১৮) হে চাণূরং মর্দয়তীতি তথাভূত জয় সর্বোৎকর্ষং আবিষ্কুরু (২৩) শলং তোষলঞ্চ সংহরতি নাশয়তীতি তথাবিধ (২৭)। বলেন বলদেবেন ঘাতিতো মুষ্টিকো যেন (২৪) এতেষাং বধং দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতাঃ অন্যে মল্লানাং সমূহা যেন (২৮) তথা রামেণ পাতিতঃ মারিতঃ কূটো মল্লো যৎপ্রযোজকেন (২৬) ॥ ৩৭২—৩৭৪ ॥

উচ্চমঞ্চস্থ-দুর্ব্বৃত্তকংসদুর্বাক্য-কোপিত।
আত্তাসিচর্ম্ম-সঞ্চারিকংস-কেশগ্রহোদ্ধত ॥ ৩৭৫ ॥
ভূমিপাতিত-ভোজেন্দ্র কংসোপরিবিকূর্দ্দিত।
কংস-ধ্বংসন কংসারে জয় কংস-নিসূদন ॥ ৩৭৬ ॥
হৃতোর্বীভয়ভারার্ত্তে জগচ্ছল্য-বিনাশক।
পিতৃমাতৃ-প্রহর্ষার্থ-মৃতকংস-বিকর্ষক ॥ ৩৭৭ ॥
ব্রহ্মেশাদি-সুরানন্দিন্ কালনেমি-বিমুক্তিদ।
বল-ঘাতিত-দুষ্টাষ্টকংস-সোদর পাহি মাং ॥ ৩৭৮ ॥

নমঃ ৯৬ ॥

কংসযোষিৎসমাশ্বাসিন্নাদিষ্টমৃত-সৎক্রিয়।
পিতৃমাতৃ-পদানম্র পিতৃবন্ধ-বিমোক্ষক ॥ ৩৭৯ ॥

নমঃ ৯৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ কংসকঙ্কাদিবধমাহ—উচ্চমঞ্চস্থস্য চ দুর্ব্বৃত্তস্য চ কংসস্য দুর্বাক্যেন কোপিত জাতক্রোধ (৩২-৩৩)। আত্তে গৃহীতে অসিচর্ম্মণী যেন স চ সঞ্চারণশীলশ্চ যঃ কংসঃ তস্য কেশেষু গ্রহেণ উদ্ধত (৩৫-৩৬)। ভূমৌ পাতিতশ্চ ভোজেন্দ্রশ্চ যঃ কংসঃ তস্যোপরি বিকূর্দ্দিতং খেলনং যস্য (৩৭) হে কংসধ্বংসন কংসস্য শত্রো হে কংসস্য নিসূদন জয়। হৃতম্ উর্ব্যাঃ পৃথিব্যাঃ ভয়ঞ্চ ভারশ্চ আর্ত্তিশ্চ যেন। হে জগতাং শল্যস্য বিনাশকৃৎ। পিতুঃ মাতুশ্চ প্রহর্ষায় মৃতস্য কংসস্য বিকর্ষণকারক (৩৮)। ব্রহ্মশিবাদীনাং দেবানামানন্দদ (৪২) পিবন্নদন্ বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্ তমেব কৃষ্ণমুদ্বিগ্নধিয়া নিত্য চিন্তয়ন্ পূর্বং যঃ কালনেমিঃ আসীৎ, অস্মিংস্তু কংসেতি নাম, তস্মৈ বিমুক্তিদ (৩৯) বলদেবেন ঘাতিতাঃ নিপাতিতা দুষ্টাঃ অষ্টৌ কংসস্য সোদরা যেন হে তথাভূত মাং পাহি দুষ্টাষ্টপাশেভ্যো বিমোচয় (৪০-৪১) ॥ **৩৭৫—৩৭৮** ॥

অথ রাজপত্নীসমাশ্বাসনমাহ—কংসস্য যোষিতাং স্ত্রীণাং সম্যক্ আশ্বাসদায়িন্ তথা আদিষ্টা মৃতানাং সৎক্রিয়া যেন (৪৩-৪৯)। অথ পিত্রো

ঈশজ্ঞানাকৃতাশ্লেষ-জননীতাত-ভাববিৎ।
স্নেহবর্দ্ধন-মিষ্টোক্তি-পিতৃমাতৃপ্রমোদকৃৎ ॥ ৩৮০ ॥
প্রাপ্তালিঙ্গনমুন্মাতৃতাত-ক্রোড়াধিরোপিত।
স্নেহবাক্‌পিতৃমাত্রশ্রুধারা-স্নাপিত-মস্তক ॥ ৩৮১ ॥
পরমানন্দিত শ্রীমদ্দেবক্যানকতুন্দুভে।
জয় প্রেমসুখাচ্ছাদি-জ্ঞান দুঃখ-নিবারক ॥ ৩৮২ ॥

নমঃ ৯৮ ॥

সদ্বাক্যানন্দিত-শ্রীমদুগ্রসেনাধিপত্যদ।
দত্তোগ্রসেনরাজ্যশ্রী রুগ্রসেন-নিদেশকৃৎ ॥ ৩৮৩ ॥
প্রসীদতান্ মে ভগবান্ ভক্তবৎসল-নামধৃক্।
উগ্রসেন-বশানীত-ত্রিলোকীরত্ন-সঞ্চয় ॥ ৩৮৪ ॥

নমঃ ৯৯ ॥

মোচনাদিকং বর্ণয়তি—পিতু র্মাতুশ্চ পদয়োঃ আনম্র তথা পিত্রো র্বন্ধনস্য বিমোক্ষণকৃৎ (৫০)॥ ৩৭৯ ॥

ইতি চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ পিত্রোঃ সান্ত্বনামাহ—ঈশজ্ঞানেন অকৃতঃ আশ্লেষঃ আলিঙ্গনং যাভ্যাং তাদৃশোঃ জননীতাতয়োঃ ভাবং বেত্তীতি তথাভূত (৪৪।৫১)। তদা স্নেহবর্দ্ধনেন চ মিষ্টোক্ত্যা চ পিতু র্মাতুশ্চ প্রমোদকর (১-৯)। তদ্বাক্যেন প্রাপ্তা আলিঙ্গনস্য মুদানন্দো যেন তথা মাতু স্তাতস্য চ ক্রোড়য়োঃ অধিরোপিত (১০)। স্নেহেন অবাক্যয়োঃ পিত্রোঃ অশ্রুধারাভিঃ স্নাপিতং মস্তকং যস্য (১১)। পরমানন্দিতৌ শ্রীমন্তৌ দেবকীবসুদেবৌ যেন তথা প্রেমসুখেন আচ্ছাদিতং জ্ঞানং যেন, অতো হে দুঃখনিবারক ত্বং জয় ॥ ৩৮০—৩৮২।

অথোগ্রসেনাভিষেকমাহ—সদ্‌বাক্যৈঃ আনন্দিতায় শ্রীমতে উগ্রসেনায় আধিপত্যং রাজত্বং দদাতীতি তথাভূত (১২)। দত্তা উগ্রসেনায় রাজ্যশ্রী র্যেন। উগ্রসেনস্য নিদেশকৃৎ আজ্ঞাবহ (১৩)। ভগবান্ সর্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-নিধানঃ ভক্তবৎসল এব নাম ধরতীতি তথাভূতো ময়ি প্রসীদতাৎ

আনীত-কংস-সন্ত্রাস-প্রোষিতজ্ঞাতিবান্ধব।
জয় সম্মানিতাশেষ-যাদবাবাস-দায়ক ॥ ৩৮৫ ॥
সদা দয়াস্মিতালোকানন্দিতাখিলযাদব।
জয় রোগজরাগ্লানিহারি-সন্দর্শনামৃত ॥ ৩৮৬ ॥
প্রসীদ সাত্বতশ্রেষ্ঠ যাদবেন্দ্র প্রসীদ মে।
বৃষ্ণিপুঙ্গব মাং পাহি দাশার্হাধিপ মাধব ॥ ৩৮৭ ॥
কুকুরান্ধক-বংশ্যেন্দ্র ভৈমান্বয়-বিবর্দ্ধন।
যযাতিকুল-পদ্মার্ক চন্দ্রবংশাব্ধি-চন্দ্রমঃ ॥ ৩৮৮ ॥

নমঃ ১০০ ॥

জয় শ্রীমথুরানাথ মথুরা-মঙ্গল প্রভো।
মধুরামূর্ত্তমাধুর্য্য মথুরা-মণ্ডলেশ্বর ॥ ৩৮৯ ॥
নিত্যশ্রীমথুরাবাসিন্ মধুরা-মাধুরীপ্রদ।
হে মাথুর-মহাভাগ্য নম স্তে মথুরা-পতে ॥ ৩৯০ ॥

নমঃ ১০১ ॥

প্রসন্নাভবতু। উগ্রসেনস্য বশে আনীতঃ ত্রিলোক্যাঃ জগত্রয়স্য রত্নানাং সঞ্চয়ো যেন (১৪) ॥ ৩৮৩—৩৮৪ ॥

আনীতাঃ কংসস্য সন্ত্রাসাৎ প্রোষিতাঃ কৃতপ্রবাসাঃ জ্ঞাতয়ঃ বান্ধবাশ্চ যেন (১৫)। ততঃ সম্যক্ মানিতানাং নিখিলানাং যাদবানামাবাসং দাতুং শীলমস্যেতি তথাবিধ (১৬)। সর্বদা দয়য়া চ স্মিতেক্ষণেন চ আনন্দিতাঃ যাদবা যেন (১৭-১৮)। রোগঞ্চ জরাঞ্চ গ্লানিঞ্চ হর্ত্তুং শীলং যস্য তথাভূতং সন্দর্শনমেবামৃতং যস্য (১৯)। সাত্বত-যদু-বৃষ্ণি-দাশার্হ-মধু-কুকুরান্ধক-ভোজাশ্চাষ্টৌ মুখ্যতমা যাদব-বংশভেদাঃ, তত্র তত্র শ্রেষ্ঠত্বাৎ তত্তন্নামগ্রহণং যথাযোগ্যং মন্তব্যম্। ভৈমবংশস্য বিবর্দ্ধনকৃৎ। ভীমো নাম সাত্বতবংশ্যো নৃপবিশেষঃ। তদ্বংশস্য বর্দ্ধক। যযাতিকুলানি এব পদ্মানি তেষাং পক্ষে সূর্য্য তদ্বংপ্রকাশকারক। চন্দ্রবংশ এব সমুদ্র স্তস্য চন্দ্র ঔজ্জ্বল্যবিধানাৎ ॥ ৩৮৫—৩৮৮ ॥

অথ মথুরাবিনোদিনং তং স্তৌতি—শ্রীমথুরাং নাথতে সনাথীক্রিয়তে ইতি তথাবিধ। হে মথুরায়া মঙ্গলকৃৎ প্রভো! মধুরায়াঃ মথুরায়া বিগ্রহ-ধারি-মাধুর্য্য! মথুরামণ্ডলমাশ্বশ্নুতে সর্বপ্রাধান্যেন ব্যাপ্নোতীতি তথাভূত!

অদ্যশ্বোগমন-ব্যাজ-রক্ষিত-ব্রজনায়ক।
প্রসীদ মুহুরাশ্লেষ-নন্দসম্ভাষণাকুল ॥ ৩৯১ ॥
নানাবাক্‌চাতুরী-দীন-নন্দরোদন-বর্দ্ধন।
অত্যালিঙ্গনগোপাল-কুলদুঃখাশ্রুবাহক ॥ ৩৯২ ॥
মুহুর্মুহুৎপতদ্‌বৃদ্ধ-নন্দ-সান্ত্বনকাতর।
বাসোঽলঙ্কার-কুপ্যাদি-দান-মারিতনন্দ হে ॥ ৩৯৩ ॥
হাহা-মহারবাক্রন্দি-গোপবৃন্দাত্মশোকদ।
জলসেকাদ্যপানীত-নন্দপ্রাণ প্রসীদ মে ॥ ৩৯৪ ॥
ত্বরাগমন-সত্যোক্তি-বিশ্বস্তীকৃতনন্দ মাং।
পার্শ্বে রক্ষ সুসন্দেশ-যশোদাদৈন্য-বর্দ্ধন ॥ ৩৯৫ ॥
মুহুর্মুহুঃ পরাবর্ত্তমান-নন্দাশ্রুসংপ্লুত।
নন্দানুব্রজন-ব্যাজ ব্রজদীনজনাশ্রুদ ॥ ৩৯৬ ॥

নিত্যমেব মথুরাং বসতীতি। যদুক্তং "মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ'। মথুরায়া মাধুরীং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তাদৃক্। মাথুরাণাং মথুরাবাসিনাং মহাভাগ্যস্বরূপ! অতো হে মথুরাপতে তৎপালক তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৮৯—৩৯০ ॥

অথ নন্দাদিসান্ত্বনাদানমাহ—অদ্য শ্বো বা গমনস্য ব্যাজেন ছলাৎ রক্ষিতঃ ব্রজনায়কো নন্দো যেন। মুহুঃ আশ্লেষৈঃ পরিরম্ভণৈঃ করণৈঃ নন্দেন সহ কথোপকথনে ব্যাকুল (২০)। নানাবিধৈঃ বাক্যচাতুর্য্যৈঃ দীনস্য নন্দস্য রোদনং বর্দ্ধয়তীতি তথাভূত। অতিশয়ালিঙ্গনৈঃ গোপালগণানাম্ দুঃখেন অশ্রুধারাঃ বাহয়তীতি। মুহু র্মুহ্যমানস্য চ পততশ্চ বৃদ্ধস্য চ নন্দস্য সান্ত্বনে কাতর (২০-২৩)। বাসাংসি চ অলঙ্কারাশ্চ কুপ্যানি কাংস্যাদি-পাত্রাণি চ তেষাং দানেন মারিতো নন্দো যেন (২৪)। হাহেতি মহারাবৈঃ আক্রন্দিনাং উচ্চরোদনশীলানাং গোপবৃন্দানাং আত্মনঃ বিরহদানকৃৎ। জলসেকাদিভিঃ উপানীতাঃ সমাহিতাঃ নন্দস্য প্রাণা যেন, হে তথাভূত মে প্রসীদ এতাদৃশ-কঠিনবিরহং মা কস্মৈচিদ্ দেহি। ত্বরয়া গমনস্য সত্যোক্ত্যা শপথেন বিশ্বস্তীকৃতো নন্দো যেন (২৩)। হে তথাভূত! মাং পার্শ্বে রক্ষ যথা দৈন্যাব্ধিমগ্নং নন্দং বা ত্বাং বা বৈকল্যান্মোহাদ্বা রক্ষেয়মিতি ধ্বনিঃ। এবং সুসন্দেশেন 'দ্রষ্টুমেষ্যাম' ইতি সুখবার্ত্তয়া যশোদায়াঃ দৈন্যং

গোপ্যর্থপ্রেষিত-স্বীয়ভূষা-শপথবাচিক।
নিরুধ্যমাননেত্রাব্জ-বারিধার প্রসীদ মে ॥ ৩৯৭ ॥

নমঃ ১০২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতম্ ॥ * ॥ ॥ * ॥

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ ৩৯৮ ॥
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ-পুরন্দর ॥ ৩৯৯ ॥
নিজাধরসুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসাদিত।
সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ নমোঽস্তু তে ॥ ৪০০ ॥

বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ, বস্তুতস্তু পুত্রব্যতিরেকেণ নন্দপ্রত্যাবর্ত্তনং দৃষ্ট্বৈব তস্যা বিরহসাগরঃ উদ্বেলিত আসীদেব। মুহুর্মুহুঃ পরাবর্ত্তমানস্য নন্দস্য অশ্রুভিঃ সম্যগ্ সিক্তদেহ ; নন্দস্য অনুব্রজনস্য ব্যাজেন ছলাৎ ব্রজস্য দীন-জনেভ্যঃ অসূন্ প্রাণান্ দদাতীতি তথাকৃৎ। গোপীভ্যঃ প্রেষিতানি স্বীয়-ভূষা-শপথবাক্যাদীনি যেন। তথা কৃচ্ছ্রাৎ নিরুধ্যমানা নেত্রপদ্ময়ো বারি-ধারা যেন হে তথাবিধ ! মে প্রসীদ এতাদৃশীং লীলাং দ্রাগেবোপসংহর ॥ ৩৯১—৩৯৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতম্।

অথ **শ্রীনীলাচলনাথং** স্তৌতি—শ্রীজগন্নাথ। নীলাচলস্য শিরোদেশস্য মুকুটমণে। গুটিকা বর্ত্তুলাকারপদার্থঃ শালগ্রাম ইতি যাবৎ। সা উদরে যস্য, নবকলেবর-সময়ে স্থাপিতেতি শেষঃ। দারুব্রহ্মন্, অস্য কারণকথাস্তি যথোৎকলখণ্ডে (৪।৬৫-৭০) "ইন্দ্রদ্যুম্নো নাম রাজা যুগে সত্যে ভবিষ্যতি। বৈষ্ণবঃ সর্বযজ্ঞানামাহর্ত্তা শাস্ত্রকোবিদঃ। অত্রাগত্য মহাভক্তিং করিষ্যতি নৃপোত্তমঃ। ভগবৎপ্রীতয়ে যো বৈ বাজিমেধসহস্রকম্। করিষ্যতি প্রজানাথ স্তদনুগ্রহকারণাৎ। একদারু-সমুৎপন্ন শ্চতুর্ধা সম্ভবিষ্যতি॥ দারবপ্রতিমা নানা বিশ্বকর্ম্মা ঘটিষ্যতি।" ইত্যাদি, তথাচ—'ব্যেতি সংসারদুঃখানি দদাতি সুখমব্যয়ং। তস্মাদ্দারুময়ং ব্রহ্ম বেদান্তেষূপগীয়তে' ইতি। নানাবিধেষু ভোগেষু পুরন্দর ইন্দ্র ইব। নিজাধরস্য সুধাং দাতুং শীলমস্যেতি। ইন্দ্রদ্যুম্নেন

গুণ্ডিচারথযাত্রাদি-মহোৎসব-বিবর্দ্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথ-মণ্ডনং ॥ ৪০১ ॥
দীনহীন-মহানীচ-দয়াদ্রীকৃতমানস।
নিত্যনূতন-মাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥ ৪০২ ॥

নমঃ ১০৩ ॥

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো ॥ ৪০৩ ॥
আজানুবাহো স্মেরাস্য নীলাচল-বিভূষণ।
জগৎপ্রবর্ত্তিত-স্বাদুভগবন্নামকীর্ত্তন ॥ ৪০৪ ॥
অদ্বৈতাচার্য্য-সংশ্লাঘিন্ সার্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দকৃতপ্রীত সর্ব্ববৈষ্ণব-বান্ধব ॥ ৪০৫ ॥

রাজ্ঞা প্রসাদিত প্রসন্নীকৃত। সুভদ্রায়াঃ লালনে আলিঙ্গনাদৌ ব্যগ্র * গুণ্ডিচারথযাত্রাদীন্ মহোৎসবান্ বিবর্দ্ধয়তীতি তথাবিধ। গুণ্ডিচাযাত্রায়াং রথস্য মণ্ডনং অলঙ্কাররূপং ত্বাং বন্দে। চৈতন্যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভো র্বল্লভ প্রিয়। যদ্বা চৈতন্য এব বল্লভো যস্য। যদ্বা চৈতন্য শ্চিদ্রূপশ্চাসৌ বল্লভশ্চেতি। অন্যৎ সুস্পষ্টম্। এতদ্ বিবরণাদিকন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তোৎকলখণ্ডাদৌ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৯৮—৪০২ ॥

অথ **শ্রীগৌরাবতারং** প্রস্তৌতি—জগতি প্রবর্ত্তিতং প্রাদুর্ভাবিতং স্বাদু অমৃতাদপি পরমাস্বাদবৈচিত্রীযুতং ভগবতো নামকীর্ত্তনং যেন। অদ্বৈতাচার্য্যস্য সম্যক্ শ্লাঘাকারিন্—তদ্দ্বারৈব স্বস্যাবতরণাৎ। সার্ব্বভৌমং বাসুদেবং সর্বথা নন্দয়িতুং শীলমস্যেতি। রামানন্দে কৃতং প্রীতং প্রীতি র্যেন; যদ্বা রামানন্দেন কৃতং প্রীতং প্রিয়তা যস্মিন্ তৎসম্বুদ্ধৌ। শ্রীকৃষ্ণস্য চরণ-

---

* অত্রাপি কারণকথাস্তি যথোৎকলখণ্ডে (১৯।১০-১৭):—সুভদ্রা চারুবদনা বরাভয়ধারিণী। লক্ষ্মীঃ প্রাদুর্ভূবেয়ং সর্বচৈতন্যরূপিণী। ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণীগর্ভসম্ভবা। বলভদ্রাকৃতি র্জাতা বলরূপস্য চিন্তনাৎ। ক্ষণং ন সহতে সা হি মোক্তুং নীলাবতারিণং ॥ একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ। ভগিনী বলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা। পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মীঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি। পুংনাম্না ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনাম্না কমলালয়া। দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরং ॥ তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী স্ত্রীপ্রবর্ত্তিকা।

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধে।
নম স্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি? ৪০৬॥

নমঃ ১০৪ ॥

নমো ব্রাহ্মণরূপায় নিজভক্ত-স্বরূপিণে।
নমঃ পিপ্পলরূপায় গোরূপায় নমোঽস্তু তে॥ ৪০৭॥
নানাতীর্থস্বরূপায় নমো নন্দকিশোর তে।
সর্বদা লোকরক্ষার্থরূপ-পঞ্চকধারিণে॥ ৪০৮॥

নমঃ ১০৫ ॥

পাষাণধাতুমৃদ্দারুসিকতামণিলেখজা।
সপ্তধা তে প্রতিকৃতিরচলা বা চলা প্রভো॥ ৪০৯॥

কমলয়োঃ প্রেমামৃতং যস্মাৎ তস্য মহাম্বুধি মহাসমুদ্র যদ্বা শ্রীকৃষ্ণস্য চরণ-কমলয়োঃ প্রেমামৃতস্য মহাসমুদ্রঃ যস্মাৎ। হে তথাভূত মহাপ্রভো! তুভ্যং নমঃ। দীনাতিদীনং মাং কদাচিৎ স্মরিষ্যসি কিং? মহাদেব্যোক্তিরিয়ং॥ **৪০৩—৪০৬** ॥

অথ ব্রাহ্মণ-ভক্ত-পিপ্পল-গো-তীর্থ-স্বরূপধারিণং ভগবন্তং স্তৌতি—নমঃ ইতি। এতেষাং বিভূতিরূপত্বেন তৎস্বরূপত্বং মন্তব্যং। তত্র ব্রাহ্মণস্য 'বর্ণানাং প্রথমোঽন্বয়েতি' (১১।১৬।১৯) তথা 'ব্রাহ্মণা জগদীশস্য জঙ্গমা স্তনবঃ স্মৃতা' ইত্যুৎকলখণ্ডে (৩৩।২১); ভক্তস্য 'ত্বন্ত ভাগবতেষহং' ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যা' ইতি দ্বারকামাহাত্ম্যে, 'বিষ্ণুপ্রতিমৈব বৈষ্ণব' ইতি হরিভক্তি-সুধোদয়ে 'বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতা' ইতি হরিভক্তিবিলাসে চ (১০।১০৫); পিপ্পলস্য 'বনস্পতীনামশ্বত্থেতি' 'অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণামিতি' গীতাসু চ। গবাং—'ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃগিতি (১১।১৭।১১) এবং 'হবির্ধাস্ম্যস্মি ধেনুষু' ইতি চ (১১।১৬।১৪)। তীর্থানাং চ—'তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহ-মিতি চ (১১।১৬।২০)। হে নন্দনন্দন! সর্বদৈব লোকরক্ষায়ৈ রূপ-পঞ্চকং পূর্বোক্তং ধর্ত্তুং শীলং যস্য তস্মৈ তুভ্যং নমঃ॥ **৪০৭—৪০৮** ॥

অথ ভগবদর্চ্চাভেদান্ স্তৌতি—পাষাণজা শৈলী, ধাতুজা সুবর্ণাদিময়ী। মৃন্ময়ী। দারুময়ী। সিকতাময়ী—বালুকাময়ী। মণিময়ী। লেখ্যা চ— ইত্থং তব সপ্তপ্রকারা প্রতিমা তথা চলা অচলা বা ভবন্তি। অথ যত্র-

শালগ্রামশিলা চাথ যত্র কুত্রাপ্যবস্থিতা।
যাদৃশী তাদৃশী বাপি ভক্তৈর্ভক্ত্যাভিপূজিতা ॥ ৪১০ ॥
ভবতাধিষ্ঠিতা সর্বা সচ্চিদানন্দরূপিণী।
ত্বমেব কথ্যসে সদ্ভি স্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৪১১ ॥

নমস্ত ১০৬ ॥

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ববেদৈকসৎফল।
সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্ব্বলোকৈকদৃক্প্রদ ॥ ৪১২ ॥
সর্বভাগবত-প্রাণ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভো।
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিবর্ত্তিত ॥ ৪১৩ ॥

কুত্রাপি অশুচিস্থানাদৌ অপি স্থিতা যাদৃশী তাদৃশী ভগ্না খণ্ডিতা স্ফুটিতা বাপি শালগ্রামশিলা ভক্তৈর্ভক্তিভরেণ সম্যক্ পূজিতা চ স্যাৎ। সর্বা ভবতৈব অধিষ্ঠিতা সচ্চিদানন্দরূপিণী চ ত্বমেব সদ্ভিঃ সাধুভি রুচ্যসে। অতো হে সর্বার্চ্চাময়! তস্মৈ তুভ্যং নমঃ। আদরাতিশয়ে বীপ্সা। যদুক্তং ভাগবতে—[১১।২৭।১২] "শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা। চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব-মন্দিরমিতি" কিঞ্চ পাদ্মে পাতালখণ্ডে ১১শাধ্যায়ে। 'শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসু চ। নিত্যন্তু শ্রীহরেঃ পূজেতি'। 'শালগ্রাম-শিলায়ান্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সদা বসতি তেনাত্র বিষ্ণু স্তিষ্ঠতি সর্বদা। [উত্তরখণ্ডে ১১৭]। 'শালগ্রামশিলা ভগ্না পূজনীয়া সচক্রকা। খণ্ডিতা স্ফুটিতা বাপি শালগ্রামশিলা শুভা'। ইতি চ বারাহে॥ তথা 'শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরি'রিত্যাদ্যুক্তেশ্চ ॥ ৪০৯—৪১১ ॥

অথ শ্রীমদ্ভাগবতং স্তৌতি—সর্বেষাং শাস্ত্রসমুদ্রাণাং পীযূষ, অত্রৈব সর্বশাস্ত্রসারসমন্বয়াৎ; সর্বেষাং বেদানামেকং মুখ্যং চ সদত্যুৎকৃষ্টং চ ফল-মিব, সর্ববেদার্থ-সূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ, যদুক্তং মাৎস্যে 'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম বিস্তর' ইতি, গারুড়ে চ—'গায়ত্রীভাষ্য-রূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ॥' ইতি। 'নিগমকল্পতরো র্গলিতং ফলমিতি' চ। সর্বৈঃ সিদ্ধান্তরত্নৈঃ আঢ্য সম্পন্ন, পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চায়কত্বাৎ। সর্বেভ্যঃ লোকেভ্যঃ ভক্ত-মুক্তমুমুক্ষু-বিষয়ি-প্রভৃতিভ্যঃ সর্বহিতোপদেষ্টৃত্বাৎ, সর্বদুঃখহরত্বাৎ, সর্বজ্ঞানপ্রদত্বাচ্চ;

পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে।
সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে ॥ ৪১৪ ॥
মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদ্গুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ৪১৫ ॥

একাং মুখ্যাং মাংসচক্ষুব্যতিরিক্তাং দৃশং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি। সর্বেষাং ভাগবতানাং ভক্তিরসলম্পটানাং প্রাণা ইব, তত্রৈব পরমভক্তিরসানাং সুস্পষ্টতয়া সম্যক্তয়া চ নিরূপিতত্বাৎ, তদেব উপজীব্যতয়া বহুশঃ পরমবৈষ্ণবৈঃ মধ্বাচার্য্য-হেমাদ্রি-বোপদেব-লক্ষ্মীধর - বিষ্ণুপুরী - প্রভৃতিভিঃ প্রমাণিতত্বাৎ, তথা শ্রীহনুমচ্চিৎসুখী-বিজয়ধ্বজিবিদ্বৎকামধেনু-সম্বন্ধোক্তি-তত্ত্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকাদীনাং মহানুভবকৃতানাং ব্যাখ্যানানাং সদ্ভাবাচ্চ। হে শ্রীমদ্-ভাগবত পরমপ্রেমলক্ষ্মীময় ভক্তিরসপাত্র! হে প্রভো! প্রচুরতরপ্রভাব-শীল। কলিযুগ এব ধ্বান্তমন্ধকারঃ (সর্বথৈব ভগবদ্ভজনপ্রাতিকূল্যাদেঃ) তস্য নাশায় উদিতঃ আদিত্যঃ ইব। যদুক্তং 'কলৌ নষ্টাদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিত' ইতি। তত্রার্কতারূপকেণ তদ্বিনা নান্যেষাং শাস্ত্রাণাং সম্যগ্-বস্তুপ্রকাশকত্বমিতি প্রতিপাদ্যতে। শ্রীকৃষ্ণেন পরিবর্ত্তিত তৎপ্রতিনিধিরূপ। 'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিত' ইতি। পাদ্মীয়ভাগবতমাহাত্ম্যে চ—'স্বকীয়ং যদ্ভবেত্তেজ স্তচ্চ ভাগবতেঽদধাৎ। তিরোধায় প্রবিষ্টোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবমিতি' (৩।৬১)। পরমঃ আনন্দঃ পাঠাৎ পাঠো বা যস্য তস্মৈ। প্রেমবর্ষিণঃ অক্ষরা যস্য তস্মৈ তথা সর্বদা সর্বৈঃ ভক্তমুক্তমুমুক্ষুবিষয়িভিঃ সেব্যায় তুভ্যং মম নমঃ অস্তু। মম একঃ মুখ্য বন্ধুঃ, (সম্বোধনে) অত্যাগ-সহনাৎ। অতো মম সঙ্গী চ। সর্বত্র মদজ্ঞাননিরাসকত্বাদ্ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাচ্চ মম গুরুঃ। মম মহাধন, পুরুষার্থশিরোমণি-প্রেমধনদাতৃকত্বাৎ। মম নিস্তারক কলিমায়াপ্রপঞ্চাদিভ্যঃ সর্বথৈব পৃথক্করণাৎ। মম ভাগ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রাপ্তিফলকং যস্মাৎ। তথা মম আনন্দঃ প্রচুরতরপ্রেমামোদদায়িন্ যদ্বা মত্ততাকরঃ আনন্দো যস্মাৎ তস্মৈ তুভ্যং নমঃ। হে অসাধুভ্যোঽপি সাধুত্বদায়িন্ অতিনীচেভ্যোঽপি উচ্চতাকারিন্; তদুক্তং পাদ্মে শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে [৪।১১-১৪] 'যে মানবাঃ পাপকৃতস্তু সর্বদা সদা দুরাচাররতা বিমার্গগাঃ। ক্রোধাগ্নিদগ্ধাঃ কুটিলাশ্চ কামিনঃ সপ্তাহযজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে॥ সত্যেন হীনাঃ পিতৃমাতৃদূষকা

অসাধু-সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর।
হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্না হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর ॥ ৪১৬ ॥

নমঃ ১০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তব কারুণ্য-মহিম্নে মে নমো নমঃ।
যো মাং নীচং দুরাচারং নিত্যপাপরতং শঠং ॥ ৪১৭ ॥
অহো তস্যা অবস্থায়াঃ সতামিব দশামিমাং।
তস্মাৎ স্থানাদিদং স্থানং মথুরামণ্ডলং শুভং ॥ ৪১৮ ॥
যস্মিন্ জ্ঞানকৃতং বাপি সর্বপাপং ন তিষ্ঠতি।
চতুর্দ্ধা যত্র মুক্তিঃ স্যাত্ত্বং চ সন্নিহিতঃ সদা ॥ ৪১৯ ॥

স্তৃষ্ণাকুলা শ্চাশ্রমধর্ম-বর্জিতাঃ। যে দাম্ভিকা মৎসরিণোঽপি হিংসকাঃ সপ্তাহযজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে ॥' ইত্যাদয়ঃ। কদাচন মাং ন মুঞ্চ পরিত্যজ। 'হা' প্রেমার্ত্তিসূচকং। মদীয়ে হৃদয়ে কণ্ঠে চ প্রেমাতিশয়েন স্ফুর ॥ ৪১২—৪১৬ ॥

অথ গ্রন্থমুপসংহরন্ স্বস্য মহাদৈন্যমভিব্যঞ্জয়ন্ চ শ্রীকৃষ্ণস্য কারুণ্যমহত্ত্বমেব সংস্তৌতি। হে শ্রীকৃষ্ণ! তব কারুণ্যস্য মহিম্নে মহত্ত্বায় মম নমঃ। আদরাতিশয়ে বীপ্সা। তদেব বিশিনষ্টি যাবৎসমাপ্তি—যো মাং নীচং দুরাচারং নিত্যং পাপকর্মসু রতং শঠং সর্ববঞ্চকমপি তস্যাঃ রাজসেবকতয়া মহাজঘন্যায়া দশায়াঃ ইমাং সতাং সজ্জনাচরিতামিবাবস্থাং প্রকৃষ্টরূপেণ আপয়ৎ অলম্ভয়ৎ [অত্র পরত্র চ দৈন্যোক্তি র্বোধ্যা] এতেন স্বচেষ্টাদিকং নিরাকৃতং, কৃপায়াশ্চ মহামাহাত্ম্যং ব্যঞ্জিতং, এবং সর্বত্র। তস্মাৎ স্থানাৎ বিষয়িজনসঙ্কুলাৎ ইদং শুভং সর্বমঙ্গলালয়ং মথুরামণ্ডলং প্রাপয়ৎ, তদেব বিশিনষ্টি—যস্মিন্ স্থানে জ্ঞানকৃতং অজ্ঞানকৃতন্তু সুতরামেব সর্বপাপং ন তিষ্ঠেৎ নশ্যেদেব, তদুক্তং মথুরা-মাহাত্ম্যে—জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং সমুপার্জিতম্। সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি মথুরায়াং প্রণশ্যতীতি। জন্ম-মৌঞ্জীব্রত-মৃত্যুদাহে যত্র চতুর্ধা মুক্তিঃ স্যাৎ; তদুক্তং—কাশ্যাদিপুর্য্যো যদি নাম সন্তি তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা। যা জন্ম-মৌঞ্জীব্রত-মৃত্যুদাহে নৃণাং চতুর্ধা বিদধাতি মোক্ষং ইতি স্কান্দে। ত্বং চ সদা সন্নিহিতঃ, তদুক্তং—'মথুরা ভগবান্ নিত্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।' তথা 'পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরে'রিতি চ। যস্মিন্ চ স্বস্য সতাত্যুৎকৃষ্টেন মহিম্না ইবাপিতঃ

যস্মিন্ স্বসন্মহিম্নৈবার্পিতো বসসি নিত্যদা।
নিজমাধুর্য্যসম্পত্ত্যা মধুরেতি যদুচ্যতে ॥ ৪২০ ॥
তথা তস্মাচ্চ দুঃসঙ্গাদ্ য স্ত্বৎপ্রিয়তমস্য হি।
শ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্য সঙ্গং নীলাচলে তথা ॥ ৪২১ ॥
রথোপরি তব শ্রীমন্মুখদর্শন-কৌতুকং।
পুন র্বৃন্দাবনং হ্যেতৎ তত্তৎক্রীড়াস্পদং তব ॥ ৪২২ ॥
গোপিকা যস্য সংকীর্ত্তিং ভবাংশ্চাবর্ণয়ন্ গুণান্।
দূরস্থাঃ শ্রবণাদ্ যস্য লভন্তে প্রেম তে শুভাঃ ॥ ৪২৩ ॥
চরাচরং প্রাণিজাতং যস্য ত্বৎপ্রেমসংপ্লুতং।
নিত্যমদ্যাপি যস্মিংস্ত্বপূর্ববৎ ক্রীড়সি স্ফুটম্ ॥ ৪২৪ ॥
অত্রৈব ত্বৎপ্রিয়ং যশ্চ মদেকধনজীবনং।
প্রাপয়ন্ মে পুনঃ সঙ্গং তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৪২৫ ॥

সন্ সর্বদা বসসি; উক্তং চ 'স ভগব কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, স্বে মহিম্নীতি।' যং স্থলং নিজস্য মাধুর্য্যাণাং সম্পত্ত্যা 'মধুরা' ইতি কথ্যতে। তথা তস্মাচ্চ রাজসেবিগণরূপদুষ্টানাং সঙ্গাৎ য স্তে কারণ্যমহিমা ত্বৎপ্রিয়তমস্য ভক্ত-গণস্যেতি শেষঃ—'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈ বাত্মা চ যথা ভবানি'ত্যুক্তত্বাৎ (১১।১৪।১৫) হি নির্দ্ধারে। সঙ্গং (প্রাপয়ৎ)। তথা নীলাচলে শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভোঃ সঙ্গঞ্চ প্রাদদাৎ, তত্র নীলাচলে রথোপরি তব শ্রীমন্মুখদর্শনকৌতুকং (প্রাপয়ৎ)। পুনঃ এতৎ বৃন্দাবনং তথা তৎ তৎ ব্রজমণ্ডলব্যাপি তব ক্রীড়াস্থলজাতং (প্রাপ-য়ৎ); যস্য ব্রজমণ্ডলস্য সংকীর্ত্তিং গোপিকা অবর্ণয়ন্ 'অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদাম' ইত্যাদিভিঃ (১০।২১।৭-১৯)। তথা ভবানপি 'অহো অমী দেববরামরার্চিত' মিত্যাদিভিঃ (১০।১৫।৫-৮) যস্য গুণান্ মহোৎকর্ষান্ অবর্ণয়ৎ —যস্য শ্রবণাৎ দূরস্থা অপি জনা শুভাঃ কল্যাণযুক্তা ভবন্তঃ তে প্রেম লভন্তে, যস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকং প্রাণিজাতং তব প্রেমভিঃ সম্যক্ প্লুতং, তদুক্তং 'যদ্-গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্' ইতি, যস্মিন্ তু অদ্যাপি নিত্যং অপূর্ব্ববৎ নবনবায়মানঃ আশ্চর্য্যকৃদ্বা স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা ক্রীড়সি—যশ্চ ত্বৎ-প্রিয়ং মম চ মুখ্যং ধনং জীবনঞ্চ শ্রীরূপং ভাগবতবরং মে পুনঃ সঙ্গং

অধুনা যো মম মুখান্নিঃসারয়তি নাম তে।
কদাচিচ্চরণাম্ভোজং হৃদি মে স্মারয়ত্যপি ॥ ৪২৬ ॥
মৎকায়েনাধমেনাপি নম স্তে কারয়েদয়ং।
সর্বাপদ্ভ্যোঽপি মাং রক্ষেদ্ দদ্যাত্তে ভক্তিসম্পদং ॥ ৪২৭ ॥
দাতুং শক্নোতি মেঽজস্রং প্রেমস্মরণ-কীর্ত্তনং।
তব প্রেমকটাক্ষঞ্চ ময়ি প্রাপয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৪২৮ ॥
গোগোপগোপিকাসক্তং ত্বাং চ দর্শয়িতুং প্রভুঃ।
এবং যো মম হীনস্য সর্বাশালম্বনং পরম্ ॥ ৪২৯ ॥
মহাকারুণ্য-মহিমা পুরাণো নিত্যনূতনঃ।
ত্বদীয়ঃ সচ্চিদানন্দ স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৪৩০ ॥
এতল্লীলাস্তবং নাম স্তোত্রং শ্রীকৃষ্ণ! তারকং।
প্রণামাষ্টোত্তরশতে যোঽর্থাবগম-পূর্বকং ॥ ৪৩১ ॥

প্রাপয়ৎ তস্মৈ মহত্ত্বায় নিত্যং নমঃ। তদুক্তমেকেনৈব শ্লোকেন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতনামকে সিদ্ধান্তরত্নাকরে (২।৫।১০৩)—কাষ্ঠামমুত্রৈব পরাং প্রভো র্গতা, স্ফুটা বিভূতি র্বিবিধা কৃপালুতা। স্বরূপতাশেষমহত্ত্বমাধুরী-বিলাসলক্ষ্মীরপি ভক্তবশ্যতা ॥ এবং পরত্র চ। যঃ অধুনা সাংপ্রতং মম মুখাৎ তব নাম নিঃসারয়তি [এতেন স্বয়ং নির্মাণৌদ্ধত্যং পরিহৃতং, প্রামাণ্যঞ্চাস্য প্রতিপাদিতং]। যঃ কদাচিৎ তে চরণকমলমপি মে হৃদি স্মারয়তি—যোঽয়ং অধমেনাতিশোচ্যেনাপি মম দেহেন তে নমস্কারং কারয়েৎ, যঃ সর্বাভ্যঃ আপদ্ভ্যঃ ভজনবিরুদ্ধেভ্যঃ অপি রক্ষেৎ, তথা তব ভক্তিসম্পদং দদ্যাৎ—যঃ অজস্রং প্রেম্না স্মরণং কীর্ত্তনং মহ্যং দাতুং শক্নোতি—যঃ ময়ি তব প্রেমময়কটাক্ষপাতঞ্চ কারয়িতুং শক্তঃ—গোভিঃ গোপৈঃ গোপীভিশ্চ সংসক্তং ত্বাং চ দর্শয়িতুং সমর্থঃ—এবঞ্চ যঃ হীনস্যাপি মম অত্যন্তং সর্বাসামেব আশানামবলম্বনং—যঃ পুরাণো বহুপুরাকৃতোঽপি নিত্যমেব নূতনতয়া স্ফুরন্ সচ্চিদানন্দশ্চ ত্বদীয়ঃ মহাকারুণ্যস্য মহিমা—তস্মৈ নিত্যং সর্বদা নমঃ। আদরাতিশয়ে বীপ্সা ॥

অধুনা গ্রন্থফলমেবাহ—হে শ্রীকৃষ্ণ! যো জনঃ অর্থস্য অবগমঃ বোধঃ পূর্বে যস্য তথাভূতং অর্থজ্ঞানপুরঃসরং এতৎ তারকং কর্ণধার-স্বরূপং লীলা-

কীর্ত্তয়েৎ সোঽচিরাদ্ ভক্তো লভতাং কৃপয়া তব।
রূপে নামনি লীলায়ামাক্রীড়েঽপি পরাং রতিম্॥ ৪৩২

নমঃ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবনাম স্তোত্রং সমাপ্তং ॥

স্তবনামকং স্তোত্রং প্রণামানামষ্টোত্তরশতে কৃতে সতি কীর্ত্তয়েৎ, সঃ ভক্তঃ অচিরাদেব তব কৃপয়া (তব) রূপে বিগ্রহে, নামনি, লীলায়াং, আক্রীড়ে বিহারস্থলে অর্থাৎ বৃন্দাবনে অপি পরাং সর্বোত্তমাং রতিং লভতাং॥ ৪১৭—৪৩২॥

গিরিধারি-হরিং নত্বা গোস্বামিনাং গণন্তথা।
তোষণীঞ্চৈব সন্দর্ভং দর্শং দর্শং সমাসতঃ॥
রামরস-মিতে শাকে গজবিধু-সমন্বিতে।
বৃন্দাবনে নিবসতা কেনাপীয়ং সমাপিতা॥
আজ্ঞয়া বৈষ্ণবাদীনামজ্ঞেন বিজ্ঞসজ্জনৈঃ।
অত্র দোষাদয়ো যে স্যুঃ শোধ্যন্তাং বৈ সুকৃপয়া॥

শ্রীশ্রীমদ্গুরবে সমর্পিতমস্তু।

মঙ্গলাচরণ ;

শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর ঠাকুর **জগন্নাথ**।
কৃপা করি মো অধমে কর আত্মসাৎ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞিঁর করি চরণ-বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
জয় প্রভু **হরিমোহন** গুণমণি-খনি।
করুণা-সমুদ্র গৌরভক্তশিরোমণি॥
কাককে গরুড় করে ঐছে কৃপা শক্তি।
একমুখে কি বর্ণিব যৈছে স্নেহ-রীতি॥
গদাধর-গৌরাঙ্গের ভক্ত একতান।
'গদাধরের প্রাণ গৌর' বলি' করিলা পয়ান॥
মো হেন অধমে প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হইতে কাড়ি মোরে নবদ্বীপে নিলা॥
তাঁহা লঞা দিলে মোহে **গিরিধারী**-আশ্রয়।
যাঁহার চরণারবিন্দে সর্ব্ব লভ্য হয়॥
প্রেমভক্তিরীতি আর ইষ্টপদে মতি।
শিখাইলা অনলসে যেঁহো দিবারাতি॥
আপনি আচরি নাম করয়ে প্রচার।
দীনমূর্ত্তি অকপট সাধু-ব্যবহার॥
নিত্যানন্দ-প্রেমদাতা হরিবোল-প্রাণ।
জয় জয় গিরিধারী পতিত-পাবন॥
জয় জয় **রাধারমণ** জয় **গোবিন্দ রাম**।
জয় **নবদ্বীপচন্দ্র ললিতা** জীবন॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ গৌর যার প্রাণ।
তোমা সবার পাদপদ্মে অনন্ত প্রণাম॥
কৃপা করি মোর শিরে ধরহ চরণ।
স্ফুরাও চৈতন্য-লীলা কর্ণ-রসায়ন॥

ওহে **সনাতন** প্রভো! সমুদ্র-গম্ভীর।
তোমার আশায় বুঝে ঐছে কোন্ ধীর?
তব '**কৃষ্ণলীলাস্তবে**' লুব্ধ হৈল মন।
সকলেই করুন এই অমৃত-আস্বাদন।
ইথি লাগি করি এই ভাষা অনুবাদ।
বুঝি বা না বুঝি কিছু, ক্ষম' অপরাধ॥
আমার এই চেষ্টা সদা বাতুলের প্রায়।
অজ্ঞজনে ক্ষমা কর' সুসজ্জন-রায়॥
তোমাদের গ্রন্থরত্নে উজ্জ্বল হৌক্ দেশ।
তোমাদের যশঃসৌরভ ব্যাপুক্ বিদেশ॥
তোমাদের নামপ্রেমে মাতুক্ সবার প্রাণ।
জগবাসির চিত্তে বহুক্ প্রেমভক্তির বান॥
তোমাদের জয়-শঙ্খ বাজুক্ সবার মুখে।
তোমাদের ভক্তিপথে চলুক্ সবে সুখে॥
তোমাদের জয়-পতাকা উঠুক্ সবার ঘরে।
নাচুক্ সবার হিয়া '**রূপ-সনাতন**' ব'লে॥
জয় 'গৌর-গদাধর' জয় 'রাধারমণ'।
গাহিয়া পাগল হৌক্ জগবাসিজন॥
এই মোর চিত্ত-বাঞ্ছা বহুদিন হয়।
পূরাও শ্রীসনাতন! কৃপালু-হৃদয়॥
পুনঃ সর্বভাগবতের বন্দিয়ে চরণ।
তোমা সবার কৃপাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ॥
হরি-গিরিধারী-চরণ হৃদয়ে বিলাস।
'**লীলাস্তব**' ভাষা কহে দীন হরিদাস॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব।

———:(০):———

শ্রীশ্রীসনাতন-গোস্বামিনে নমো নমঃ।

অনুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

১। একশত আট প্রণাম করিয়া আনন্দাতিরেকপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত ক্রম অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকথার সূত্র (বীজ) লিখিত হইতেছেন।

২। হে ব্রহ্মব্রহ্মন্ অর্থাৎ প্রজাপতিপতি, কিম্বা বেদ-প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্ম! তোমাকে নমস্কার করি অর্থাৎ আমার স্বাধীনতা, আমার যাবতীয় সত্তা তোমাতেই সমর্পিত করিলাম। হে আত্মন্ (ব্যাপক বা প্রিয়তম)। হে নন্দীশ্বরের ঈশ্বর [নন্দগ্রামের সর্বপ্রাধান্য-বিশিষ্ট ব্রজনবযুবরাজ! অথবা নন্দী শিবদ্বারপাল বা দুর্গা, তাঁহাদের প্রভু বা পতি মহাদেব—তাঁহারও ঈশ্বর (সর্বপুরুষার্থদানকারিন্!) তুমি মৎস্য কূর্ম বরাহাদি অবতার ধারণ কর; তোমার পরম মুখ্য নাম—কৃষ্ণ। তুমি মধুরানন্দপূরদ অর্থাৎ নিজপ্রিয়তমভক্তগণকে মধুররসপ্রবাহ দান কর বা তাঁহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ কর, অথবা মধু শ্রীরাধার বা নিজের মুখকমল-মকরন্দ—শ্রীরাধা হইতে তুমি তাহা স্বয়ং গ্রহণ কর অথবা তাঁহাকে তুমি দান কর॥

[এস্থলে একটি দণ্ডবৎ * **এক**]

---

* নিজাভীষ্ট মধুররূপবেশধারী শ্রীভগবানকে ধ্যান দ্বারা সম্মুখে স্থিরীকৃত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৭।৪৬) শ্লোকের মর্মানুসারে—["আমার চরণে মস্তক রাখিয়া উভয় বাহুদ্বারা আমার চরণ ধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে—"] এই গ্রন্থোক্ত ৪৩২ শ্লোকের প্রতি চারি শ্লোক পাঠ করিয়া একটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। এইভাবে মোট ১০৮ দণ্ডবৎ হইবে। অথবা প্রকরণ অনুসারে একএকটি দণ্ডবৎ করিবে। ইহার নির্দ্দেশজন্য স্থূলাক্ষরে অঙ্ক-সংখ্যা দেওয়া হইল। এইভাবে এই শ্লোকাবলীর মুখে কীর্ত্তন, হৃদয়ে অর্থচিন্তন এবং দেহে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া করিয়া নমস্কার করিতে হইবে। ইহাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভুর নির্দ্দেশ।

৩। 'একই পরতত্ত্ব উপাসনাভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন' এই ন্যায়ানুসারে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের **ব্রহ্ম**রূপে আবির্ভাব কীর্ত্তন করিতেছেন—

হে কৃষ্ণ! তোমার জয় হউক। অথবা—'জয়' শব্দের অর্থ সর্বদাই সকল উৎকর্ষের সহিত সুবিরাজমান! তুমি পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য দেবগণেরও তুমি বিধাতা অথবা পরমবৃহত্ত্বযুক্ত তুমি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত বস্তু, তুমি একাংশে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ বলিয়া জগন্ময়। অদ্বৈত অর্থাৎ তোমার সমান বা অধিক আর কেহই হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সন্ধিনী-সম্বিদ্‌হ্লাদিনীশক্তিবিশিষ্ট, স্বয়ংপ্রকাশ এবং প্রথমপুরুষাদি সকল তত্ত্বেরই মূল আধার তুমিই।

৪। তুমি নির্বিকার অর্থাৎ চিন্তামণিপ্রভৃতিবৎ নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে জগদ্রূপে পরিণত হইলেও সদাকালের জন্য স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত। অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেশকালাদিদ্বারা ইয়ত্তার অতীত (অসীম)। নির্বিশেষ অর্থাৎ প্রাকৃত হেয়গুণ-বর্জিত। নিরঞ্জন অর্থাৎ ক্লেশশূন্য অথবা স্বরূপচ্যুতি-রহিত কিম্বা নিজভক্ত ব্যতিরেকে অন্যত্র স্বরূপাবরক। অব্যক্ত = অস্ফুট-প্রকাশ অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়-জ্ঞানের অগোচর অথচ সত্য (যথার্থস্বরূপ) অথবা ত্রিকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে, স্থিতিকালে ও প্রলয়াবসানে) সর্বদাই তুমি অব্যভিচারে বর্ত্তমান বলিয়া সত্য। তুমি সন্মাত্র-স্বরূপেই স্থিতিশীল। পরম = আদ্য বা সর্বোৎকৃষ্ট; কিম্বা 'পর' শব্দে ঈশ্বর এবং 'মা' শব্দে লক্ষ্মী বা স্বরূপশক্তিকে বুঝায়—এই উভয়-বিগ্রহ একাত্মা হইয়া যে স্বরূপে বিরাজমান আছেন, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি-কর্তৃক আলিঙ্গিতবিগ্রহ। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, অথবা পরমজ্যোতি (এক নাম) = স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং অক্ষর অর্থাৎ যাঁহার প্রাপ্তি হইলে আর ক্ষরণ (পতন) হয় না, কিম্বা প্রণব-স্বরূপ॥ **তুই**॥ [তাৎপর্য্য এই যে ভগবানের স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য থাকিলেও যদি কোনও সাধকের চিত্তে তাহার গ্রহণ (স্ফুরণ) না হয়, অথবা সামান্যতঃ স্ফুরণ হয়, কিম্বা স্বরূপশক্তির বৈচিত্রবিশিষ্ট ভগবান্ স্ফুরিত হইলেও যদি শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্বই বাহুল্যতঃ প্রতিপাদিত হয়, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। আবার সর্ববৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাবির্ভাববশতঃ যাহা অখণ্ডতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হন—তাহা ভগবান। আর ব্রহ্মতত্ত্ব—পরিস্ফুটরূপে অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রীভগবানেরই

অসম্পূর্ণ আবির্ভাব। বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীশ্রীজীবপাদের ভগবৎ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।]

৫। [অতঃপর ঐ ভগবানের সর্বান্তর্যামিতাহেতু **পরমাত্ম**-স্বরূপে আবির্ভাবের স্তব করিতেছেন] হে পরমাত্মন্ (সর্বান্তর্যমনশীল), তুমি বাসুদেব অর্থাৎ যাঁহার রোমকূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিবাস—সেই প্রথম-পুরুষেরও তুমি দেবতা। তুমি প্রকৃতি এবং পুরুষের নিয়ন্তা; তুমি সর্ব-জ্ঞান, সর্বক্রিয়া ও সর্বশক্তি প্রদান কর—তোমার চরণে নমস্কার। (৬) তুমি হৃদয়-পদ্মের কর্ণিকায় (অনাহত-চক্রে) বাস কর, তুমি বাক্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলক্ষিত সর্বেন্দ্রিয়ের পালক বলিয়া তোমার নাম—গোপাল। তুমি পুরুষোত্তম, জীবসমূহের আশ্রয় বলিয়া বা অখিল-লোক-সাক্ষী বলিয়া তোমার নাম নারায়ণ। ক্ষেত্রজ্ঞরূপে তুমি সকল ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর এবং অন্তঃকরণের নিয়ামক বলিয়া অন্তর্যামী। তোমাকে নমস্কার ॥ **তিন** ॥

৭। [**বিষ্ণু**-স্বরূপে আবির্ভাবের স্তব করিতেছেন—] হে পরম অর্থাৎ তোমাতে সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্মীরূপা শক্তিত্রয় বর্ত্তমান, হে ঈশ্বর (সর্ব-বশয়িতা) হে লক্ষ্মীপতি! হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (সন্ধিনী-সম্বিদ্-হ্লাদিনী নামক শক্তিত্রয়ের যুগপৎ প্রাধান্যে পরতত্ত্বময় মূর্ত্তিধর!) [ব্রহ্মনিরূপণ-প্রসঙ্গে অস্পষ্ট আবির্ভাবতাবশতঃ 'সচ্চিদানন্দ' বলা হইয়াছে, এস্থলে কিন্তু সেই তত্ত্বেরই পরিপূর্ণ আবির্ভাববশতঃ 'বিগ্রহ' বলা হইল]। তুমি অত্যুত্তম সর্ববিধ (দ্বাত্রিংশ) লক্ষণযুক্ত, নিত্যকালই তোমার কৈশোরে স্থিতি; (৮) চরণের নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সর্বাঙ্গই তোমার পরম মনোহর। চিক্কণ জলধরের ন্যায় তোমার বর্ণ শ্যামল, তুমি পদ্মপলাশনয়ন ও পীতাম্বর। তোমার মুখপদ্মে সদাই মৃদুমধুর হাস্য বিরাজমান—তোমাকে নমস্কার করি। (৯) তোমার সৌন্দর্য্য পরম অদ্ভুত, তোমার অঙ্গমাধুর্য্যে ভূষণকে পরাজয় করে; সদাকালের জন্য তোমার নয়ন-যুগল কৃপাতে স্নিগ্ধ। হে ভূষণেরও ভূষণ (শোভা-সম্পাদক!) তোমার জয় হউক। (১০) অপ্রাকৃত মহামদনের বিলাস-স্বরূপ বলিয়া তুমি কোটি কোটি কাম হইতেও সমধিক লাবণ্যধারী। কোটি কোটি সূর্য্য হইতেও অধিকতর জাজ্বল্যমান তোমার কান্তি, তুমি কোটি কোটি চন্দ্র হইতেও অতি সুন্দররূপে জগৎকে আনন্দ দান কর—তুমি শ্রীমান্ (সর্বশোভা-

সম্পত্তি-নিষেবিত বা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠের নাথ। (১১) তোমার চারি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র বিরাজমান; শেষ, বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতি পার্ষদগণ-কর্ত্তৃক তুমি উপাসিত; তুমি শ্রীমান্ গরুড়ের স্কন্ধে বাহিত হইয়া থাক। (১২) তোমার পরিকরগণও সকলে তোমারই তুল্য অর্থাৎ পদ্মপলাশনয়ন, পীতবসন, কিরীট-কুণ্ডল-মাল্যধারী, নূতনবয়স্ক, চতুর্ভুজ ইত্যাদি। তুমি নিখিলকল্যাণগুণরাজিদ্বারা সেবিত; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্যাদি ছয় 'ভগ' তোমাতে বর্ত্তমান বলিয়া তুমি 'ভগব'-শব্দবাচ্য; তুমি ত্রিপাদ-বিভূতিতে নিত্য বিরাজমান বলিয়া বাক্যমনের অগোচর, অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মোহোৎপাদক মহামহৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। (১৩) তুমি দীন নিষ্কিঞ্চন জনগণের প্রভু, এবং তাহাদেরই একমাত্র আশ্রয়; তুমি ঐ দীনহীন-জনগণে চতুর্বর্গতিরস্কারকারী প্রেমরূপ অর্থ সমধিক বিতরণ কর। তুমি সমস্ত লোককে সমস্ত তাপত্রয়াদি দুর্গতি হইতে ত্রাণ কর; এবং তাহাদের বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদাতা। তোমাকে নমস্কার ॥ **চারি** ॥

(১৪) [**মহাবিষ্ণু**রূপে স্তব করিতেছেন] তুমি মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার সকলের মূলীভূত কারণ, তোমা হইতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকাশ পায়; তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা শিব এবং (১৫) ভক্তগণের ইচ্ছা-পূরণে ব্যগ্রচিত্ত ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয়ে (বিষ্ণুস্বরূপে) মূর্ত্তি-প্রকটনশীল; তুমি দেবাদিদেব, কৃপালু ও বিশ্বপালক; তোমাকে নমস্কার। (১৬) তুমি সর্বধর্ম্মস্থাপক, সর্বঅধর্ম্ম-বিনাশক, সর্বঅসুর-বিঘাতক, হে মহাবিষ্ণো! তোমার চরণে নমস্কার। (১৭) ভক্তচিত্ত-বিনোদনজন্য তুমি বিবিধ মাধুর্য্য-ময় রূপধারণ কর ও দাস্য-সখ্যাদি বিবিধ মধুর রস আস্বাদন কর। বহুবিধ তোমার লীলা, বহুবিধ তোমার সংজ্ঞা (নাম)। তোমাকে নমস্কার ॥ **পাঁচ** ॥

(১৮) [চতুর্দশ **মন্বন্তর** ও **লীলাবতার**রূপে স্তব করিতেছেন—] তুমি **চতুঃসন** অর্থাৎ সনৎকুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দনরূপে অবতার কর; তুমি **নারদ, বরাহ,** (স্বায়ম্ভুব নামক প্রথম মন্বন্তরে কল্পাবতার হইয়াও মন্বন্তরাবতাররূপে) **যজ্ঞ** এবং **কপিল**রূপে অবতার কর। তোমাকে নমস্কার। (১৯) হে **দত্তাত্রেয়**! তোমাকে নমস্কার; হে **নর-নারায়ণ**! তোমাদিগের ভজন করি। হে **হয়গ্রীব**, হে **হংস**, হে **ধ্রুবপ্রিয়**! তোমাকে নমস্কার করি। (২০) হে **পৃথু**! তোমাকে এবং

হে **ঋষভ**! তোমাকে বন্দনা করি। এই বার মূর্ত্তি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবতার। দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মন্বন্তরে **বিভু**, তৃতীয়ে (ঔত্তমীয়ে) **সত্যসেন**, (২১) চতুর্থে (তামসীয়ে) **হরি**, পঞ্চমে (রৈবতীয়ে) **বৈকুণ্ঠ**, [ইহাঁরা মন্বন্তরাবতার। এই সময়ে কল্পাবতার হয় নাই] ষষ্ঠে (চাক্ষুষীয়ে), **অজিত** মন্বন্তরাবতার এবং **মহামীন**, ধরণীধর **শেষ**, (২২) **শ্রীনৃসিংহ**, **কূর্ম**, **ধন্বন্তরি** ও **মোহিনী** কল্পাবতার। এই সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে **বামন**—মন্বন্তরাবতার এবং **পরশুরাম**, (২৩) **রামচন্দ্র**, **ব্যাসদেব**, **বলদেব**, **বুদ্ধ** ও **কল্কি**—কল্পাবতার। হে শরণাগত-জনের পক্ষে বজ্রবৎ (সুদৃঢ়) দেহধারিন্! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। **ছয়**॥

(২৪) [ভবিষ্য মন্বন্তরাদি বলিতেছেন—] অষ্টম (সাবর্ণীয়) মন্বন্তরে তুমি **সার্বভৌম**, নবমে (দক্ষসাবর্ণীয়ে) **ঋষভ**, দশমে (ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে) **বিষ্বক্‌সেন**, একাদশে (ধর্ম্মসাবর্ণীয়ে) **ধর্ম্মসেতু**, (২৫) দ্বাদশে (রুদ্র-সাবর্ণীয়ে) **সুধামা**, ত্রয়োদশে (দেবসাবর্ণীয়ে) **যোগেশ্বর** এবং চতুর্দশে (ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে) **বৃহদ্ভানু**—মন্বন্তরাবতার। এইরূপে ২৩ মূর্ত্তি কল্পাবতার ও ১৪ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার মিলিয়া ৩৭ দেহে অবতার প্রকটনশীল হে প্রভো! তোমার জয় হউক।

(২৬-২৭) [**যুগাবতার**-রূপে স্তব করিতেছেন—] সত্যযুগে তুমি **শুক্ল**, ত্রেতায় **রক্ত**, দ্বাপরে **হরিদ্বর্ণ** ও কলিকালে **কৃষ্ণ** হইয়া যুগাবতার কর। হে মহাপ্রভো! হে কৃষ্ণ! জগতের একমাত্র দয়ানিধান হে! তোমাকে বন্দনা করি। তুমি নিজ ভক্তের বিনোদন-জন্য লীলাক্রমে অনন্ত অবতার-প্রকটনকারিন্! তোমাকে বন্দনা করি॥ **সাত**॥

(২৮-২৯) [এক্ষণে তাঁহার (নৃসিংহ ও রামচন্দ্ররূপ) **পরাবস্থ-স্বরূপ**দ্বয়কে স্তব করিতেছেন—] হে প্রহ্লাদের সম্যক্ আনন্দদায়ক! হে ভক্তবৎসল! ভক্তিপ্রভাবে প্রকটনশীল হে নৃসিংহ! হে প্রভো! তুমি শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছ! তুমি শিষ্টজনের অভীষ্ট-মূর্ত্তি অথচ দুষ্টজনের ভীষণ (ভয়প্রদ)। তোমার জয় হউক!! তোমার অন্তর কৃপাধারায় অতিস্নিগ্ধ হইলেও বাহিরে তুমি আটোপ করিয়া পরম সুন্দর হইয়াছ। প্রহ্লাদের অঙ্গ অবলেহন করিতে উৎকণ্ঠান্বিত হইতেছ, অথচ তোমার গর্জনে ব্রহ্মাণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে॥ **আট**॥

(৩০-৩১) [পুনরায় **শ্রীরামচন্দ্রের** স্তব করিতেছেন] হে সীতাপতি ! দাশরথি ! রঘুকুলমণি ! শ্রীরামচন্দ্র হে ! কৌশল্যানন্দন ! হে পদ্মপলাশ-লোচন ! শ্রীলক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ ! হনুমানের প্রভু, সুগ্রীবের বন্ধু, ভরতের অগ্রজ হে প্রভো ! হে দণ্ডকারণ্যচারিন্ ! হে উত্তমচরিত, হে ধনুর্বাণধারিন্ ! হে খরদূষণনাশন ! হে সমুদ্রবন্ধনকারিন্ ! হে বিভীষণের আশ্রিত বা বিভীষণের আশ্রয় ! হে লঙ্কেশবিঘাতক ! হে কোশলেন্দ্র ! তোমার জয় হউক ॥ **নয়** ॥

(৩২) [এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাংশাবতারাদির স্তব করিয়া সংপ্রতি **স্বয়ং-ভগবান্** শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—] হে মথুরাবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাক। নিজপ্রেমদানই কেবল তোমার মুখ্য কর্ত্তব্য, তুমি নানাবিধ সুমাধুর্য্যের নিধান (আশ্রয়) ; তোমার ঐশ্বর্য্য, কৃপা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি তোমার মথুরাবতরণেই সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। (৩৩) [এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের **লীলাসূত্র** বর্ণন করিতেছেন—] রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে তোমার চরিত্র-কথা প্রশ্ন করিলেন ; মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী প্রভৃতি সকলেই তোমার কথামৃত সেবন করিতে পারে ; ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহাবীরগণের সহিত দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে তুমিই পাণ্ডবগণকে মৃত্যুর মুখ হইতে নিস্তার করিয়াছ, এবং অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে মাতৃজঠরে দগ্ধ পরীক্ষিতের দেহকেও তুমি তথায় প্রবেশ করিয়া চক্রের সাহায্যে রক্ষা করিয়াছ !! (৩৪) বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন অসাধু দিগের সম্বন্ধে তুমি কালরূপে দুঃখদান কর, অথচ অন্তর্দৃষ্টিশীল সাধুদিগকে অন্তর্য্যামী-স্বরূপে সুখপ্রদান কর। তুমি নিজবৃত্তান্ত-শ্রবণেচ্ছায় রাজার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছ এবং ঐ চিত্তে নানাবিধ আশঙ্কা জাগাইয়া তৎসমাধানকল্পে নিজের কথাই জিজ্ঞাসা করাইয়াছ। (৩৫) অন্নজল-বর্জ্জনকারী রাজার প্রাণরূপে তুমিই বিরাজমান আছ এবং শুকমুখে নিজ কথামৃত ঐ উদ্দেশ্যেই নিষ্কাশিত করিয়াছ। তুমি নৃপতি-ছলে দুষ্ট অসুর সেনাসমূহের ভারে প্রপীড়িতা পৃথিবীকে রোদন করাও। (৩৬) ধরার আর্ত্তনাদে ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীরে সমাগত ব্রহ্মাদিদেবগণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া থাক এবং ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক ধ্যানে শ্রুত তোমার প্রত্যাদেশ-বার্ত্তার প্রচার করাইয়া দেবগণকে সম্যক্ সন্তোষিত কর ॥ **দশ** ॥

(৩৭) [ভোজেন্দ্রবন্ধনাগারে অবতারের প্রসঙ্গ করিতেছেন—] যদুরাজ

শূরসেনের মহারাজধানী শ্রীমথুরাই তোমার প্রিয় অথবা মথুরার প্রিয় তুমি। দেবকী 'ও বসুদেবের বিবাহ-উৎসবের মুখ্য কারণ—তুমিই। (৩৮) বরবধূর গৃহগমনকালে যে আকাশবাণী হইয়াছিল—(হে মূঢ় কংস! দেবকীর অষ্টম গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তোমার মৃত্যুর নিদান)—তাহা শুনিয়া অশ্বরজ্জুধারী কংসের দুর্নীতিকে সমধিক পরিমাণে বাড়াইয়াছ; [তাহাতে দেবকীর প্রাণনাশের জন্য কংস সেই রথেই তাঁহার কেশ-গ্রহণাদি করিয়া অত্যাচার আরম্ভ করে।] তখন বসু-দেবের স্তবস্তুতিতে ও যুক্তিনৈপুণ্যে তুমিই দেবকীর প্রাণরক্ষা করিয়াছ। (৩৯) সত্যবাক্য বসুদেব কর্তৃক কংস-সম্মুখে নীত প্রথম পুত্রের বিমোচন করাইয়াছ। দেবর্ষি নারদ-কর্তৃক তোমার বৃত্তান্ত কথিত হইলে তোমার বধজন্য দেবকীপুত্র-সমুদয়ের হত্যা করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া কংসকে বিবেচনা করাইয়াছ। (৪০) কংস-কর্তৃক বসুদেব দেবকী প্রভৃতি তোমার অনেক বান্ধবকেই শৃঙ্খলিত করাইয়াছ এবং দেবকীর গর্ভোৎপন্ন তোমারই অগ্রজ ছয় জনকে তোমার সম্বন্ধে কংসকর্তৃক হত্যা করাইয়াছ। হে কৃষ্ণ! আমাকে রক্ষা কর ॥ **এগার** ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৪১) প্রলম্ব, বক, চানূরাদি কংসাসুরের সৈন্যসমূহের দ্বারা উদ্বিগ্ন নিজ যাদব-বংশের আর্তিবিৎ তুমি, দেবকীর সপ্তম গর্ভে তোমার **'শেষ'** নামক বিগ্রহ সংস্থাপন করিয়া তাহা হইতে গর্ভ নিষ্ক্রমণ করতঃ রোহিণীর গর্ভে সন্নিবেশ করিতে যোগমায়াকে নিয়োগ করিয়াছ। (৪২) স্বয়ং দেবকীর পুত্রস্বরূপে জন্ম ধারণ করিবে—এই কথা বলিয়া তুমি যোগ-মায়াকে উৎসাহিত করিয়াছ। অনন্তর যোগমায়া-কর্তৃক রোহিণীগর্ভে নিজাংশ অনন্তকে স্থাপন করিয়াছ। হে বলদেব-প্রিয়! আমাকে রক্ষা কর। (৪৩) বসুদেবের মনে তোমার শক্তি নিহিত করিয়া প্রকাশমান হইয়াছ এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দেবকীর অষ্টম গর্ভে গমন করিয়াছ। নিজ-জননী দেবকীর দেদীপ্যমান তেজে কংসের ত্রাস ও বিষাদ উৎপাদন করিয়াছ। (৪৪) কাজেই শয়ন, ভোজন, গমনাদি সর্বাবস্থায় সর্বদা

কংসের মনোমন্দিরে বাস করিয়াছ। ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ তোমাকে তখন সর্বতোভাবে স্তবস্তুতি করেন। [গর্ভস্তুতি-বর্ণনা করিতেছেন]—'সত্যব্রত সত্যপর' ইত্যাদিরূপে তুমি সর্বথাই সত্যাত্মক; সর্বসৃষ্ট্যাদির কারণ বলিয়া তুমি চতুর্দশ ভুবনের নাথ (সর্বেশ্বর)। তুমি শুদ্ধ সাত্ত্বিক সজ্জন-সুখদ মায়ালেশশূন্য রূপ ধারণ কর। (৪৫) কেবলমাত্র ভক্তগণই তোমার সর্বস্বের (পাদাশ্রয়-রূপ মহাধনের) অধিকারী। চারিবর্ণ চারি আশ্রমী প্রভৃতির বেদ ক্রিয়া তপঃ যোগ সমাধি ইত্যাদিদ্বারা স্তত্য সর্বপুরুষার্থদান-কারী তোমার দেহ। যদিও মনের ও বাক্যের অগোচর বলিয়া তোমার নাম ও রূপ—গুণ, জন্ম ও কর্মাদি দ্বারা নিরূপণীয় নহে, তথাপি. ভক্তগণের উপাসনাসময়ে সাক্ষাৎকার জন্য নাম ও রূপের আশ্রয় কর এবং তাহাতে আবেশও থাকে বলিয়া তুমি—রূপনামাশ্রিতাবিষ্ট। অতএব তুমি প্রকট হওয়া মাত্রই ধরার আর্তিভার হরণ হইয়া থাকে। (৪৬) স্বর্গমর্ত্ত্যের ভূষণ স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম। তোমার আবির্ভাব যে কেবল ধরার ভার হরণ জন্য তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখ্যতর প্রয়োজন হইতেছে—ক্রীড়া-বিনোদই। মৎস্য কূর্মাদি বহুবিধ অবতার প্রকটনে ত্রিভুবনবাসির পালন কর বলিয়া হে ভূভারহরণ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ প্রস্তুত কার্য্য সমাধা কর। 'হে মাতঃ! ভাগ্যবশতঃ তোমার উদরে পুরুষোত্তম প্রবেশ করিয়াছেন'—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেবগণকর্তৃক তুমি নিজ মাতাকে আশ্বাস দান কর। তোমাকে নমস্কার॥ **বার**॥

তৃতীয় অধ্যায়

(৪৭) এক্ষণে আবির্ভাব-কাল বলিতেছেন—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে তোমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাতে পৃথিবীর মঙ্গল বিস্তার হইতে লাগিল এবং সাধুদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছিল। (৪৮) মহর্ষিগণের মনের উল্লাস এবং দেবগণ সন্তোষিত হইলেন। নিশীথ কালেই তুমি বসুদেব-প্রিয়া দেবকীর গর্ভ হইতে প্রকট হইয়াছ। (৪৯) দেবকীর উদরে তুমিই অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীলমণি। তুমি বলদেবের প্রিয় অনুজ। হে গদের অগ্রজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; হে

সুভদ্রার পূর্বজ ! আমাকে স্বলীলাস্ফূর্ত্তি করাইয়া রক্ষা কর। (৫০) তখন পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রাদিযুক্ত ভুজচতুষ্টয় এবং শ্রীবৎস কৌস্তুভাদি ধারণ করিয়াছ বলিয়া আশ্চর্য্য বালক তুমি। মহামূল্য বৈদূর্য্য, কিরীট ও কুণ্ডলাদিদ্বারা বিরাজমান হইয়া বসুদেবকে দিব্যরূপ প্রদর্শন করাইয়াছ। নিজতেজে কারাগারের অন্ধকার নাশ করিয়াছ এবং সূতিকাগৃহের ভূষণ রূপে বিরাজমান আছ—আমাকে রক্ষা কর ॥ **তের** ॥

(৫১) ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পুত্রবুদ্ধি অপগত হইলে **বসুদেব**-কর্তৃক তুমি স্তুত হইয়াছ। প্রত্যক্ষভাবে অদৃশ্য অর্থাৎ কেবলানুভবসিদ্ধ স্বরূপের প্রদর্শক তুমি। 'ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তঃপ্রবেশ করিয়াছে,' —এই শ্রুতি-প্রমাণবলে নিজপ্রকৃতিকর্ত্তৃক সৃষ্ট সৎশব্দবাচ্য বিশ্বের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অপ্রবিষ্ট (নির্লিপ্ত) অর্থাৎ তাহাতে সদ্রূপে প্রবিষ্টবৎ প্রতীয়মান হও। জগৎকারণ ব্রহ্মারও আদিকারণ তোমাকে বন্দনা করি। (৫২) নিষ্ক্রিয় বলিয়া তুমি অকর্ত্তা, অথচ ঈশ্বর বলিয়া তুমিই কর্ত্তা, যেহেতু বিরুদ্ধধর্ম-সমূহের তোমাতেই সমবায় হয়। সাধুদিগের রক্ষার উদ্দেশ্যে নামে মাত্র রাজাগণের অথচ কার্য্যতঃ অসুরপতিদিগের হত্যাদি দ্বারা তুমি জগতের মঙ্গল জন্য আবির্ভূত হও। দৈত্যদিগকে সংহার করিলেও কিন্তু তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া কারুণ্যই প্রকটিত কর। স্বজনদিগের প্রীতিবর্দ্ধক তোমাকে বন্দনা করি। (৫৩) **দেবকী**-স্তুতি বলিতেছেন] —হে দেবকীর নয়নানন্দ ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়া পিতামাতার শৃঙ্খল ভঙ্গ কর। কংসাসুরের ভয়ে ভীতা জননী দেবকীর পুত্রবুদ্ধি রহিত হইলে তোমাকে স্তব করিয়াছেন। হে গুণাতীত ! নির্বিশেষ ! অথচ বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের প্রকাশক। তুমি মহাপ্রলয়কারী এবং প্রলয়ঙ্কর কালেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। (৫৪) নিজপদাশ্রিত ভৃত্যগণের মৃত্যুহারী এবং মাংসচক্ষুদ্বারা অদৃশ্য (যেহেতু ঐশ্বর রূপ ধ্যানগম্য)। প্রলয়াবসানে নিজদেহে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশকারী তুমি যে আমার উদরজাত—এই লোকাপবাদ-ভয়ে ভীতা দেবকী কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া তুমি শঙ্খচক্রাদি অলৌকিকরূপের উপসংহার করিয়াছ ! তোমাকে নমস্কার ॥ **চৌদ্দ** ॥

(৫৫) মাতাপিতা দেবকী-বসুদেবের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ—তুমি নিজদত্ত-বরেই বশীভূত হইয়াছ। বর্ষা বাতাতপ ইত্যাদি মহাকষ্ট

সহস্ররূপ মহা আরাধনে তোমার সন্তোষ হইয়াছিল বলিয়া তুমি তিন জন্মে পৃশ্নিগর্ভ, বামন ও বাসুদেবরূপে ইঁহাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ। (৫৬) পূর্বজন্মাদি-স্মরণহেতু মহানন্দিত পিতামাতার সম্মুখেই আবার লীলায় মানুষ-বালকরূপে অবস্থান কর। ইহাতে তুমি যে সর্বদাই প্রাকৃত বালক হইয়া থাক, তাহা নহে ; কেননা তোমার নরাকৃতি হইলেও তুমি পরব্রহ্মই ত বট। সর্বমনোহারী তোমার আকার, তুমি অভিনব রূপলাবণ্যের নিধান। (৫৭) 'যদি তুমি কংসের ভয় কর, তবে আমাকে লইয়া গোকুলে চল'—ইত্যাদি বলিয়া জনক বসুদেবকে নিজ গোকুলনয়নের উপায়-নির্দেশ করিয়াছ। যশোদার গর্ভে নিজাংশভূতা মায়াকে প্রাদুর্ভাবিত করিয়াছ। [তখন যাওয়ার সুবিধাও বলিতেছেন] দ্বারপালগণকে এবং পৌরবাসিগণকে নিদ্রাভিভূত করিয়াছ এবং সূতিকাগৃহের রক্ষকগণকেও মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। (৫৮) নিজশক্তিপ্রকটনে কপাট সকলকেও উন্মোচিত করিয়াছ ; পিতাকে তুমি বাহক করিয়া গোকুলে যাত্রা করিয়াছ। অনন্তনাগের ফণাসমূহই তখন ছত্র হইয়া বর্ষাবারি নিবারণ করিয়াছিল। অগাধজলময়ী ভয়ানক আবর্ত্তসঙ্কুলা যমুনাও তখন তোমার পিতাকে গমনোপযোগী পথ দান করিয়াছিল। (৫৯) ব্রজের মূর্ত্ত মহাভাগ্য তুমি, বসুদেব কর্ত্তৃক যশোদার শয্যায় তুমি শায়িত থাক ; নিদ্রা দ্বারা তুমি নন্দাদি গোকুলবাসিগণকে মোহিত করিয়াছিলে। এমন কি যশোদাও বসুদেব কর্ত্তৃক তোমার আনয়ন ইত্যাদি কার্য্য কিছুই জানিতে পারেন নাই। তোমাকে নমস্কার ॥ **পনর** ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

(৬০) তোমার সম্বন্ধেই কংস দুর্গাকেও মারিবার জন্য আঘাত করিলে কংসহস্ত হইতে সমুৎপতিত হইয়া দুর্গা তোমার আবির্ভাব-কথা কহিয়াছিলেন। পূর্বশ্রুতা আকাশবাণীও কিরূপে মিথ্যা হইল—এই ভাবনায় কংসকে তুমি বিস্ময়ান্বিত করিয়াছ এবং তৎপরে বসুদেব ও দেবকীর বন্ধবিমোচনের কারণ হইয়াছ। (৬১) ভয়ের সহিত নিজের শিশুহত্যারূপ অকর্ম সমূহের স্মরণে শুদ্ধচিত্ত কংসের চিত্তে তুমি আবার বিবেক অর্থাৎ

তত্ত্বজ্ঞানও দান করিয়াছ। কংসের আত্মজ্ঞানের সম্যক্ প্রশংসাকারী নিজ মাতাপিতা দেবকী বসুদেবের সহিষ্ণুতাপ্রদও তুমি। (৬২) কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রিগণের বাক্যজালে আবার কংসের দুর্ম্মতিও বৃদ্ধি করিয়াছ, তাহাতে মহদতিক্রমরূপ অসৎ পরামর্শের ফলে অসুরসকলের আয়ুঃক্ষয়ও করিয়াছ। হে তথাবিধ কৃষ্ণ! তোমাকে বন্দনা করি॥ **ষোল**॥

পঞ্চম অধ্যায়

এক্ষণে **গোকুললীলা** বর্ণনা করিতেছেন—(৬৩) পূর্ব্বেই বসুদেব-কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যে স্থানে নিজপাদপদ্ম প্রদান করিয়াছ এবং যে স্থলের সুখাবধি দান করিবার জন্য স্বয়ং দীক্ষা বা ব্রত গ্রহণ করিয়াছ—সেই লীলোপযোগী গোকুলে তুমি সম্যক্ অবস্থান করিতেছ। নিজ সেবকগণকে ব্রহ্মানন্দ হইতেও সমধিক উৎসবদায়ক প্রেম সম্যক্ দানকারী লীলাবিনোদী তুমি—তোমাকে নমস্কার॥

(৬৪) হে নন্দনন্দন! (শ্রীবসুদেব-গৃহে ভগবান্ একাই আবির্ভূত হইয়াছেন, আর শ্রীনন্দগৃহে স্বয়ং ও মায়া আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব মায়ার পরিবর্ত্তে নিজপুত্রকে শয্যায় রাখিলে তখন বসুদেব-পুত্র নন্দপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন—ইহাই বৈষ্ণবতোষণীর সিদ্ধান্ত)। তখন শ্রীনন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণগণদ্বারা তোমার জাতকর্ম্মাদি মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। তোমার পিতা ধেনুতিলাদ্রিপ্রভৃতি নানাদানকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। শোভাসমৃদ্ধিশীল গোকুলের তুমিই মঙ্গল। (৬৫) মহামূল্য বস্ত্র আভরণ, কঞ্চুক উষ্ণীষ দ্বারা ভূষিত হইয়া গোপগণ এবং বসন, ভূষণ ও অঞ্জনাদি দ্বারা ভূষিতদেহা গোপীগণের নন্দালয়ে গমনোৎসব-সাধনকারী তুমি। গোপীগণ প্রেমে ও আনন্দে তোমাকে 'চিরজীবী হও' এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রজের দধি, ঘৃত, নবনীতাদি দ্বারা তোমার দেহ ব্যাপ্ত হইল। (৬৬) বিচিত্র বাদ্যে, দধি-ঘৃত-ক্ষীরজলাদির সিঞ্চনে এবং নবনীত-ক্ষেপণে নন্দব্রজজনগণের প্রচুরতর আনন্দদায়ক তুমি! নন্দ কর্ত্তৃক বসন, ভূষণ ও গোধনাদির সম্প্রদানে সূত,মাগধ, বন্দীপ্রভৃতিকে সম্মানিত করিয়াছ। তখন তুমি ব্রজমণ্ডলকে সর্বসমৃদ্ধির ক্রীড়াস্থল করিয়াছ। তুমি যশোদার স্তন্য-

পায়ী। (৬৭) নন্দ মহারাজ পুত্ররূপ-মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহার রক্ষাবিধানে (লালনপালনে) অতিশয় আকুল হইলেন। কংসের করদানজন্য নন্দ মহারাজ মথুরায় যাত্রাকালে তত্রত্য গোপগণের হস্তেই তোমার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। (৬৮) তোমার সম্বন্ধে বসুদেবের শুভপ্রশ্নে নন্দ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। আবার নন্দের মুখে সান্ত্বনাবাক্যে বসুদেবকেও তুমি অতিশয় আনন্দদান করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার ॥ **সতর** ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

(৬৯) 'এস্থলে বেশীদিন থাকা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু গোকুলে উৎপাত হইতেছে'—বসুদেবের এই কথায় উৎপাত হইবার আশঙ্কা সূচিত হইলে নন্দ মহারাজ তোমাকেই ব্রজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মনোজ্ঞ হাস্য, কটাক্ষ-বিক্ষেপাদিদ্বারা ব্রজজনগণের মনোমোহন এবং কেশ-বন্ধনে মল্লিকাদি সংযুক্ত থাকায় সদ্বেষা অথচ বিষযুক্তস্তনবিশিষ্টা বকী পূতনা কর্তৃক তুমি দৃষ্ট হইয়াছিলে। (৭০) তুমি তখন লজ্জায় নয়নপদ্ম নিমীলিত করিয়া পূতনার ক্রোড়দেশে আরোহণ করিয়াছিলে। বকী পূতনার প্রাণের সহিত স্তন পান করিয়াছ এবং তাহার স্তনদ্বয়কে করযুগলে গাঢ় নিপীড়ন করিয়াছ। (৭১) তাহাতে পূতনা 'ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, তুমি কিন্তু পূতনার প্রাণই শোষণ করিয়াছ। তখন ছয়ক্রোশ ব্যাপিয়া ভয়প্রদ সেই পূতনার দেহখানিকে নিপাত করিয়াছ। (৭২) তৎপরে নানাবিধ রক্ষাবন্ধনে অভিজ্ঞা গোপীগণ গোপুচ্ছ-ভ্রমণাদিদ্বারা তোমার রক্ষাবন্ধন করিয়াছিলেন। গোরজঃ দ্বারা রক্ষাবন্ধন করা হইলে গোমূত্র ও গোময়দ্বারা তোমার দেহ ব্যাপ্ত করা হইল। (৭৩) গোপিকাগণ বীজন্যাসাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ বিবিধ রক্ষাবন্ধন করিলেন। বকীর দেহ দগ্ধ হইতে থাকিলে তখন তাহার সৌরভে পৃথিবী সুগন্ধিত হইয়াছিল। (৭৪) হে পূতনামোচনকারিন্! হে জিঘাংসু রাক্ষসীরও সদ্-গতিদায়ক। নন্দ মহারাজ তোমার শিরোমধ্য আঘ্রাণ করিলেন, তুমি এবম্বিধ লীলাদ্বারা সমগ্র ব্রজমণ্ডলকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছ। তোমার জয় হউক ॥ **আঠার** ॥

সপ্তম অধ্যায়।

(৭৫) [তিনমাস বয়ঃক্রম হইলে] উত্তানশায়িবালকের অঙ্গপরিবর্ত্তনের সময়ে করণীয় উৎসবে মা যশোদা কর্ত্তৃক তুমি অভিষিক্ত হইয়াছ। তখন তোমার নিদ্রাবেশে নয়ন মুদ্রিতপ্রায় হইয়াছিল। মা যশোদা তোমাকে মহা উচ্চ খট্টার নীচে বালপালঙ্কে শয়ন করাইলেন। (৭৬) কজ্জল দ্বারা তোমার নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ হইয়াছে এবং সময় সময় তোমার মুখে মৃদুমধুর হাস্য দেখা যাইতেছে। লীলাক্রমে চঞ্চল দৃষ্টিপাত হইতেছে এবং মুখে নিজ চরণের অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছ। (৭৭) জয়োৎসব-ক্রিয়ায় আসক্তা মাতার স্তন্য জন্য তুমি রোদন করিতেছিলে এবং চরণযুগল উর্দ্ধে বিক্ষেপ করিয়াছিলে; অহো! তাহাতেই সেই শকটখানি উল্‌টাইয়া গেল!! (৭৮) ব্রজবাসিগণ এই ব্যাপার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না, অথচ তুমি শকটাসুরকে বিনাশ করিলে। তখন ব্রাহ্মণগণ তোমার কল্যাণ জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতেছিলেন এবং মন্ত্রপূত জলদ্বারা তোমাকে স্নান করান হইয়াছিল॥ **উনিশ**॥

(৭৯) তুমি যশোদার ক্রোড়দেশরূপ পালঙ্কে লালিত হইতেছিলে—এমন সময় লীলাক্রমে তোমার দেহ গুরুতর হইল; হঠাৎ কেন এত ভার হইল ভাবিয়া মা যশোদা বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তুমি তৃণাবর্ত্ত অসুর-কর্ত্তৃক আকাশে উত্তোলিত হইয়াছিলে। (৮০) মা তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার গতি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তোমার দেহ তৃণাবর্ত্ত বহন করিতে পারিল না। তুমি তাহার গলদেশ এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিলে যাহাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই অসুর ধরাশায়ী হইল। (৮১) তুমি তৃণাবর্ত্তকে তৃণবৎ বিনাশ করিয়াছ। রোদনপরায়ণা গোপীগণ তোমাকে তৃণাবর্ত্তের সহিত ভূমিতলে পতিত হইতে দেখিলেন। গোপীগণ তোমাকে লইয়া মা যশোদায় অর্পণ করিলেন। হে ব্রজের আনন্দদায়ক কৃষ্ণ! তোমাকে বন্দনা করি॥ **বিশ**॥

(৮২) তুমি যশোদার স্তন্য-পানে আনন্দিত হইয়া তাঁহার মুখদর্শন কর। হে যশোদানন্দন! হে যশোদালালিত! আমাকে রক্ষা কর। (৮৩) মা তোমার মুখচুম্বন করিতে থাকিলে তুমি তন্মধ্যে বিশ্বদর্শন করাইয়াছ। তাহাতে পরমাশ্চর্য্যকর স্থাবর-জঙ্গমাদি দেখাইয়া তুমি মাতাকে বিস্মিত

করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। (৮৪) পূতনাদি অসুরগণের বধ দর্শন করাইয়া মাতার মনে শত শত আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছ, অথচ স্বভাবসিদ্ধ নানা চমৎকার-কারিতাদ্বারা সেই শঙ্কাসকলও বিদূরিত করিয়া থাক। তোমাকে নমস্কার ॥ **একুশ** ॥

অষ্টম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সূচক কথা দেবকীকন্যার মুখে শুনিয়া দেবকীর অষ্টমগর্ভ কখনও স্ত্রী হইতে পারে না—ইহাই কংস নিত্য চিন্তা করিত—কিন্তু সামান্যতঃ ইহা বুঝিয়াছিল যে 'তিনি কোথাও আছেন'। তখন তোমাদের দুই জনের সখ্য চিন্তা করিয়া যদি 'নন্দের গৃহেই তিনি বিরাজমান আছেন' এইপ্রকার সম্ভাবনা করতঃ পরে আবার আমার দ্বারা সংস্কার হইয়াছে এই কথা জানিয়া আশঙ্কাযুক্ত হইয়া যদি তোমার পুত্রের হত্যা করিতে আসে, তবে আমাদের মহানর্থই হইবে—] (৮৫) আচার্য্য গর্গের এবম্বিধ বাক্য-চাতুরী শুনিয়া নন্দমহারাজ হৃষ্টচিত্তে তোমাকে রহঃস্থলে নিয়াছিলেন। গর্গাচার্য্য 'শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেব' প্রভৃতি প্রশস্ত নামে তোমার নামকরণ করিলেন এবং তোমার বৈভবের সূচনা করিলেন। (৮৬) হে সাধুরক্ষক! হে দুষ্টমারক! ভক্তবৎসল! নন্দের আনন্দ-বিবর্দ্ধন মহানারায়ণ! তোমাকে বন্দনা করি ॥ **বাইশ** ॥

(৮৭) হে রিঙ্গণ [হামাগুড়ি] লীলাবিনোদিন্! তোমার জয় হউক অর্থাৎ মনোহর বাল্যলীলা আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সুখী কর। তুমি জানুগতি চলিতে উৎসুক হইয়াছ। তোমার জানুদ্বয় ও করযুগল ঘৃষ্ট হইয়াছে। মুগ্ধ (অজ্ঞ) ও মহাভীত জনের ন্যায় লীলাপ্রকটনে তোমার মাতৃনিকটে গমন মনোরম হইয়াছে। (৮৮) তুমি কিঙ্কিণির নাদে পরমানন্দিত হইয়া ব্রজের কর্দমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছ। তোমার লম্বমান চূড়ায় নিহিত রত্নে এবং গ্রীবাদেশে ব্যাঘ্রনখে তুমি উজ্জ্বল হইয়াছ। (৮৯) তোমার অঙ্গে ব্রজকর্দ্দম চন্দনবৎ লিপ্ত হওয়ায় তুমি মনোজ্ঞ হইয়াছ। তোমার উরু ও কটিদেশ এক্ষণে মাংসল (স্থূল) হইয়াছে। নিজমুখ-প্রতিবিম্ব ধরিতে বা তৎসহ ক্রীড়া করিতে তুমি ইচ্ছা করিয়া

প্রতিবিম্বের অনুকরণ করিয়া থাক। (৯০) তৎপরে তোমার অব্যক্ত ও মধুর বাক্‌প্রবৃত্তি হইল, তোমার হাস্যকালে মা যশোদা দেখিলেন যে তোমার দন্তোদ্‌গম হইতেছে। জননীর হস্তধারণে পুনঃ পুনঃ স্খলিতপদ হইয়াও বিচিত্র চলনচেষ্টা করিতেছ॥ **তেইশ** ॥

(৯১) তৎপরে তুমি অঙ্গনাগণ-দর্শনীয় বাল্যলীলার অনুকরণ করিয়াছ—অল্প অল্প সামর্থ্য প্রকট করিয়া পদবিক্ষেপে তুমি সুন্দর হইয়াছ। (৯২) বৎসের পুচ্ছ গ্রহণ করিলে বৎসই তোমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল—অথচ তুমি বৎস-পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণই করিতেছিলে! গোপগোপীগণ অন্যান্য গৃহকৃত্যাদি ব্যাপার ভুলিয়া তোমাতেই আনন্দলাভ করিতেন। (৯৩) গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা মাতার কিন্তু তুমি বড়ই ব্যগ্রতা (চাঞ্চল্য) সম্পাদক। ব্রহ্মাদিও তোমার সৌন্দর্য্য-দর্শনের কামনা করিতেন। চতুর্দশ ভুবনের বিস্ময়-কারক তোমার শৈশব। তোমাকে নমস্কার। **চব্বিশ** ॥

(৯৪) হে বালগোপাল! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি গোপীগণের আনন্দজনক; অনুরূপ বয়স্যগণ সহিত মনোহারী শৈশব-কালোচিত চপলতা প্রকাশ করিয়াছ। (৯৫) তুমি অসময়ে বৎসমোচন করিয়াছ অথচ ব্রজবাসিগণের হাহাকারে বেশ মৃদুমধুর হাস্য করিয়াছ। তুমি নবনীতের মহাচোর এবং বানরের আহারদায়ী। (৯৬) হস্তে অগ্রাহ্য শিক্যভাণ্ডসমূহের জন্য তুমি পীঠ (আসন) ও উলূখলাদি দ্বারা সোপান রচনা করিয়াছ। ঐ ভাণ্ডসমূহে তৃপ্তিকর কোনও বস্তু না পাইলে ঐ ভাণ্ডগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। উচ্চস্থানস্থ শিক্যভাণ্ডের নীচে ছিদ্রাদি করিয়া তত্রত্য দ্রব্যের আকর্ষণ করিয়াছ। তুমি অন্ধকারময় গৃহেই প্রবেশ করিয়া ঐ চৌর্য্যবৃত্তি সাধন করিয়াছ। (৯৭) তোমার শ্রীঅঙ্গস্থিত রত্ন-রাজিই তখন প্রদীপের কার্য্য করিত। গোপীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তুমি নিজ ধার্ষ্ট্য তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত করিতে অর্থাৎ 'হে গোপী! তুমিই চোর, আমি ত গৃহস্বামী' এই কথা বলিয়া তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছ। গোপীগণের উক্তিসমূহে জাত (মাতার ওলাহন)-ভয়ে তোমার নয়নযুগল ঘুরিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া মাতার অতি প্রসন্নতা হইত॥ **পঁচিশ** ॥

(৯৮) তুমি ভক্তের মুখে তিরস্কার শুনিয়া আনন্দলাভ কর—অতএব

তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ ; তখন বলরামাদি বালকগণ তোমার মাতার নিকট মৃত্তিকা-ভক্ষণের কথা নিবেদন করিল। হিতৈষিণী জননী তোমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। (৯৯) কৃত্রিম ত্রাসে তোমার নয়নদ্বয় চঞ্চল হইল। সখাগণের মধ্যে তুমি নিজেকে গোপন করিয়াছ ; 'আমি মৃত্তিকা খাই নাই' বলিয়া বলরাম প্রভৃতির বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছ—'যদি তাহাই সত্য হয়, তবে আমার মুখ দেখ'—বলিয়া তুমি জননীর বিশ্বাসও উৎপাদন করিয়াছ—(১০০) তখন তুমি ক্ষুদ্রতর মুখকমল প্রসারিত করিয়াছ এবং তাহাতেই মাতাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছ! যশোদা তোমার ঐশ্বর্য্যরাশি বিদিত হইয়াছেন, হে কৃষ্ণ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যতিরস্কারী মাধুর্য্যের উদয় হউক। পুনরায় তোমার ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মোহিত করিয়াছ। (১০১) মাতার বাৎসল্যোদয়ে তিনি তোমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তুমি যশোদার স্নেহ প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছ। নিজভক্ত ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক ধরা দ্রোণকে প্রদত্ত বরের বলে তুমি এই সব লীলা সম্পাদন করিয়াছ। তোমার জয় হউক ॥ **ছাব্বিশ** ॥

নবম অধ্যায়।

(১০২) দধি-নির্ম্মন্থনে নিযুক্তা জননীর স্তন্যপানে তুমি একদিন অতিশয় লুব্ধ হইয়াছ ; জননী তোমার চরিতাবলী গান করিতেছিলেন—তুমি বালকসুলভ-চাপল্যে মন্থনদণ্ড ধরিয়াছ। (১০৩) মাতা তখন স্তন্য-দান করিলেও তুমি তৃপ্ত হইতে পার নাই—এমন সময় মাতা চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধ উথলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া দুগ্ধ উত্তারণ করিবার জন্য গমন করিলেন—তখন মিথ্যা-ক্রোধে তোমার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, তুমি দধিপাত্রটি ভাঙ্গিয়াছ। (১০৪) শিক্যস্থিত হৈয়ঙ্গবীন (সদ্য উৎপন্ন নবনীতাদি) চুরি করিয়াছ, যেহেতু তুমি নবনীত ভক্ষণ করিতে সাতিশয় প্রীতিলাভ কর—তুমি হৈয়ঙ্গবীন-রসিক এবং চতুর্দিকে নবনীত বিকীরণ কর। (১০৫) নবনীত দ্বারা নিজাঙ্গ লেপন করিয়াছ ; তোমার কিঙ্কিণির শব্দে মাতা জানিলেন—তুমি কোথায় আছ। বানরাদিকেও তুমি যথেষ্ট

নবনীত দিয়া থাক। তখন কপট অশ্রুত্যাগ করিতেছিলে, চৌর্য্যের ভয়ে শঙ্কিতও হইয়াছ। (১০৬) মাতৃভয়ে তুমি ধাবিত হইয়াছ ; গোষ্ঠাঙ্গনে তুমি ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়াছ ; পুনঃ পুনঃ তোমাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে প্রযত্নবতী মাতার পরিশ্রম তুমি বিশেষভাবে অবগত হইয়া দাম-বন্ধন অঙ্গীকার করিয়া 'দামোদর' নাম ধারণ করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার। (১০৭) তখন দামই তোমার ভূষণ হইয়াছিল, নেত্র-প্রান্তদ্বয় চঞ্চল হইল এবং তুমি উলূখলে গাঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছ। তুমি যশোদাকে বাৎসল্য রস দান করিয়াছ অর্থাৎ যশোদানন্দন ; তুমি অনন্ত হইয়াও অত্র দামবন্ধনে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছ। তোমাকে নমস্কার করি॥ **সাতাইশ**॥

দশম অধ্যায়।

(১০৮) তুমি অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের শাপ মোচন করিয়াছ। তাহারা পূর্ব্বজন্মে নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-পুত্র ছিল। যেহেতু অপরাধী ঐ দুই জনের সমুদ্ধারের জন্য দয়াপ্রযুক্ত নারদের পূর্বকথিত বাক্যও ত তোমার বিদিত ছিল। (১০৯) তুমি অকিঞ্চনগণেরই প্রাপ্য, ধনাদি-মদগর্ব্বিত জনগণের অগোচর তুমি ; হে নারদপ্রিয় ! তুমি তখন উলূখলের রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিলে। তোমার জয় হউক। (১১০) দেবর্ষি নারদের বাক্য-রক্ষার জন্য তুমি যমলার্জ্জুন বৃক্ষ নিপাত করিয়াছ ; তখন ঐ কুবের-পুত্রদ্বয় অত্যুত্তম স্তব দ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছিল। হে সর্বেশ্বরেশ্বর ! (১১১) জীবগণ তোমার মহিমা বুঝিতে পারে না ; তুমি সর্বদা ভক্তগণেরই চিত্ত বিনোদন করিয়া থাক। অসাধারণ (অসমোর্দ্ধ) লীলাবলি দ্বারা তোমার সম্বন্ধে নানাবিধ বিতর্ক হইয়া থাকে। তুমি সর্ব-মঙ্গলের মঙ্গল (নিধান)। (১১২) নিজদাসের দাস্য করিতে তুমি অধিক প্রীতিলাভ কর, তুমি ভক্তের ভক্তের প্রতি অতিবৎসল, গুহ্যকদ্বয় তোমার নিকটে সর্বাঙ্গ ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভজনামৃত প্রার্থনা করিয়াছে। (১১৩) কুবের পুত্র-যুগলের স্তোত্র শুনিয়া সন্তোষামৃত-বর্ষিণী বাণী উচ্চারণ করিয়াছ।

স্বভক্ত-দর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতঃ তুমি তাহাদিগকে প্রেমবরই প্রদান করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার ॥ **আটাশ** ॥

একাদশ অধ্যায়।

(১১৪) যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয়ের হঠাৎ পতনাদির শ্রবণদর্শনে গোপগণের বিস্ময় উৎপাদনকারী তোমার ক্রীড়া। বালকগণ কর্ত্তৃক সর্ববৃত্তান্ত কথিত হইয়াছিল—(এই কৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্রভাবে আপতিত উলূখল আকর্ষণ করিতে করিতে বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছে ইত্যাদি)। তখন সসম্ভ্রমে নন্দ মহারাজ দেখিলেন যে তুমি উদূখল আকর্ষণ করিতেছ। মৃদুমধুর হাসিতে ওষ্ঠ বিকসিত হইতেছিল। (১১৫) তুমি পতিত বৃক্ষ-দ্বয়ের মধ্যেই অবস্থান করিয়া মহা উলূখল আকর্ষণ করিতেছিলে। গো-বন্ধন রজ্জুদ্বারা তোমার মধ্যদেশ শোভা পাইতেছিল। নন্দ তোমার সেই বন্ধন মোচন করিলেন। (১১৬) তুমি নিজের ভক্তবাৎসল্য-গুণ প্রকট করিয়াছ, গোপীগণের করতালাদি দ্বারা প্রোৎসাহ পাইলেই তুমি নৃত্য কর; বালকগণের সহিত তুমি উচ্চ কীর্ত্তনে নিরত থাক, ইতস্ততঃ বাহুক্ষেপে তুমি মনোরম হইয়া থাক। (১১৭) গোপীগণের আজ্ঞানুসারে পীঠ (আসন) প্রভৃতি ধারণ কর, নবনীত ভিক্ষা করিতে তুমি পটু, ব্রজবাসিগণের মনোমোহন লীলামৃতের সিন্ধু তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥ **উনত্রিশ** ॥

(১১৮) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-গমনাভিপ্রায় জানিয়া তদ্‌বিষয়ে মন্ত্রনাদানে উপনন্দ তোমার সম্যক্ প্রীতিকর কার্য্যই করিয়াছেন, যেহেতু তুমি তখন বৃন্দাবনরসাস্বাদনে সমুৎসুক হইয়াছিলে। ঐ পরামর্শানুসারে বৃন্দাবনো-দ্দেশ্যে তুমি শকটে আরূঢ় হইয়াছিলে, গোপিকাগণ তোমার লীলাকর্মাদির সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। (১১৯) বৃন্দাবনের আবাসই তোমার প্রীতি প্রদ, হে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র! হে বৃন্দাবন-প্রিয়! হে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনের অত্যুৎ-কৃষ্ট ভূষণ! (১২০) তুমি ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুদের স্বাভাবিক শত্রুতাও নাশ করিয়াছ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি শ্রীগোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন ও বৃন্দাবনাদির দর্শনে পরমানন্দিত হইয়াছ ॥ **ত্রিশ** ॥

(১২১) তোমার ক্রীড়া ব্রজজনের আনন্দপ্রদ। তোমার অব্যক্ত মধুর ধ্বনি মনোজ্ঞ। তুমি এক্ষণে বৎসপালনে ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কর। ব্রজের অদূরবর্ত্তী স্থানে তুমি গোচারণ কর। (১২২) বলরাম প্রভৃতি গোপালগণের তুমি সম্যক্ প্রীতিদান কর। নানাবিধ খেলার উপযোগী তোমার পরিচ্ছদ। বংশীবাদনে তুমি সম্যক্ আসক্ত হইয়াছ; তুমি বেণু হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যকর শব্দ নিষ্কাশিত কর। (১২৩) তোমার বদনে মুরলী প্রায়শঃই বিরাজ করে—পরমলাবণ্যপূর্ণ ও ভঙ্গিত্রয়বিশিষ্ট তোমার আকৃতি অতিমনোজ্ঞ। তুমি লোষ্ট্রাদি-নিঃক্ষেপে বিল্ব, আম্র, আমলকী প্রভৃতি ফল পাড়িতে প্রীতিলাভ কর। তুমি কন্দুক (গেঁদ) ক্রীড়া করিতে উৎসুকচিত্ত। (১২৪) কম্বলাদি দ্বারা দেহ আচ্ছাদন পূর্বক বৃষবৎসাদির অনুকরণ কর এবং বৃষাদিবৎ শব্দও করিতে পার। অন্যোন্য (মাথামাথি) যুদ্ধ করিতেও তুমি প্রীতিলাভ কর। সর্বজন্তুর শব্দও অনুকরণ করিতে পার। তোমাকে নমস্কার॥ **একত্রিশ**॥

(১২৫) হে বৎসরূপী-অসুরনাশন! তোমার জয় হউক। বৎসাসুরের পশ্চাতের পদদ্বয় ও লাঙ্গুল ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কপিত্থ বৃক্ষে প্রক্ষেপ করাতে তুমি রাশি রাশি কপিত্থ ভূমিতলে নিপাতিত করিয়াছ। অসুরকে নিহত হইতে দেখিয়া বালকগণ তোমাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করাতে তুমি সম্যক্ আনন্দিত হইয়াছ। তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া তোমার অর্চনাও করিয়াছেন। (১২৬) তুমি গোবৎসপালনে একাগ্রচিত্ত এবং গোপবালকগণের বিস্ময়জনক। বিকালে তুমি গৃহে আগমন কর—তখন তোমার অঙ্গ ধূলায় ধূসর হয়। হে কৃষ্ণ! আমাকে ঐ লীলাদি স্মরণ করাইয়া অনুগৃহীত কর। (১২৭) তখন তোমার শিরোদেশ পুষ্পরাশি দ্বারা শোভিত হয়, গুঞ্জাসমূহরচিত-প্রালম্বে অর্থাৎ কণ্ঠহইতে সরলভাবে লম্বিত মাল্যে তোমার দেহ আচ্ছাদিত; পুষ্পদ্বারা তোমার কুণ্ডল ও পত্রে তোমার চূড়া রচিত হয়। পত্রনির্মিত বাদ্যে তুমি বিনোদ লাভ কর। (১২৮) মনোজ্ঞ পল্লবে তোমার শিরোভূষণ রচিত হয়; তুমি বনমালায় বিভূষিত থাক। বনধাতু গৈরিকাদি দ্বারা তোমার অঙ্গ বিচিত্রিত হয় এবং ময়ূরপিচ্ছে তোমার চূড়া প্রস্তুত হইয়াছে॥ **বত্রিশ**॥

(১২৯) একদিন তুমি প্রাতর্ভোজ্যান্ন সহিত বৎস-সমূহের অগ্রদেশে

গমন করিতেছিলে—তখন পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় উত্তুঙ্গ মহাকায় বকাসুরকে দেখিয়াছিলে। (১৩০) খরতর-বদন বকাসুর তোমাদিগকে গ্রাস করিল, কাজেই সখাগণ সকলেই মূর্চ্ছিত হইল। তখন তুমি সেই মহাকায় বকাসুরের মুখকেই খেলাগৃহ করিয়া বকের তালু প্রদগ্ধ করিয়াছ। (১৩১) অতএব দুষ্ট বক তোমাদিগকে উদ্গার করিলে তুমি বকের চঞ্চু বিদীর্ণ করিয়াছ; তৎপরে বলদেবাদি বালকগণ তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল এবং দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া তোমার স্তব করিয়াছিল॥ **তেত্রিশ**॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

(১৩২) প্রাতঃকালে বন্যভোজনের জন্য অভিলাষ করিয়া শৃঙ্গবাদনে গোপালগণকে আহ্বান করিয়াছ; অসংখ্য বৎস সঞ্চারণ করিয়া অসংখ্য বালকের সহিত মিলিত হইয়া (১৩৩) শিক্যচৌর্য্যাদি বিবিধ বাল্যক্রীড়ায় তুমি অতি প্রীত হইয়াছ। নিজ-পাদস্পর্শরূপ ক্রীড়া-বিশেষে সুনিপুণ বালকগণ কর্ত্তৃক আনন্দিত হইয়াছ। (১৩৪) বয়স্যগণ ক্ষণকালের জন্যও তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিত না; শুকদেব কর্ত্তৃক সংস্তুত মহাভাগ্যবান্ ব্রজবালকগণ কর্ত্তৃক তুমি বেষ্টিত আছ॥ **চৌত্রিশ**॥

(১৩৫) ইঁহাদের সুখক্রীড়া-দর্শনে অক্ষম অথবা 'কৃষ্ণ যেমন আমার সোদরগণকে নিহত করিয়াছে, আমিও তেমনই বৎস-গোপালাদি সহিত কৃষ্ণকে বিনাশ করিব' এই প্রকার দুষ্টবুদ্ধি কোনও সুপ্ত ও স্থূল সর্পের দর্শন করিয়া ইঁহার অনুগত পরিকরগণ মনে করিলেন যে ইহা বৃন্দাবনেরই কোনও শোভাবিশেষ হইবে। তুমি কিন্তু দুষ্টচেষ্ট অঘাসুরকে বিশেষ ভাবেই জানিয়াছ—কাজেই অজগর সর্পকে অন্য বুদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে তাহার মুখ-গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক গোপালগণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। (১৩৬) তখন বালকগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু অজগরটি তোমার প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছে দেখিয়া তুমি তৎকালে করণীয় বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাহার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ দেহ-বৃদ্ধি রূপ লীলা বিস্তার করিয়াছ এবং তাহাতেই অঘাসুরকে বিনাশ করিয়া বৎস ও বৎসপালগণের জীবনদান করিয়াছ। (১৩৭) তাহাতে দেবগণের

আনন্দ বিস্তার করিয়াছ এবং নিন্দ্য দানবকেও মুক্তি দান করিয়াছ। এই সব লীলা দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত ব্রহ্মা তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন। হে আশ্চর্য্য সমুদ্র! তোমাকে নমস্কার ॥ **পঁয়ত্রিশ** ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ;

(১৩৮) পৌগণ্ড বয়সেই কৌমার-কালোচিত বৃত্তান্ত বিষয়ে কীর্ত্তিত হইয়াছ অর্থাৎ অঘাসুরাদি মোচনরূপ তোমার লীলাদি কৌমারকালে সংঘটিত হইলেও বালকগণ পৌগণ্ড বয়সেই বর্ণনা করিয়াছেন। তোমার চরিত্র মহাশ্চর্য্যজনকই বটে। তোমার কথামৃত পরীক্ষিৎ ও শুকদেবের অতিমোহকর। (১৩৯) অতি মনোজ্ঞ সরোবর-তীরকে তুমি প্রশংসা করিয়া তত্রত্য নবতৃণযুক্ত প্রদেশে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। অতএব তুমি সরোবরের সুন্দর পুলিনে বসিয়া বালকগণে শোভিত হইয়াছ। (১৪০) সখাগণের মধ্যে তুমি অবস্থান করিয়া সেই ব্রজবালকগণের সহিত একত্র ভোজন করিতেছ; পীতবসন ও উদর-মধ্যে বেণুটি সংস্থাপন করিয়াছ; বন্য বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়াছ। (১৪১) বাম কক্ষ মধ্যে শৃঙ্গ ও বেত্র রাখিয়া বাম হস্তে দধিমিশ্রিত অন্ন লইয়া তুমি ঐ দধ্যন্ন-ভোজনে পরম সুন্দর হইয়াছ। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। (১৪২) অঙ্গুলির সন্ধি-মধ্যে ফলগুলি লইয়া তুমি বালক সমূহের চিত্তহরণ করিয়াছ, তোমার নর্মোক্তি শ্রবণে বালকগণ হাস্য করিয়াছে; তোমার এই ভাবের ভোজন-ব্যাপারও আশ্চর্য্য-কর ॥ **ছত্রিশ** ॥

(১৪৩) গোপালগণ ভোজন করিতে থাকিলে বৎসগণ তৃণলোভে দূর-তর প্রদেশে বিচরণ করিতে গিয়াছিল। তাহাতে বালকগণ ভীত হইতেছে দেখিয়া তুমি অদৃশ্য বৎসগণের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তাহাতে গোপালগণের ভয় নাশ করিয়াছ; এদিকে আবার (ঘুরিয়া আসিয়া) বৎসপালগণকেও আর দেখিতে না পাইয়া বৎস ও গোপালগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। (১৪৪) তখন তুমি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস ও তৎপালকগণের চৌর্য্যকর্ম্মের কথা জানিতে পারিয়া তুমি স্বয়ং বৎস ও গোপালগণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, যেহেতু বৎসহরণকারী ব্রহ্মার ও বালকগণের মাতাদিগকে

আনন্দ দিতে ইচ্ছা করিয়াছ। (১৪৫) প্রত্যেক ব্রজবালকের আকৃতির অনুযায়ী, প্রতি বালকের আচরণের অনুকারী, প্রতি গোবৎসের ক্রিয়া ও রূপ ধরিয়া যথাস্থানে প্রবেশ করিয়াছ॥ **সাঁইত্রিশ**॥

(১৪৬) তুমি ধেনুসমূহের ও গোপীগণের স্তন্যপায়ীর অভিমান করিয়া তাহাদের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছ। ব্রজের সর্বত্র প্রেমবৃদ্ধি দর্শন করিয়া বলরাম তাহার কারণ অন্বেষণ করিলেন। আর ব্রহ্মা আসিয়া সানুচর কৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এবং নিজ কর্তৃক অপহৃত গোবৎস ও গোপালগণকে ঠিক সেই অবস্থাতেই বর্তমান দেখিয়া বিমূঢ় হইলেন। (১৪৭) বিশুদ্ধসত্ত্বঘন স্বীয় বহু রূপের প্রদর্শন করাইলে ব্রহ্মা ঐ অত্যাশ্চর্য্যকর রসময় মূর্তিসমূহের দর্শনে অশক্ত (বিহ্বল) হইলেন; তাঁহাকে তুমি ব্যুত্থান অর্থাৎ প্রবোধন করাইয়াছ। (১৪৮) তখন সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনান্তর ব্রহ্মা অতিদীন হইলে তাঁহাকে বাহ্যদৃষ্টিতে বৃন্দাবনাদি দর্শন করাইয়া সুখপ্রদান করিয়াছ। তুমি গোপবালকগণের বশীভূত, রুচির ও তোমার হস্তে দধি ও অন্নমিশ্রিত গ্রাস রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আমাকে রক্ষা কর। (১৪৯) তুমি তৎকালে সৃষ্ট বৎসবালকগণকে আবার নিজদেহেই সমাবেশ করিয়া ব্রহ্মাকে লজ্জা দিয়াছ। ব্রহ্মা তখন আনন্দবারি-সিঞ্চনে তোমার চরণযুগল ধৌত করিলেন। বিধি সব তত্ত্ব অবগত হইয়া পরে তোমাকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ **আটত্রিশ**॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(১৫০) তুমি ব্রহ্মার বাক্যাবলীরূপ অমৃত-সমুদ্রের চন্দ্রমা; হে গোপ-বালকবেশ! তুমি ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য প্রকট দিব্য স্বেচ্ছাময় বপু ধারণ করিয়াছ; তোমার স্বরূপ কিন্তু অচিন্ত্য মাহাত্ম্য-মণ্ডিতই। (১৫১) "মিথ্যাজ্ঞানের প্রয়াসবিহীন ভক্তি দ্বারাই কেবল তোমাকে সম্যক্ রূপে জয় করা যায়। পরমমঙ্গলের বিনির্য্যাসস্বরূপ ভক্তিমার্গে উদাসীন কেবলজ্ঞানলিপ্সু দুর্বুদ্ধিগণের জন্য তুমি কেবল ক্লেশরূপ ফলই বিতরণ কর। (১৫২) পূর্বতন বিমুক্ত যোগিগণও যোগমার্গে জ্ঞান না পাইয়া পশ্চাৎ ভক্তির আশ্রয়ে তোমাকে সুখে প্রাপ্তির পথ সন্ধান করিয়াছে। যদিও নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ভগবান্ তুমিই এবং 'ব্রহ্মস্বরূপ ও ভগবৎ-

স্বরূপ' এই উভয় স্বরূপেই তোমার দুর্জ্ঞেয়ত্ব সমান, তথাপি কোনও বিমল অন্তঃকরণে তোমার নির্গুণস্বরূপের মহিমাজ্ঞান কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও কিন্তু সগুণস্বরূপ তোমার মহিমা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক ও অনন্ত মহাগুণগণ-মণ্ডিত বলিয়া সমধিক দুর্জ্ঞেয়। (১৫৩) কেবলমাত্র তোমার কৃপাপ্রযুক্ত কটাক্ষপাতেরই সম্যক্ প্রকারে অপেক্ষাকারীগণকেই তুমি মুক্তিপদ দান কর অর্থাৎ স্বরূপোদ্বোধন করিয়া দাও। আমি সকল অপরাধ নিবেদন করিলাম, আমি অতিভীত, স্ব-নাভিকমলজ বলিয়া তোমারই পুত্র, অতএব আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করা তোমার কর্ত্তব্য। (১৫৪) তোমার রোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পরমাণুবৎ ইতস্ততঃ গতাগতি করিতেছে। মাতা যেরূপ গর্ভস্থবালকের পাদপ্রহারও সহ্য করেন, তদ্রূপ তুমিও আমার অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবে, যেহেতু তুমি জগতের মাতা ও জগতের পিতা। (১৫৫) মহাপ্রলয়াবসরে কারণার্ণব-শায়িস্বরূপ তোমারই নাভিকমল হইতে এই ব্রহ্মাকে বিনির্গত করিয়াছ বলিয়া তুমিই পিতা। তুমি সর্বদেহিরই আত্মা এবং অখিললোক-সাক্ষী ও কারণার্ণব-জলবাসী বলিয়া তুমিই মূল নারায়ণ। তোমার স্বরূপ দেশ-কাল দ্বারা ত পরিচ্ছিন্ন নহে [ঐ জলাদি প্রপঞ্চ যদি সত্যই হয়, তবে তুমি পরিচ্ছিন্ন হইতে পার, কিন্তু তাহা ত তোমার মায়ারই বৈভব বলিয়া তুমিই দেখাইয়াছ] যেহেতু নিজজননী যশোদাকে তোমার জঠরমধ্যে প্রপঞ্চ দেখাইয়া জগতের অসত্যত্ব অর্থাৎ মায়াকৃতত্বই প্রতিপাদন করিয়াছ। (১৫৬) গুণাবতার লীলাবতার প্রভৃতিতেও তোমারই মূলত্ব বিদ্যমান বলিয়া সেই সেই অবতারাদিও সত্য (যথার্থই)। তোমার লীলার মহামহিমা মনের অগোচর বলিয়া অচিন্ত্য ; আবার প্রপঞ্চসমূহ মিথ্যাভূত হইলেও তোমারই সম্বন্ধে আসিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মানতা ধারণ করে ; তুমিই সদাকালের জন্য পরম সত্য (নির্বিকার)। (১৫৭) এবম্ভূত হইলেও কিন্তু তুমি গুরুদেবের প্রসাদেই সম্যক্ প্রকারে দৃষ্টিপথে আসিয়া থাক। তোমার বিস্মরণই ত প্রপঞ্চের নিদান। বন্ধমোক্ষাদি অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত এবং সত্যজ্ঞানে বিনাশ্য বলিয়া তুমি জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া উহাদের মিথ্যাত্ব সম্পাদন করাও। অন্ধকার-নাশক সূর্য্যের ন্যায় নিত্য জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের বিচার দ্বারাই তুমি বন্ধমোক্ষের তুচ্ছত্ব প্রতিপাদন করাও। (১৫৮) অসৎশব্দবাচ্য মিথ্যা অবস্তু—যাহাকে অসদ্গণ অসত্ত্বারূপে

উপলব্ধ আত্মতত্ত্ব বলিয়া থাকে—সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভক্তগণের অন্তরে ও বাহিরে তুমি প্রিয়স্বরূপে বা ব্যাপক হইয়া সমধিক অভিব্যক্ত হও। তোমার চরণকমলের প্রসাদই তোমার পাদপদ্মের মহিমা জানায়।” (১৫৯) তদনন্তর বিধাতা প্রচুরতরভাগ্যবশতঃই কেবল তোমার দাসের অনুদাসত্বই প্রার্থনা করিয়াছেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মুহুর্মুহু তোমারই ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ! আমাকে রক্ষা অর্থাৎ স্বসেবাদানে কৃতার্থ কর॥ **উনচল্লিশ**॥

(১৬০) পরমধন্যা ব্রজবধূগণ ও ধেনুগণ কর্ত্তৃক স্বস্তন্যদানে তুমি সন্তোষিত ও আনন্দিত হইয়াছ। নিত্যপূর্ণ ও মহাভাগ্যবান্ ব্রজবাসিগণের সহিত তুমি মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছ। (১৬১) ব্রজবাসিগণের মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদির অধিষ্ঠাতারূপে সংস্থিত হইয়া চন্দ্রাদি দেবগণও 'প্রকারান্তরে ইঁহাদের সঙ্গ করতঃ পৃথক্ পৃথক ইন্দ্রিয়দ্বারা তোমার কীর্ত্তি-সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রস আস্বাদন করিতেছেন! ব্রজে জাত যে কোনও ব্যক্তির পদরেণুস্পর্শনশীল তৃণজন্মও ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন। (১৬২) প্রেমভক্তগণ তোমাতে নিখিল (প্রাণাদি) সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা তুমিই প্রেমভক্তগণে নিজের আত্মা পর্য্যন্ত যথাসর্বস্ব দান করিয়াছ। ব্রজবাসিজনের নিকট তুমি মহাঋণী, যেহেতু তাঁহাদের প্রীতির বিনিময়ে কোনও বস্তুই তোমার দেয় (প্রত্যর্পণযোগ্য) নাই। সদ্ভাবযুক্ত ব্রজবাসি-ধাত্রীজনের বেশ দেখিয়াই কেবল তুমি পূতনার স্বভাব সম্যক্ জ্ঞাত হইলেও তাহার নিকট নিজেকে স্তন্যপায়ী শিশুরূপে ন্যস্ত করিয়াছ!! (১৬৩) রাগাদিদোষ-বিবর্জিত সন্ন্যাসিগণকেও তোমা ব্যতিরেকে অন্য কোনও রূপ ফল দাও না, তখন তোমাতেই একনিষ্ঠ-ব্যাপার-সম্পন্ন ব্রজবাসিগণ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসিগণ হইতেও সমধিক ভজনশীল বলিয়া তুমি ইঁহাদিগকে কোনও ফল দান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পার না। অতএব তুমি পুত্রত্বাদির অনুকরণ করিয়া তোমার মহাসুহৃদ ব্রজবাসিদের প্রত্যুপকার সাধন করিতে না পারিয়া লজ্জিত থাক। (১৬৪) পণ্ডিতম্মন্য-সাধুগণের চিত্ত ও বাক্যের অগোচর তোমার বিচিত্র অনন্ত মহাবৈভব”; এইভাবে স্তুতি করিতে করিতে ভগবৎপ্রসাদে নিখিল অভিমান দূরীভূত হইলে পরমদৈন্যোদয় বশতঃ ব্রহ্মা অতি আনন্দে তোমার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে তোমাকে বন্দনা করিলেন॥ **চল্লিশ**॥

(১৬৫) ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তখন তোমার মুখ প্রফুল্ল হইল। তুমি ত ভক্তবৎসল এবং এই স্তুতিও তোমার প্রিয়। তৎপরে মৃদুহাস্য সহকারে ব্রহ্মার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছ এবং স্বধামে গমনের আজ্ঞাও দিয়াছ। (১৬৬) কৃষ্ণমায়ামোহিত বৎস ও বৎসপালগণ যদিও সেই প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ ব্যতিরেকে একবৎসরকাল ক্ষণার্দ্ধবৎ অতিবাহিত করিল, এক্ষণে কিন্তু তুমি সেই মোহ দূরীভূত করাইয়াছ---এবং পূর্ব্ববৎ অবস্থা ও চেষ্টাযুক্ত হইয়া গোপবালকগণ ও বৎসগণ তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে! তৎপরে তুমি সরোবরের পুলিনে বৎসসমূহ আনয়ন করিয়াছ। হে চমৎকারলীলাবিনোদিন্! তোমাকে নমস্কার। (১৬৭) তৎপরে মুগ্ধ বালকগণের কথায় [হে গোপাল! তুমি চলিয়া গেলে পরে আমরা একগ্রাস অন্নও ভোজন করি নাই; এক্ষণে মণ্ডলমধ্যে আসিয়া ভোজন কর।] তুমি হাসিয়াছ !! নিজ-পরিকরগণ ও বৎসাদির সহিত হর্ষভরে বন্যবেশে ব্রজবাসিগণের নয়নানন্দ বিস্তার করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়া তুমি ব্রজগৃহে (আনন্দ) উৎসব দান করিয়াছ। ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্প. পত্রও বনধাতু প্রভৃতি দ্বারা রচিত তোমার বিচিত্রবেশ; মুখর বেণুরবের সহিত গোপবালকগণকর্ত্তৃক হর্ষাতিরেকে গীয়মান শ্রোত্ররসায়ন তোমার চরিত শ্রবণ করাইয়া গোপীগণের [শ্রীযশোদাদি মাতৃবর্গের বা শ্রীরাধাদি প্রিয়াবর্গের] হৃদয়ের আনন্দ-সমুদ্র উচ্ছলিত করিয়াছ.। (১৬৮) এই শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা বলিয়া সকলেরই প্রিয় আত্মা হইতেও অধিকতর প্রীত্যাস্পদ, অতএব সকল প্রাণিরই মহাসুহৃৎ। এইভাবে পরীক্ষিৎ ও শুকদেবের প্রশ্নোত্তরে তোমার প্রেমসাগরত্ব নিশ্চিত হইয়াছে। (১৬৯) হে বিচিত্রলীলাবিনোদিন্! তুমি পলায়ন ক্রীড়ায় (লুকাচুরি বিদ্যায়) পারদর্শী। সরোবরাদিতে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাগমনাদির অনুকরণ করিয়াছ এবং বানরবৎ লম্ফঝম্ফ প্রভৃতি বিবিধ বাল্যচাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছ। আমাকে রক্ষা কর॥ **একচল্লিশ**॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(১৭০) পঞ্চবর্ষ অতিক্রম হইলে তুমি পৌগণ্ডকালে উপনীত হইয়াছ; অতএব গোপজাতির সম্বন্ধে গোচারণ করিয়া "গোপাল" নাম ধারণ

করিয়াছ ; সর্বত্র গমনাগমনে বৃন্দাবনের মঙ্গলবিধান করিয়াছ। তুমি বৃন্দাবনমধ্যে বিচরণকালে নিজাগ্রজ বলদেবকে বৃন্দাবনের শোভাবর্ণন-প্রসঙ্গে সম্মানিত করিয়াছ। (১৭১) বৃন্দাবনের গুণকথনচ্ছলে 'অন্ত ধরণী ধন্য হইল' ইত্যাদিভাবে স্তব করিয়া শ্রীবলরামকর্ত্তৃক প্রসাদরূপ মহাবর (এই বৃন্দাবনকে) দান করিয়াছ। নিজক্রীড়োপযোগী বহুবিধ উপকরণ থাকায় বৃন্দাবনের প্রতি তোমার সাতিশয় প্রীতি! তুমি বহুবিধ ক্রীড়া-বিনোদে বিচক্ষণ। (১৭২) কখনও বা ভৃঙ্গের অনুকরণ করিয়া মধুর গান কর, কখন বা অব্যক্ত মধুর নিনাদে কোকিলকেও পরাভূত কর ; কখনও হংসবৎ গমনভঙ্গী অঙ্গীকার করিয়াছ, কখনও ময়ূরনৃত্যের অভিনয় করিয়াছ। (১৭৩) প্রতিধ্বনি-শ্রবণে কখনও আনন্দলাভ করিয়াছ, কখনও বা শাখায় শাখায় লম্ফঝম্ফ দিয়া নৈপুণ্যপ্রকাশ করিয়াছ ; গোসমূহের নাম ধরিয়া ডাকিয়াছ ; গোপাশকেই লইয়া কখনও যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করিয়াছ।(১৭৪) বাহুযুদ্ধক্রীড়ায় পরমানন্দিত হইয়াছ, কখনও বা বলভদ্রের পাদসম্বাহনাদিদ্বারা তাঁহার শ্রম দূর করিয়াছ। গোপগণের প্রশংসা করিতে বড় পটু তুমি বৃক্ষছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাক। (১৭৫) পুষ্পপত্রাদি-রচিত শয্যায় শায়িত হইয়া কোনও গোপালের ক্রোড়দেশকেই তুমি উপ-ধান (বালিশ) রূপে গ্রহণ করিয়াছ। কোনও গোপ তোমার পদসম্বাহন করিতেন, কেহ বা তোমাকে ব্যজন দ্বারা বীজন করিতেন। (১৭৬) গোপাল-গণের মুখে গান শুনিয়া তুমি সুখে নিদ্রা যাইতে। গোপালগণসহ এতাদৃশ লীলাবিনোদে তোমার ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হইয়াছে এবং তখন তাঁহাদের সহিত গ্রাম্যবৎ মহাপ্রণয়ময় ব্যবহার করিয়াছ। লক্ষ্মী-সংবাহিত-চরণ-কমলে তুমি বৃন্দাবনস্থলকে চিহ্নিত করিয়াছ ॥ **বেয়াল্লিশ** ॥

(১৭৭) হে শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণের মহাবান্ধব! হে বৃষাল, বৃষভ, ওজস্বি ও দেবপ্রস্থের বয়স্য, (১৭৮) হে বরূথপ ও অর্জ্জুনের সখা! হে ভদ্রসেন ও অংশুর বল্লভ! তুমি তালবনে ক্রীড়া করিতে করিতে বলদেব-কর্ত্তৃক ধেনুকাসুরকে বিনাশ করাইয়াছ। (১৭৯) উত্তুঙ্গতালসমূহকে ভূমি-তলে পাতিত করিয়া রাসভাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। গোপবৃন্দের স্তবে আনন্দ লাভ করিয়াছ এবং তোমার বেণুগীত-শ্রবণে শ্রুতিযুগল কৃতার্থ হয় ॥ **তেতাল্লিশ** ॥

(১৮০) গোপীদের মনঃপ্রাণচৌররূপ সৌভাগ্যদাতা বলিয়া তুমি

চিন্তনীয়। (গোষ্ঠ হইতে গৃহাগমনকালে) গোধূলিসমূহে তোমার অলকাবলী রঞ্জিত হয়। তোমার ভঙ্গিযুত কেশে পুষ্পরচিত চূড়া বদ্ধ থাকে। তোমার নয়নযুগলও পরম রুচির।। (১৮১) সলজ্জ হাস্য ও সবিনয় কটাক্ষনিপাতে পরম সৌন্দর্য্য প্রকট করিতেছ। অতএব গোপীদের লোভনীয় বেশযুক্ত গোপীদের স্মরতপ্রদ তোমাকে অভিবাদন করিতেছি। (১৮২) তৎপর মা যশোদা তোমাকে স্নান করাইলেন, শ্বেতপদ্ম দ্বারা তোমার অবতংস (শিরোভূষণ) রচিত হইল। মুক্তাহারে কণ্ঠদেশ শোভিত হইল; করদ্বয়ে কঙ্কণের সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইল। (১৮৩) তোমার চরণে মনোজ্ঞধ্বনিপরায়ণ নূপুর, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, দিব্যমাল্য গন্ধবস্ত্রাদি ধারণ করিয়া জননীকর্ত্তৃক উপহৃত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছ। (১৮৪) ভবিষ্যৎ বিলাসচিন্তায় তোমার দৃষ্টি সুন্দর হইয়াছে। তাহাতে ঈষৎ হাস্য ও যৌবনাবির্ভাবসূচক গর্ব মিশ্রিত হইয়া লীলার সূচনা দিতেছে। সখী ও দাসীগণকর্ত্তৃক উপহৃত তাম্বূল চামরবীজন, পাদসম্বাহন, নর্মগোষ্ঠী ও গীতবাদ্যাদি বিবিধপ্রমোদ করিয়া সুখে পালঙ্কে শয়ন করিয়া কোনও প্রিয়তম সখার সহিত শ্রীরাধা-সম্বন্ধীয় প্রেমালাপ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছ॥ **চৌচাল্লিশ**॥

(১৮৫) তুমি যমুনাতটে ইতস্ততঃ সঞ্চারণ করিতে করিতে কালিয় হ্রদের তীরে গমন করিয়াছ। তোমার নয়ন পরমামৃত বর্ষণ করে। তুমি বিষাক্ত ব্রজবাসিগণের জীবনদান করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার॥ (১৮৬) গোপালগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমার অনুগ্রহাদি অনুমান করিয়াছিলেন। নিজজন রক্ষার জন্য তুমি নিগূঢ়ভাবে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়াছ। তোমার জয় হউক॥ **পঁয়তাল্লিশ**॥

ষোড়শ অধ্যায়।

(১৮৭-৮৮) তুমি অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া পরে ঝম্পপ্রদানে সেই সর্পহ্রদে বিহার করিয়াছ। তাহাতে কালিয়ের ক্রোধ হইল এবং কোপিত সর্পগণ লইয়া তোমাকে বেষ্টন করিল। তোমার এই অবস্থা-দর্শনে সখাগণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিল এবং গোগণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তোমার দিকেই দৃষ্টিপাত

করিয়া রহিল। মহা উৎপাতে সম্যক্ উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রজবাসিগণ তখন তোমার চরণচিহ্নের অনুসরণ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! তোমাকে ভজন করি। (১৮৯) ধ্বজব্রজাঙ্কুশাদি চিহ্নদ্বারা তাঁহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; তোমার তাৎকালীন অবস্থাদর্শনে তোমার বান্ধবগণ মৃতপ্রায় হইলেন, বলরামের যুক্তিবলে নন্দাদি মুমূর্ষু ব্রজবাসিগণের প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাঁহারা নিরন্তর অনুতাপই করিতে লাগিলেন॥ **ছচল্লিশ**॥

(১৯০) তখন তুমি সর্পবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পিত্রাদি স্বগণের দুঃখরাশি নাশ করিয়াছ; তুমি সর্পক্রীড়ায় সুনিপুণ এবং কালিয়-নাগের ফণারূপ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিয়া করিয়া কালিয়মর্দ্দন হইয়াছ। (১৯১) তাহার ফণাসমূহের মাণিক্যদ্বারা তোমার শ্রীচরণকমল রঞ্জিত হইয়াছিল এবং স্বকীয় গরুড়াদি পার্ষদগণ,গন্ধর্বাদি স্বর্গবাসিগণ ও সিদ্ধচারণাদি কর্তৃক গীতবাদ্যাদি চলিতে থাকিলে তুমি নৃত্য আরম্ভ করিয়াছ। (১৯২) শ্রীচরণ-কমলের বিশেষ আঘাতে নাগরাজের মস্তকগুলি অতিশয় অবনমিত করিয়াছ। বিভিন্ন অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তখন দীন (পীড়িত) কালিয়নাগ তোমার সম্যক্ স্মরণ করিয়াছিল॥ **সাতচল্লিশ**॥

(১৯৩) তৎপরে নাগপত্নীদের স্তুতিশ্রবণে তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ। জগতের হিতের জন্য তুমি অপরাধীজনকে উচিৎ দণ্ড দিয়া থাক। তোমার দণ্ড অসতের পাপনাশন হইলেও তুমি কিন্তু উহাকে দণ্ড না করিয়া অনুগ্রহই করিয়াছ, যেহেতু নাগরাজের ঐ সর্পশরীর তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে; তুমি তাহাকে নিজ ক্রীড়োপযোগী করিয়া ব্যবহার করিয়াছ, ঐ দেহদ্বারা বেষ্টন স্বীকার করিয়াছ এবং ঐ নাগরাজ ক্রোধে ফণাসমূহ উন্নমিত করিলেও তুমি আনন্দভরে তদুপরি নৃত্য করিয়াছ। অহো! ঐ কালিয়নাগ জন্মান্তরে কি মহাপুণ্যই করিয়াছিল যে তুমি তাহাকে এতাদৃশ কৃপাভাজন করিয়াছ! (১৯৪) তুমি নিরুপাধি কৃপাকর, নাগপত্নীদের প্রার্থনীয় পতিজীবন দিতেও সক্ষম। সর্বাভিলাষত্যাগী ভক্তগণই যে চরণরেখা প্রার্থনা করেন, সেই চরণরেখাদ্বারাই সর্পমস্তক চিহ্নিত করিয়াছ!! (১৯৫) তোমার ঐশ্বর্য্যমহিমা অনন্ত, তুমি নানাবিধ জীব-স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছ; নানা খেলায় পারদর্শী তুমি নিজ সৃষ্ট লোকগণের অপরাধ-সহনে ও সক্ষম। (১৫৬) নাগস্ত্রীগণকে পতির প্রাণভিক্ষা দিয়াছ। তখন কালীয়নাগ তোমার স্তব করিয়াছিল। 'দুরাগ্রহযুক্ত করিয়া তোমাকর্তৃকই আমার এই দুঃস্বভাব

স্পষ্ট হইয়াছে। কাজেই মায়ামোহিত জীবের নিগ্রহ করা তোমার উচিত নহে।' (১৯৭) তুমি সর্পমস্তকে নিজ পদচিহ্ন স্থাপন করিয়াছ। 'হে কালিয় ! তুমি আর এইস্থানে থাকিতে পারিবে না'—ইত্যাদি বলিয়া তুমি তাহাকে রমণক দ্বীপে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছ ! তুমি পূর্বস্থানে নাগরাজকে স্থাপন করিয়া তাহার গরুড় হইতে যে ভয় ছিল, তাহাও স্বীয় পদচিহ্ন দিয়া নাশ করিয়াছ। (১৯৮) নাগ-কর্তৃক উপহৃত দিব্যবস্ত্র মণিমাল্যাদি পাইয়া তুমি সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে মহাপ্রসাদিত করিয়াছ। যমুনাহ্রদ সম্যক্ শোধন করিয়া উহা হইতে সপরিবার কালিয়কে দূরীকৃত করিয়াছ ॥ **আটচল্লিশ** ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[কালিয়ের রমণকদ্বীপ-ত্যাগের কারণ-কথা বলিতেছেন—] (১৯৯) রমণকদ্বীপে গরুড় সর্পভক্ষণ করিতেন—তাহাতে নাগসকল আত্মরক্ষার্থ প্রতিমাসের পূর্ণিমায় একটি করিয়া নাগ বলি দিবে, প্রতিশ্রুত হয়। এই কালীয় বিষবীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া গরুড়কে অনাদরপূর্ব্বক বলি ত প্রদান করিতই না, অধিকন্তু অন্য প্রদত্ত বলিও স্বয়ং ভোজন করিত। তাহা শুনিয়া গরুড় কালিয়কে মর্দন করিয়াছিলেন ; সৌভরি মুনির প্রদত্ত শাপে গরুড়ও আর কালিয়হ্রদে মৎস্য ভোজন করিতে পারিতেন না—অগত্যা গরুড়ের ভয়ে কালিয়নাগ ঐ হ্রদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকেও বিষযুক্ত করিয়াছিল ; হে কৃষ্ণ ! তুমি অদ্য ঐ হ্রদকে বিষনির্মুক্ত করিয়াছ। (২০০) দিব্যমাল্য গন্ধ বস্ত্র ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া মহামণিসমূহে ব্যাপ্তদেহ তুমি দর্শনদানে ব্রজবাসিজনের মৃতপ্রায় জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়াছ। (২০১) বলদেব হাস্য করিতে করিতে তোমাকে আলিঙ্গন করিলেন, গোপগণের আলিঙ্গনলাভে তোমার পরমানন্দ হইল ; তুমি দাবাগ্নি পান করিয়া নিজজনগণের আর্ত্তিবিনাশ করিয়াছ। আমার প্রতি প্রসন্ন হও অর্থাৎ তোমার অদর্শনজনিত বিরহদাবাগ্নিও স্বদর্শনদানে নির্বাপিত কর ॥ **উনপঞ্চাশ** ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

(২০২) তুমি গুম্ফিতবেণীত্রয় ধারণ করিয়া পরম সুন্দর হইয়াছ এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালেও বসন্তের যাবতীয় শোভা-সমৃদ্ধি আবিষ্কার করিয়াছ। কখনও নয়ন আচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছ। আবার কখনও গিরি-শিলারূপ সিংহাসনে কুসুমময় ছত্রচামরাদি ধারণপূর্ব্বক পাত্রাদি সম্মুখে রাখিয়া তুমি রাজলীলার অনুকরণ করিয়াছ। (২০৩) কখনও পশুপক্ষি-প্রভৃতির গতিভঙ্গী ইত্যাদির অনুকরণে, কখনও বা দোলা বা হিন্দোলন কখনও বা নৌকাবিলাসাদি করিয়াছ! বিবিধ লৌকিক লীলায় নদীতে, গিরিতে, কুঞ্জে, কাননে বা সরোবরাদিতে বিবিধ বিহার করিয়াছ। (২০৪) একদা ক্রীড়া করিতে করিতে ভাণ্ডীরবটে গিয়াছিলে, তথায় নিজশোভায় ও বিলাসাদি-সম্পাদনে ভাণ্ডীরবনকে ভূষিত করিয়াছ! তখন গোপরূপে প্রলম্বাসুর আসিয়াছে জানিয়া তুমি দুইদুই জনে ক্রীড়া করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। (২০৫) বাহ্য ও বাহকরূপে খেলা করিতে করিতে তুমি পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিয়াছ। তোমার ইঙ্গিতক্রমে বলদেব মহাপরাক্রমশালী প্রলম্বাসুরকে নিপাত করিয়াছেন। বলদেব তোমার প্রতি স্নেহশীল। হে কৃষ্ণ! তোমার জয় হউক ॥ **পঞ্চাশ** ॥

উনবিংশ অধ্যায়।

[মুঞ্জাটবীদাহ-শমনলীলা বর্ণনা করিতেছেন—] (২০৬) তুমি মুঞ্জাটবীতে পথ-ভ্রষ্ট পশুদিগের আর্ত্তি নাশ করিয়াছ। দাবাগ্নি-দর্শনে ভীত গোপ-গণকে নয়ন নিমীলন করিতে উপদেশ দিয়াছ। (২০৭) তুমি প্রজ্বলিত অগ্নি পান করিয়া মুঞ্জাটবীর অগ্নি নির্ব্বাপণ করিয়াছ। সেইক্ষণেই আবার গোগণকে ও গোপগণকে ভাণ্ডীরবনে আনয়ন করিয়াছিলে। তুমি দুর্বিতর্ক্য ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়াই ঐ প্রচণ্ড অগ্নিকেও সুকোমল মুখে পানকবৎ পান করিয়াছ ॥ **একান্ন** ॥

বিংশ অধ্যায়।

(২০৮) বর্ষাকালের শোভা-সমৃদ্ধিতে তোমার বনরাজি ভূষিত হইল; তুমি বৃষ্টির সময়ে বিবিধ বিলাস করিয়াছ। কখনও গুহামধ্যে, আবার কখনও বা বনস্পতির ক্রোড়দেশে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূলাদি ভোজন করিয়াছ। (২০৯) পাষাণের উপরে দধি ও অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিয়াছ; এই বর্ষাকালে ব্রজমণ্ডলের জীববৃন্দকে তুমি আনন্দ দান করিয়াছ। হরিত্তৃণভোজনকারী বৃষগণ এবং বর্ষার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তুমি ইহাদের সম্মান করিয়াছ। (২১০) শরৎকালীন মেঘনির্মুক্ত আকাশের ন্যায় তোমার অঙ্গকান্তি পরমসুন্দর। শরৎকালীয় চন্দ্রের তুল্য তোমার বদন সুন্দর। তুমি গোপীগণে মহাকাম সংক্রমিত করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার, আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥ **বায়ান্ন**॥

একবিংশ অধ্যায়।

(২১১) তোমার শরৎকালীন বিহার অতি মধুর, শরতের পুষ্পে তোমার বিভূষণ প্রস্তুত হইয়াছে, কর্ণিকার-কুসুমে তোমার কর্ণভূষা হইয়াছে; হে নটবেশধর! আমি তোমাকে ভজন করি। (২১২) তোমার বদনে যেন একটি পদ্ম বিন্যস্ত রহিয়াছে। তুমি লোচনের প্রান্তদ্বয় নাচাইতেছ; তোমার বিম্বাধরে মোহন বেণু অর্পিত হইয়াছে; হে সুগায়ক! তোমার জয় হউক। (২১৩) তোমার দৃষ্টি বক্র, মূর্ত্তি ত্রিভঙ্গ-ললিত, তোমার বেণুগানে বিশ্ব মোহিত হয়; গোপিকাগণ তোমার কীর্ত্তি-কলাপ উচ্চকণ্ঠে গান করেন। তোমাকে নমস্কার॥ **তিপ্পান্ন**॥

(২১৪) তোমার পরমমোহন বদনকমলের দর্শনে চক্ষুর সাফল্য হয়, নানাবিধ মালায় তোমার বেশ চমৎকার হইয়াছে; তুমি গোপাল-গোষ্ঠীর বিভূষণ হইয়াছ। (২১৫) অতি পুণ্যবান্ বেণু সর্বদাই তোমার অধরামৃত পান করে। তোমার চরণ-চিহ্ন বৃন্দাবনের মহাকীর্ত্তি ও শোভা-সমৃদ্ধিপ্রদায়ক। (২১৬) মুরলীর অপূর্ব্ব গীতনাদে ময়ূরগণ নৃত্য করে, পক্ষিগণ শাখাসমূহে চিত্রার্পিতবৎ অন্যব্যাপারশূন্য হইয়া ঐ গীত

শ্রবণ করে ; কাজেই তুমি সকল প্রাণিরই মনোহরণ করিতেছ। (২১৭) মৃগীগণ মুখে নীত তৃণগ্রাস পর্য্যন্ত ভুলিয়া তোমার দিকে প্রণয়াবলোকনে চাহিয়া থাকে। বনিতাগণের উৎসবদায়ক তোমার সুন্দর স্বভাবে (সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিতে) এবং সঙ্গীতে দেবীগণও মোহিত হইয়া স্খলিতনীবী হইয়া থাকেন। (২১৮) গোগণ নির্ভরে রোদন করে আর বৎসগণও প্রেম-উৎকণ্ঠাভরে ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া থাকে ! পক্ষিগণ সকলেই ব্যাপারান্তর-রহিত অর্থাৎ নিমীলিত-নয়ন ও নীরব হইয়া মুনিধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। (২১৯) তোমার বেণুনাদে নদীর প্রবাহ স্তব্ধ হয়, তোমাকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মেঘই তোমার ছত্র হয় ; তোমার পদকমল-সংলগ্ন (দয়িতা কুচমণ্ডলস্থ) কুঙ্কুম ঘাসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া পুলিন্দীগণ প্রেমভরে তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজেদের আননে ও কুচযুগলে লেপন করে। (২২০) পানীয়, সুঘাস, কন্দর, কন্দ, ফলমূলাদি হরিসেবকশ্রেষ্ঠের সম্পদ্দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি তোমার অর্চ্চনা করে। তোমার নিজপ্রেমের পরমানন্দ দ্বারা তুমি স্থাবরজঙ্গম বস্তুমাত্রকেই চিত্রার্পিতবৎ করিয়াছ ! (২২১) তোমার প্রেমে নিঃশাখ বৃক্ষেরও পল্লব জন্মে, তোমার বেণুনাদ বৃক্ষগণকে দণ্ডবৎ করিবার জন্যই বোধ হয় আনমিত করে। 'বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ ডোরী গুঞ্জাহার' ইত্যাদি গোপালের বেশে তুমি সুসজ্জিত। এইভাবে তুমি গোপীদের কামসাগর উদ্বেলিত করিয়াছ। (২২২) নিখিল স্থাবর জঙ্গমের স্বভাবেরও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছ ! শিলা কাষ্ঠকেও আর্দ্র করিয়াছ ; অচেতনকেও প্রেমদানে উজ্জীবিত করিয়াছ। অতএব তুমি আমাদিগকেও স্বলীলা স্মরণ করাইয়া পালন কর ॥ **চুয়ান্ন** ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

(২২৩) গোপকন্যাদিগের কাত্যায়নী ব্রতে তুমি প্রীত হইয়াছ। হে (সর্বশ্রেষ্ঠ) প্রেমবরদাতা—আমার প্রতি প্রসন্ন হও ! জলক্রীড়ায় সমাশক্ত গোপীদের বস্ত্র তুমি অপহরণ করিয়াছ। (২২৪) হে কদম্বারূঢ় ! তোমাকে বন্দনা করি। তুমি বিচিত্র নর্মোক্তি ব্যবহারে পণ্ডিত। 'হে নন্দনন্দন ! এইভাবে দুর্নীতির আশ্রয় করিও না'—ইত্যাদি গোপীগণের স্তবে তুমি

বিমুগ্ধ। গোপীগণ তোমার নিকটে বস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিল। (২২৫) স্রোতোবাস অর্থাৎ উলঙ্গ সুন্দরী গোপীদের আকর্ষণে তোমার লালসা হইয়াছিল; তৎপরে শীতার্ত্তা গোপীগণ যমুনার তীরে উঠিলে তুমি তাঁহাদের ভাবে সন্তোষিত হইয়াছিলে। (২২৬) তুমি নিজ স্কন্ধে গোপীগণের বস্ত্র রাখিয়া মৃদু হাস্যসহকারে বাক্যবিন্যাস করিয়াছ। নমস্কার করিবার জন্য গোপীদিগকে আদেশ করিলে তাঁহারা তোমাকে একহস্তে নমস্কার করিয়াছিলেন। (২২৭) তাহার পরে তুমি অঞ্জলিবন্ধনে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নির্দেশ করিলে তাঁহারাও কৃতকরপুটাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিলেন। তৎপরে তুমি তাঁহাদিগের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদের ব্রতপূর্ত্তিরূপ বাঞ্ছিত এবং নিজসঙ্গদানাদি অবাঞ্ছিত বস্তুও দান করিয়াছ। (২২৮) তুমি গোপীদের চিত্তের মহাচোর এবং তাঁহাদের ধৃষ্ট নায়ক। হে গোপীভাবে বিমোহিত কৃষ্ণ! তোমার স্বীয় গোপিকাদের দাস্য দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর॥ **পঞ্চান্ন**॥

(২২৯) শ্রীবৃন্দাবনের দূরে অবস্থিতা যজ্ঞপত্নীদিগের ভাবে তুমি বেশ আকৃষ্ট হইয়াছ। ছত্রাকারে সুসজ্জিত বৃক্ষগণের দর্শনে তুমি আনন্দিত হইয়াছ। (২৩০) এই সব বৃক্ষগণ পরোপকার-নিরত বলিয়া ইহাদের জন্মের শ্লাঘা করিয়াছ। যমুনার জলে গোগোপগণের সহিত তুমি তৃপ্ত হইয়াছ এবং গোগোপগণ কর্ত্তৃক তুমি সেবিত হইয়াছ॥ **ছাপ্পান্ন**॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

(২৩১) তুমি যজ্ঞপত্নীদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া গোপদের ক্ষুধার অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছ। অতএব ক্ষুধার্ত্ত গোপালগণের বাক্যে চঞ্চল হইয়াছ। তখন তুমি যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছ। (২৩২) বিচারবিমূঢ় হোতাগণ তোমাকে মনুষ্য-বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিল; কিন্তু অন্নপ্রার্থী বালকগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিতা যজ্ঞপত্নীগণ তোমার দর্শনে লালসান্বিত হইল। ঐ ব্রাহ্মণীদের আকর্ষণশীল তোমার বার্ত্তায় তাঁহাদের মনোহরণ হইয়াছিল। (২৩৩) উহাঁদের স্ববিরহজতাপ নাশ করিয়া তুমি বিচিত্র বেশ ভঙ্গী ও ভূষণ অঙ্গীকার করিয়াছ। তুমি যজ্ঞপত্নীদের তাদৃশ

ভাবের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের বাঞ্ছিত বর দান করিয়াছ। (২৩৪) তাঁহাদের কাকুর্বাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছ। তুমি পতি-কর্ত্তৃক রুদ্ধা ব্রাহ্মণীগণকে তৎক্ষণাৎ বিমুক্তিদান করিয়াছ। (২৩৫) ঐ যজ্ঞপত্নীগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন ভোজনে তৃপ্ত হইয়াছ, অথচ বিপ্রগণকে অনুতাপ দান করিয়াছ। ঐ ব্রাহ্মণীগণের সঙ্গ-প্রভাবে ব্রাহ্মণগণকেও স্বস্বরূপের জ্ঞান প্রদান করিয়াছ। হে ব্রহ্মণ্যদেব! তোমাকে নমস্কার॥ **সাতান্ন**॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

(২৩৬) ইন্দ্রযাগ-সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারই তুমি অবগত আছ; তোমার জয় হউক অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির প্রকটনে লীলাবিনোদ কর। পিতা নন্দ মহারাজকে তুমি ঐ যজ্ঞের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে; পিতার মুখে যজ্ঞের কারণ অবগত হইয়া 'কর্ম্মবশতঃই জীব জন্মধারণ করে' ইত্যাদি কথা বলিয়া কর্ম্মবাদের অবতারণা করিয়াছ। (২৩৭) নানাবিধ অন্যায়পরম্পরার উট্টঙ্কন করিয়া তুমি ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরি এবং গোসমূহের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছ। (২৩৮) তখন গিরিরাজ ও গোগণের পূজাবিধানও নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়া নিজেই যজ্ঞে প্রদত্ত উপহাররাশি ভোজন করিয়াছ। গোপদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য গিরিরাজের ছলে বৃহত্তর অন্যরূপ প্রকাশ করিয়াছ। (২৩৯) হে গোবর্দ্ধন শিরোরত্ন! হে গোবর্দ্ধনের মহত্ত্বদায়ক! তদনন্তর তুমি সুসজ্জিত গোপগোপীগণকে নানাবিধ উপহার সমভিব্যাহারে গিরিরাজের পরিক্রমাও করাইয়াছ। তোমাকে নমস্কার॥ **আটান্ন**॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

(২৪০) তুমি ইন্দ্রযজ্ঞলোপ করিয়া ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করাইয়াছ, ইন্দ্র মদভরে প্রচণ্ডবাত বর্ষাদি করিতে থাকিলে তুমি তাহার প্রশমনবিষয়ে

উদ্যুক্ত হইয়াছ। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করতঃ আশ্চর্য্যকর বিক্রমের প্রকাশ করিয়াছ। তোমাকে বন্দনা করি। (২৪১) তুমি লীলাশক্তিতে (অবলীলাক্রমে) গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছ; ব্রজের জীবসমূহের রক্ষা-বিষয়ে একান্তচিত্ত হইয়াছ এবং অনন্তদেবের ফণার উপরি ন্যস্ত পৃথিবীর ন্যায় একই ভুজে গিরিরাজ ধারণ করিয়াছ। (২৪২) গোবর্দ্ধন রূপ ছত্রের পক্ষে তোমার ভুজদণ্ডই লগুড় হইয়াছিল; হে মহাবল! তুমি সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া ঐ গিরিরাজকে ধারণ করিয়া ইন্দ্রদর্পনাশ করিয়াছ!! (২৪৩) সপ্তাহকাল একচরণে অবস্থান করিয়াছ! ব্রজবাসিদের ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি তোমার দৃষ্টিপাতেই বিদূরিত হইয়াছিল। ইন্দ্রের সংকল্প ভঙ্গ করিয়া তুমি মহাবর্ষারও নিবারণ করিয়াছ। (২৪৪) পুনরায় স্বস্থানে গিরিরাজকে স্থাপন করিলে গোপীগণ তোমাকে দধি, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করিয়াছিলেন। দেবতাগণ কুসুমবর্ষণে তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; ইন্দ্রদেব অতিশয় ভয় পাইলেন॥ **উনষাট**॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

(২৪৫) আশ্চর্য্যজনক মহামহা ব্যাপার-পরম্পরায় বিস্মিত ব্রজবাসি-গণের চিত্তে তোমার সম্বন্ধে নানাশঙ্কার উদয় হইল। গোপগণ তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তোমার যাবতীয় লীলাদি কীর্ত্তন করিলেন। (২৪৬) নন্দমহারাজের মুখে গর্গোচ্চারিত যুগাবতার-প্রসঙ্গ শুনাইয়া গোপদের আশঙ্কা দূর করিয়াছ। হে গোষ্ঠরক্ষক! হে গোপাল গণের আনন্দ-বর্দ্ধন! আমাকে রক্ষা কর॥ **ষাট্**॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

(২৪৭) ভীত ও লজ্জিত দেবেন্দ্র তোমার চরণে নিজ মস্তকের কিরীট রাখিয়া দণ্ডবৎপূর্ব্বক তোমাকে স্তব করিয়াছেন। "হে সর্বজ্ঞ! তুমি মায়াতীত বলিয়া সর্বপ্রকার বিকার-শূন্য। (২৪৮) তুমি ধর্মপালক ও খল-ধ্বংসকারী; মাদৃশ দুষ্টগণের মান নাশ করিতেই তোমার এই লীলা-

প্রকটন। নিজ অনুচরের অপরাধ ক্ষমাকারী তুমি শরণাগতবৎসল।" (২৪৯) এবম্বিধ স্তুতি শুনিয়া তুমি ইন্দ্রকে শিক্ষা দিয়াছ, [হে ইন্দ্র! তুমি দেবরাজ্য লাভ করিয়া অতিমত্ত হইয়াছিলে, সুতরাং তোমার মানমর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া আমার স্মৃতিলাভের জন্য তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি—ইত্যাদি]। পুনরায় ইন্দ্রকে স্বর্গাধিকার দান করিয়াছ, সুরভি তোমাকে স্তব করিয়া 'ইন্দ্র' হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। হে শ্রীগোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার করি। (২৫০) কামধেনু সুরভির দুগ্ধ-প্রবাহে তুমি অভিষিক্ত এবং দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছ। ঐরাবত দ্বারা আনীত আকাশ-গঙ্গার জলে তোমার দেহ আপ্লুত হইয়াছে। (২৫১) ইহাতে গো, গোপ এবং গোপিকাগণের আনন্দ দান করিয়া সকল লোকের মঙ্গলকর হইয়াছ। তুমি ইন্দ্রকে আনন্দিত করিয়া জগৎকেও আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছ॥ **একষষ্টি**॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ

(২৫২) হে পিতৃপ্রিয়! বরুণের অনুচরগণ নন্দ মহারাজকে পাতালে জলমধ্যে লইয়া গেলে তুমি তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বরুণালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলে। বরুণদেব তোমার দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন। (২৫৩) বরুণ তোমার চরণকমলের পূজা করিলে তুমি তাঁহাকে অতিশয় অনুগৃহীত করিয়াছ। বরুণের অপরাধ ক্ষমা করিয়া নন্দবাবার বন্ধন মোচন করিয়াছ। (২৫৪) নন্দবাবা গোপগণের নিকটে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা বুঝিলেন যে তোমার বৈভব গোপদের জ্ঞানের অগোচর। তাঁহাদের সংকল্প তুমি বেশ অবগত হইয়াছ এবং করুণায় তোমার চিত্ত ব্যাকুল হইল। (২৫৫) তখন তুমি তাঁহাদিগকে স্বলোক (গোলোক) প্রদর্শন করাইলে তাঁহারা পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তুমি চতুর্বর্গও দান করিয়াছ। ব্রহ্মহ্রদে গোপগণকে নিমজ্জিত করিয়া পুনরায় তাহা হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভীষ্ট ব্রহ্মপদই প্রদান করিয়াছ॥ **বাষট্টি**॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিত-পাবন।
(এ) জড়কে নাচাইয়া যিঁহো হাসায় বুধ-গণ॥
করুণাবরুণালয় শ্রীগুরুদেব জয়।
কাককে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়?
বাঞ্ছাকল্পতরু মোর বৈষ্ণব গোঁসাঞি।
তোমা সবার শ্রীচরণ একান্ত আশ্রয়॥
শ্রীশ্রীসনাতন প্রভুর বন্দিয়া চরণ।
'রাসলীলা' সূত্র-ভাষা করিয়ে লিখন॥
কৃপা কর, শক্তি সঞ্চার, মোর হৃদে ব'স।
অজ্ঞান-কৈতব নাশ করি সদর্থ প্রকাশ॥]

---

(২৫৬) হে রাসবিহারিন্! তুমি নিজচরণকমলে অত্যুত্তম উজ্জ্বল-রসাশ্রিত প্রেম দান করিয়া থাক—তোমার জয় হউক, জয় হউক!! রসিকজনের মনোমোহকর রাসলীলা প্রকটনপূর্ব্বক তুমি ক্রীড়া কর। নবীন মাধুর্য্যময় কৈশোর আবিষ্কার করিয়া তাহাতে বেণুমাধুর্য্যাদি বিবিধ বিনোদের প্রভাব বিস্তার কর। তুমি প্রিয়জনের (প্রেয়সীর) বশবর্ত্তী—ইহাতেই তোমার নিত্য স্বভাবের অর্থাৎ ধীরললিত নায়কোচিত যাবতীয় স্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে। অথবা "আমি তোমাদিগের সহিত আগামী রজনীতে বিহার করিব ইত্যাদি" গোপীগণের নিকটে প্রতিশ্রুত বাক্যের যাথার্থ্য এই রাসলীলাতেই প্রকট হইয়াছে।

(২৫৭) তুমি এক্ষণে ভগবত্তা-প্রকাশে বা পরদার-বিনোদে নিজ আত্মারামত্বের মায়া (দম্ভ বা সীমা) ত্যাগ করিয়াছ। অথবা নিজবশ-বর্ত্তিনী যোগমায়ার আশ্রয়ে তোমার আত্মারামত্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিম্বা তুমি আত্মারামতা ও আবরণাত্মিকা মায়া (কাপট্য) ত্যাগ করিয়াছ, যেহেতু এই রাস-প্রসঙ্গে উহাদের প্রয়োজনীয়তা নাই, কেন না নিজ চরণ-কমলে প্রেমসম্পদ্ বিস্তার করাই এক্ষণকার মুখ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি নিজের আগমাদি শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছ; [স্বয়ং ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা

ও রক্ষিতা হইয়া আপাততঃ দৃষ্টিতে তদ্বিরুদ্ধাচরণ স্বীকার করিয়া শাস্ত্র-মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়াছ।] ভক্তগণ-কর্তৃক প্রার্থিত নিজ প্রেমপ্রবাহ-দানের উদ্দেশ্যেই এই রাসলীলার অবতারণা করিয়াছ। (২৫৮) শরৎকালীন নিশা-সমূহে বিহার করিতে তোমার উৎকণ্ঠা হইয়াছিল; পূর্ণিমায় চন্দ্রোদয়-দর্শনে তোমার সুরতাভিলাষ উদ্দীপিত হইল। গোপীদিগকে বিশেষভাবে মোহিত করিবার উদ্দেশ্যে তুমি উচ্চ গান (কলতান) করিয়াছ, অতএব তুমি গোপীগণের আকর্ষণ-বিদ্যায় পরম পণ্ডিত। (২৫৯) পতি প্রভৃতি গৃহজনগণের নিষেধে অনাদর করাইয়া তাঁহাদিগকে অভিসার করাইয়া একস্থলে মণ্ডলীকৃত করিয়াছ। গোদোহন, পরিবেষণ, পতিশুশ্রূষাদি সকল ক্রিয়া এবং শিশু, পতি ও গুরুজনাদির অপেক্ষাদি ত্যাগ করিয়া যে সব গোপী আসিয়াছিলেন—তুমি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ ॥ **ত্রিষষ্টি** ॥

(২৬০) পতি প্রভৃতি গুরুজন-কর্তৃক গৃহমধ্যে সংরুদ্ধা গোপীগণের প্রেমাগ্নি বৰ্দ্ধিত করিয়া তুমি স্বকামে উন্মত্তা ঐ গোপীগণের দেহ-বন্ধন বিমোচন করিয়াছ। (২৬১) ইঁহাদের গুণময়-দেহত্যাগের প্রসঙ্গ-শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন—“গোপীগণের সেই সেই পতি পুত্রাদিতে বস্তুতঃ ব্রহ্মত্ব থাকিলেও যেমন ঐ বুদ্ধির অভাবে তাহাদের ভজনে মোক্ষ হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েও গোপীগণের ব্রহ্মবুদ্ধি না থাকায় তাঁহার স্মরণে কি প্রকারে ইঁহাদের মোক্ষ হয়! ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যেন ক্রোধের সহিতই তোমার মহামহিমা-সাগর নিরূপণ করিয়াছেন। কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহাদির সহিত স্মরণ-ভজনকারিগণকেই তুমি পুরুষার্থ দান করিয়া থাক। হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে একবার স্মরণ কর ॥ **চৌষট্টি** ॥

(২৬২) গোপীগণ তোমাকে নয়ন দ্বারা আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তুমি গোপীদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিয়াছ। তাঁহাদের মিষ্ট বাক্য শ্রবণের লালসায় তুমি তাঁহাদিগকে পাতিব্রত্যহানি প্রভৃতির ভয় দেখাইয়াছ। (২৬৩) এইভাবে তুমি তাঁহাদের চিত্তে মহাপীড়ার সৃষ্টি করিয়াছ। তাঁহাদিগকে তুমি যথেষ্ট রোদন করাইয়াছ। গোপীগণ-কর্তৃক তোমার অঙ্গসঙ্গ প্রার্থিত হইলে তুমি তাঁহাদের কাকুক্তি শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছ। (২৬৪) গোপী-

দের অবহিত্থা-(ভাব-গোপন) সূচক বাক্যে তুমি পরিত্যক্ত হইলে তোমার যথেষ্ট চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইল। হে ধূর্ত্তশিরোমণি! হে কামমুগ্ধ! হে মৃদুমধুর-হাস্যশালিন্! এই সকল দিব্য রসে আমার মনোনিবেশ করাইয়া আমাকে রক্ষা কর। (২৬৫) অনন্তর গোপীদের প্রত্যুত্তরে তোমার প্রহর্ষ হইলে তোমার অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট হইল। হে পরমমনোজ্ঞ! তখন কামোদয়ে তোমার নেত্রদ্বয় চঞ্চলায়মান হইল। তোমার কটাক্ষ-বিক্ষেপ গোপীদের মন হরণ করিল। তুমি শতশত গোপিকাযূথের অধিপতি হইয়া বিরাজ করিয়াছ—তাহাদের সকল দুঃখ দূর করিয়া অধরামৃতাদির আদান-প্রদানে চুম্বন-আলিঙ্গনাদি অশেষ রসে নিমগ্ন হইয়াছ। (২৬৬) তোমার কণ্ঠে বৈজয়ন্তী মালা—তোমার মুখ শরচ্চন্দ্র-সদৃশ নির্মল; যমুনা-পুলিনে আসীন হইয়া তুমি গোপীদের সহিত বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এই লীলাবিনোদ অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে স্ফুরণ করাইয়া আমার প্রতিপালক হও—এই প্রার্থনা। (২৬৭) তুমি সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন—কামশাস্ত্র-পারদর্শী। প্রথমতঃ গোপীদের মান বৃদ্ধি করিয়াছ; তদনন্তর [সম্ভোগরসের পুষ্টি বিধান জন্য বিপ্রলম্ভ রসের অঙ্গীকার করতঃ] গোপীদিগকে নিরতিশয় প্রসাদিত করিতে অন্তর্ধান-লীলা প্রকটিত করিয়াছ ॥ **পঁয়ষট্টি** ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

(২৬৮) তুমি অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ তোমাকে প্রতি দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—তাঁহারা অশ্বত্থাদি বৃক্ষের নিকট তোমার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুলসী, মালতী, মল্লিকা ও যূথিকাদি লতারাজির নিকট তোমার দর্শন-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। (২৬৯) তৎপরে পৃথিবীতে স্নিগ্ধ দুর্বাঙ্কুরাদির উদ্গম দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করিলেন যে অবশ্যই তুমি তথায় গমন করিয়া থাকিবে। হরিণীগণের দর্শনাভিনিবেশে, পুষ্ট বৃক্ষ সমূহের ফল-পুষ্পাদি ভার-হেতু নম্রতায় এবং অপুষ্ট লতারাজির কৃষ্ণ-সঙ্গজনিত উচ্চ পুলকাঙ্কুরাদি দ্বারা তোমার তত্রত্য আগমন সংসূচিত হইয়াছে। (২৭০) গোপীগণকে উন্মত্তীকৃত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজ

লীলানুকরণ করাইয়াছ। এইভাবে গোপীগণে আবিষ্ট হইয়া তুমি তাঁহাদিগের মধ্যে নিজভাব সমর্পণ করিয়াছ। (২৭১) তাঁহারা তোমার চরণপদ্মের অসাধারণ চিহ্নসমূহের অনুসরণ করিতে করিতে তোমার গমনপথে চলিলেন। অন্য স্ত্রীর সহিত মিলিত তোমার পদ চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ **ছিষট্টি** ॥

(২৭২) তুমি শ্রীরাধা কর্তৃক সম্যক্ প্রকারে আরাধ্য বা বশীকৃত হইয়াছ, তুমি রাধার সর্ব্বেষ্টদায়ক, রাধার প্রাণবল্লভ, রাধারমণ এবং রাধার প্রেমের নিতান্ত বশীভূত। (২৭৩) তুমি রাধাতে নিজ যৌবন মন ও প্রাণাদি যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ; লোকশিক্ষার জন্য আবার স্ত্রীদের দুরাত্মতা এবং কামিগণের দৈন্যাদি অবস্থা দর্শন করাইয়াছ। কাজেই রাধার অনুতাপকর ও সম্মোহকর তোমার অন্তর্ধান ও কৌতুক। (২৭৪) সখীগণ শ্রীরাধার দর্শন পাইয়া তাঁহার মুখে তোমার সর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তোমার ঈদৃশ চেষ্টা-পরম্পরা তাঁহাদের বিস্ময়করই বটে। রাধার সহিত গোপীগণ মিলিয়া তোমার উদ্দেশ্যে মুহুর্মুহু অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! আমাকে বিরহ-সাগর হইতে উদ্ধার কর ॥ **সাতষট্টি** ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

(২৭৫) গোপীগণ পুনরায় পুলিনে আসিয়া সঙ্গীত-দ্বারা তোমার আবির্ভাব প্রার্থনা করিলেন—তুমি জন্মমাত্রই\ ব্রজের শোভা সমৃদ্ধি দান করিয়াছ; এক্ষণে নিজকে অন্বেষণ করাইয়া স্বজনদিগকে আর্ত্তি দিতেছ। (২৭৬) নয়ন-কমলের আঘাতে হন্যমান স্ত্রীগণের বধে তোমার হৃদয়ে কোনও শঙ্কা নাই; তুমি ত পূর্ব্বে ব্রজবাসিগণকে বিষ-জল, রাক্ষস প্রভৃতিকৃত বহুবিধ দুঃখ হইতে ত্রাণ করিয়াছ। তুমি স্বীয় গোপীগণের আর্ত্তির কথা অবগত আছ, যেহেতু তুমি সকলের অন্তরের খবরও জান। (২৭৭) বিশ্বের রক্ষার জন্যই তোমার এই অবতার—তোমার হস্ত এই ভক্ত গোপীগণের অভয়দানকারী; তোমার স্বজনগণ তোমার সংস্পর্শ প্রার্থনা করিতেছে। তোমার চরণকমলে প্রণত-লোকের পাপহারিত্ব প্রভৃতি বহুবিধ গুণরাজি বর্ত্তমান আছে। (২৭৮) তোমার আলাপ চিত্তাকর্ষক

ও অমৃতবৎ মিষ্ট, কাজেই তুমি দাসীগণকে বিশেষভাবে মোহিত করিয়া থাক। তোমার কথামৃত শ্রবণ-রসায়ন এবং তোমার বিরহতাপে খিন্ন জনগণের প্রাণদ ও সর্বাভীষ্টদায়ক। (২৭৯) তোমার সুন্দর হাস্য, প্রেমদৃষ্টি, বিহার ও রহঃ কথা-প্রভৃতির মাধুর্য্য মনের ক্ষোভকর। এক্ষণে তুমি মৃদুল চরণে বনপর্য্যটন করিতেছ—তোমার নিমেষার্দ্ধ বিরহও যুগবৎ মনে হয়; তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন এবং ইতররাগ-নিবর্ত্তকাদি গুণে মনোহরণ করে। (২৮০) পতিপুত্রাদি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াই গোপীগণ তোমার প্রপন্নজনত্রাণকারী স্বভাবের প্রার্থনা করিতেছে। ঐ ত্যাগের হেতুও তোমার মহামোহন সৌন্দর্য্যপঞ্চক—রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষা, গোপীদর্শন-জনিত কামভাব, প্রহসিত বদন, সপ্রেম দৃষ্টিপাত এবং শোভাস্পদ প্রশস্ত বক্ষঃস্থল। তোমার প্রাকট্য ত এই ব্রজবাসিগণের সর্ব-দুঃখ-নিরসনের জন্যই। তুমি স্বজনগণের প্রার্থনীয় হৃদ্‌রোগনাশন ঔষধও ত দান কর। (২৮১) অতি কোমল চরণে এক্ষণে তুমি কণ্টকময় অরণ্যে দুর্গম ভূমিতে গোপীগণের জীবনাকর্ষক হইয়া বিচরণ করিতেছ। হে কৌতুকী গোপীজনবল্লভ! গোপীগণকে দর্শন দান করিয়া তাঁহাদের দাসী আমাকে রক্ষা কর॥ **আটষট্টি**॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

(২৮২) গোপীদের দুঃখহেতুক অত্যুচ্চ রোদনে তোমার ইন্দ্রিয়-সমূহ অতি ব্যাকুলিত হইয়াছে। অতএব তুমি পুনরায় গোপীদের নয়নগোচর হইয়া মৃদুমধুর হাস্য-শোভিত মুখপদ্ম ধারণ করিয়াছ। (২৮৩) মাল্যাদি বিবিধ ভূষণে এবং বৈদগ্ধ্য-মাধুর্য্যাদির প্রকটনে তুমি পরম শোভাসমৃদ্ধি ধারণ করিয়াছ। তুমিই সাক্ষাৎ মন্মথমদন। গোপীগণকে ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া নিজের সঙ্কোচ সূচনা করিবার জন্যই বুঝি তুমি গলদেশে বা আপাদ-মস্তকে পীতবস্ত্র ধারণ করিয়াছ!! প্রীতিভরে বিকসিত-নয়না গোপীগণ কর্ত্তৃক তুমি বেষ্টিত হইয়াছ। তাঁহারা মূর্চ্ছাপন্ন হইলে তুমি স্বদর্শনামৃতে তাঁহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছ। (২৮৪) [প্রখরা দক্ষিণা পদ্মা নামিকা] গোপীর স্তনদ্বয়ে তুমি চরণ নিহিত করিয়াছ। [প্রখরা অত্যন্ত

স্বাধীনা বামা কান্তা শ্রীরাধা-নামিকা] গোপীর নেত্রপদ্মযুগলের তুমি মত্ত মধুকর হইয়াছ। এইরূপে দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারা তুমি গোপস্ত্রীদের বিরহ-জনিত আর্ত্তির নাশ করিয়াছ। নিজদর্শনানন্দ-বিতরণে বল্লবীদিগের চিরকাল-বিধৃত মনোরথ পূরণ করিয়াছ। (২৮৫) গোপীদের বস্ত্রাঞ্চলে সমাসীন হইয়া তাঁহাদিগের উপহৃত তাম্বূলসেবায়, নর্ম্মালাপে, ও কটাক্ষাদি দ্বারা তুমি সম্মানিত হইয়াছ। গোপীদের সভামধ্যে তুমি বিবিধ অসমোর্দ্ধ মাধুরী প্রকটন করিয়া শোভা পাইতেছ। তোমার জয় হউক ॥ **উনসত্তর**

(২৮৬) তুমি বিদগ্ধ গোপীগণের নিগূঢ় রহস্য-সূচক প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দান করিয়াছ। [এই প্রশ্ন তিনটির তাৎপর্য্য এই—গোপীগণে তোমার প্রীতি, ঔদাসীন্য অথবা দ্রোহ-সম্ভাবনা আছে কিনা, ইহাই নিজমুখে বলিতে হইবে] তুমি গোপীগণের অভিপ্রায় [নিজের মুখেই নিজের কৃতঘ্নতা প্রকাশ] জানিতে পারিয়াছ ; কিন্তু তুমি উঁহাদের কৃত প্রশ্নের একটিকেও স্পর্শ না করিয়া উত্তর দিয়াছ বলিয়া মহাচাতুর্য্যই প্রকাশ করিয়াছ। (২৮৭) নিজের কথায় নিজের অকৃতজ্ঞত্বাদি দোষ পরিহার করিয়া নিজের অসাধারণ প্রেম ও কারুণ্যই স্থাপন করিয়াছ। (২৮৮) তোমার জন্য যাঁহারা লৌকিক ও বৈদিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের নিজবিষয়ক আনুগত্য বৃদ্ধির জন্য ক্ষণিক বিরহ দান করিলেও কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ কর না ; তুমি নিজকে দান করিয়াও তৃপ্ত হইতে পার না ; প্রেয়সীদের উপকার করিতে তুমি সর্ব্বদাই ব্যগ্রচিত্ত এবং এইজন্যই বিরহ দ্বারা প্রেমকে বৃদ্ধি করিয়া থাক ॥ **সত্তর** ॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়

(২৮৯) গোপীগণের বিরহ-সন্তাপ-নাশন আলিঙ্গনে তুমি পটু। অতঃপর রাসক্রীড়ায় নৃত্যগীত-চুম্বন-আলিঙ্গনাদিময় রসে তুমি আকৃষ্ট ও গোপীপ্রেমবশ হইয়া তাঁহাদের প্রিয়াচরণ করিয়াছ। তোমার জয় হউক। (২৯০) তখন রাসোৎসব সম্যক্ প্রকারে আরম্ভ করিয়া তুমি গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়াছ। তুমি তাঁহাদিগকে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছ বলিয়া মনে হয় যেন (গোপীরূপ) হেমমণিরাজির মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনীল-

মণি বিরাজমান হইয়াছে !! (২৯১) তাঁহারা তোমাকে নিজ নিজ পার্শ্ব-দেশেই অবস্থিত জ্ঞান করিয়া আনন্দিতমনে তোমাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। তখন দেবগণ গীতবাদ্যাদি ও পুষ্পবর্ষাদি করিয়া তোমার সুন্দর সেবা করিয়াছেন। হে রাসরসবিনোদিন্! তোমাকে নমস্কার। (২৯২) গোপিকাগণের উচ্চ গীত শ্রবণ করিয়া তোমার পরমপ্রীতি হইয়াছিল। নৃত্যগীতে তোমারও বেশ বিচক্ষণতা আছে। নিজ মুখ হইতে তুমি (শৈব্যাকে) তাম্বূল-চর্বিত দান করিয়াছ এবং রাসে ক্লান্তা (শ্রীরাধা) তোমার স্কন্ধদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। (২৯৩) [রূপ, গুণ, নৃত্য ও গীতাদিতে] নিজের অনুরূপ ব্রজবালাদের নৃত্যগীতাদিতে তুমি আনন্দিত হইয়াছ। অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই রাসক্রীড়া-দর্শনে বিমুগ্ধ করিয়া চন্দ্র-নক্ষত্রাদিকেও তুমি স্থগিত করিয়াছ; বহুক্ষণ যাবৎ স্বচ্ছন্দক্রীড়াভিলাষে একটি মাত্র রাত্রিকেও তুমি সুদীর্ঘ করিয়াছ। (২৯৪) বিদগ্ধ গোপললনাদের নখদন্ত-ক্ষতাদি বিবিধ সুরত-চিহ্নে তোমার অঙ্গ অঙ্কিত হইয়াছে। রতি-শ্রান্ত ব্রজবধূদের মুখমার্জনে তৎপর হইয়া তত্রত্য ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ স্বীয় পরম-সুখাত্মক করকমলে দূর করিয়াছ ॥ **একাত্তর** ॥

(২৯৫) তুমি জল-কেলিতে অতি কুশল; তোমার মাল্যরাজিস্থিত ভ্রমরসকল তোমাকে বেষ্টন করিয়াছে। গোপিকাগণ হাস্য-সহকারে তোমার অঙ্গে জলসেচন করিতেছেন। (২৯৬) তুমি জলমধ্যে স্বীয় অঙ্গ লীন করিয়াছ; কালিন্দীতে জলবিহার করিতে করিতে তুমি চঞ্চল হইয়াছ। তৎপরে বনবিহার করিবার ইচ্ছায় তুমি যমুনাতীরে সঞ্চরণ করিয়াছ। যেহেতু যমুনাতীরে কুঞ্জসমূহে সুরতক্রীড়া তোমার প্রীতিপ্রদ। (২৯৭) তুমি শ্রীরাধায় আসক্ত অর্থাৎ তৎকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বিপরীত বিহারাদি সম্পাদনে সুখে বিলাস কর। তুমি চন্দ্রাবলীতে রত (সুরতক্রীড়া) করিয়াছ; পদ্মার মুখপদ্মপানে মত্তভ্রমর তুমি ললিতার অপাঙ্গ-বিক্ষেপে লালিত (পরম প্রীত) হইয়াছ। (২৯৮) বিশাখার প্রেমধনের জন্য তুমি বিশেষ লালায়িত, শ্যামলায় তোমার রতি নির্ম্মল, ভদ্রার ভদ্র (শৃঙ্গার) রসে তুমি অধীন হইয়াছ এবং ধন্যার প্রাণ ও ধনের ঈশ্বর (স্বামী) তুমি। (২৯৯) এইভাবে তুমি গোপকুলে জাতা নিত্য-প্রিয়াদিগের সহিত নিরন্তর বিলাস করিয়াছ। হে গোপীলম্পট! তুমি গোপীগণের স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমে ভূষিতদেহ হইয়াছ !! **বায়াত্তর** ॥

(৩০০) পরীক্ষিৎ মহারাজের সভাস্থ বিবিধ বাসনা-বিশিষ্ট কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিদের সন্দেহ-নিবারণ-মানসে ঐ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে রাসের প্রয়োজন-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশুকদেব তোমার ঐশ্বর্য্যসমূহেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তোমার সচ্চিদানন্দময়ী লীলা—মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়। (৩০১) পরদারত্ব প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া গোপীদিগকে তুমি শ্রীশুকদেব-মুখে মহা-মহিমা দান করিয়াছ। গোপগণও নিজ নিজ পার্শ্বে স্ব স্ব স্ত্রী বিদ্যমান আছে মনে করিয়া তোমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা তোমাতেই গৃহ, পুত্র, স্ত্রী এবং প্রাণ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। হে রাসবিহারিন্! প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঐ রাসলীলায় প্রবেশাধিকার দান কর, বা তত্রত্য সেবাধিকারী কর ॥ **তিয়াত্তর** ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

(৩০২) তৎপরে তুমি বহুবিধ দ্রব্য-সম্ভার সহ অম্বিকা বনে সরস্বতী-তীরে গমন করিয়াছ; তথায় সরস্বতীর জলে স্নান করিয়াছ। তোমার পিতা নন্দ মহারাজকে মহা অজগর সর্প গ্রাস করিলে তুমি সেই সর্পকে চরণকমলের স্পর্শদান করিয়াছ। (৩০৩) তাহাতেই সর্পবপুধারী বিদ্যাধরেন্দ্রের শাপ-নাশ হইল এবং নন্দ মহারাজেরও সর্পকবল হইতে মুক্তিলাভ হইল। তুমি ব্রজবাসিগণকে সর্পের প্রাচীন কথা শুনাইয়াছ এবং সেই শাপগ্রস্ত সুদর্শনকেও মুক্তি দিয়াছ। তোমার জয় হউক ॥ **চুয়াত্তর** ॥

(৩০৪) বলদেবের সহিত হোরিকা ক্রীড়া করিয়া তুমি প্রদোষকালের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছ। মনোহর মহাসঙ্গীত করিয়া তুমি গোপীগণকে মোহিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছ। (৩০৫) তৎপরে 'শঙ্খচূড়' নামক দৈত্যের ভয়ে সন্ত্রস্তা শ্রীরাধার (বা গোপীগণের) ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তুমি ধাবিত হইয়াছ। স্ত্রীগণের রক্ষার জন্য তুমি বলদেবকে নিযুক্ত করিয়া শঙ্খচূড়ের মস্তক ছেদন করিয়াছ। (৩০৬) তুমি শঙ্খচূড়ের শিরোরত্নটী লইয়া অগ্রজ বলদেবকে দিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ। ইহাতে গোপীদের মধ্যে সাপত্ন্য-বিরোধ নিবারণ করিয়াছ অর্থাৎ ঐ মণি-

প্রাপ্তির জন্য ঔৎসুক্যবতী গোপীদের মধ্যে কাহাকেও প্রদান করিলে, অন্যান্য সকলের মাৎসর্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সর্বমান্য বলদেবকে দেওয়ায় কোনও ব্রজাঙ্গনারই আর অসূয়ার অবকাশ রহিল না॥**পঁচাত্তর**॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

(৩০৭) [রাত্রিকালে গোপীদের সহিত বহুপ্রকারে মিলন হইয়া থাকে, কিন্তু] দিবাভাগে বিরহসন্তপ্ত ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গীত দ্বারা তোমার গুণলীলাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব শোকসাগরের পারগমনেচ্ছু-গণের পক্ষে তোমার নাম-গুণাদির উচ্চকীর্ত্তনই প্রকৃষ্ট উপায়। (৩০৮) বাম বাহুর উপরে বাম গণ্ড বিন্যাস করিয়া তুমি বদনপদ্মকে আনমিত (বক্রীভূত) করিয়াছ। বামচরণের উপরে দক্ষিণচরণ অর্পণ করায় চরণ-পল্লবের বিপর্য্যয়-সাধন করিয়াছ অর্থাৎ ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান হইয়াছ। তোমার ভ্রূযুগল ও অপাঙ্গদেশ নর্ত্তন করিতেছে। (৩০৯) তুমি রূপে সকল জীবের অথবা সমগ্র বিশ্বের মোহনকারী ; সিদ্ধস্ত্রীগণও তোমার বেণুনাদে কাম-মোহিত. হয়েন। ব্রজবনের বৃষ, মৃগ ও গবাদি পশুসমূহ চিত্রাপিতবৎ অবস্থান করে। (৩১০) নদী সকল ভগ্নগতি বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। লতাদিও মধুধারা বর্ষণ করে। তোমার বেণুনাদ দূরস্থিত জলচর হংসাদি পক্ষিসকলকে নিকটে আনয়ন করে ; মেঘ ছত্র হইয়া তোমার সেবা করে। (৩১১) তোমার এই বেণুধ্বনি ব্রহ্মাদিদেবগণেরও অচিন্ত্য। তোমার বিলাসরস-পূরিত দৃষ্টিপাতে ব্রজযুবতিগণেরও চিত্তে কাম উদ্বেলিত করে। ধ্বজব্রজাঙ্কুশ প্রভৃতি শোভিত নিজচরণ-চিহ্নদ্বারা তুমি ব্রজমণ্ডলের (গবাদির খুরাক্রমণজনিত) ব্যথা হরণ কর। আর ব্রজবনিতাগণকে তুমি তরুভাব অর্থাৎ জাড্য দান কর। (৩১২) হৃতচিত্তা মৃগীগণ অপরাহ্ণে তোমার গোসন্তালনকালে তোমার সমীপে আসিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করে। যমুনায় স্নান করিয়া তোমার অঙ্গ রমণীয় হইয়াছে। সুগন্ধি শীতল ধীর সমীর তোমাকে প্রকৃষ্ট রূপে সেবা করিতেছে। (৩১৩) ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার চরণ বন্দনা করে এবং সহচরগণ পূতনামোক্ষণাদি লীলা গান করিতে থাকিলে তুমি তাহাদের

আনন্দ বর্দ্ধন কর। মদভরে তোমার নয়নযুগল রঞ্জিত বা বিঘূর্ণিত হইতেছে। তোমার বদন-কমল সহাস্য। (৩১৪) বনমালায় তোমার অঙ্গ সুশোভিত, গজেন্দ্র-লীলায় গমনে তুমি অতি সুন্দর। গোপিকাগণ যশোদা মাতার নিকট তোমার গুণাবলী গান করিলে মাতা আনন্দিতা হইয়াছেন। তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ **ছিয়াত্তর**॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

(৩১৫) অরিষ্টাসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত নিখিল ব্রজবনের তুমি আশ্বাস-দায়ক। আমাকে রক্ষা কর অর্থাৎ আমার ভজনারিষ্ট নাশ কর। নিজ ভুজের আস্ফোটনে ও আহ্বানে তুমি ঐ বৃষভাসুরের কোপ উৎপাদন করিয়াছ। (৩১৬) তুমি তাহার শৃঙ্গদ্বয়ের অগ্রভাগ (শৃঙ্গদ্বয়ই) উৎপাটিত করতঃ তাহা দ্বারাই সেই ভয়ঙ্কর বৃষাসুরকে আঘাত করিয়াছ। এইরূপে তুমি গোকুলের অরিষ্ট (অমঙ্গল) নাশ করিয়াছ এবং অরিষ্ট নামক অসুরকেও বধ করিয়াছ॥ **সাতাত্তর**॥

(৩১৭) [ব্রজলীলার সমাপ্তি নিশ্চয় করিয়া **মাথুরলীলা** আবির্ভাব করিবার জন্য কংসদ্বারা তোমাকে মথুরানয়নের যুক্তি-প্রদানে বিচক্ষণ] নারদ ঐ কংসকে সকল বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে তুমি কংসের চিত্তে বসু-দেবাদির হত্যারূপ কুমন্ত্রণারই বৃদ্ধি করিয়াছ। কংস তোমাকে মথুরা-পুরীতে আনয়ন করিবার জন্য অক্রূর মহারাজকে প্রার্থনা করিয়াছে। (৩১৮) শত শত দুষ্ট উপায় ও দুষ্ট উদ্যোগাদি দ্বারা রাজা কংসকে তুমি সাতিশয় ব্যাকুলিত করিয়াছ। রাজা কংসের আজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া তুমি অক্রূরকে আনন্দ দান করিয়াছ। হে অক্রূরপ্রিয়! তোমার জয় হউক॥ **আটাত্তর**॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

(৩১৯) গোকুলের সংত্রাসকারী কেশীদৈত্যকে তুমি শতধনু (৪০০ হাত) পরিমিত দূরে নিঃক্ষেপ করিয়াছ। যেহেতু তুমি অমিতশক্তিশীল।

সেই হয়াসুরের মহাবদন-মধ্যে তুমি নিজের বিশাল ভুজ প্রবেশ করাইয়াছ। (৩২০) তৎপরে অবলীলাক্রমে সেই মহাদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছ। হে কেশিনিসূদন! হে কেশব! হে কেশিমথন! দেবতাগণ পুষ্পবর্ষাদি করিয়া তোমার অর্চ্চনা করিয়াছেন। তোমার জয় হউক। তোমাকে বন্দনা করি॥ **ঊনাশি**॥

(৩২১) ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ তোমার সম্যক্ স্তুতি করিতেছেন; "তুমি সর্বাতীত ও অনন্ত বলিয়া দিগ্‌দেশকালাদিতে অপরিচ্ছিন্না নিত্যা মূর্ত্তি স্বীকার করিয়া থাক। প্রাপঞ্চিক ও প্রপঞ্চাতীত সকল জীবের সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারী ব্রহ্মাদি অধিকারী পুরুষগণকেও তুমি নিয়ামক-রূপে শাসন কর। (৩২২) তোমার মায়াই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করে, তুমিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আদি গুণসমূহের সৃষ্টি কর; তুমি সত্য-সংকল্প।" দেবর্ষি নারদের বাক্যে কংস-বধাদি দেবকার্য্যের কথা তোমার স্মরণ হইয়াছে। (৩২৩) তদনন্তর নারদ-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত অশেষ কার্য্য স্বীকার করিয়া তুমি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছ। তোমার দর্শনোৎসবে সম্যক্ আনন্দিত নারদ তোমাকে নমস্কার করিয়াছে॥ **আশি**॥

(৩২৪) [কয়েকজন গোপাল মেষ হইল এবং অপর কতজন তাহাদের রক্ষক হইল] একদা তুমি মেষবৎ আচরিত গোপালগণের পালন ও চৌর্য্যের ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছ। তখন গোপবেশধর ব্যোমাসুর তোমার সখাগণকে চুরি করিয়াছিল। (৩২৫) তুমি দুষ্ট ব্যোমাসুরকে ধরিয়া তাহার বধসাধন করিয়াছ। তৎপরে ময়পুত্র সেই ব্যোমকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ গোপবালকগণকে উদ্ধার করিয়াছ। তোমার জয় হউক॥ **একাশি**॥

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

(৩২৬) অক্রূর তোমার মহামহিমারাশি ধ্যান করিতেছেন—তুমি অত্যুত্তম কৃপালুতাদি-মহিমামণ্ডিত, অতএব ভাগ্যবান্ অক্রূরও তোমার দর্শন পাইতে পারেন, অথবা শুভপ্রভাতসূচক ধনাধিকারী মহাভাগ্যবান্ অক্রূরও তোমার দর্শনের প্রত্যাশা করেন। (৩২৭) তোমার চরণ-কমল-ধ্যানকারী অক্রূরের লালসা ও আনন্দ তুমি ক্রমশঃই বৃদ্ধি করাইতেছ।

অক্রূর রথ লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন, তুমি তখন গোষ্ঠে গোদোহন করিতে আসিয়াছ। (৩২৮) ব্রজভূমির অলঙ্কার-স্বরূপ তোমার চরণচিহ্নসমূহ অক্রূরের নয়ন-পথের পথিক হইল। তখন তিনি তোমার চরণকমলের রজঃসমূহে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। (৩২৯) তদনন্তর তুমি তাঁহার নয়নানন্দবর্দ্ধক হইয়াছ এবং তাঁহাকে উল্লম্ফনে রথ হইতে অবতারিত করিয়া তৎকর্ত্তৃক বন্দিতও হইয়াছ। (৩৩০) তুমি প্রীতিভরে অক্রূরকে আলিঙ্গন করিয়াছ। হে প্রণত-বৎসল! তোমার জয় হউক। এইরূপে তুমি গান্দিনী-নন্দনের অশেষ মনোবাসনা পূরণ করিয়াছ॥ **বিরাশি**॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

(৩৩১) অক্রূরের মুখে কংসের নিখিল অত্যাচারের কথা শুনিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ; দেবকী ও বসুদেব প্রভৃতির দুঃখ-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছ। (৩৩২) মথুরাগমনের জন্য তুমি গোপেন্দ্র নন্দবাবাকে পরামর্শ দিয়া মথুরাগমন জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছ। আগামী কল্যই প্রাতঃকালে মধুপুরী-গমনের বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া গোকুলবাসিজনগণকে ব্যাকুল করিয়াছ। (৩৩৩) যশোদা মাতার হৃদয়ে শত শত আশঙ্কা ও চিন্তাজ্বর প্রদান করিয়াছ এবং নিখিল ব্রজাঙ্গনাগণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! আমাকে বিরহ-সাগর হইতে উদ্ধার কর। (৩৩৪) জগৎকে শূন্য বলিয়া প্রতীতিকারিণী গোপীগণের জীবনকে তুমি বিরহাগ্নিতে জ্বালাইয়াছ!! অহো! তখন গোপীগণের নয়নজলধারায় নদীগণকেও সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাইয়াছ!!! **তিরাশি**॥

(৩৩৫) অনন্তর তুমি অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়া গোপীগণের দুঃখে কাতর হইয়াছ। শকটারূঢ় নন্দাদি গোপগণ ও শ্রীদামাদি গোপালগণ তোমাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। (৩৩৬) তুমি গোপীদের বিয়োগে সন্তপ্ত হইয়াছ, রাধিকার বিরহ কিন্তু তোমার অসহ্যই হইয়াছিল। অতএব নিজের দূতাদিদ্বারা শীঘ্র আগমনসূচক মিষ্ট বাক্যে গোপীদের আশ্বাসদানে তুমি ব্যাকুল হইয়াছিলে। (৩৩৭) গোপীদের হাহাকারে, রোদনে ও আর্ত্তিভরে

তুমি রথ হইতে লম্ফপ্রদানে নীচে অবতরণ করতঃ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ। তৎপরে মৃতপ্রায়া ব্রজবধূদিগকে চুম্বন আলিঙ্গনাদি করিয়া তাঁহাদের প্রাণদান করিয়াছ। (৩৩৮) হে সান্ত্বনাভিজ্ঞ! শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন-বিষয়ে তুমি নানাবিধ শপথ করিয়া 'পরশ্ব' আসিব বলিয়া দিনও নির্দ্ধারিত করিয়াছ। এই আশা দিয়া তুমি তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। হে মথুরাবিনোদিন্! তোমার জয় হউক অর্থাৎ শীঘ্রই কংসাদি অসুরসমূহকে বিনাশ করিয়া ব্রজে পুনরাগমন পূর্ব্বক ব্রজদেবীগণকে সুস্থ কর—এই প্রার্থনা॥ **চৌরাশি**॥

(৩৩৯) অক্রূর তখন তোমার রথ চালাইলেন—গোপাঙ্গনাগণ রথের পথে আসিয়া গমন-পন্থা নিরোধ করিলেন। তুমি মা যশোদার মহারোদনে দুঃখিত হইয়াছিলে; তখন বাক্‌রহিত নন্দাদিগোপগণ তোমাকে ধরিয়া রাখিলেন!! হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি। (৩৪০) এই ব্যাপারে তুমি কত কত গোপস্ত্রীকে মারিয়াছ, কত কত স্ত্রীর মূর্চ্ছা করাইয়াছ—কোন কোনও যূথকে উন্মাদিত করিয়াছ, আবার সহস্র সহস্র গোপীকে রোদন করাইয়াছ!! (৩৪১) মহার্ত্তস্বরে (রোদন করায়) শত শত গোপ-বধূর কণ্ঠ-সংরোধ হইয়াছে; আবার রথের পথমধ্যে বহু বহু অবলাকে পাতিত করিয়াছ! (৩৪২) কোনও কোনও গোপীর প্রাণকে আশা-সূত্রে বদ্ধ করিয়া নিজের লীলাকীর্ত্তন করাইয়াছ! কোনও কোনও ব্রজাঙ্গনাকে আবার মথুরার পথ-দর্শনে ব্যাকুলিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছ!! **পঁচাশি**॥

(৩৪৩) তুমি যমুনাজলে অক্রূরকে নিমজ্জিত করিয়াছ, অক্রূরের রথে বর্ত্তমান থাকিয়াও আবার অক্রূরকর্ত্তৃক জলমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছ!! তুমি তাঁহাকে মহাশ্চর্য্য-ঘটনাবলি দর্শন করাইয়াছ!!!

চত্বারিংশ অধ্যায়

(৩৪৩) তুমি অক্রূরের স্তব-বিষয়ীভূত হইয়াছ! তোমার কারণ নাই বলিয়া তুমি অনাদি। তুমি পদ্মনাভ ব্রহ্মারও আদিকারণ; ব্রহ্মাদি সকল সৃষ্ট জাগতিক বস্তুই তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না, অথচ তুমি

ভজনকারিজনগণেরই বোধ্য হইয়াছ। (৩৪৫) তোমার চরণ বহুবিধ অর্চা-পদ্ধতিতে পূজিত হয়; বিবিধ বিগ্রহে ও বিবিধ প্রস্থানে তুমি উপাসিত হও। সর্বদিগ্‌দেশ হইতে প্রসৃত নদীগণের যেমন সমুদ্রই গতি, তদ্রূপ বিভিন্ন মার্গে উপাসকগণেরও তুমিই একমাত্র মুখ্যাশ্রয়। তুমি সর্বদেবময় (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণেরও স্বরূপাধায়ক) এবং নিয়ন্তা। (৩৪৬) তোমার সর্বাঙ্গই জগতের আশ্রয়। তোমার উদর ব্রহ্মাণ্ডরাজির গুহারূপ আশ্রয়। তুমি অবতারবলিবীজ বলিয়া তোমার প্রত্যেক অবতারই শোকনাশন, আনন্দদায়ক এবং সর্বশোভা-সমৃদ্ধির নিদান। (৩৪৭) নানাপ্রকারে নিজ দৈন্য-নিবেদনকারী মুমুক্ষু অক্রূর তোমাকে বহু প্রার্থনা করিয়াছেন। তোমারই মুখ্য কৃপাতিশয্য তোমাতে প্রেমভক্তি ও সৎসঙ্গ দান করিতে পারে। (৩৪৮) গোপীদের অবজ্ঞাকারী অতএব অপরাধী অক্রূর শুষ্ক (ভক্তিহীন) স্তব করিয়া তোমার অভিবন্দনা করিয়াছেন। পিতৃব্য অক্রূরকে তুমি তাহার বিস্ময়ের বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছ! হে অদ্ভুত-সাগর! তোমার জয় হোক ॥ **ছিয়াশি** ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

(৩৪৯) নন্দাদি স্বজনগণ মথুরার উপবনে উপনীত হইয়া তোমাকে বেষ্টন করিলেন। ব্রজের দুঃখ-কারণ অক্রূরের গৃহে গমনজন্য তাঁহার দ্বারা প্রার্থনা করাইয়াছ। (৩৫০) অনন্তর সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও মহাশ্চর্য্য মথুরা-নগরীর দর্শনে তুমি আনন্দিত হইয়াছ। তুমি পুরস্ত্রীগণের নয়ন ও মন হরণ করিয়াছ; হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি। (৩৫১) দধি, অক্ষত প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্যদ্বারা দ্বিজগণ তোমার পূজা করিয়াছেন; মথুরাবাসিনীগণের মুখে ব্রজাঙ্গনাগণের শ্লাঘা শুনিয়া তুমি অতিশয় সুখী হইয়াছ॥ **সাতাশি** ॥

(৩৫২) মথুরাবাসী জনমণ্ডলী তোমাকে উত্তমরূপে দর্শন করিতে লাগিল। তুমি রজকের নিকট বস্ত্র যাচ্ঞা করিয়াছ; তখন দুর্মুখ রজকের সাটোপ বচনে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছ। (৩৫৩) তৎপরে নিজের প্রিয় বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া বিভূষিত হইয়াছ এবং রামাদিগোপগণও স্ব স্ব অভীষ্ট বস্ত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন,

তৎপরে তুমি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ। (৩৫৪) তদনন্তর তন্তুবায়-কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বস্ত্রময় কটক, কুণ্ডল ও কেয়ূরাদিদ্বারা তুমি ভূষিত হইয়াছ। তখন তুমি বিবিধ বেশভূষায় শোভিত হইয়া সেই বায়ককে সারূপ্যাদি বর প্রদান করিয়াছ॥ **অষ্টাশি**॥

(৩৫৫) তৎপরে তুমি সুদামা নামক জনৈক মালাকারের গৃহে উপনীত হইয়া তাহার প্রীতিতে পূজাদি স্বীকার করিয়াছ। তৎপ্রদত্ত মাল্যদ্বারা ভূষিত হইয়া সেই মালাকারকর্ত্তৃক ভক্তিভরে স্তুতও হইয়াছ। (৩৫৬) সুগন্ধি নানাবিধ মাল্যে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া তুমি সেই সুদামাকে নিজেতে অচলা ভক্তি প্রভৃতি তাহার অভীষ্ট বর এবং লক্ষ্মী, বল, আয়ুঃ, যশ, কান্তি ইত্যাদি বাঞ্ছাতীত বরও প্রদান করিয়াছ॥ **উননব্বই**॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

(৩৫৭) সহাস্য পরিহাসোক্তি ও জিজ্ঞাসা দ্বারা তুমি কুব্জার অনুলেপন প্রার্থনা করিয়াছ। কুব্জা-প্রদত্ত অঙ্গরাগে তুমি সুশোভিত হইয়া রূপ-মাধুর্য্য ও হাস্যালাপাদি দ্বারা সেই সৈরিন্ধ্রীর (কুব্জার) চিত্ত মোহিত করিয়াছ। (৩৫৮) কুব্জা তোমার সর্বাঙ্গে অনুলেপন দিয়াছেন; পত্রভঙ্গী-রচনাক্রমে গণ্ড, বক্ষ ও ভুজাদিতে অনুলিপ্ত হইয়া তুমি ত্রিবক্রার বক্রতা হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে ঋজু করতঃ সৌন্দর্য্যদান করিয়াছ। (৩৫৯) তখন কুব্জা তোমার বস্ত্র আকর্ষণ করিলে তুমি সেই বস্ত্র ধরিয়াছ এবং তাঁহার ভাব-চেষ্টা দেখিয়া অতিশয় হাস্যসহকারে তাঁহাকে সমাশ্বাসন করতঃ বর প্রদান করিয়াছ। তোমার জয় হউক॥ **নব্বই**॥

(৩৬০) তৎপরে বণিক্‌গণ তোমাকে নানাবিধ উপহার তাম্বুল ও গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়াছে। (৩৬১) তখন তোমার নয়নযুগল প্রফুল্ল হইল এবং লীলায় হাস্যযুক্ত দৃষ্টিবিক্ষেপ হইতে লাগিল। মত্ত গজরাজের গমনভঙ্গী অঙ্গীকার করিয়া তুমি নাগরীগণকে মোহিত করিয়াছ। (৩৬২) তৎপরে পুরবাসিগণকে ধনুঃস্থান (ধনুর্মখশালা) জিজ্ঞাসা করিয়া (তথায় উপস্থিত হইয়া) বিচিত্র বর্ণ এবং অনুলেপন ও অলঙ্কারাদিদ্বারা সুসজ্জিত বৃহত্তর ধনু উত্তোলিত করিয়াছ। অবলীলাক্রমে তুমি সেই ধনুতে জ্যা-রোপণ

করিয়া কংসের ধনু খণ্ডখণ্ড করিয়াছ। (৩৬৩) তৎপর ধনুরক্ষকগণকে বিনাশ করতঃ কংসের প্রেরিত সৈন্যগণকেও নিধন করিয়াছ। এইরূপে কংসের চিত্তে ভীষণ ত্রাস জন্মাইয়া তুমি শকটাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছ॥ **একানব্বই** ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

(৩৬৪) কংসদ্বারা তুমি বহু মঞ্চ নির্মাণ করাইয়া সেই রঙ্গভূমিতে গমনোৎকণ্ঠিত হইয়াছ; 'কুবলয়াপীড়' নামক গজরাজ তোমার পথ রোধ করিলে তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া সর্বচিত্তাকর্ষক গুণের আবিষ্কার করিয়াছ। (৩৬৫) তুমি ক্রুদ্ধ হস্তিপক-কর্তৃক নির্দিষ্ট হইলে (অর্থাৎ তোমার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হস্তিরাজকে চালাইলে) ঐ কুবলয়াপীড়কে ধরিয়া তুমি খেলাই করিয়াছ। তৎক্ষণাৎ ঐ গজবরকে বিনাশ করিয়া তুমি সিংহ-বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছ। (৩৬৬) তখন সেই গজরাজের মহাদন্ত উৎপাটিত করতঃ তাঁহাকে তুমি সর্বোত্তম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছ। কুবলয়া-পীড়কে বিনাশ করিয়া তুমি ঐ হস্তিপককেও হত্যা করিয়াছ॥ **বিরানব্বই**

(৩৬৭) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশোপযোগী সুন্দর বীর-শ্রীদ্বারা তুমি বিভূষিত হইয়াছ। তোমার স্কন্ধে মহাদন্ত, হস্তিমদে ও রক্তবিন্দুতে তোমার অঙ্গ চিহ্নিত হইয়াছে। (৩৬৮) স্বেদকণা-সমূহে তোমার মুখকমল অলঙ্কৃত হইয়াছে; রঙ্গমঞ্চস্থিত বহুবিধ লোকের বাসনানুসারে তুমি অশেষ রসের মূর্ত্তিরূপে প্রতীয়মান হইয়াছ !! (৩৬৯) মল্লদিগের নিকটে তুমি মহাবীর; পৌরগণের নিকটে পরম চমৎকারিরূপগুণলীলাদিদ্বারা পরম দর্শনীয়; স্ত্রীদের নিকট প্রিয়তারতির প্রকটনে মহাকাম, শ্রীদামাদি গোপগণের প্রিয়বয়স্য, অসাধু রাজন্যদের মহাশাসনকর্ত্তা, নিজ পিতামাতা বসুদেব দেবকীর কিম্বা নন্দবসুদেবের নিকট শিশুতা-প্রকটনে মহাবাৎসল্যোদ্দীপক, কংসের মহাকাল, অবিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্বানভিজ্ঞ-জনগণের নিকট মহাগুরু (৩৭০) সনকাদি জ্ঞানিভক্তদের নিকট পরতত্ত্ব-ব্রহ্মরূপের প্রকাশনে মহাতত্ত্ব; অক্রূর উদ্ধব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়দের মহাসেব্যরূপে তুমি তত্রত্য সর্ববিধ লোকের স্বস্বরুচি-বৈচিত্রী অনুসারে মহারসস্বরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া

সকলেরই মনোহরণ করিয়াছ। রঙ্গস্থিতলোকমণ্ডলী প্রেমভরে তোমার লীলা-বিলাসাদির মহাযশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ **তিরানব্বই** ॥

(৩৭১) তৎপরে কংসপ্রেরিত চাণূর তোমাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিলে তুমি 'আমরা ভোজপতি কংসের প্রজা' ইত্যাদি বলিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছ। তুমি তখন চাণূরের সহিত যুদ্ধে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া মল্লযুদ্ধের সুকৌশল দেখাইয়াছ। তোমাকে বন্দনা করি ॥ **চৌরানব্বই** ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

(৩৭২) চাণূরের সহিত তুমি মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কারুণিক পুরস্ত্রীগণ সহজ প্রীতিতে বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। পুরস্ত্রীগণকর্ত্তৃক নিন্দিত সভ্যগণের লজ্জা দেখিয়া তুমিও অতিশয় লজ্জিত হইয়াছ। (৩৭৩) তৎপরে ঐ স্ত্রীগণ উচ্চকণ্ঠে তোমার মহিমাগান করিয়াছে। ব্রজাঙ্গনাদের ভাগ্যবর্ণনা শ্রবণ করিয়া তুমি আনন্দিত হইয়াছ। পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর বা নন্দ-বসুদেবের মনে তোমার বল-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থাকায় তাঁহাদের যে অনুতাপ হইয়াছিল—তাহা তুমি জানিয়া চানূরকে বিনাশ করিয়া সর্বোৎকর্ষের আবিষ্কার করিয়াছ। (৩৭৪) তুমি শল ও তোষলকে সংহার করিয়াছ এবং বলদেবের হস্তে মুষ্টিককেও নিঃশেষ করিয়াছ। ইহাদের মৃত্যুদর্শন করাইয়া অন্যান্য মল্লগণকেও পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছ। আবার বলরামদ্বারা কূটনামক মল্লকেও তুমি বিনাশ করিয়াছ ॥**পঁচানব্বই**

(৩৭৫) তৎপরে উচ্চমঞ্চারূঢ় দুর্বৃত্ত কংসের দুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার ক্রোধ হইল। অসি ও চর্ম গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালনকারী কংসকে কেশে দৃঢ়রূপে ধরিয়া (৩৭৬) ভূমিতে নিপাতিত করতঃ সেই ভোজরাজের উপরে তুমি খেলা করিয়াছ। হে কংস-নাশন! হে কংসারি! হে কংস-নিসূদন! তোমার জয় হউক। (৩৭৭) ইহাতে তুমি পৃথিবীর ভয়, ভার ও আর্ত্তি এবং জগদ্বাসিগণের শল্যবিনাশ করিয়াছ। পিতামাতার আনন্দাতিরেক-সম্পাদন জন্য তুমি কংসের মৃতদেহকেও বিকর্ষণ করিয়াছ !! (৩৭৮) ব্রহ্মশিবাদি দেবগণ আনন্দিত হইলেন ; পূর্ব্বজন্মের কালনেমিকে (ইদানীন্তন কংসকে) তুমি বিমুক্তিদান

করিয়াছ এবং বলদেবদ্বারা কংসের অন্যান্য অষ্ট ভ্রাতাকেও মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়াছ ॥ **ছিয়ানব্বই** ॥

(৩৭৯) কংসের স্ত্রীদিগকে সম্যক্ আশ্বাস দিয়া মৃতগণের সৎক্রিয়া করিতে আদেশ দিয়াছ। পিতামাতার পদে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া তাঁহাদের বন্ধনমোচন করিয়াছ ॥ **সাতানব্বই** ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় !

(৩৮০) ঈশ্বর-জ্ঞানে পিতামাতা বসুদেব-দেবকী তোমাকে আলিঙ্গন করেন নাই, তুমি কিন্তু তাঁহাদের ভাব জানিয়াছ, তখন স্নেহ-বৃদ্ধিকর মিষ্ট-বাক্যে তাঁহাদিগকে প্রমোদ দান করিয়াছ। (৩৮১) তোমার বাক্যে মোহিত হইয়া তৎপরে দেবকী বসুদেব তোমাকে আলিঙ্গন করিলে তুমি আনন্দিত হইয়াছ। মাতাপিতার ক্রোড়ে আরূঢ় হইলে তাঁহারা স্নেহে বাক্‌রুদ্ধ হইয়া অশ্রুধারায় তোমার শিরোদেশ স্নান করাইয়াছেন। (৩৮২) এইভাবে তুমি দেবকী বসুদেবকে পরমানন্দিত করিয়াছ, প্রেমসুখে তাঁহাদের ঈশ-জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাদের দুঃখরাশি বিদূরিত করিয়াছ। তোমার জয় হউক ॥ **আটানব্বই** ॥

(৩৮৩) শ্রীমান্ উগ্রসেনকে সদ্‌বাক্যে আনন্দদান করিয়া তাঁহাকে রাজত্ব সমর্পণ করিয়াছ। রাজ্যসম্পত্তি দিয়া তাঁহার আজ্ঞাবহও হইয়াছ। (৩৮৪) হে ভক্তবৎসলনামধর ভগবান্! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি ত্রিলোকের রত্নসমূহ উগ্রসেনের বশবর্ত্তী করিয়াছ ॥ **নিরানব্বই** ॥

(৩৮৫) কংসের সন্ত্রাসে দূরে প্রোষিত জ্ঞাতি-বান্ধবগণকে আবার মথুরায় আনয়ন করিয়া সেই নিখিল যাদবগণকে যথোচিত সম্মান-দানে পুনরায় নিজনিজ গৃহে সংস্থাপন করিয়াছ। (৩৮৬) তোমার দয়ায় ও সহাস্য দৃষ্টিপাতে যাদবগণ প্রত্যেকেই আনন্দিত হইয়াছেন। তোমার সম্যক্ নিরীক্ষণে রোগ, জরা ও গ্লানি প্রভৃতি দূরে অপসারিত হয়। (৩৮৭) হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও; হে যাদবেন্দ্র! হে বৃষ্ণিবংশ ভূষণ! আমাকে রক্ষা কর। হে দাশার্হাধিপতি! হে মধুকুল মুকুট মণি! (৩৮৮) হে কুকুরান্ধকবংশপাবন! হে ভৈম-বংশবর্দ্ধন-কারিন্!

তুমি যযাতিকুলরূপ পদ্মের সূর্য্য। তুমি চন্দ্রবংশরূপ সাগরের-চন্দ্রমা। তোমাকে নমস্কার॥ **এক শত**॥

(৩৮৯) হে মথুরানাথ! তোমার জয় হউক। তুমি মথুরার মঙ্গল-নিধান প্রভু। মথুরার মূর্ত্ত মাধুর্য্য তুমি; সর্বপ্রাধান্যে তুমি মথুরা মণ্ডলকে সংব্যাপ্ত করিয়াছ। (৩৯০) তুমি নিত্যই মথুরায় বাস কর, মথুরার প্রকৃষ্ট মাধুরী তোমার দ্বারাই বৃদ্ধি হইয়াছে। হে মথুরাবাসিদের মহাভাগ্য মথুরাপতি! তোমাকে নমস্কার॥ **একশত এক**॥

(৩৯১) 'অদ্য ব্রজে যাইব, আগামী কল্য যাইব' ইত্যাদি ছলবাক্যে তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দমহারাজকে তথায় রাখিয়াছ। মুহুর্মুহু আলিঙ্গন-দানে নন্দমহারাজের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যাকুল হইয়াছ। (৩৯২) নানাবিধ বাক্যচাতুর্য্যে দীন নন্দকে তুমি অতিশয় রোদন করাইয়াছ। পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিয়া গোপগণের দুঃখাশ্রুধারা পাতিত করিয়াছ। (৩৯৩) মুহুর্মুহু মূর্চ্ছাপন্ন ও স্খলিতপদ বৃদ্ধ নন্দমহারাজের সান্ত্বনাদি করিতে তুমি ব্যস্ত হইয়াছ। তুমি যে ব্রজবাসিগণের জন্য বস্ত্র, অলঙ্কার ও কাংস্যপাত্রাদি দান করিয়াছ, তাহাতে পক্ষান্তরে নন্দমহারাজকে মারিয়াই ফেলিয়াছ। (৩৯৪) হাহাকার-শব্দে উচ্চরোদনশীল গোপগণকে তুমি স্ববিরহ-দান করিয়াছ; জলসেকাদি বিবিধ উপায়ে তুমি নন্দরাজকে উজ্জীবিত করিয়াছ। আমার প্রতি প্রসন্ন হও অর্থাৎ এতাদৃশ কঠিন বিরহের শীঘ্রই উপসংহার কর। (৩৯৫) 'শীঘ্রই যাইতেছি' এই শপথ করিয়া নন্দরাজের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! এই সময় আমাকে তোমাদের পার্শ্বদেশে রাখ, যাহাতে দৈন্যসমুদ্র-নিমজ্জিত নন্দবাবাকে বা তোমাকে বৈকল্য বা মোহ হইতে রক্ষা করিতে পারি। 'দেখিতে যাইব' ইত্যাদি সুখবার্ত্তা-প্রেরণে তুমি যশোদামাতার দুঃখই বৃদ্ধি করিয়াছ। (৩৯৬) মুহুর্মুহু প্রত্যাবর্ত্তনশীল নন্দবাবার অশ্রুধারায় তুমি সম্যক্ প্রকারে স্নাত হইয়াছ, নন্দমহারাজের অনুগমন করিবার ছলে তুমি ব্রজের কাতর প্রাণিদের যেন প্রাণই দান করিয়াছ। (৩৯৭) গোপীদের জন্য তুমি নিজের ভূষা ও শপথ বাক্য প্রভৃতি পাঠাইয়া অতিকষ্টে নিজের নেত্রকমলের বারিধারা নিবারণ করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥ **একশত দুই**॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত॥

---o---

শ্রীজগন্নাথের স্তব—(৩৯৮) হে শ্রীজগন্নাথ! নীলাচলশিরোমণি! হে দারুব্রহ্ম! ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। (৩৯৯) হে প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ! হে লবণসমুদ্রতটের অমৃত! হে গুটি-কোদর * নানাভোগ-বিলাসিন্! আমাকে পালন কর। (৪০০) তুমি স্বভক্তগণকে নিজের অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন; তুমি সুভদ্রার লালনে ব্যগ্র, হে রামানুজ! তোমার চরণে নমস্কার। (৪০১) তুমি গুণ্ডিচারথযাত্রাদি বিবিধ মহোৎসবের বিবৃদ্ধি করিয়াছ। হে ভক্তবৎসল! হে গুণ্ডিচারথ-ভূষণ! তোমাকে বন্দনা করি। (৪০২) তোমার চিত্ত সদাকালের জন্য দীনহীন মহানীচ-জনকেও দয়া করিবার জন্য উদ্যুক্ত থাকে। তুমি নিত্যই নূতন নূতন মহিমা প্রদর্শন করাও। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় অথবা শ্রীচৈতন্যই তোমার প্রিয় কিম্বা তুমি চিন্ময় এবং সকলেরই বল্লভ। তোমার চরণে প্রণত হইতেছি॥ **একশত তিন**॥

শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব—(৪০৩) হে শ্রীমচ্চৈতন্যদেব! হে গৌরাঙ্গ-সুন্দর! তোমাকে বন্দনা করি! হে শচীনন্দন! হে যতিচূড়ামণি! প্রভো হে! আমাকে ত্রাণ কর। (৪০৪) তোমার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, তোমার বদনে মৃদুমধুর হাস্য, তুমি নীলাচলের বিভূষণ, জগতে তুমি অমৃত হইতেও পরমাস্বাদবৈচিত্রীযুক্ত ভগবন্নামকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ। (৪০৫) তুমি অদ্বৈত-প্রকটীকৃত বলিয়া অদ্বৈত আচার্য্যকে কতই না শ্লাঘা করিয়াছ! বাসুদেব সার্বভৌমকে কত প্রকারে আনন্দ দান করিয়াছ!! রামানন্দের সহিত প্রীতিবদ্ধ হইয়াছ, তুমি সর্ব্ববৈষ্ণবেরই বান্ধব। (৪০৬) তোমা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলে প্রেমামৃতের মহাসমুদ্র প্রবাহিত হয়;

---

* প্রবাদ আছে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'নব-কলেবর' ধারণ সময়ে বহুমূল্য বস্ত্রাদি-জড়িত একমূর্ত্তি শালগ্রাম তাঁহার উদরে স্থাপিত হয়েন, প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ হইতে ঐ শালগ্রাম জনৈক বস্ত্রাবৃত-নয়ন সেবক স্থানান্তরে গুপ্তভাবে সংরক্ষিত করেন। পরে যথাসময়ে আবার নয়ন আবৃত করিয়া নবকলেবরের উদরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখেন। এইজন্যই বোধ হয় শ্রীজগন্নাথদেবকে **'গুটিকোদর'** বলা হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকিলে স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতিতে জগন্নাথ-মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।

হে মহাপ্রভো! তোমার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। দীনাতিদীন আমাকে কি কখনও স্মরণ করিয়া থাক? **একশত চারি**॥

ভগবদ্‌বিভূতির স্তবঃ—(৪০৭) তুমি ব্রাহ্মণস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ, পিপ্পলরূপ এবং গোরূপ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। (৪০৮) হে নন্দকিশোর! তুমি বিবিধ তীর্থস্বরূপও হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার। সর্বদা লোকরক্ষা করিবার জন্য তুমি এই পঞ্চ (ব্রাহ্মণ, ভক্ত, পিপ্পল, গোও তীর্থ) রূপ ধারণ করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার॥ **একশত পাঁচ**॥

ভগবদর্চ্চামূর্ত্তির স্তবঃ—(৪০৯) হে প্রভো! তোমার প্রতিমা সপ্তপ্রকার—পাষাণময়ী, ধাতুজা, মৃণ্ময়ী, দারুময়ী, বালুকাময়ী, মণিময়ী ও লেখ্যা। আবার সচলা ও অচলা বিগ্রহ (৪১০) এবং শালগ্রাম শিলা যে কোন স্থানেই (অশুচি স্থানেও) থাকুন না কেন—যে প্রকারেরই (ভগ্ন, খণ্ডিত অথবা স্ফুটিতই) হউন না কেন—ভক্তগণ ভক্তিভরে যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন—(৪১১) ইঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তুমি অধিষ্ঠিত আছ—প্রত্যেকেই সচ্চিদানন্দরূপিণী—সাধুসজ্জনগণ ঐ সকলে তোমারই স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব হে সর্ব্বার্চাময়! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার!! **একশত ছয়**॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতের স্তবঃ—(৪১২) হে সর্ব্বশাস্ত্রসমুদ্রের (সার-সমন্বয় রূপ) অমৃত, সকল বেদের মুখ্য অত্যুৎকৃষ্ট ফল, সকল সিদ্ধান্তরত্ন-সম্পন্ন এবং মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী, ভক্ত প্রভৃতি সকল লোকের হিতোপদেশকর, সর্বদুঃখহরত্ব ও সর্বজ্ঞানপ্রদত্বরূপে মাংসচক্ষুর ব্যতিরিক্ত মুখ্য দৃষ্টিপ্রদায়ক! (৪১৩) হে সর্বভাগবতের প্রাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত! হে প্রভো! কলিযুগরূপ অন্ধকার-বিনাশে তুমি আদিত্যরূপে উদিত হইয়াছ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপ। (৪১৪) তোমার পাঠে পরমানন্দ লাভ হয়। তোমার প্রতি অক্ষর প্রেম বর্ষা করে, সর্বদা সকলেরই সেব্য তুমি। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চরণে আমার নমস্কার। (৪১৫) তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, আমার সঙ্গী, আমার গুরু, আমার (প্রেম) মহাধন, আমার নিস্তারক, আমার ভাগ্য, আমার আনন্দ; তোমাকে নমস্কার। (৪১৬) তুমি অসাধুকেও সাধুতা দান কর, অতি নীচজনকেও উচ্চত্ব (মাহাত্ম্য) দান কর! হা! আমাকে কখনও ত্যাগ করিও না। আমার হৃদয়ে ও কণ্ঠে প্রেমভরে স্ফুরিত হও॥ **একশত সাত**॥

শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যের স্তবঃ—(৪১৭-৪২৫) হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার করুণার মহিমাকে আমি ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি। অহো! যে করুণা নীচ, দুরাচার, নিত্য-পাপাচার এবং শঠ আমাকেও সেই (রাজসেবকরূপী মহাজঘন্য) অবস্থা হইতে সদাচারপরায়ণগণের এই অবস্থা দান করিয়াছে—সেই বিষয়িজনকলুষিত রাজদরবার হইতে এই সর্বমঙ্গলনিধান মথুরা-মণ্ডল-প্রাপ্তি করাইয়াছে, যে মথুরায় অজ্ঞানকৃত পাপের ত কথাই নাই, জ্ঞান-কৃত পাপরাশিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়—যে মথুরা চারিপ্রকারে [জন্ম, উপনয়ন, মৃত্যু বা দাহ দ্বারা] মানবের মুক্তি-দানে সমর্থ—যে স্থানে তুমি সর্বদাই সন্নিহিত আছ, যে ধামে নিজের অত্যুৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রকটনপূর্ব্বকই যেন সর্বদা বাস করিতেছ—যে স্থল নিজ মাধুর্য্য-সম্পত্তিভারে 'মধুরা' বলিয়া কথিত হয়—আর [যে করুণা] সেই রাজসেবি-দুষ্টগণের সঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের সঙ্গ দান করিয়াছে—অধিক কি বলিব, তোমার যে কারুণ্য শ্রীনীলাচলে শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গও প্রাপ্তি করাইয়াছে—তথায় (নীলাচলে) রথোপরি তোমার পরম সুন্দর মুখদর্শন-কৌতুক দান করিয়াছে—যাহা আবার এই বৃন্দাবন এবং অত্রত্য ক্রীড়াস্থলীসমূহের সান্নিধ্যে আনিয়াছে—যে ব্রজমণ্ডলের সংকীর্ত্তি গাথা গোপিকাগণ গান করিয়াছেন—তুমিও যাহার মহামহিমা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছ—যাহার শ্রবণে দূরবর্ত্তিজনগণও কল্যাণময় হইয়া তোমার প্রেমধনে ধনী হয়, যাহার স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিজাত তোমার প্রেম-ধারায় আপ্লুত হইতেছে—যে স্থলে অদ্যাপি নিত্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বা নবনবায়মানরূপে পরিস্ফুট ক্রীড়া করিতেছ—[তোমার যে কারুণ্য] আবার তোমারই প্রিয়জন আমার একমাত্র ধন প্রাণ ভাগবতবর শ্রীরূপের পুনঃ সঙ্গ দান করিয়াছে—সেই কারুণ্য-মহিমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নিত্য প্রণাম করিতেছি। (৪২৬-৪৩০) যে কারুণ্য-মহিমা এক্ষণে আমার মুখ হইতে তোমার নাম নিঃসরণ করাইতেছেন, যিনি কখনও কখনও তোমার চরণকমলও আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করান,—যিনি আমার এই অধম দেহদ্বারাও তোমাকে এই নমস্কার করাইতেছেন—যিনি সকল আপদ হইতে আমাকে রক্ষা করেন এবং তোমার ভক্তিসম্পত্তি দান করেন—যিনি অজস্রভাবে তোমার প্রেম-স্মরণ-কীর্ত্তনও দিতে পারেন—যিনি আমাকে তোমার প্রেমকটাক্ষও প্রাপ্তি করাইতে পারেন—যিনি গো-

গোপ-গোপীজন-সমাযুক্ত তোমাকেও দর্শন করাইতে সক্ষম—এই প্রকারে যিনি এই হীন আমার সকল আশারই পরম অবলম্বন—বহুপূর্ব্বে যাঁহার প্রাপ্তি হইলেও নিত্যই নূতনবৎ প্রতিভাত হয়েন—তোমার সেই সচ্চিদানন্দ মহাকারুণ্য-মহিমাকেই নিত্য ভূয়োভূয় দণ্ডবৎ করিতেছি।

এক্ষণে **গ্রন্থফল** বলিতেছেন—(৪৩১-৪৩২) হে শ্রীকৃষ্ণ! যিনি অর্থ-বোধপূর্ব্বক এই তারক (কর্ণধার-স্বরূপ) **'লীলাস্তব'** নামক স্তোত্রটি একশত আট প্রণাম করিয়া করিয়া কীর্ত্তন করিবেন, সেই ভক্ত অচিরাৎ তোমার কৃপাবলে তোমার রূপে (বিগ্রহে), নামে, লীলায় ও বিহার-স্থলে (বৃন্দাবনে) পরমা রতি লাভ করুন—এই প্রার্থনা॥ **একশত আট**॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবের অনুবাদ সমাপ্ত॥

(শ্রীশ্রী)গিরিধারী-হরিদেবের চুম্বিয়া চরণ।
'লীলাস্তবের' ভাষা অনুবাদ হ'ল সমাপন॥
সর্ব্বভাগবতের করি চরণ-বন্দন।
সর্ব অপরাধ মোর করহ খণ্ডন॥
সর্বশ্রোতাগণের মুঞি বন্দি শ্রীচরণ।
কৃপায় মোর দুষ্ট চিত্তের করহ শোধন॥
তোমা সবার শ্রীচরণে এই নিবেদন।
গৌরগোবিন্দ লীলায় (যেন) ঝুরি নিশিদিন॥
গৌরবে গৌরাঙ্গগুণ গাই অনিবার।
'গদাধরের প্রাণ গোরা' পদ করি সার॥
'শিরোমণি' প্রভুপদ-কমল চিন্তিয়া।
সুখে যেন যাই এ ভবসংসার ত্যজিয়া॥
গিরিধারী-চরণ ভজে যেই তার দাস।
জন্মে জন্মে হই যেন তাঁর দাসের দাস॥
তোমাদের উচ্ছিষ্ট-কণা দিয়া মোরে গ্রাস।
সফল করাহ নাম দাস হরিদাস॥

—— ০ ——